Regd No. P. 185

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার
২২শে পৌষ ১৩৩৬, ৬ই জানুয়ারী ১৯৩০। } ১ম সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র রসায়ন
শিশি ১৷৷০

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসা রোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯ ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) রাঁচি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, ⁄০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা ক্যেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্ম্যাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২৷৷০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য—১৷৷০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—⁄০ আনা

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভূতি

প্রার্থনা করে কেন ?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের জন্য ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ
সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

আর ভয় নাই!

৪০ দিনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত বা তজ্জাতীয় পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। কেবলমাত্র ঔষধের উপকরণাদি বা খরচ দিতে হয়। শীতকালে ব্যবহার্য্য। "হে ব্যাধিত আইস; অবিশ্বাস ত্যাগ কর ; ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞাত হও"।

ডাক্তার—সতীশ চন্দ্র মণ্ডল

এইচ, এম, বি,

নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

চিত্তরঞ্জন চরখা

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রত্যেক গৃহের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত।

কোন অংশ খারাপ হইলে অনায়াসে নিজেই বদলাইয়া লইতে পারিবেন।

মূল্য খুব সুলভ অথচ টেকসই।

প্রাপ্তিস্থান—

দেশবন্ধু প্রেস,

পুরুলিয়া।

INDIA is pulsating with New Life.

She is on the threshold of new developments of infinite possibilities and far-reaching character—in which the Engineers and Builders will play the most important part. Look ahead like a man and join the—

CALCUTTA ENGINEERING COLLEGE.

which offers you all that is best in

CIVIL ENGINEERING.

Matrics, must apply before 25th. January and Non-matrics before 20th January.

Further particulars from the Secretory, 62, Debendra Ghose road, CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত কার্য্য সমূহের টেণ্ডার আগামী ৭ই জানুয়ারী ১৯৩০—বেলা ৪½ ঘটীকা পর্য্যন্ত সদর লোকেল বোর্ড অফিসে গৃহিত হইবে।

সদর লোকেল বোর্ড অফিস পুরুলিয়া— ২৩।১২।২৯

Sd/ S. C. Chattaraj
Vice-Chairman
Sadar Local Board.

১। পাটঝালদা স্কুল নির্ম্মাণ কার্য্য——১৫৫০৲

২। ইছাগ— ঐ ——১৫৫০৲

৩। রাহেড়ডি নিঃ প্রাঃ স্কুল গৃহ মেরামতী——১৮০৲

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"আমি আশা করি এই বৎসরের মধ্যে সমগ্র মানভূম জিলা হইতে বিদেশী বস্ত্র নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে—ঘরে ঘরে চরকা ও খদ্দরের প্রচলন হইবে—মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপদ্ধতির সাফল্যের জন্য মানভূমবাসী প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।"

—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সন ১৩৩৬ সাল, ২২শে পৌষ, সোমবার।

মুক্তির কথা

বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মুক্তি পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল।

জাতির বন্ধন দশায় জাতিকে মুক্তির বাণী শুনাইবার উদ্দেশ্য লইয়া মুক্তি তাহার চলা আরম্ভ করিয়াছিল আজও তাহার শেষ হয় নাই। যত দিন না জাতি তাহার লক্ষ্যে আসিয়া পৌছিবে ততদিন মুক্তি যেন তাহার চলা বন্ধ না করিয়া জাতির মুক্তির পথে কিছুও সাহায্য করিতে পারে তাহাই আমরা আজ ভগবৎ চরণে প্রার্থনা করিতেছি।

যে কথা লইয়া আমরা আরম্ভ করিয়াছি আজ ও নব বর্ষারম্ভে সেই কথাই বলিতেছি। যতদিন জাতি বন্ধন মুক্ত না হইবে ততদিন ঐ এক কথাই বলিব।

আর বলিবারই বা কি আছে, পরাধীন জাতির একমাত্র কাম্য, একমাত্র ইপ্সিত বন্ধন দশাহইতে মুক্তি। জাতিকে এই কথাই শুনিতে হইবে জাতিকে এই কথাই শুনাইতে হইবে।

শুনিতে হইবে, জানিতে হইবে বুঝিতে হইবে, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া অনুভব করিতে হইবে যে আমরা পরাধীন, এ শুধু ভাব বিলাসীর ভাব দিয়া নয় পথচারি ভিক্ষুকের দারিদ্র্যের অনুভূতি দিয়া। সকল কর্ম্মে সকল উৎসবে সকল আনন্দে সকল দুঃখের মাঝে ঐ একই অনুভূতি সমস্ত জাতির অন্তরে সজাগ হইয়া উঠুক যে আমরা পরাধীন।

জাতির মুক্তির প্রচেষ্টার আগ্রহ জন্মিতে পারে না, যদি তাহার এই অনুভূতি প্রবল হইয়া না উঠে। জাতির সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যই এই। তাহারা যে পরাধীন এইটাই তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে বেদনার পরিবর্ত্তে একটা মিথ্যা মোহের আবেশে তাহাদের অন্তর আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে তাই তাহার নিদ্রা এত গাঢ়, তাই তাহার আত্ম চেতনা বিলুপ্তপ্রায়, তাই আজ ডাক দিয়াও তাহার যে সাড়া পাওয়া যায় তাহা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন।

এই মোহের আবরণ ভেদ করিয়া মুক্তির আহ্বান তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। কত যুগ ধরিয়া জাতি নিদ্রায় আচ্ছন্ন এ নিদ্রার ঘোর না কাটিলে—জাতি মুক্তির প্রচেষ্টায় আত্ম নিয়োগ করিবে কেমন করিয়া? তন্দ্রাবেশে সে মুক্তির স্বপ্ন দেখিতে পারে কিন্তু তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে মোহের আবরণ সরাইয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। নচেৎ তাহার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কেবল স্বপ্ন মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে।

মুক্তি কামী তাই আজ জাতিকে আহ্বান করিতেছে—মরণকেই সম্বল করিয়া জাতির মরণকে প্রতিহত করিবার জন্য মুক্তি সাধনার সাধক আজ জাতিকে তাহার মোহ নিদ্রা দূর করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। প্রলয়ের ঘনান্ধকারে মহাকালের তাণ্ডব নৃত্যের সহিত জাতির সুষুপ্ত আত্মা জাগরিত হইয়া দিকে দিকে মুক্তির আগমনী বার্ত্তা ঘোষিত করুক। মহাদেবের ডমরু নিনাদের তালে তালে জাতি তাহার যুগ সঞ্চিত জড়তা পরিহার করিয়া সমস্ত দুঃখের অবসান করুক।

কে আজ কোথায় মুক্তিকামী আছ! আজ সমস্ত পরিহার করিয়া জাতিকে ঐ একই কথা শুনাও। নিদ্রিত আত্মার উপর যে আঘাতের উপর আঘাত পড়িতেছে, মৌন জনসংঘের উপর যে অত্যাচারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, অসহায় দরিদ্রের উপর যে শোষনের বিভীসিকা বিরাজ করিতেছে তাহাই আজ দূর করিতে হইবে। এই মিথ্যার রাজত্বের অবসান করিয়া সত্যের শুভ্র অলোকে জাতিকে অভিষিক্ত করিতে হইবে। অত্যাচারী শাসকের উদ্যত খড়্গ তাহাকে মাথা পাতিয়া লইলে চলিবে না—ইহা প্রতিহত করিবার মত শক্তি তাহাকে অর্জ্জন করিতেই হইবে।

মুক্তি সাধনার অগ্রদূত। আজ জাতিকে এই কথাই জানাইতে হইবে। অন্য কোন কথা নাই, অন্য কোন কাজ নাই, অন্য কোন চিন্তা নাই—থাকিতে পারে না। জাতির বাঁচিবার এই একমাত্র মন্ত্র—জাতিকে সংহত হইয়া আজ এই মন্ত্রই জপিতে হইবে—মুক্তি চাই, মুক্তি চাই!

মুক্তির পথে বাধা আছে—শত বিঘ্ন আছে—দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, মৃত্যু আছে, প্রতারণা আছে, শঠতা আছে, ছলনা আছে। তান্ত্রিক সাধকের মত সাধনায় বসিয়া অলীক ভয়ে শব পরিত্যাগ করিয়া উঠিলে সাধনা বিফল হইবে। তাই আজ জাতিকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া মুক্তি সাধনায় বসিয়া একনিষ্ঠ হইয়া এই কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

সকল ছন্দে, সকল ভাষায়, সকল গানে, সকল মন্ত্রে—শুধু এই মুক্তির বাণীই প্রচারিত হউক। সকল কর্ম্মে; সকল ধর্ম্মে, সমস্ত মননে এই স্বাধীনতার প্রচেষ্টাই একমাত্র প্রচেষ্টা হউক। আমরা এই কথাই আজ নব বর্ষের

প্রারম্ভে দেশবাসীকে জানাইতে চাই, শুনাইতে চাই—সমস্ত বৎসর ধরিয়া আমরা দেশবাসীর প্রতি ঘরে ঘরে এই বার্ত্তাই পৌঁছাইতে চাই যে এই স্বাধীনতার স্বপ্নই তোমাদের একমাত্র স্বপ্ন হউক স্বাধীনতার জন্য কর্ম্মই তোমাদের একমাত্র কর্ম্ম হউক। আর অন্য কিছু নাই! নাই!! নাই!!

———

ঝালিদার একদল দুর্দ্দান্ত বদমায়েস গুণ্ডার ভয়ে ঝালিদার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল গুণ্ডারা লোকের নিকট হইতে জবরদস্তি করিয়া অনেক রকম বে আইনী টাকা আদায় করিয়া থাকে। ইহাদের দলে প্রতিপত্তিশালী লোকের অভাব নাই। এই বদমায়েসের দলপতির নাম কাহারও অবিদিত নয়। ইনি ঝালিদার একজন বিশিষ্ট লোক এবং সরকারের বিশেষ অনুগৃহীত। ঝালিদায় তাহার অত্যাচারের ভয় এ পর্য্যন্ত কেহ এ বিষয়ে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিতে সাহস করে নাই। কারণ এ সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিলে অথবা অভিযোগ করিলে, তাহাদিগকে যে অত্যাচার সহ্য করিতে হয় তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সেখানে পুলিশও আছে থানাও আছে বন্দোবস্তের কোন ত্রুটি নাই কিন্তু ইহার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা দেখা যায় না।

জেলার লোকের ধনপ্রাণ রক্ষার ভার লইয়া যাহারা জনসাধারণ প্রদত্ত সরকারী তহবিল হইতে মোটা মোটা বেতন পাইতেছেন তাঁহারা এই সকল অত্যাচারের দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর বোধ হয় পান না। ভবিষ্যতে আমরা এ বিষয়ে বহু প্রকার তথ্য প্রকাশ করিবার আশা রাখি।

———

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহা সম্মেলন

চতুঃচত্বারিংশ বর্ষ ধরিয়া ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। এই সময়ের মধ্যে মহাসভা ধীরে ধীরে জাতিকে দীর্ঘকালের তন্দ্রা হইতে জাগরিত করিয়া জাতির মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনার সঞ্চার করিয়াছেন—রাষ্ট্রীয় আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছেন—আজ আমরা একটা সঙ্কটজনক সন্ধিক্ষণে এই স্থানে সমবেত হইয়াছি। আমাদের শক্তি কতটুকু তাহা আমরা জানি, আমাদের দুর্ব্বলতা কতটুকু, তাহাও আমরা জানি। আমরা যুগপৎ আশা এবং শঙ্কা লইয়া ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতেছি। পরবর্ত্তীগণ যাহাতে সাফল্যের গৌরব লাভ করিতে পারে, এজন্য যাঁহারা নিজেরা কোন পুরস্কারে আশা না করিয়া জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন আজ আমরা সেই পূর্ব্ববর্ত্তীগণকে স্মরণ করিব। পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষসিংহদের মধ্যে আজ অনেকেই আমাদের মধ্যে নাই। তাঁহারা আমাদের জন্য যে গৌরবের আসন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সেই আসনে দাঁড়াইয়া আমরা হয়তো তাঁহাদের চেষ্টার নিন্দা করিতে পারি। ইহাই জগতের নিয়ম। কিন্তু তাঁহারা স্বাধীন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে মহতী চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। তাহার পর যে সমস্ত নর-নারী বিদেশীর প্রভুত্বের প্রতিবাদকল্পে ফলাফলের বিচার না করিয়া তাঁহাদের তরুণ জীবন পাত করিয়াছেন অথবা অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করিয়াই নিজেদের যৌবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। তাঁহাদের নামও আমরা জানি না। তাঁহারা নীরবে কাজ করিয়া, নীরবে কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন—জনসাধারণের প্রশংসার প্রত্যাশা তাঁহারা করেন নাই, বুকের রক্ত দিয়া তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা-তরু সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। আমরা যে সময় ইতস্ততঃ করিয়াছি, সে সময় তাঁহারা উন্নতশিরে দাঁড়াইয়া স্বাধীনতায় জাতির অধিকার ঘোষণা করিয়াছেন—তাঁহারা জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, এই অধঃপতনের দিনেও ভারতে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান আছে, কারণ তাঁহারা অত্যাচার ও দাসত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হন নাই।

জাতীয় আন্দোলনের সৌধ

একখানির পর একখানি ইষ্টক বসাইয়া আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। আত্মদাতা সন্তানগণের ভূতলশায়ী দেহের উপর দিয়া অনেক সময় ভারতবর্ষকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। অতীতের পুরুষসিংহগণ আজ আমাদের সঙ্গে নাই, কিন্তু তাঁহাদের সাহস আমাদের মধ্যে আছে, ভারতমাতা এখনও যতীন দাস এবং বিজয়ের মত আত্মদাতা প্রসব করিতে পারেন।

আমরা এই গৌরবের উত্তরাধিকারী, আপনারা আমাকে এই গৌরব রক্ষার ভার দিতেছেন। আমি বেশ জানি—আমি যে আজ এই সম্মানজনক পদের অধিকারী হইয়াছি, তাহা কতকটা দৈবক্রমে। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবকেই আপনারা এই পদ প্রদান করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নির্ব্বাচন সম্ভব নহে। কিন্তু অদৃষ্ট যেন ষড়যন্ত্র করিয়াই আমার এবং আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার উপর এই দায়িত্বপূর্ণ ভার চাপাইয়া দিয়াছে। আমাকে এই সঙ্কটে ফেলিয়াছেন বলিয়া আপনাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব কি? যাহা হউক, যে ব্যক্তি বিশেষ করিয়া শক্তির অভাব অনুভব করিতেছে, তাহার উপর আপনারা এই বিশ্বাস দেখাইয়াছেন বলিয়া আমি কৃতজ্ঞ।

জাতীয় জীবনের সঙ্কট

আজ আমাদের জাতীয় জীবনে কতকগুলি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত। এই সমস্ত সমস্যা আপনাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। আপনারা যে সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাতে ভারতের ইতিহাসের গতি পরিবর্ত্তন হইতে পারে। একমাত্র আপনাদের নিকটই যে সমস্যা উপস্থিত তাহা নহে, সমগ্র জগতে আজ মহা সমস্যা সমুপস্থিত সকল দেশের সকল লোক সমস্যার সম্মুখীন। আজ বিশ্বাসের যুগ অতীত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আরাম-আয়েস লোপ পাইয়াছে; যে বিষয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট অতি পবিত্র ছিল, অথবা অপরিবর্ত্তনীয় ছিল, সে সমস্ত বিষয়েও সংশয়ের উদয় হইয়াছে। সর্ব্বত্র সংশয় এবং চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে, ফলে রাষ্ট্র এবং সমাজ একটা পরিবর্ত্তনের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার, সম্পত্তি এবং পারিবারিক অধিকার সম্বন্ধে এতদিন পর্য্যন্ত যে ধারণা চলিয়া আসিতেছিল, আজ সে ধারণা আক্রান্ত হইয়াছে; ফলাফল অনিশ্চিত। আমরা ইতিহাসের একটা সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনায় জগৎ আজ চঞ্চল।

ভবিষ্যৎ আমাদিগকে কি উপহার দিবে, কেহই বলিতে পারে না। তথাপি আমরা কতকটা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি যে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা নির্ণয়ে এশিয়া—এমনকি, ভারতবর্ষেরও বিশেষ হাত থাকিবে। ইউরোপীয় প্রভুত্বের সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিতেছে। আজ আর একমাত্র ইউরোপেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ নাই। ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আমেরিকা ও এশিয়ার উপর। মিথ্যা এবং অসম্পূর্ণ ইতিহাস পাঠ করিয়া আমাদের অনেকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ইউরোপই চিরকাল পৃথিবীর অন্যান্য অংশের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে এবং পাশ্চাত্য আক্রমণের ঝড়-ঝঞ্জা শেষ হইবার পর এশিয়া আবার আধ্যাত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছে। আমরা একথা ভুলিয়া গিয়াছি যে, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া এশিয়ার সৈনিকগণ ইউরোপ ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং বর্ত্তমান এশিয়ার অধিবাসিগণের অধিকাংশই সেই সমস্ত সৈনিকের বংশধর। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, ভারতবর্ষই দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডারের সামরিক শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিল। এশিয়ার—বিশেষতঃ ভারতের প্রধান গৌরব যে আধ্যাত্মচিন্তা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রেও এশিয়ার গৌরব কম নহে। কেহই এরূপ ইচ্ছা করে না যে, এশিয়া বা ইউরোপ পুনর্ব্বার একটা মহাদেশ আক্রমণ করুক।

জগতে ভারতের স্থান—

পৃথিবীর আন্দোলনে আজ ভারতবর্ষেরও একটা অংশ আছে। কেবল চীন, তুর্কী, পারস্য এবং মিশরই নহে, রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশও এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছে; ভারতবর্ষ এই আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের কতকগুলি নিজস্ব সমস্যা আছে, সে সমস্ত সমস্যা অতি কঠোর এবং জটিল, পৃথিবীর বৃহত্তর সমস্যার দোহাই দিয়া আমরা আমাদের নিজস্ব সমস্যাগুলি উপেক্ষা করিতে পারি না। কিন্তু এদিকে আমরা জগৎকেও বাদ দিতে পারি না। আজিকার সভ্যতা কোন একটা বিশেষ দেশ বা জাতির নিজস্ব নহে। সকল দেশের দান লইয়া উহা গঠিত এবং এক এক দেশ উহা এক এক ভাবে নিজের উপযোগী করিয়া লইয়াছে। আজ যেমন জগৎকে আমাদের কিছু দিবার আছে, তেমনি জগতের অন্যান্য জাতির নিকট হইতে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

ভারতে ইতিহাসের ধারা—

সমস্তই যখন পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন একবার ভারতের ইতিহাসের ধারা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা জগতের একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। এতদপেক্ষা কোন বিস্ময়কর জিনিষ ইতিহাসে খুব কমই আছে। সহস্র সহস্র বর্ষের নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই সমাজ সজীব রহিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসরের পরিবর্ত্তন এবং বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া সজীব রহিয়াছে তাহার কারণ এই যে, ভারতের সমাজ ঐ সমস্ত পরিবর্ত্তনকে পরিপাক করিতে সমর্থ হইয়াছে। আদর্শের পার্থক্যকে ভারতীয় সমাজ দূর করিতে চাহে নাই, তাহারা চাহিয়াছে বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে। আর্য্য, অনার্য্য পরস্পরের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া একসঙ্গে বাস করিয়াছে। পার্শি প্রভৃতি যে সমস্ত বিদেশী এদেশে আসিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় সমাজে সাদরে স্থান পাইয়াছেন। মুসলমানদের আগমনের পর সমাজ ব্যবস্থায় এই সাম্য নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ এই সাম্য প্রতিষ্ঠা করায় চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতে অনেকটা সফলও হইতেছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বিভেদ দূর হইবার পূর্ব্বে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল, এদেশে ইংরাজের আগমন হইল, আমাদের পতন হইল।

ভারতবর্ষ একটা স্থায়ী সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে বিরাট সাফল্য লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু একটা গুরুতর বিষয়ে সে ব্যর্থ হইয়াছে এবং এবিষয়ে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই তাহার পতন হইয়াছে এবং আজও ভারতবর্ষ পতিত আছে। অসাম্যের সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টাই ভারতবর্ষ করে নাই। ভারতবর্ষ এই সমস্যাকে উপেক্ষা করিয়া অসাম্যের ভিত্তিতেই সমাজ ব্যবস্থা রচনা করিয়াছে। এই নীতির শোচনীয় ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক আত্মবিকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।

পরমত সহিষ্ণুতার অভাব

কিন্তু তথাপি ইউরোপ যখন ধর্ম্মের নামে লড়াই করিয়াছে এবং খৃষ্টানেরা যখন খৃষ্টের নামে পরস্পরকে হত্যা করিয়াছে ভারতবর্ষ তখনও অপরের ধর্ম্মমত সহ্য করিয়াছে, দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ ভারতে এই পরমত-সহিষ্ণুতার একান্ত অভাব। ধর্ম্মে কতকটা স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর ইউরোপ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় এবং রাজনৈতিকও আইনগত সাম্যের জন্য আত্মনিয়োগ করে। ফলে আজ রাজনীতির গুরুত্ব অনেক লোপ পাইয়াছে, আজ প্রধান প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য।

ভারতবর্ষকেও এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত তাহা না করিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা স্থায়ী হইবে না। সে সমস্যা অন্যান্য দেশের অনুকরণে না হইতে পারে—ভারতবর্ষে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে ভারতের চিন্তা এবং সভ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া। সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করিবে ভারতবাসীরাই। যেদিন এই সমস্যার সমাধান হইবে, সেই দিন আমাদের স্বাধীনতার পথের বিঘ্ন—সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূর হইবে।

প্রকৃতপক্ষে বৈষম্য ইতিমধ্যেই অনেকটা দূর হইয়াছে; কিন্তু সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস দূর হইতেছে না। উহাতেই অনৈক্যের সৃষ্টি হইতেছে। বৈষম্য দূর করা আমাদের সমস্যা নহে। এই সমস্ত বৈষম্য পাশাপাশি থাকিয়া আমাদের বহুমুখী সভ্যতাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে পারে। সমস্যা হইতেছে এই যে, এই ভয়, এই সংশয় দূর করা যায় কি করিয়া। এই ভয়, সংশয় কল্পিত বলিয়া উহার নাগাল পাওয়া যায় না। গত বৎসর সর্ব্বদল কমিটি এই ভয় সংশয় দূর করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকটা সফলও হইয়াছিলেন। কিন্তু একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। সর্ব্বদল সম্মেলন সমস্যা সমাধানের জন্য যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মুসলমান এবং শিখ ভ্রাতাগণ সে সিদ্ধান্তের বিরোধ করিতেছেন, গণিতের সংখ্যা এবং শতকরা ভাগ লইয়া মন কষাকষি চলিতেছে; ভয় সংশয়ের সঙ্গে লড়াই করিবার পক্ষে ন্যায় ও যুক্তির তর্ক অতীব দুর্ব্বল অস্ত্র। একমাত্র বিশ্বাস এবং উদারতাই এই ভয়, সংশয় দূর করিতে পারে। আমি শুধু এই আশা করি যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় এই বিশ্বাস এবং উদারতা যথেষ্ট মাত্রায় দেখাইবেন। যদি দাসের দেশে আমরা সকলেই ক্রীতদাস থাকিয়া যাই তবে আমাদের বা আমাদের দেশের কোন লাভ আছে কি? আর আমরা যদি একবার ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচন করিয়া স্বাধীনতার নিঃশ্বাস গ্রহণ করি, তবে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে কি? আমরা কি ইহাই চাহি যে, বিদেশীরা আমাদের কেহ নহে এবং যাহারা আমাদিগকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা আমাদিগকে স্বাধীনতার অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকার ও সুবিধা রক্ষা করিবে? সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারে না এবং কোন লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ই ব্যবস্থাপক সভায় দুই একটী অতিরিক্ত সদস্যপদ লাভ করিয়া রক্ষা করিতে পারে না। একথা যেন মনে থাকে যে, আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র অতি অল্পসংখ্যক লোক অর্থ এবং শক্তি করতলগত করিয়া বহুসংখ্যক লোকের উপর প্রভুত্ব করিতেছে।

ধর্ম্মের গোঁড়ামী—

ধর্ম্মের গোঁড়ামীর এবং একগুঁয়েমীর উপর আমার কোন বিশ্বাস নাই। এই গোঁড়ামী এবং একগুয়েমী ক্রমশঃ দূর হইতেছে দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট। আমি কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতাও পছন্দ করি না। কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্ম্মমতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপরই কেন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার নির্ভর করিবে, তাহার কারণ আমি খুঁজিয়া পাই না। স্বাধীনতার অধিকার, সভ্যতার অধিকার প্রভৃতি কথার অর্থ আমি বুঝি। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ যখন চিরকাল সকলকে এই সমস্ত অধিকার দিয়া আসিয়াছে, তখন ভবিষ্যতেও তাহা বজায় রাখা কষ্টকর হইবে না। আজ যে ভয়, যে সংশয় আমাদের দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া আছে, তাহা দূর করিবার উপায় আমাদিগকে উদ্ভাবন করিতে হইবে। দাস জাতির রাজনীতি অনেকটা ভয় এবং বিদ্বেষের উপর নির্ভর করে; আমরা বহুদিন পরাধীন আছি বলিয়াই এই সমস্ত ভয়, সংশয় দূর করিতে পারিতেছি না।

আমি হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছি। কিন্তু আমি নিজেকে হিন্দু বলিতে পারি কি না, অথবা হিন্দুর পক্ষ হইতে কোন কথা বলিবার অধিকার আমার আছে কি না, তাহা জানি না। তবে কিনা এদেশে এখনও জন্মের মূল্য আছে; আমার জন্মগত অধিকার বলে আমি সাহস করিয়া হিন্দু নেতাগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহাদেরই উদারতা শুধু নীতি হিসাবেই উত্তম নহে, অনেক সময় উহা রাজনীতি হিসাবেও উত্তম এবং সমীচীন। স্বাধীন ভারতে হিন্দুরা শক্তিহীন থাকিবে, ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। আমার মুসলমান বা শিখ বন্ধুদিগকে বলি যে, তাঁহারা যাহা পাইবেন, তাহা কোন প্রতিবাদ না করিয়া গ্রহণ করুন। আমি জানি যে, শীঘ্রই ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের ছাপ দূর হইবে এবং অর্থনীতির উপর সংগ্রাম সুরু হইবে। ইতিমধ্যে আমরা পরস্পরের মধ্যে যে ব্যবস্থাই করি না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না, সে ব্যবস্থা আমা-

দের ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিপন্থী না হইলেই হইল।

সর্ব্বদল সম্মিলনের রিপোর্ট

সর্ব্বদল সম্মেলনের রিপোর্ট দূরে রাখিয়া নিরঙ্কুশগতিতে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ইতিমধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবের কথা আপনাদের স্মরণ আছে। এই প্রস্তাবে সর্ব্বদলের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এক বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছিল। সেই বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল; সুতরাং সেই প্রস্তাব অনুযায়ী এই কংগ্রেসকে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে হইবে এবং তাহা লাভ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

যে এক বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছিল, সে এক বৎসরের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনও পাওয়া যায় নাই, অথবা সর্ব্বদল সম্মিলনীর রাষ্ট্র ব্যবস্থাও গৃহীত হয় নাই। পক্ষান্তরে এ বৎসর আমাদের জাতীয় ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদিগকে অধিকতর উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইতেছে। আজ বিদেশী রাজশক্তি আমাদের বহুসংখ্যক সঙ্গীকে বলপূর্ব্বক আমাদের নিকট হইতে দূরে রাখিয়াছে। আমাদের কত ভ্রাতা আজ বিদেশে নির্ব্বাসনে কালযাপন করিতেছেন, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের কোন সুবিধাই তাঁহাদিগকে দেওয়া হইতেছে না। পরদেশীর জঙ্গী শাসন আমাদিগকে লৌহমুষ্টিতে ধরিয়া আছে, মাথার উপর প্রভুর বেত্র সর্ব্বদা প্রস্তুত, যে কেহ মাথা তুলিবে, সে যত মহতই হউক না কেন, তাহার উপর তৎক্ষণাৎ সেই বেত্র চালিত হইবে। কলিকাতার প্রস্তাবের এই স্পষ্ট এবং সুনির্দ্দিষ্ট উত্তর পাওয়া গিয়াছে।

লোক-দেখানো আপোষ

সম্প্রতি আবার একটা লোক-দেখান আপোষের প্রস্তাবও আসিয়াছে। বড়লাট সাহেব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলিয়াছেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রণয়ন সম্পর্কে ভারতীয় নেতা দিগকে গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আমন্ত্রিত করা হইবে। বড়লাটের উদ্দেশ্য সাধু, ভাষাটাও মোলায়েম, কিন্তু বড়লাটের সাধু অভিপ্রায় এবং মোলায়েম ভাষা অপেক্ষা আমাদের সম্মুখে প্রতীয়মান কঠোর সত্যের বাস্তবতা অনেক বেশী। ব্রিটিশ কূটনীতির পথে চলিবার বিপদ আমরা ভাল করিয়াই জানি, সুতরাং সে পথে আমরা চলিব না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি দিবেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই এবং কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেন নাই। কল্পনাকে অতিমাত্রায় প্রসারিত না করিলে একথা কিছুতেই বলা যায় না যে, এই আমন্ত্রণ কলিকাতার প্রস্তাবেরই সাড়া। বড়লাটের ঘোষণার অল্পকাল পরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চের বহু নেতা এ বিষয়ের আলোচনা করেন। তাঁহারা সকলেই শান্তিকামী, সুতরাং তাঁহারা এই ঘোষণার যথাসম্ভব ব্যাপক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অতি নম্রভাবে একথা জানাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহারা কয়েকটি সর্ত্তে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বাধীনতায় আস্থাবান, তাঁহাদের অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, এই আমন্ত্রণ আমাদিগকে বিপথে চালিত করার এবং আমাদের মধ্যে ভেদ-সৃষ্টি করার একটা ফন্দী মাত্র। আমরা দোটানার মধ্যে পড়িলাম। আমরা ভাবিলাম, সম্মানজনক সন্ধির অন্ততঃ একটা বাহ্যিক আভাস যখন দেখা যাইতেছে, তখন একটা সাম্রাজ্যতিক সংগ্রাম আরম্ভ করা সঙ্গত হইবে কি? সংগ্রাম আরম্ভ করিলে অনেককেই অনেক দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে—তাহা অনিবার্য্য। সুতরাং আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া নেতৃবৃন্দের ইস্তাহারে স্বাক্ষর করিলাম। আজ পর্য্যন্তও আমি ঠিক জানি না যে, উহা করিয়া আমরা ন্যায় কি অন্যায় করিয়াছি।

অতঃপর এ সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের স্পষ্ট অভিমত জানা যায়। ফলে আমন্ত্রণের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ পায়। তথাপি ওয়ার্কিং কমিটি সন্ধির প্রস্তাব খোলা রাখেন এবং শেষ মীমাংসার ভার এই কংগ্রেসের উপর অর্পণ করেন।

সম্প্রতি এ বিষয়ে হাউস অব কমন্সে আর এক দফা আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ভারত সচিব মহাশয় এই আলোচনার সময় এই কথা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শুধু কথায় নহে কাজের দ্বারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অকপট সাধু অভিপ্রায় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতবর্ষের জন্য মিঃ ওয়েজ উড বেন কিছু করিবার চেষ্টা করিতেছেন, একথা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু তিনি এবং অন্যান্য লোক পার্লিয়ামেণ্টে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশেষ কিছু লাভ দেখিতেছি না। 'কার্য্যতঃ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের' কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। উহা আমাদের পক্ষে হইয়াছে একটা ফাঁদ মাত্র, উহাতে ভারতের শোষণ বন্ধ হয় নাই। এই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভারে জনসাধারণের বোঝা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। লণ্ডনে হাই কমিশনার, বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে প্রতিনিধি, ভারতের জন্য মাল ক্রয়ের ব্যবস্থা, ভারতীয় গবর্ণর, উচ্চপদে ভারতবাসী—এইগুলি আমাদের দাবীর অঙ্গ নহে। আমরা চাহি যে, দরিদ্র ভারতবাসীর শোষণ বন্ধ হউক, আমরা চাই প্রকৃত ক্ষমতা. আমরা চাকুরিয়ার চাপরাশ চাহি না।

মিঃ ওয়েজউড বেন গত দশ বৎসরের সাফল্যের একটা ফিরিস্তি দিয়াছেন। এই ফিরিস্তির সঙ্গে তিনি

পাঞ্জাবের সামরিক আইন, জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড এবং 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের আমলে অবিরত যে সমস্ত নিষ্পেষণ এবং শোষণ চলিয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করিলেও পারিতেন। ঔপনিবেশিক-স্বায়ত্তশাসন' বলিতে আরো কি বুঝায়, তাহারও কিছু কিছু আভাস তিনি দিয়াছেন। ইহার অর্থ মুষ্টিমেয় ভারতবাসী নামে মাত্র কিছু কিছু ক্ষমতা পাইবে এবং অধিকতর নির্য্যাতন আরম্ভ হইবে।

কংগ্রেস কি করিবে

কংগ্রেস কি করিবে? সহযোগিতার সর্ত্ত পূর্ণ হয় নাই। যে ক্ষেত্রে প্রকৃত স্বাধীনতা পাইব বলিয়া কোন নিশ্চয়তা নাই, সে ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করিতে পারি কি? আমাদের সহকর্ম্মিগণ যখন কারাগারে আবদ্ধ, যখন চতুর্দ্দিকে নির্য্যাতনের তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, তখন আমরা সহযোগিতা করিতে পারি কি? যতদিন পর্য্যন্ত আমরা স্থির জানিতে না পারিব যে, প্রকৃত শান্তি স্থাপনেরই চেষ্টা হইতেছে, আমাদিগকে প্রতারিত করার চেষ্টা হইতেছে না, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা সহযোগিতা করিতে পারি কি? সঙ্গিনের মুখে শান্তি আসিতে পারে না। যদি আমাদিগকে বিদেশীর প্রভুত্বাধীনেই থাকিতে হয় তবে আমরা অন্ততঃ ইচ্ছা করিয়া তাহা করিব না।

স্বাধীনতাই আদর্শ

কলিকাতার সঙ্কল্প যদি বলবৎ থাকিয়া থাকে, তবে আজ আমাদের একমাত্র আদর্শ— স্বাধীনতা। বর্ত্তমান জগতে স্বাধীনতা শব্দটি খুব উপযোগী শব্দ নহে। বর্ত্তমানে স্বাধীনতা অর্থে বিচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ণতা বুঝায়। সঙ্কীর্ণ জাতিয়তার দাপটে সভ্যতা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে এখন চাহিতেছে ব্যাপক সহযোগিতা এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা। আমরা যে 'স্বাধীনতা' শব্দ ব্যবহার করিতেছি তাহা কোন ক্রমেই এই ব্যাপক অর্থের বিরোধী নহে। আমাদের নিকট স্বাধীনতার অর্থ ব্রিটিশ প্রভুত্ব এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল জাতির সহিত সহযোগিতা করিতে এবং ব্যাপক স্বাধীন রাষ্ট্র সঙ্ঘের সমানাধিকারসম্পন্ন অংশরূপে স্বীয় স্বাধীনতা আংশিক খর্ব্ব করিতে সর্ব্বপ্রকারে সম্মত হইবে, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বরূপ

আজিকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ঐরূপ কোন রাষ্ট্রসঙ্ঘ নহে। যতদিন পর্য্যন্ত এই সাম্রাজ্য লক্ষ লক্ষ লোকের উপর প্রভুত্ব করিবে এবং অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ দখল করিয়া থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এইরূপ সঙ্ঘ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না। সাম্রাজ্যবাদ যতদিন ইহার ভিত্তি থাকিবে এবং অপর জাতিকে শোষণই যতদিন ইহার প্রধান আয়ের পথ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত ইহাকে সম্মিলিত রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একটা রাজনৈতিক ভাঙ্গন আসিয়াছে। এই সাম্রাজ্য টল-টলায়মান। এই সাম্রাজ্যের অন্যতম অঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশেষ সন্তুষ্ট নহে। আইরিশ ফ্রী ষ্টেটও এই সাম্রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ হইয়া থাকিতে ইচ্ছুক নহে। মিশর দূরে সরিয়া যাইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের আনুষঙ্গিক অন্যায় দূর না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার হইতে পারিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত এসমস্ত দূর না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত এই সাম্রাজ্যের অংশস্বরূপে থাকিতে হইলে ভারতবর্ষকে পদানত থাকিতে হইবে এবং তাহার শোষণ যথারীতি চলিতে থাকিবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আলিঙ্গন অতি মারাত্মক। যে আলিঙ্গনে প্রাণের সঞ্চার হয়, অবাধে যে আলিঙ্গনের আদান প্রদান হইতে পারে, এ আলিঙ্গন সে আলিঙ্গন নহে। এ আলিঙ্গন যখন তাহা নহে, তখন ইহা মরণালিঙ্গন।

ক্রমশঃ

লাহোর কংগ্রেসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কংগ্রেস বসিবার পূর্ব্বে কংগ্রেস মণ্ডপে ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া এইরূপ বক্তৃতা করেন:—"আমি যে ভারতের জাতীয়-পতাকা খানি উড্ডীন করিলাম তাহা ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব জাতীয়-পতাকা আছে; তাহার সম্মান রক্ষার্থ তাঁহারা কোনপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠিত নহেন। আমাদের এই পতাকা খানি উড্ডীন করার সময় আমি আপনাদিগকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, যখন একবার ইহা উড্ডীন করা হইল তখন আপনাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিতে এই পতাকা অবনমিত হইতে দিবেন না। [প্রবল হাততালি]। আপনারা হাততালি দিতেছেন, ঐ হাত বুকে রাখিয়া বলুন যে, এই স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা এই পতাকার সম্মান রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ: [সমস্বরে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ]। স্বাধীনতার যুদ্ধ অতি ঘোর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হউন।

আপনারা আজ যে পতাকাতলে সমবেত হইয়াছেন এবং যাহাকে এইমাত্র অভিবাদন করিলেন সে পতাকা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নহে, তাহা এই দেশের পতাকা। আপনারা যদি দেশের ক্ষতি করিয়া কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করিয়া থাকেন তবে আপনারা এই পতাকার অবমাননা করিয়াছেন। আজ আমরা যাহারা এই পতাকা মূলে দণ্ডায়মান তাহারা ভারতবাসী—হিন্দু নহে, মুসলমান নহে, সকলেই ভারতবাসী। যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক আজ এই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন তাঁহারা যেন এই পতাকার সম্মান রক্ষার প্রাণ দিতে পারেন। সকলে আর একবার সঙ্কল্প করুন—এই পতাকা যখন উড্ডীন করা হইল তখন যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ভারতের একজন নরনারী অথবা বালকও জীবিত থাকিব ততদিন পর্য্যন্ত এই পতাকা অবনমিত হইতে দিব না।" [প্রবল হর্ষধ্বনি]

স্থানীয় সংবাদ।

লাহোর কংগ্রেসের আদেশানুসারে শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ হইতে ইস্তফাপত্র গত কল্য লাট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সত্যকিঙ্কর স্মৃতি-সপ্তাহ

ঝালিদায় ১২ই পৌষ ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার হইতে ১৯শে পৌষ ৩রা ডিসেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত সত্য কিঙ্কর সপ্তাহ প্রতিপালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে কর্ম্মীগণ গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া জন সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছে। সর্ব্বত্রই বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। গত ১৯শে পৌষ ঝালিদা সহরে এক বিরাট জন সভার অধিবেশন হয়। প্রায় ৬।৭ হাজার লোক এই সভায় সমবেত হইয়াছিল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলেই সত্যকিঙ্করের মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ঝালিদার এবং ঝালিদার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রাম হইতে প্রায় এক হাজার লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবক জাতীয় পতাকার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া—সত্যকিঙ্করের জয়ধ্বনি করিতে থাকে। পরে উক্ত স্বেচ্ছা সেবকগণ লাঠি খেলা ছোরা খেলা তরবারী খেলা দেখাইয়া সমবেত জনগণকে বিস্মিত করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ শিবশরণ লাল জয়শোয়াল বিভূতি ভূষণ দাস.গুপ্ত বক্তৃতা করেন বক্তৃতায় তাহারা জনগণকে নির্ভিক হইয়া সত্যকিঙ্করের অসমাপ্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিতে ও তাহার স্মৃতি রক্ষার জন্য সকলেকে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহাশয় নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটী সভায় উপস্থিত করিলে সমবেত জনসংঘ তাহার সমর্থন করেন।

প্রস্তাবটী এই—

এই সভা বীর যুবক সত্যকিঙ্কর দত্তর মৃত্যুতে দেশের যে সমূহ ক্ষতি হইল তাহা অনুভব করিতেছে এবং গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব বর্গের শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে এবং এই নিষ্কলঙ্ক চরিত্র একনিষ্ঠ দেশকর্ম্মীর কাপুরুষোচিত হত্যার তীব্র নিন্দা করিতেছে। যাহাতে এইরূপ অনাচার ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত হইতে না পারে তজ্জন্য এই সভা এই অঞ্চলের সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সত্যকিঙ্করের আরব্ধ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য এবং তাহার লাঠি খেলার আখড়ার সদস্য হইয়া শক্তি সামর্থ্য অর্জ্জন পূর্ব্বক এইরূপ অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান করিতেছে।

ঝালিদার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে "সত্যকিঙ্কর সপ্তাহ" উপলক্ষে কর্ম্মীগণ যখন গ্রামে গ্রামে ভ্রমন করিতেছিলেন—তখন ঝালিদার জমিদার তনয় অনন্ত নারায়ণ সিংহ একটী গ্রামে যাইয়া কয়েক জন লোককে ডাকিয়া বলে যে এই সব কর্ম্মীরা লোকেদের নাকি খৃষ্টান করিবে। তিনি নাকি আরও বলেন যে, ইহাদের মধ্যে দু'এক জন লোককে থামার অথবা গাঁতা নামক গ্রামে দেহরক্ষা করিতে হইবে।

ইহার পরেই তাহারা শুনিতে পাইলেন যে ঝালিদার জমিদার মহাশয় নাকি ইহাদের নামে থানায় ডায়েরী করিয়াছেন এবং সভার দিন তিনি পুলিশ সাহেবকে তার করিয়া ঝালিদায় আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কয়েক দিন হইল পুরুলিয়ার স্বর্গীয় হারাধন বরাটের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তদীয় স্মৃতির উদ্দেশ্যে তত্র পল্লী পোষ্টাপিসের সম্মুখস্থ তাঁহার পাকা দালান ঘরের একটী কুঠরী চকবাজার দুর্গামেলার পূর্ব্বদিকে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগণেশজীউ ঠাকুরকে দান করিয়াছেন।

পুরুলিয়া মিউনিসিপালিটীর কমিশনার গণের সভায় শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ অধিকারীর নিম্ন লিখিত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং এই জেলার উৎপীড়িত দরিদ্রের রক্ষায় আত্মনিয়োগী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সত্য কিঙ্কর দত্ত গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা নির্দ্দয় ভাবে আহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে এই মিউনিসিপালিটীর কমিশনরদের মতে এই জেলার প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহারা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবার বর্গের প্রতি সম বেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। অধিকন্তু তাঁহার স্মৃতির সম্মান রক্ষার জন্য অদ্যকার সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হউক ও এই প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার পিতার নিকট এবং ঝালিদা মিউনিসিপালিটীতে প্রেরিত হউক। তিনি ঝালিদায় একজন জনপ্রিয় অধিবাসী ছিলেন।

কাশিম বাজারের মহারাজ স্বর্গীয় মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর পরলোক গমনে দুঃখ প্রকাশ করিয়া পুরুলিয়া মিউনিসিপালিটীতে একটী প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক মৌলানা মজরুল হক গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। গত ৩রা জানুয়ারী তারিখে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন; অসহযোগ আন্দোলনে ঐ সকল ছাড়িয়া দিয়া কয়েক বৎসর কংগ্রেসের কার্য্য করেন। তাঁহার কার্য্যে বা বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতার লেশ মাত্র ছিল না। বিহার বিদ্যাপীঠের জন্য তিনি নিজের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

গত কয়েক বৎসর তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়া ভগবদারাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ঋষির ন্যায় শ্রদ্ধা করিত।

সাইমন কমিশনের সাহায্য করিবার জন্য যে ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে সিন্ধুকে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ করিতে হইবে। বাংলা ছাড়া অন্য সব প্রদেশে সকল বিষয় মন্ত্রিগণের হাতে দিতে হইবে। বাংলায় আইন ও শৃঙ্খলা সরকারী সদস্যের হাতে থাকিবে। ভোট দাতাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত সদস্য থাকিবে না। সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের জন্য সদস্য পদ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে কিন্তু এক সঙ্গে ভোট গৃহীত হইবে (Joint Electorate) লাটের ভোট বা বিল নাকচ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

বড়লাটের মন্ত্রি সভায় ৬ জন মন্ত্রী ও ২ জন সদস্য থাকিবে। ব্যবস্থাপক সভায় ৩০০ জন সদস্য থাকিবে। রাষ্ট্রীয় পরিষদে ১০০ জন সদস্য থাকিবে।

পার্লামেন্টে ভারতের প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ভারতে একটী সামরিক কলেজ ও সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত করিতে হইবে। সদস্যের অনেকে ভিন্নমত হইয়া স্বতন্ত্র নোট দিয়াছেন। কিন্তু মূল রিপোর্টে সকলেই সহি দিয়াছেন।

গত ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আরউনের স্পেশ্যাল ট্রেণ নয়া দিল্লির দিকে আসিতেছিল। দিল্লী ষ্টেশনের পরবর্ত্তী ষ্টেশন নাজিমুদ্দীন। এই দুই ষ্টেশনের মধ্যে বড় লাটের ট্রেণ ধ্বংশ করিবার জন্য বোমা প্রোথিত ছিল। বৈদ্যুতিকতার সংযোগে বোমা ফুটাইবার বন্দোবস্ত ছিল। সপত্নীক বড় লাট যে গাড়ীতে ছিলেন তাহার কোন অনিষ্ট হয় নাই এমন কি তিনি দিল্লি ষ্টেশন পৌঁছিবার পূর্ব্বে এই দুর্ঘটনার বিষয় কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার ডাইনিং কারে সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল এবং তাঁহার একজন পরিচারক সামান্য আহত হইয়াছিল।

বড় লাটের ট্রেণ ধ্বংস সম্পর্কে পুলিশ নয়জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তন্মধ্যে ত্যাগী যতীন্দ্র নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দাস অন্যতম। বন্দী অবস্থায় তাঁহাদের নির্য্যাতনের ব্যবস্থা পুলিশ করিয়াছিল। তাঁহারা লাহোরে হাজতে পচিতেছেন।

গত ২৩শে ডিসেম্বর বড় লাটের নিমন্ত্রণে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, সভাপতি প্যাটেল, সার তেজবাহাদুর সাপরু ও মিঃ জিন্না বড় লাটের সহিত দেখা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও গোল টেবিল বৈঠক সম্বন্ধে আলোচনা হইবার কথা ছিল। মহাত্মা গান্ধী প্রথমে বলেন সত্বর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি না পাইলে কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পারে না। কংগ্রেস যে নিম্নতম দাবী গত কলিকাতা কংগ্রেসে উপস্থিত করিয়াছে তাহারি সম্পূর্ণ ভাবে পূর্ণ করিতে হইবে বড় লাট এবং বিলাতের মন্ত্রিসভা তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইতে প্রতিশ্রুতি দিলে তবে কংগ্রেস ৩১শে ডিসেম্বর পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব স্থগিত রাখিবে এবং সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাঁহাকে সমর্থন করেন। এই বিষয় লইয়া বড় লাটের সহিত তাঁহাদের প্রায় তিনঘণ্টা কাল আলোচনা চলিয়াছিল। কিন্তু বড়লাট ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে না পারায় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিও গোল টেবিল বৈঠক সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই।

নাটোরে পুটিয়া মেল ডাকাতী সম্পর্কে পুলিশ অনেক শিক্ষিত যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে দৌলতপুর কলেজ হোষ্টেল, কলিকাতা বরিশাল প্রভৃতি নানাস্থানে খানাতল্লাসী করিতেছে। যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে তাহাদিগকে হাজতে আটক রাখিয়াছে জামীন দেওয়া হয় নাই। ৩১শে ডিসেম্বর পুলিশ বরিশালে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র আইচের বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়াছিল। তাঁহার বিবাহিতা কন্যা শ্রীমতী সুষমার নামে ওয়ারেণ্ট ছিল।

আনন্দ বাজার পত্রিকায় কংগ্রেস সংখ্যা বাংলা সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। পুলিশ আনন্দ বাজার আফিসে খানা-তল্লাস করিয়া কতকগুলি পত্রিকা লইয়া গিয়াছে। মফঃস্বলে এই সংখ্যার আনন্দ বাজারে তল্লাস ও বাজেয়াপ্তের চেষ্টা পুলিশ করিয়াছে।

গত ২রা জানুয়ারী তারিখে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার রায় বাহির হইবার কথা ছিল। ঐ তারিখে মামলা উঠিলে ম্যাজিষ্ট্রেট জানান যে ৬ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে তিনি হুকুম দিতে সমর্থ হইবেন না।

লাহোর টাউন হলের সম্মুখে গোলবাগে লালা লাজপৎ রায়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। গত ১লা জানুয়ারী তারিখে শ্রীযুক্ত ভিঃ জেঃ প্যাটেল ঐ প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এতদুপলক্ষে সেই স্থানে প্রায় ৩০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। মিঃ প্যাটেল এক বক্তৃতায় ঐ সময় বলেন; প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের জন্য স্থান সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই সম্পর্কে সরকারের কাজ সত্যই নিন্দনীয়। পাঞ্জাব সরকার যখন স্থান দিতে অস্বীকৃত হইল তখন আমি পার্লিয়ামেণ্ট গৃহে লালাজীর মূর্ত্তি স্থাপনের সংকল্প করিয়াছিলাম। শেষে সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল তাই আমার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে লালাজী দেশ সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও স্বদেশ প্রীতি সত্যই অনুপম। পরিশেষে তিনি লালাজীর এই শেষ বক্তৃতা উদ্ধৃত করেন "আমাদের উপরে ইংরাজ যে আঘাত করিতেছে তাহার প্রত্যেকটীই ইংরাজের সমাধি নির্ম্মাণের কারণ হইতেছে"।

যশোর বন্দবিলায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন খুব জোরের সহিত চলিতেছে। সরকার কয়েকজন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, গুর্খা পুলিশের আমদানী করিয়াছে। কর্ম্মীদের উপর ১০৭ ধারায় মামলা আনিয়াছে। তবুও সেখানে জন সাধারণের মনে ভয় হয় নাই ও তাঁহাদের উৎসাহ কমে নাই। সেখানে বিস্তৃত ভাবে আইন অমান্যের আয়োজন চলিতেছে।

That Progress Proves Popularity
is strikingly exemplified by the present day position of the

ORIENTAL

INDIA'S GREATEST LIFE ASSURANCE COMPANY.

PROGRESS

NEW BUSINESS		PREMIUM INCOME	
1925	Rs. 296 Lakhs	1925	Rs. 98 Lakhs
1926	„ 391 „	1926	„ 106 „
1927	„ 468 „	1927	„ 122 „
1928	„ 585 „	1928	„ 140 „

POPULRITY PROVIDES PROGRESSIVE PROFITS

Bonuses Declared on Whole Life Assurance Policies

1918—Rs. 10 } per Rs. 1000
1921 „ 10 } per Annum

1924—Rs. 22½ } per Rs. 1000
1927 „ 25 } per Annum

THEREFORE

WHEN SELECTING YOUR LIFE ASSURANCE COMPANY FOR A FIRST OR AN ADDITIONAL POLICY

IT WILL PAY YOU

To come to this Popular and Progressive Office.
For full particulars apply to :—
The Branch Secretary, Oriental Assurance Buildings, 2 & 3, Clive Row, Calcutta
or
The Sub-Brnch Secretary Oriental Life Office, Exhibition Road, Patna
or The Organiser Oriental Life Office Kachhery Road, Ranchi
or Mr. S. L. Roy, Organiser of Agencies, Rangapur.

তরুণের অভিযান সফল করুন, তরুণের জয়যাত্রার গান দিকে দিকে নন্দিত হউক,
প্রকৃতির দান সকলে সম্ভোগ করিয়া সুস্থ, সুন্দর হউন।

ইয়ংমেনস্ সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস্

(রেভ্. ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এ, ডি, ডি, মহাশয়ের সহানুভূতিতে)

বাংলার জাগ্রত তরুণ শক্তির মূর্ত্ত প্রতিষ্ঠান। যুবকগণের এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা, দেশের শিল্পকলা জাগাইয়া তোলা, তরুণ শক্তিকে আশায় আনন্দে উদ্দীপ্ত করা দেশ সেবারই ভিন্ন ধারা।

ঘ্রাণে মুগ্ধ ব্যবহারে তৃপ্ত স্নানান্তে পবিত্র আমাদের

সুশ্রী

সাবান চর্ম্মরোগ দূর করিয়া শরীরে শক্তি, মনে স্ফুর্ত্তি, দেহে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে। দেখিতে নয়নাভিরাম গন্ধে অনুপম।

সকল প্রকার কাপড় অল্প পরিশ্রম ও ব্যয়ে পরিষ্কার করিতে

সুশ্রী

সত্যই উৎকৃষ্ট।

ইহা ছাড়া নির্ম্মল, স্বরাজবল প্রভৃতি কাপড় কাচা সাবান, সুবাসিত খাঁটি কাঁচা তিল তৈল প্রস্তুত হয়।

তরুণের অভিযান সাফল্য-মণ্ডিত করুন।

ম্যানেজার—পোঃ তুলিন, মানভূম, বি, এন, আর।

সকল রকম গ্রামোফোন সকল ভাষায় রেকর্ড ও তাহার সরঞ্জাম আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন ও উচিত মূল্যে পাইবেন।

যে কোন প্রকার বাজনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মেকার অতি সুলভ মূল্যে আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

"বীণা অর্গ্যান" হারমোনিয়ম সুমধুর স্বর ও স্থায়িত্বের জন্য— প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আবশ্যকীয় দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এম এল সাহা

সর্ব্বপ্রধান গ্রামোফোন, বাদ্যযন্ত্র, ফটোসিনেমা, রেডিও ও সাইকেল বিক্রেতা।

১৬৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও ৭।১সি লিণ্ডসে ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস :—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নূতন বীমা ১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয় ২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে ৩২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান ১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

ফর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এন-আই (লণ্ডন)
কলিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট সমূহের চীফ এজেণ্ট,
আসনসোল, E. I. Ry.

বিজ্ঞাপন।

"মুক্তি" ছোটনাগপুরের একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা "মুক্তি" এ অঞ্চলের প্রতি পল্লীতে, প্রত্যেকের পাঠাগারে, প্রত্যেক সম্মিলনীতে বিশেষতঃ এখানকার কলিয়ারী অঞ্চলে মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করে। বাঙ্গলায় এবং সুদূর মাদ্রাজ, বোম্বাই ও ব্রহ্মদেশে "মুক্তি" তাহার বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

মুক্তির বিজ্ঞাপনের দর—

	প্রতিবারে
১ পৃষ্ঠা (২ কলম)—	১২৲
½ পৃষ্ঠা (১ কলম)—	৬৲
¼ পৃষ্ঠা (½ কলম)—	৩৲

৬ মাসের অধিককাল ব্যাপী বিজ্ঞাপন দিলে বিজ্ঞাপন-দাতাগণের জন্য বিশেষ হারের ব্যবস্থা আছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—"মুক্তি"

অপূর্ব্ব সুযোগ !

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান ?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত **"কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"**

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট।

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল। উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মুল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মুল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

১লা মাঘ হইতে ঝালিদায় গুজরী নদীর তীরে

সত্য-ঘাট মেলা হইবে।

এই উপলক্ষে সকলে যোগদান করুন

মেলা উপলক্ষে—

দোকান ইত্যাদির বন্দোবস্ত হইবে।

নানাপ্রকার জন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

যুবসঙ্ঘ, ঝালিদা।

শ্রীযুক্ত চণ্ডী করের সুবিখ্যাত সন্ন্যাসী প্রদত্ত

চণ্ডিকা তৈল

এই তৈলের বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই টুকু বলিলেই হইবে যে ইহাতে সকল রকমের ঘা, নালি ঘা, কারবাঙ্কল, উপদংশ, কাটা ঘা, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। পোড়া ঘা যেমনই হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিতই আরোগ্যলাভ করিবে। ইহা আমরা গ্যারেণ্টি দিতে পারি। আপনি একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন না কেন।

মুল্য ছোট্ট শিশি ।০ বড শিশি ॥০

প্রাপ্তিস্থান—ইয়ং কম্‌রেডস্, দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে এস বীর রাঘব আচারিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

13/1/30

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত

(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ	পুরুলিয়া, সোমবার ২৯শে পৌষ ১৩৩৬, ১৩ই জানুয়ারী ১৯৩০।	২য় সংখ্যা

আয়ুর্বেদীয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র রসায়ন
শিশি ১৸৹

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯ ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) রাঁচি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, ৵৹ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্‌এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২৷৹ টাকা, যাণ্মাসিক মূল্য—১৷৹ টাকা, প্রতি সংখ্যা—৵৹ আনা

দেশবন্ধু প্রেস
আপনাদের সহানুভূতি
প্রার্থনা করে কেন ?

কারণ—
ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত
সমস্ত অর্থই দেশের জন্য ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ
সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

আর ভয় নাই!

৪০ দিনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত বা তজ্জাতীয় পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। কেবলমাত্র ঔষধের উপকরণাদি বা খরচ দিতে হয়। শীতকালে ব্যবহার্য্য। "হে ব্যথিত আইস; অবিশ্বাস ত্যাগ কর; ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞাত হও"।

ডাক্তার—সতীশ চন্দ্র মণ্ডল
এইচ, এম, বি,
নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

চিত্তরঞ্জন চরখা

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রত্যেক
অংশের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত।

কোন অংশ খারাপ হইলে অনায়াসে নিজেই বদলাইয়া লইতে পারিবেন।

মূল্য খুব সুলভ অথচ টেকসই।

প্রাপ্তিস্থান—
দেশবন্ধু প্রেস,
পুরুলিয়া।

We have changed the face of Sind and the Punjab, we will change the face of your Province also. The District Boards, Municipalities, Local Boards, Irrigation Departments there can now boast of really qualified SUPERVISORS, OVERSEERS, SUB-OVERSEERS, SURVEYORS, ESTIMATORS, DRAUGHTSMEN, and other SUBORDINATES-your province should do the same. We trained them we will train you. For prospectus write to the Secretory.

CALCUTTA ENGINEERING COLLEGE.
62, Debendra Ghose road, CALCUTTA.

Bengal-Nagpur Railway Co., Ltd.
(Incorporated in England.)

NOTICE.

Is hereby given that one bag bidies part of the consignment booked from Tumsar Road to Ranchi Invoice No. 20 of 20-2-29 consigned by R.Champalal to self is lying at Ranchi and will be sold by Public Auction under the provisions of the Indian Railways Act IX of 1890 it not taken delivery of and removed on or before 29-1-30 paying all charges due thereon.

Terms—Payment in cash

Coml. Traffic Manager's Office, B. N. Ry, House, Garden Reach Calcutta. Dated the 2nd Jan 30.
E. C. J. GAHAM. Commercial Traffic Manager.

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"আমি আশা করি এই বৎসরের মধ্যে সমগ্র মানভূম জিলা হইতে বিদেশী বস্ত্র নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে—ঘরে ঘরে চরকা ও খদ্দরের প্রচলন হইবে—মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপদ্ধতির সাফল্যের জন্য মানভূমবাসী প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।"

—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সন ১৩৩৬ সাল, ২৯শে পৌষ, সোমবার।

পূর্ণ স্বরাজ

কুহেলিকা কাটিয়াছে। শোষক সহৃদয়তা দেখাইবার জন্য যে নিঃস্বার্থভাবে ভারতের শাসন ভারতীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিবে সে আশা আজ কাটিয়াছে। জাতি আজ একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে বলিয়া বসিয়াছে—আমরা স্বাধীনতা চাই, ইংরাজের আওতায় থাকিয়া নহে, একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া—সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে আমরা চাই। বিলাতের লোকের ঔদার্য্যে কোন কোন ভারতবাসীর যে সামান্য বিশ্বাস ছিল তাহা টলিয়াছে, বিলাতের শ্রমিক সরকার যে ভারতীয়ের দুঃখে গলিয়া গিয়া ভারতকে স্বায়ত্ব-শাসন দিবে সে ভ্রান্ত ধারণা ঘুচিয়া গিয়াছে, জাতি তাই আজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় বেদী হইতে ৩১শে ডিসেম্বরে শুভ মুহূর্ত্তে যে বাণী ঘোষিত হইয়াছে আগামী ২৬শে জানুয়ারী ভারতের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বত্র সেই বাণীই প্রতিধ্বনিত হইবে। কত বৎসর পরে অধীন ভারত নির্ভীক চিত্তে মুক্ত কণ্ঠে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিবে। যেখানে শাসকের নেমকের চাকর মুক্তি নামের মধ্যে রাজদ্রোহের গন্ধ পাইয়া আঁৎকাইয়া উঠিত সেখানে স্বাধীনতার বাণী সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে।

ইংরাজ শম ও ভেদ নীতি ব্যর্থ দেখিয়া যে দমন নীতির প্রয়োগ করিয়া শেষ চেষ্টা করিবে তাহা সুনিশ্চিত। বিলাতের সাম্রাজ্যবাদীদের কাগজে তাই স্বাধীনতা-পুরোহিতগণকে জেলে পাঠাইবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে। ইংরাজ রাজনীতিক এই মহৎ সঙ্কল্পকে মূর্খের বা বাতুলের প্রস্তাব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেছে, তাহারা বলিতেছে স্বাধীনতা ত দূরের কথা স্বায়ত্ব-শাসন পাইবারও তোমরা এখন যোগ্য নহ। ঔপনিবেশিক শাসন পাইতে হইলেও তোমাদিগকে বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। ইংরাজ আজ ভারত হইতে চলিয়া আসিলে আমরা নিজেরা পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মরিব, পেশোয়ারীরা আসিয়া আমাদের উপর পাশ্ববিক অত্যাচার করিবে এই ভয়ও শিশু ভারতকে দেখান হইতেছে।

শিশু ভারত যেন এই সব জুজুর ভয়েই স্বাধীনতার সংকল্প ত্যাগ করিবে! কিন্তু ভারত বুঝিয়াছে এই সকলের অর্থ কি এবং কি উদ্দেশ্য লইয়া এই সকল ভুয়ো কথার প্রচার হইতেছে!

ভারত আত্মরক্ষায় যেমন সমর্থ দমননীতি পদদলিত করিয়া স্থির লক্ষ্যে গন্তব্য পথে যাইতেও তেমনি দৃঢ়-সঙ্কল্প। পথের সন্ধান যখন মিলিয়াছে তখন লক্ষ্য স্থানে ভারতে পৌঁছিবেই পৌঁছিবে। পাথেয় বা স্বাধীনতার মূল্য সে দিতে প্রস্তুত। ভারত জানে তাহার এ পথ বড় সহজ নহে, কত বাধা তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে, কত কাঁটাই না তাহার পায়ে ফুটিবে, প্রাণ বিপন্ন হইবে, মায়াবীর মায়া তাহাকে প্ররোচিত করিবে, তবুও তাহাকে বিঘ্নবহুল কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া যাইতে হইবে। ভয়ে ভীত হইলে চলিবে না, মায়ায় মুগ্ধ হইলে স্বাধীনতা লাভ হইবে না, ভারত সন্তানকে এই যজ্ঞে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অক্রোধী, নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সিংহ হইতে হইবে। দীর্ঘ পরাধীনতার হাত হইতে মুক্ত হইতে হইলে স্বাধীনতার এই মূল্য আমাদিগকে দিতে হইবে। দেশ সেবকের এই ত্যাগ ও প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্কল্প ব্যতীত স্বাধীনতা মিলিবে না। কংগ্রেসের সভাপতি বলিয়াছেন—দেশময় এক বিরাট প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র চালাইতে হইবে—এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইবে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন। অর্থাৎ গুপ্তভাবে নহে প্রকাশ্যে—ইংরাজের দমন নীতি ও পেনাল কোডের ধারাগুলিকে আহ্বান করিয়া নির্ভীক চিত্তে আমাদিগকে আয়োজন চালাইতে হইবে, সরকারের শাসন-যন্ত্র ক্রমে ক্রমে অচল করিতে হইবে। ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য করিবার ও ট্যাক্স না দিবার আন্দোলন চালাইতে হইবে। শাসক আমাদের গতি রোধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে—তখন আমাদের ধন প্রাণ বিপন্ন হইবে, জেল তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে, ঐশ্বর্য্যের মায়া ধুলিমুষ্টি জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করিতে হইবে, আবশ্যক হইলে হাসি মুখে ফাঁসী কাষ্ঠে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। তখন আমাদের গতি কে রোধ করিবে? এইরূপে সংগ্রাম চালাইলে শীঘ্রই আমরা সম্পূর্ণ অহিংস থাকিয়াও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব।

সত্যকিঙ্কর স্মৃতি

পরলোকগত সত্যকিঙ্কর দত্তের স্মৃতি রক্ষার্থ আমরা তাঁহার স্থাপিত আখড়ায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এই পরলোকগত বীরের স্মৃতি রক্ষা করিয়া আমরা নিজেদের মধ্যে এই ভাবই জাগাইয়া রাখিতে চাই যে, অসহায় জনসাধারণের মধ্যে

ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টাতে যিনি নিজের জীবন আহুতি দিয়াছেন তাঁহার আদর্শে যেন আমরা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই মত মৃত্যুকে বরণ করিবার শক্তি লাভ করিতে পারি। জনসাধারণের জন্যই যিনি বাঁচিয়াছিলেন, জনসাধারণের জন্যই যিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ জনসাধারণের প্রত্যেকের নিকট আমরা সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি। যিনি যাহা পারেন মুক্তহস্তে দান করিয়া সাহায্য করুন। যুবসঙ্ঘ, ঝালিদা।

লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত মূল প্রস্তাব

গত ৩১শে অক্টোবর বড়লাট ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে যে ঘোষণা করেন, তৎসম্পর্কে নেতৃবর্গ এক ইস্তাহার বাহির করেন; সেই ইস্তাহার সম্পর্কিত ওয়ার্কিং কমিটীর কার্য্য এই কংগ্রেস অনুমোদিত করিতেছে। স্বরাজ আন্দোলন বিষয়ে বড়লাটের চেষ্টাও কংগ্রেসের প্রশংসনীয়। অতঃপর এযাবৎ যাহা ঘটিয়াছে এবং বড়লাট ও নেতৃবর্গের সাক্ষাতের ফল যাহা হইয়াছে তাহা সমুদয় বিবেচনা করিয়া কংগ্রেস এই মত প্রকাশ করিতেছে যে, গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি গেলে কোনই লাভ হইবে না। কংগ্রেস সেইজন্য গতবারের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের কাম্য বলিয়াই ঘোষণা করিতেছে এবং ইহাও ঘোষণা করিতেছে যে, নেহেরু রিপোর্ট বাতিল হইল; কংগ্রেস কর্ম্মী সকলে অতঃপর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে আত্মনিয়োগ করিবেন এবং তজ্জন্য প্রচার কার্য্য করিবেন। কংগ্রেস নীতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ ও গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক গঠিত কমিটী সমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে। কংগ্রেস এইজন্য কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকে এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভবিষ্যতে নির্ব্বাচন সম্পর্ক বর্জ্জন করিতে বলিতেছে এবং বর্ত্তমানে যে সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মী আইন সভা, এবং গবর্ণমেন্টের কমিটী সমূহে আছেন তাঁহাদিগকে সেই সমস্ত ত্যাগ করিতে বলিতেছে। কংগ্রেস গঠনমূলক কার্য্য অধিকতর অগ্রসর করিবার জন্য দেশবাসীকে বদ্ধপরিকর হইতে অনুরোধ করিতেছে এবং যেখানে ও যে সময়ে সম্ভব আইন অমান্য ও কর-প্রদান বন্ধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে ক্ষমতা অর্পণ করিতেছে।

স্থানীয় সংবাদ

গত ১২ই পৌষ ইচাগ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামজীবন মাহাতর পিতা ৺ কানাই মাহাতর মৃত্যুস্মৃতি উপলক্ষ্যে ঝালিদার বহু গ্রামের ২সহস্রের উপর মাহাত গ্রামবাসী ইচাগে সমবেত হইয়াছিলেন। যথারীতি আহারাদির পর মাহাতগণের সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মাহাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দোষ ত্রুটী যাহা আছে তাহা পরিহার করিতে হইবে এবং যাহাতে মাহাতদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় এবং তাহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয় তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

পুপুন্‌কী আশ্রমের সরলানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিতেছেন—আগামী ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন চাষ থানার অন্তর্গত পুপুন্‌কী গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের বার্ষিক সভা এবং তদুপলক্ষ্যে লোকহিতকর আনন্দোৎসবাদি হইবে। এই উপলক্ষে আশ্রমে প্রায় বিংশ সহস্র নরনারীর সমাবেশ হইবে। কার্য্য শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত কতিপয় সুদক্ষ স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। আশ্রম হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণকে কোনও প্রকার হাত খরচ বা যাতায়াত ব্যয় দেওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে। আশ্রমে তাঁহাদের শুধু আহারের ব্যবস্থা করাই সম্ভব হইবে। ইচ্ছুক কর্ম্মিগণ পুপুন্‌কী গুরুকুল আশ্রমে পত্র লিখুন।

গত ১০ই জানুয়ারী পুরুলিয়ার নব নির্ব্বাচিত মিঃ কমিশনারগণের সভায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার—সভাপতি, শ্রীযুক্ত বিরাজকৃষ্ণ সরকার—চেয়ারম্যান এবং শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়—ভাইসচেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১লা মাঘ ঝালিদায় সত্যকিঙ্করের স্মৃতিরক্ষার্থ গুঙরী নদীর তীরে এক মেলা খোলা হইবে। ঝালিদা অঞ্চলের গ্রামবাসীদের মধ্যে এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে।

গত ১০ই জানুয়ারী পুরুলিয়ার ছলুমী বাঁধের নিকটে চাইবাসা রোডের উপরে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে। দুর্ঘটনার ফলে মোটর ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং আরোহীদের মধ্যে একজন হাসপাতালে আনীত হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। অবশিষ্ট আরোহিগণের অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন।

পূর্ণ স্বরাজ দিবস

(কংগ্রেস সভাপতির নিবেদন)

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ-স্বরাজ কংগ্রেসের লক্ষ্য, এই প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী আগামী ২৬শে জানুয়ারী রবিবার এতদুপলক্ষ্যে উৎসব করিবার দিন ধার্য্য করিয়াছে। আমার বিশ্বাস ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে এই উৎসব ব্যাপক ভাবে সুসম্পন্ন হইবে, সর্ব্বত্র স্বাধীনতার বার্ত্তা প্রচারিত হইবে। দেশের সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী, জেলা কংগ্রেস কমিটী এবং শাখা কংগ্রেস কমিটী অবিলম্বে সর্ব্বত্র এই উৎসবের আয়োজন করিবে। কিরূপভাবে উৎসব সম্পন্ন করিতে হইবে তদ্বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ সত্বর বাহির করা হইবে।

২৬শে জানুয়ারী এই বিরাট উৎসবের পূর্ব্বে সর্ব্বত্র সভা সমিতি করিয়া প্রাথমিক কার্য্য হিসাবে কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাবের অর্থ এবং উদ্দেশ্য বিশদভাবে বর্ণনা করা উচিত। ঐ দিন কোথায় কিরূপভাবে কার্য্য করিতে হইবে সেই কর্ম্মপদ্ধতি স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী নির্দ্ধারণ করিবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, ২৬শে জানুয়ারী মাসের শেষ রবিবার—অর্থাৎ যে দিন পূর্ব্বাহ্নে ৮ ঘটিকার সময় জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়।

যথারীতি এই দিনে জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান করা উচিৎ। অপরাহ্নে শোভাযাত্রা বাহির করিতে হইবে এবং জাতীয় পতাকার নীচে প্রকাশ্য সভা করিতে হইবে।

এলাহাবাদ,
৬ই জানুয়ারী।

জহর লাল নেহেরু
সভাপতি,
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী

পদত্যাগ

কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে প্রাদেশিক ও ভারতীয় আইন সভার এবং রাষ্ট্রীয় সভার নিম্নলিখিত সদস্যগণ কংগ্রেসের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া স্বীয় সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন :—

বিহার উড়িষ্যা—

শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন, শ্রীযুক্ত বলদেব সহায়, শ্রীযুক্ত দীপ নারায়ণ সিংহ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায়, শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা—

শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত,	শ্রীযুক্ত বি, সি, রায়
„ নলিনী রঞ্জন সরকার	„ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
„ সন্তোষ কুমার বসু	„ প্রভুদয়াল হিমাৎসিংকা
„ মন্মথ নাথ রায়	„ অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি
„ হৃষিকেশ মিত্র	„ বরদা প্রসাদ পাইন
„ জে, সি, গুপ্ত	„ কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ
„ সুভাষ চন্দ্র বসু	„ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
ডাঃ প্রমথ ব্যানার্জ্জি	„ অখিল চন্দ্র দত্ত
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন মৈত্র	„ বিজয়কৃষ্ণ বসু
„ বিজয় কুমার চাটার্জ্জি	ডাঃ জে, এম, দাসগুপ্ত
ডাঃ কুমুদ শঙ্কর রায়	„ যোগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পাঞ্জাব—

মিঃ আফজল হক

মাদ্রাজ—

শ্রীযুক্ত আর কে কেরাল্ট,	শ্রীযুক্ত ফেলেশ্বর,
শ্রীযুক্ত কোটী রেড্ডি,	স্বামী ভেঙ্কট চেলাম

যুক্ত প্রদেশ—

শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দ

আসাম—

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার সেন, শ্রীযুক্ত কামেশ্বর দাস

রাষ্ট্রীয় পরিষদ—

অনারেবল রামদাস পান্টুলু, অনারেবল রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অনারেবল ডাঃ রামারাও, অনারেবল মহেন্দ্র প্রসাদ।

নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় মাহাসম্মেলন

সভাপতির অভিভাষণের শেষাংশ

বিশ্বশান্তির বাজে কথা

বিশ্বশান্তির একটা কথা উঠিয়াছে। জগতের বিভিন্ন জাতি আপোষ চুক্তি করিতেছে। কিন্তু শান্তির চুক্তি সত্বেও অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি পাইতেছে। শান্তিদেবীকে শুধু মিষ্ট কথায় তুষ্ট করার চেষ্টা হইতেছে। যুদ্ধের কারণ দূর না হইলে শান্তি আসিতে পারে না। এক দেশ যতদিন পর্য্যন্ত অপর দেশের উপর প্রভুত্ব করিবে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে শোষণ করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ব্যবস্থা রদ করিবার চেষ্টা হইবেই, ইতিমধ্যে কোন ব্যবস্থাই স্থায়ী হইবে না। সাম্রাজ্য-লোলুপতা এবং অর্থ-লোলুপতার মধ্যে শান্তি কখনো আসিতে পারে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই সাম্রাজ্য-লোলুপতা ও অর্থ-লোলুপতারই প্রতীক। জনসাধারণের শোষণের উপরই এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, সুতরাং জনসাধারণ স্বেচ্ছায় এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে সম্মত হইতে পারে না। আমাদের লাভ যতই কেন না হউক তাহা যদি জনসাধারণের ভার লাঘব না করে, তবে সে লাভের কোন মূল্যই নাই। একটা বড় সাম্রাজ্যের বোঝা বহন করা কষ্টসাধ্য—আমাদের দেশবাসী বহুকাল এই ভার বহন করিয়াছে। তাহাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে, এখন এই ভারবহনের ইচ্ছাও তাহাদের শেষ হইয়াছে। তাহাদিগকে যদি শোষিতই হইতে হয়, তবে তাহারা সাম্রাজ্যের অংশভাগী হইতে চাহিবে কেন? আমাদের যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে হইবে তাহার মধ্যে কতকগুলি আবার বিশেষ-স্বার্থের সমস্যা। এই সমস্ত সমস্যার অধিকাংশই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সৃষ্টি। দেশীয় রাজ্যের নরপতিদের স্বার্থ, ব্রিটিশ আমলাদের স্বার্থ, ব্রিটিশ এবং ভারতীয় ধনিকদের স্বার্থ, বড় বড় জমিদারের স্বার্থ প্রভৃতি সর্ব্বদাই আমাদের সম্মুখে ধরা হয়, আর তাহারা অধিকার রক্ষার দাবী করে। যতদিন পর্য্যন্ত, যে আকারেই কেন না হউক, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই সমস্ত বিশেষ স্বার্থের অধিকারীদের শক্তি বৃদ্ধিই পাইবে এবং ঐ জাতীয় অনেক স্বার্থের সৃষ্টি হইবে। প্রত্যেকেই আমাদের পথের বিঘ্ন হইবে।

প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া গবর্ণমেন্টকে অত্যাচার নীতির উপর নির্ভর করিতে হয়। ঘৃণ্য জঘন্য প্ররোচক, গুপ্তচর এবং এরূপভাবে পরিপূর্ণ গোয়েন্দা বিভাগ এই গবর্ণমেন্টের প্রতীক।

কথার মারামারি

স্বাধীনতা এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে কথার মারামারি আমরা অনেক করিয়াছি; কিন্তু প্রকৃত কাজ হইতেছে ক্ষমতা ছিনাইয়া লওয়া। সেই ক্ষমতার নাম আমরা যাহাই দেই না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না। ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য কোন প্রকার ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ভারতকে প্রকৃত ক্ষমতা দিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি এই দেশের বুকের উপর হইতে বিদেশী সৈনিক দিগকে তুলিয়া লওয়া হয় এবং অর্থনীতির কবল হইতে ভারত মুক্তি পায়, তবেই বুঝা যাইবে যে ভারত প্রকৃত ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। আমাদিগকে উহা করার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে, অবশিষ্ট সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। সুতরাং আজ আমরা চাই ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের কোন হুকুম করিবার অধিকার আছে একথা কংগ্রেস কোনদিন স্বীকার করে নাই, করিবেও না। আমরা পার্লিয়ামেন্টের নিকট কোন আবেদন করিব না। আমরা জগতের পার্লিয়ামেন্টের নিকট, জগদ্বাসীর বিবেকের নিকট আবেদন করিব, তাহাদের নিকট আমরা বলিব—ভারতবর্ষ আর বিদেশীর অধীনতা মানিবে না। আজ বা কালের মধ্যে হয়তো আমরা

অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব না। আমরা আমাদের দুর্ব্বলতার কথা বিশেষ করিয়াই জানি। আমরা শক্তির বড়াই করিতেছি না। কিন্তু বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড যেন আমাদের সঙ্কল্পের শক্তি বা অর্থ সম্বন্ধে ভুল না করে। আমি আশা করি যে, ফলাফলের কথা সম্পূর্ণ স্মরণ রাখিয়া আমরা যে সঙ্কল্প করিব সে সঙ্কল্প হইতে আমরা টলিব না। একটা জাতি যখন অকপট সঙ্কল্প গ্রহণ করে, তখন তাহাকে কেহ বহুদিন দমাইয়া রাখিতে পারে না। আজ আমাদের চেষ্টা ব্যার্থ হইতে পারে, কালও হয়তো আমাদের চেষ্টা সফল হইবে না, কিন্তু পর-দিন আমাদের চেষ্টা সফল হইবেই।

অনিচ্ছায় বিপদবরণ

অমরা রণক্লান্ত, শান্তির জন্য ব্যস্ত। আমাদের দেশের সংগঠন কার্য্যের সুযোগ আমরা চাই। আমাদের পরিবার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, যুবকগণ জেলে যাইতেছে, ফাঁসিতে মরিতেছে—এদৃশ্য কি আমাদের নিকট উপ-ভোগ্য ? যে সামান্য মজুরী পায় তাহা ত্যাগ করিয়া অনশনে থাকার জন্য ধর্ম্মঘট করাটা কি শ্রমিকদের নিকট আনন্দের বিষয় ? যখন তাহাদের কোন গত্যন্তর থাকে না, তখনই তাহারা বাধ্য হইয়া ধর্ম্মঘট করে। আমরা জাতীয় সংগ্রামের এই বিপজ্জনক পথ কেবল এই জন্যই অবলম্বন করি যে. সম্মানজনক সন্ধির আর কোন পথ নাই। কিন্তু আমরা সন্ধির জন্য ব্যগ্র, যাহারা সৌহার্দ্দ্যের সহিত গ্রহণ করিতে চাহে, তাহাদের দিকে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিতে আমরা সতত প্রস্তুত। কিন্তু অন্যায়ে আমরা দমিব না, মারাত্মক কোন বিষয়ে আমরা আত্মসমর্পণ করিব না।

সম্মুখে সংগ্রাম, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়ণের সময় ইহা নহে। দুই বৎসরের উপর বসিয়া আমরা রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছি। তারপর সর্ব্বদল সম্মিলনী নিজে একখানি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া চেষ্টার চরম করিয়াছেন এবং এক বৎসরের জন্য কংগ্রেস সে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা প্রণয়নে সময় ব্যয় করার কোন আবশ্যকতাই ছিল না, ইহাতে ভারতবর্ষের কোন লাভ হয় নাই। বৎসর অতীত হইয়াছে, নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, এখন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়ন স্থগিত রাখিয়া কাজ করার সময় আসিয়াছে। তথাপি আমরা আমাদের সমস্যাগুলি উপেক্ষা করিতে পারি না, এই সমস্যাগুলির সমাধানের উপরই আমাদের সংগ্রামের এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। আমাদিগকে সমাজকে পুনর্গঠন করিয়া সমাজের স্থায়িত্ব বিধান করিতে হইবে, যে বিভেদ ভারতের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ হইয়া আছে, সে বিভেদের অবসান করিতে হইবে।

সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শ

আমি অকপটে স্বীকার করি যে, আমি একজন সমাজতন্ত্রী এবং গণতন্ত্রী, রাজরাজড়ায় আমার বিশ্বাস নাই ; যে ব্যবস্থার ফলে বণিকরাজের সৃষ্টি হয়—মানুষের উপর রাজার অপেক্ষাও যাহাদের বেশী প্রভুত্ব—প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের মতই যাহারা লুণ্ঠনপর—সেই ব্যবস্থার উপরও আমার কোন আস্থা নাই। আমি একথা অবশ্যই স্বীকার করি যে, কংগ্রেস যে ভাবে গঠিত এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যাহা, তাহাতে সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব নহে ; কিন্তু এ কথা আমাদিগকে জানিয়া রাখিতে হইবে যে সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শ পৃথিবীর সকল সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। কতদিনে কি ভাবে ইহার পূর্ণ পরিণতি হওয়া উচিৎ, তাহা লইয়াই যাহা কিছু মতভেদ আছে। ভারতবর্ষ যদি তাহার দারিদ্র ও অসাম্য দূর করিতে চাহে তবে ঐ আদর্শই অবলম্বন করিতে হইবে, যদিও উহাকে নিজের ভাবে, নিজের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে।

আমাদের প্রধান সমস্যা

আমাদের তিনটি সমস্যা আছে :-(১) সংখ্যা-লঘিষ্ঠের সমস্যা (২) দেশীয় রাজ্যের সমস্যা এবং (৩) কৃষক ও শ্রমিক সমস্যা। সংখ্যালঘিষ্ঠের সমস্যা আমি পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। আমি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি, সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যেঅক্ষুণ্ণ থাকিবে. কথা এবং কাজের দ্বারা তাহার প্রমাণ আমাদিগকে দিতে হইবে।

দেশীয় রাজ্যের সমস্যা

দেশীয় রাজ্যগুলি অতীত যুগের এক অদ্ভুত ধ্বংসাবশেষ। এই সমস্ত রাজ্যের অনেক রাজা এখনো বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের অধিকার ভগবৎ প্রদত্ত। তাঁহারা পরের হাতের পুতুল হইয়াও মনে করেন যে, রাজ্যগুলি এবং রাজ্যের সমস্ত জিনিষ নিজেদের সম্পত্তি, তাঁহারা ইচ্ছামত উহা উড়াইতে পারেন। এজন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়াটা বোধ হয় অন্যায়, কারণ তাঁহারা একটা কুব্যবস্থার ফল মাত্র। এই কুব্যবস্থাই দূর করিতে হইবে। দেশীয় রাজ্যের এক রাজা এমন কথাও বলিয়াছেন যে, যদি ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে তিনি ইংলণ্ডের পক্ষ হইয়া মাতৃভূমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। তাঁহার দেশপ্রীতি এত প্রবল! এমতাবস্থায় যখন তাঁহারা দাবী করেন যে, একমাত্র তাঁহারাই তাঁহাদের প্রতিনিধি হইবার যোগ্য এবং তাঁহাদের দাবী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়, তখন বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশীয় রাজ্যগুলি টিকিতে পারে না। দেশীয় নরপতি সমূহ যদি বুঝিয়া না চলেন,

তবে তাঁহাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণে একমাত্র দেশীয় রাজ্যের লোকেরাই অধিকারী, রাজারাও তাহাদের মধ্যে থাকিবেন। এই কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী করে, সুতরাং দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করিতে পারে না। যাহাতে কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তন না হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন কল্পে কংগ্রেস দেশীয় নরপতিদের সহিত পরামর্শ করিতে প্রস্তুত আছে। কোনক্রমেই দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগকে উপেক্ষা করা চলিবে না।

কৃষক ও শ্রমিক সমস্যা

আমাদের তৃতীয় সমস্যাটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। কৃষক ও শ্রমিকই ভারতের প্রধান অবলম্বন, তাহাদের উন্নতি এবং অভাব পুরণের উপরই আমাদের সাফল্য নির্ভর করে। তাহারা যে পরিমাণে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিবে সেই পরিমাণে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। তাহাদের স্বার্থই দেশের স্বার্থ এবং তাহাদের স্বার্থরক্ষায় যত্নপর হইলেই তাহাদিগকে আমাদের সহিত পাইতে পারি। কংগ্রেস অনেকবার তাহাদের প্রতি শুভেচ্ছা জানাইয়াছে, কিন্তু এতদতিরিক্ত আর কিছু করে নাই। বলা হয় যে, ধনিক ও শ্রমিকের প্রতি, জমীদার ও প্রজার প্রতি সমভাব প্রদর্শন করাই কংগ্রেসের নীতি। কিন্তু পাল্লা অতি সাভাবিক ভাবেই একদিকে ঝুকিয়া আছে। এই ব্যবস্থা বজায় রাখার অর্থ অন্যায় ও শোষণনীতি বলবৎ রাখা। অন্যায় দূর করার একমাত্র উপায় হইতেছে—এক শ্রেণীর উপর হইতে অপর শ্রেণীর প্রভুত্ব দূর করা। নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি, কয়েক মাস পূর্ব্বে বোম্বাইতে সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমি আশা করি যে, এই কংগ্রেস উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিবে এবং অবিলম্বে যাহাতে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, এরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবে।

এই কার্য্যপদ্ধতিতে কংগ্রেস সমগ্রভাবে বিশেষ দূরে যাইতে পারে না। কিন্তু আদর্শ ঠিক রাখিয়া সে দিকে চলিতে হইবে। কৃষক ও শ্রমিকের সমস্যা শুধু মজুরী এবং জমিদারের দয়ার দানের প্রশ্ন নহে। ব্যবসায় এবং জমীদারীতে সদয়ভাব ভিক্ষারই নামান্তর মাত্র। ইহা দ্বারা অন্যায়ের অবসান হইতে পারে না। কেহ কেহ অছিগিরির কথা বলেন,, এই মতবাদ একান্ত বাজে। অছিগিরির অর্থ এই যে, স্বয়ং নিযুক্ত অছিদের উপর ভালমন্দের ক্ষমতা নির্ভর করিবে। কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি অছি হইতে পারে না, সমগ্র জাতিই জাতির অছি হইতে পারে। অনেক ইংরাজ সরলভাবে বিশ্বাস করে যে, তাহারা ভারতের অছি, তথাপি তাহারা ভারতের শোচনীয় দুর্দ্দশা করিতে ক্ষান্ত হয় নাই।

শিল্প-বাণিজ্য দরিদ্রের জন্য

শিল্প-বাণিজ্য কাহার জন্য ধনোৎপাদন করিবে এবং ভূমি কাহার জন্য খাদ্যোৎপাদন করিবে তাহা আমাদিগকে স্থির করিতে হইবে। আজ ভূমি হইতে যে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা কৃষকের ভোগের জন্য নহে; শিল্পের দ্বারা যে ধনোৎপন্ন হয় তাহা শ্রমিকের ভোগের জন্য নহে—শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্যই লক্ষপতি সৃষ্টি করা। শস্য যতই প্রচুর হউক না কেন, শিল্পের লভাংশ যতই বেশী হউক না কেন, মাটির ঘরের আঁধার কুঠরি; এবং কৃষক শ্রমিকদের নগ্নমুর্ত্তি—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এবং আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃত মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

সবার উপরে মানুষ বড়

সুতরাং মানুষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে। আমরা টাকার জন্য মানুষ বলি দিব না। যদি শ্রমিকদিগকে উপবাসে না রাখিলে কোন শিল্প না চলে, তবে সে শিল্প বন্ধ করিয়া দেওয়াই সঙ্গত। কৃষক যদি যথেষ্ট খাদ্য না পায়, তবে. মাঝে থাকিয়া যাহারা তাহাদিগকে খাদ্য হইতে বঞ্চিত করে,তাহাদিগকে অপসারিত করিতে হইবে। কৃষক ও শ্রমিককে অন্ততঃ এরূপ মজুরী দিতে হইবে যে, সে মাঝামাঝি রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে পারে। সর্ব্বদল কমিটি এই নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, মানুষের শরীরে যত ঘন্টা পরিশ্রম করা পোষায়, কৃষক ও শ্রমিক মাত্র তত ঘন্টাই পরিশ্রম করিবে। আমি আশা করি যে কংগ্রেসও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ফলাফলের দায়িত্ব লইবে। আমি আরো আশা করি যে,উৎকৃষ্টতর জীবনের জন্য শ্রমিকেরা যে দাবী করিতেছে, কংগ্রেস সেই দাবী স্বীকার করিবে এবং শ্রমিকেরা যাহাতে ভবিষ্যতে সমবায় পদ্ধতিতে শিল্পের কারখানা চালাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সংগঠিত হইতে সহায়তা করিবে।

ভারতে কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা কম হইলেও তাহাদের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, এই শক্তিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কৃষক সম্প্রদায় সাহায্যের জন্য উচ্চ রোল তুলিয়াছে, তাহাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দূর করিবার উপায় আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। ভূমি সংক্রান্ত আইন এবং প্রজাস্বত্বের আইন পরিবর্ত্তন না করিলে প্রকৃত সাহায্য করা যাইবে না। আমাদের মধ্যে অনেক বড় বড় জমিদার আছেন, আমরা তাঁহাদিগকে চাহি। তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তি বিশেষের হস্তে বড় বড় জমীদারীর প্রথা পৃথিবীর সকল স্থান হইতে দ্রুত লোপ পাইতেছে। যে সমস্ত দেশে ধনিকদেরই প্রাধান্য, সে সমস্ত দেশেও বড় বড় জমিদারী ভাগ করিয়া কৃষকদিগকে দেওয়া হইতেছে।

ভারতবর্ষেও অনেক স্থানে কৃষকেরা জমীর মালিক। দেশের সর্ব্বত্র এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। আমি আশা করি যে, ইহাতে আমরা অন্ততঃ কয়েকজন বড় বড় জমীদারের সাহায্য পাইব।

কংগ্রেসের এই বার্ষিক সম্মেলনে বিস্তারিত কোন আর্থিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা সম্ভব নহে। কতকগুলি নীতি স্থির করিয়া এই কংগ্রেস, ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় একটা ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার উপর দিতে পারে। আমি আশা করি যে, এই কংগ্রেস এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে সহযোগিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে এবং এই দুইটী প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি দাঁড়াইয়া জাতির মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিবে।

প্রকৃত শক্তি চাই

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত শক্তি অর্জ্জন না করিতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত এ সমস্তই আশার কল্পনা মাত্র, সুতরাং আমাদের প্রকৃত সমস্যা হইতেছে শক্তি লাভ করা কূট যুক্তি বা তর্ক অথবা উকীলের বাকচাতুরী দ্বারা আমরা এই শক্তি লাভ করিতে পারিব না—জাতির ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করার মত জনমতের সমর্থন পাইলেই আমরা এই শক্তি লাভ করিতে পারিব। এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্যই যেন উহা হয়।

গত বৎসর গিয়াছে আয়োজনের বৎসর। আমরা কংগ্রেসকে নূতন করিয়া এবং অধিকতর শক্তিসম্পন্ন করিয়া গঠন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছি। অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার পর যে কোন সময়ের অবস্থা অপেক্ষা বর্ত্তমান অবস্থা অনেক ভাল। ফল অনেক হইয়াছে, কিন্তু আমাদের দুর্ব্বলতাও অনেক। সে সমস্ত দুর্ব্বলতা বেশ স্পষ্ট। দুর্ভাগ্যক্রমে কংগ্রেস কমিটির মধ্যেও কলহের অভাব নাই, নির্ব্বাচন কলহে আমাদের শক্তি সামর্থ্য ব্যয় হইয়া থাকে। আমাদের এই চিরদিনের দৌর্ব্বল্য পরিহার করিয়া নিজেদের ক্ষুদ্রতা যদি বিসর্জ্জন না দিতে পারি, তবে আমরা এত বড় একটা মুক্তি সংগ্রাম করিব কি করিয়া? আমার একান্ত আশা এই যে, দেশের সম্মুখে প্রবল কার্য্যপদ্ধতি উপস্থিত হইলে আমাদের দৃষ্টিও উদার হইবে এবং আমরা অনর্থক কলহ হইতে ক্ষান্ত থাকিব। আমাদের কার্য্যপদ্ধতি কি হইবে? আমাদের গণ্ডী সীমাবদ্ধ—কংগ্রেসের নিয়মের ফলে নহে, অবস্থা গতিকে। কংগ্রেসের নিয়মের প্রথম দফার বিধান এই যে, আমাদের অভীষ্ট লাভের উপায় বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ হওয়া চাই। আশা করি যে, বৈধ উপায় আমরা সর্ব্বদাই অবলম্বন করিব। আমরা যে মহান কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, সেই কার্য্যে যাহাতে কোন প্রকার কলঙ্ক আসে, এবং পরে অনুতাপ করিতে হয় এরূপ কোন কার্য্য আমরা করিবই না। আমাদের উপায়গুলি শান্তিপূর্ণ হউক, ইহাও আমি চাহি, কারণ উপদ্রব নীতি অপেক্ষা শান্তিপূর্ণ নীতি অনেক ভাল এবং স্থায়ী হয়। উপদ্রব নীতির একটা প্রতিক্রিয়া আছে এবং তাহার ফলে অনেক সময় নিরুৎসাহ আসিয়া থাকে, ভারতের মত স্থানে এই নিরুৎসাহের অর্থ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়া। একথা খুবই সত্য যে, সংহত উপদ্রবই আজ জগতের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। এই নীতি অবলম্বন করিলে আমাদের হয়তো লাভও হইতে পারে। কিন্তু সংহতভাবে এই শক্তি প্রয়োগ করার মত উপকরণ এবং শিক্ষা আমাদের নাই। বিক্ষিপ্ত উপদ্রব বা ব্যক্তিগত উপদ্রব নৈরাশ্যেরই ফল। আমার মনে হয় যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই বিষয়টিকে নীতির দিক হইতে না দেখিয়া বাস্তবিক সম্ভাবনার দিক হইতে বিচার করিয়া থাকেন। আমরা উপদ্রবের পথ বর্জ্জন করিয়াছি; তাহার কারণ এই যে, ইহাতে বিশেষ ফল লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি এই কংগ্রেস বা জাতি কোন দিন মনে করে যে, উপদ্রবনীতি অবলম্বন করিলে আমরা দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব, তাহা হইলে কংগ্রেস তাহাই অবলম্বন করিবে! উপদ্রব-নীতি মন্দ, কিন্তু দাসত্ব আরো মন্দ। আমরা যেন স্মরণ রাখি যে, অহিংসা মন্ত্রের প্রধান পুরোহিত স্বয়ং বলিয়াছেন যে, ভয়ে পলায়ন করা অপেক্ষা লড়াই করা অনেক ভাল। বর্ত্তমান কালে যে কোন মুক্তি-আন্দোলনই সমষ্টি-আন্দোলন হওয়া দরকার। সমবেত বিদ্রোহের সময় ব্যতীত সমষ্টি আন্দোলন সকল সময়েই শান্তিপূর্ণ হয়। দশ বৎসর পূর্ব্বের অসহযোগ নীতিই অবলম্বন করি, অথবা সাধারণ ধর্ম্মঘটের নীতিই অবলম্বন করি, আমাদিগকে শান্তিপূর্ণ ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে। মূল আন্দোলন যদি শান্তিপূর্ণ হয়, তবে ইতস্ততঃ উপদ্রব শুধু আমাদের মনযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট করিবে এবং মূল আন্দোলনকে দুর্ব্বল করিবে। একই সময়ে পাশাপাশি এই দুই প্রকার আন্দোলন চালান সম্ভব নহে। আমাদিগকে একটা পথ বাছিয়া লইতে হইবে এবং সেই পথে স্থির থাকিতে হইবে। এই কংগ্রেস কোন পথ বাছিয়া লইবে তাহা আমি জানি, ইহা শান্তিপূর্ণ সমষ্টি—আন্দোলনের পথ বাছিয়া লইবে।

আমরা অসহযোগ আন্দোলনের কার্য্যপদ্ধতি এবং কৌশল অবলম্বন করিব কি? তাহাই করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, কিন্তু উহার মূল আদর্শ ঠিক রাখা চাই। কার্য্যপদ্ধতি এবং কৌশল অবস্থানুযায়ী হওয়া চাই, এই কংগ্রেসের পক্ষে তাহা বিস্তারিতভাবে নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব নহে। সে কাজ করিবে নিখিল ভারত রাষ্ট্রসমিতি, কিন্তু মূলনীতি এখান হইতে স্থির করিয়া দিতে হইবে।

আদালত ও বিদ্যালয় বর্জ্জন

কাউন্সিল, আদালত এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগ এই তিনটি বর্জ্জন নীতি ছিল কংগ্রেসের পুরাতন কার্য্যপদ্ধতি। এই নীতির পরিণতি ছিল শেষ পর্য্যন্ত সেনাবিভাগের কার্য্য পরিত্যাগ করা এবং কোন প্রকার কর না দেওয়া। যখন মুক্তি সংগ্রাম পূর্ণভাবে চলিতে থাকিবে, তখন যাহারা এই সংগ্রামে লিপ্ত থাকিবে, তাহারা কি করিয়া আদালতে বা বিদ্যালয়ে যাইতে থাকিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে স্কুল আদালত বর্জ্জন করার নীতি ঘোষণা করা সঙ্গত হইবে না।

কাউন্সিল বর্জ্জন করিতেই হইবে

কাউন্সিল বর্জ্জন লইয়া অনেক বিতর্ক হইয়াছে। এই বিষয় লইয়া কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ আর এই তর্ক তুলিয়া কোন লাভ নাই কারণ বর্ত্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেস যে কাউন্সিল প্রবেশের অনুমতি দিয়াছিল, তাহার অনিবার্য্য কারণ ছিল। উহার ফল ভাল হয় নাই, একথা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। কিন্তু যতটা লাভ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। আজ কাউন্সিল বর্জ্জন এবং অসহযোগের মধ্যে কোন মধ্য পন্থা নাই। এই ভুয়া ব্যবস্থাপক সভাগুলি যে আমাদের মধ্যে কি প্রকার অবনতি আনিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই ব্যবস্থাপক সভাগুলি আমাদের ভাল ভাল লোককে ভুলাইয়া নিয়াছে। আমাদের কর্ম্মীসংখ্যা কম, কর্ম্মীরা কাউন্সিলের বিশাল প্রাসাদগুলি হইতে মুখ ফিরাইয়া যদি সমষ্টি—আন্দোলনে আত্মনিয়োগ না করে, তবে সমষ্টি—আন্দোলনের কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করি, তবে কাউন্সিলে যাইয়া অনর্থক শক্তি ক্ষয় করিয়া লাভ কি? চিরকালের মত কোন কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব নহে, এই কংগ্রেস ভবিষ্যতের জন্য দেশকে বা নিজেকে কোন বিশেষ কার্য্যপদ্ধতিতে বদ্ধ রাখিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানে কংগ্রেসের পক্ষে কাউন্সিল বর্জ্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেই হইবে। গত জুলাই মাসে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এই প্রস্তাব উপাপন করিয়াছিলেন, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার সময় আসিয়াছে।

এই কাউন্সিল বর্জ্জন একটা আদর্শলাভের উপায় মাত্র। ইহাতে আমাদের শক্তি মুক্ত হইবে এবং তাহা আমরা প্রকৃত সংগ্রামে নিয়োগ করিতে পারিব। কর প্রদান বন্ধ করা এবং যেখানে সম্ভব সেখানে শ্রমিকদের সহযোগিতায় ব্যাপক ধর্ম্মঘট হইবে এই সংগ্রামের স্বরূপ। কর প্রদান বন্ধ করার কার্য্য বিশেষ বিশেষ স্থানে আরম্ভ করিতে হইবে, এজন্য যখন যেখানে যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিকে সে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অধিকার দেওয়া কংগ্রেসের কর্ত্তব্য।

আমি এপর্য্যন্ত কংগ্রেসের সংগঠন কার্য্যের কথা উল্লেখ করি নাই। সংগঠন কার্য্য নিশ্চয়ই চলিতে থাকিবে। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝিয়াছি যে, একমাত্র এই সংগঠনের দ্বারা আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবনা। ইহা ভবিষ্যতের কার্য্যের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারে, দশ বৎসরের নীরব চেষ্টার ফল আজ ফলিতেছে। বিশেষ করিয়া বিদেশী বস্ত্র এবং ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জনের কার্য্য চালাইতে হইবে।

অর্থনীতিক ও রাজনীতিক বর্জ্জননীতি

অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক বর্জ্জননীতি আমাদের অবলম্বনীয় হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন না হইতে পারি ততদিন পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে অথবা অন্যান্য দেশের সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু ব্রিটিশের সংস্পর্শ সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করিয়া নিজেদের উপর নির্ভর করার চেষ্টা আমরা করিব। একথাও আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে যে, ইংলণ্ড যে সমস্ত ঋণের ভার ভারতের উপর স্তুপীকৃত করিতেছে, ভারতবর্ষ তাহার জন্য দায়ী হইবে না। গয়া কংগ্রেসে ঘোষিত হইয়াছিল যে, ভারবর্ষ এই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না। আমরাও সেই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করিব। ভারতের হিতকর কার্য্যের জন্য যে সমস্ত ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা আমরা পরিশোধ করিয়া দিতে সম্মত আছি। কিন্তু ভারতবর্ষকে পদানত রাখিবার জন্য এবং তাহার ভার বৃদ্ধির জন্য যে বিরাট ঋণ করা হইয়াছে, তাহা পরিশোধ করার দায়িত্ব লইতে আমরা সম্পূর্ণ অসম্মত। বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড নিজের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করার জন্য এবং ভারতের উপর কবল দৃঢ়তর করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে যাইয়া যে ঋণের ভার ভারতের উপর চাপাইয়াছে তাহা বহন করিতে ভারতের দারিদ্র্যপীড়িত অধিবাসীরা কিছুতেই সম্মত হইতে পারে না। বিদেশী শোষকদিগের নিকট হইতে কোন ক্ষতিপূরণ না লইয়া যে সমস্ত সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহার দায়িত্বও ভারতবাসীরা লইতে পারে না।

প্রবাসী ভারতবাসী

উপনিবেশস্থ ভারতীয়দের কথা আমি এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করি নাই। তাহাদিগের সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না। পূর্ব্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজি অথবা অন্য স্থানের ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য যে আমার কোন সহানুভূতি নাই এমত নহে, প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাহারা লড়াই করিতেছে; কিন্তু তাহাদের ভাগ্য নির্ণয় হইবে ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে—আমরা যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতেছি, তাহা

আমাদের এবং তাহাদের জন্যই।

এই সংগ্রামের জন্য আমাদের কার্য্যক্ষম প্রতিষ্ঠান চাই। কংগ্রেসের নিয়মপ্রণালী সংগঠন—বিধি অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এজন্য কংগ্রেস দ্রুত চলিতে পারে না, বর্ত্তমান সঙ্কটকালেরপক্ষে উহা উপযোগী নহে। বিরাট আড়ম্বরের দিন চলিয়া গিয়াছে। আমাদের চাই শান্ত অথচ দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করা। আমাদের নিজেদের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা স্থাপন না করিলে উহা সম্ভব হইবে না। আমরা যে সমস্ত সঙ্কল্প গ্রহণ করিব, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা যত কমই কেন না হউক, সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করিতে পারিলে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ—অনেক সম্প্রদায় দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা জাতির ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়াছে। বহুলোকের ভিড় খুব কম কাজই করিতে পারে। স্বাধীনতার অর্থই সংযম এবং শৃঙ্খলা। আমাদের প্রত্যেককে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আত্মসঙ্কোচ করিতে হইবে।

কংগ্রেসই জাতির আশা

কংগ্রেস নিতান্ত কম লোকের প্রতিনিধি নহে। অনেকে যদিও দৌর্ব্বল্য বশতঃ কংগ্রেসে যোগ দিতে এবং কংগ্রেসের কার্য্য করিতে পারে না তথাপি কংগ্রেসের দিকে এই আশায় তাকায় যে, উহা তাহাদিগের মুক্তি আনয়ন করিবে। কলিকাতা কংগ্রেসের পর হইতেই দেশ আকুল আগ্রহে আজিকার কংগ্রেসের অধিবেশনের দিকে চাহিয়া আছে। আমাদের মধ্যে কেহই বলিতে পারে না যে, কবে আমরা সফল হইব এবং কতটা সফল হইব সাফল্য আমাদের আজ্ঞাধীন নহে; কিন্তু যাহারা সাহস করিয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হয়, তাহারা অনেক সময়েই সাফল্য লাভ করে; ফলাফলের ভয়ে ভীত, ভীরু কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। আমরা বড় বাজি রাখিয়া খেলিতেছি; যদি মহৎ কিছু লাভ করিতে হয়, তবে আমাদিগকে ভীষণ বিপদও মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। আমরা সফলই হই আর বিফলই হই, আমাদের চেষ্টা হইতে কেহই আমাদিগকে বিরত করিতে পারিবে না;—আমাদের দেশের সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাসে আমরা আর একখানি গৌরবময় পৃষ্ঠা লিখিয়া যাইব।

দেশের নানাস্থানে ষড়যন্ত্রের মামলা চলিতেছে। ষড়যন্ত্রের মামলা আমাদের নিত্য সঙ্গী। কিন্তু গোপন ষড়যন্ত্রের দিন চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমরা বিদেশী শাসনের হাত হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র করিতেছি। সহকর্ম্মীগণ! আপনাদিগকে, দেশের সকল পুরুষকে এবং দেশের সকল নারীকে এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছি। আপনাদের পুরস্কার—লাঞ্ছনা, কারাগার, হয়তো বা মৃত্যু; কিন্তু আপনাদের এই তৃপ্তি থাকিবে যে, এই বহু পুরাতন কিন্তু চির নবীন ভারতের মুক্তির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন এবং মানবজাতিকে বর্ত্তমান বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য কিঞ্চিৎ সহায়তা করিয়াছেন। —বন্দেমাতরম্

—আনন্দবাজার হইতে।

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি যে লোকপ্রিয়তার নিদর্শন তাহা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনবীমা কোম্পানী

ওরিয়েণ্টালের

বর্ত্তমান সমৃদ্ধিতেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়।

ক্রমোন্নতি

নূতন বীমা

১৯২৫	২৯৬ লক্ষ টাকা
১৯২৬	৩৯১ ”
১৯২৭	৪৩৮ ”
১৯২৮	৫৮৫ ”

প্রিমিয়ম হইতে আয়

১৯২৫	৯৩ লক্ষ টাকা
১৯২৬	১০৬ ”
১৯২৭	১২২ ”
১৯২৮	১৪০ ”

লোকপ্রিয়তাই লভ্যাংশের ক্রমবৃদ্ধি সূচনা করে। সমগ্র জীবনবীমা পলিশিতে ঘোষিত বোনাসের হার।

১৯১৮	প্রতি হাজার টাকায় বার্ষিক	১০৲ টাকা
১৯২১	” ”	২০৲ ”
১৯২৪	” ”	২২॥০ ”
১৯২৭	” ”	২৫৲ ”

অতএব এই উন্নতিশীল কোম্পানীতে বীমা করিলে আপনার সংস্থানের সুব্যবস্থা হইবে।

কোম্পানীর প্রতিনিধি সর্ব্বত্র আছেন।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কোম্পানীর অফিস আছে:—

হেড অফিস:—ওরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস্, বোম্বাই।

আগ্রা, কলিকাতা, করাচি, মান্দালয়, পুনা, সিঙ্গাপুর, আজমীর, কলম্বো, কাউলালুম্পুর, ম্যাঙ্গালোর, কোয়েটা, সুক্কুর, আমেদাবাদ, ঢাকা, লাহোর, মোম্বাসা, রেঙ্গুন, ত্রিবান্দ্রম, এলাহাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, রাঁচি, ত্রিচিনপল্লী, বাঙ্গালোর, কাণ্ডি, মান্দ্রাজ, পাটনা, রাওলপিণ্ডি, ভিজাগপাটম।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন:—

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্
পোষ্ট বক্স নং ২১ কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
৪ সিম্পসন রোড, ঢাকা।

সব্ ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
একজিবিসন রোড, পাটনা।

অর্গানাইজার, ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস,
কাচারি রোড, রাঁচি।

অথবা মিঃ এস, এন, রায়,
অর্গানাইজার, রঙ্গপুর।

তরুণের অভিযান সফল করুন, তরুণের জয়যাত্রার গান দিকে দিকে নন্দিত হউক,
প্রকৃতির দান সকলে সম্ভোগ করিয়া সুস্থ, সুন্দর হউন।

ইয়ংমেন্‌স্ সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস্

(রেভ্ ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এ, ডি, ডি, মহাশয়ের সহানুভূতিতে)

বাংলার জাগ্রত তরুণ শক্তির মূর্ত্ত প্রতিষ্ঠান। যুবকগণের এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা, দেশের শিল্পকলা জাগাইয়া তোলা, তরুণ শক্তিকে আশায় আনন্দে উদ্দীপ্ত করা দেশ সেবারই ভিন্ন ধারা।

ঘ্রাণে মুগ্ধ ব্যবহারে তৃপ্ত স্নানান্তে পবিত্র আমাদের

স্ফুশ্রী

সাবান চর্ম্মরোগ দূর করিয়া শরীরে শক্তি, মনে স্ফূর্ত্তি, দেহে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে। দেখিতে নয়নাভিরাম গন্ধে অনুপম।

সকল প্রকার কাপড় অল্প পরিশ্রম ও ব্যয়ে পরিষ্কার করিতে

স্ফুশ্রী

সতাই উৎকৃষ্ট।

ইহা ছাড়া নির্ম্মল, স্বরাজবল প্রভৃতি কাপড় কাচা সাবান, সুবাসিত খাঁটি কাঁচা তিল তৈল প্রস্তুত হয়।

তরুণের অভিযান সাফল্য-মণ্ডিত করুন।

ম্যানেজার—পোঃ তুলিন, মানভূম, বি, এন, আর।

সকল রকম গ্রামোফোন সকল ভাষায় রেকর্ড ও তাহার সরঞ্জাম আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন ও উচিত মূল্যে পাইবেন।

যে কোন প্রকার বাজনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মেকার অতি সুলভ মূল্যে আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

“বীণা অর্গ্যান” হারমোনিয়ম

সুমধুর স্বর ও স্থায়িত্বের জন্য—প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আবশ্যকীয় দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এম এল সাহা

সর্ব্বপ্রধান গ্রামোফোন, বাদ্যযন্ত্র, ফটোসিনেমা, রেডিও ও সাইকেল বিক্রেতা।

৫।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও ৭।১সি লিণ্ডসে ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস:—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—	২,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নূতন বীমা	১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয়	২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে	৬২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান	১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

ফর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এস-আই (লণ্ডন)
কলিয়ারী ডিষ্ট্রিক্ট সমূহের চীফ এজেণ্ট,
আসনসোল, E. I. Ry.

বিজ্ঞাপন।

“মুক্তি” ছোটনাগপুরের একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা “মুক্তি” এ অঞ্চলের প্রতি পল্লীতে, প্রত্যেকের পাঠাগারে, প্রত্যেক সম্মিলনীতে বিশেষতঃ এখানকার কলিয়ারী অঞ্চলে মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করে। বাঙ্গলায় এবং সুদূর মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও ব্রহ্মদেশে “মুক্তি” তাহার বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

মুক্তির বিজ্ঞাপনের দর—

	প্রতিবারে
১ পৃষ্ঠা (২ কলম)—	১২৲
½ পৃষ্ঠা (১ কলম)—	৬৲
¼ পৃষ্ঠা (½ কলম)—	৩৲

৬ মাসের অধিককাল ব্যাপী বিজ্ঞাপন দিলে বিজ্ঞাপনদাতাগণের জন্য বিশেষ হারের ব্যবস্থা আছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—“মুক্তি”

অপূর্ব্ব সুযোগ!

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত "কালীপদ দাস কর্ম্মকারের" দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট।

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল। উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সত্তা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

১লা মাঘ হইতে ঝালিদায় গুজরী নদীর তীরে

সত্য-ঘাট মেলা হইবে।

এই উপলক্ষে সকলে যোগদান করুন

মেলা উপলক্ষে—

দোকান ইত্যাদির বন্দোবস্ত হইবে।

নানাপ্রকার জন-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

যুবসঙ্ঘ, ঝালিদা।

শ্রীযুক্ত চণ্ডী করের সুবিখ্যাত সন্ন্যাসী প্রদত্ত

চণ্ডিকা তৈল

এই তৈলের বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই টুকু বলিলেই হইবে যে ইহাতে সকল রকমের ঘা, নালি ঘা, কারবাঙ্কল, উপদংশ, কাটা ঘা, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। পোড়া ঘা যেমনই হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিতই আরোগ্যলাভ করিবে। ইহা আমরা গ্যারেণ্টি দিতে পারি। আপনি একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন না কেন।

মূল্য ছোট শিশি ।০ বড় শিশি ৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—ইয়ং কম্‌রেডস্, দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে এস বীর রাঘব আচারিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বর্দ্ধমানবক

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার
৬ই মাঘ ১৩৩৬, ইং ২০শে জানুয়ারী ১৯৩০। | ৩য় সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

দি
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র
রসায়ন
শিশি ১॥০

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২) ১২৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) চি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবানুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা ক্যেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুসুণ্ডা, মানভুম।

বার্ষিক—মূল্য ২॥০ টাকা, যাণ্মাসিক মূল্য—১॥০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—৴০ আনা

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভূতি

প্রার্থনা করে কেন ?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের জন্য ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

আর ভয় নাই!

৪০ দিনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বাতরক্ত বা তজ্জাতীয় পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। কেবলমাত্র ঔষধের উপকরণাদি বা খরচ দিতে হয়। শীতকালে ব্যবহার্য্য। "হে ব্যাধিত আইস; অবিশ্বাস ত্যাগ কর ; ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞাত হও"।

ডাক্তার—সতীশ চন্দ্র মণ্ডল

এইচ, এম, বি,

নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

চিত্তরঞ্জন চরখা

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রত্যেক গৃহের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত।

কোন অংশ খারাপ হইলে অনায়াসে নিজেই বদলাইয়া লইতে পারিবেন।

মূল্য খুব সুলভ অথচ টেঁকসই।

প্রাপ্তিস্থান—

দেশবন্ধু প্রেস,

পুরুলিয়া।

ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

৬২নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড

কলিকাতা

ওভারসিয়ার ও সবওভারসিয়ার বিভাগ আগামী ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত নন্‌ম্যাট্রিক ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে। ম্যাট্রিক ছাত্রগণকে ২৫-১-৩০ তারিখ পর্য্যন্ত ভর্ত্তি করা হইবে। ৩-২-৩০ তারিখে কলিকাতা কর্পোরেসনের সুযোগ্য ডেপুটী মেয়র কলেজের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।

যদি কাহারও দরখাস্ত নিরূপিত তারিখে পৌঁছাইবার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে তিনি যেন টেলিগ্রাফযোগে তাঁহার পুরা ঠিকানা ও ভর্ত্তি হইবার ফি পাঠাইয়া দেন। দরখাস্ত পরে ডাকযোগে পাঠাইলে অথবা এখানে আসিয়া দরখাস্ত দাখিল করিলে চলিবে। কলেজের সঙ্গে ছাত্রগণের হোটেল থাকিবে। কলেজে ৫০ জন ছাত্রকে শিক্ষা দানের উপযুক্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে।

সেক্রেটারি—

TO LET

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"আমি আশা করি এই বৎসরের মধ্যে সমগ্র মানভূম জিলা হইতে বিদেশী বস্ত্র নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে—ঘরে ঘরে চরকা ও খদ্দরের প্রচলন হইবে—মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপদ্ধতির সাফল্যের জন্য মানভূমবাসী প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।"

—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সন ১৩৩৬ সাল, ৬ই মাঘ সোমবার।

জুজুর ভয়

ইংরাজ যে দেশটাকে শাসন করিতে পারিতেছে, তাহার প্রধান কারণ লোকের মনে তাহারা একটা জুজুর ভয় ঢুকাইয়া দিতে পারিয়াছে। লোকে শুধু ভয় করে বলিয়াই ইংরাজ আজ আমাদের মাথার উপর চড়িয়া রাজত্ব করিতেছে। শুধু ইংরাজ কেন, সমস্ত অত্যাচারী এমনি করিয়াই নিজের ক্ষমতা বজায় রাখে। জমিদার প্রজার উপর বেমালুম অত্যাচার করিয়া রেহাই পায় প্রজারা ভয় করে বলিয়াই। ভূতের ভয়টা যেমন সত্য সত্যই কিছু নয়, শুধু একটা মনের ভয়—একবার জোর করিয়া বুক ফুলাইয়া যদি বলা যায়, "ভূত ত আমাকে দেখে ভয়েতে পলায়" তবে সত্যই ভূত থাকিলেও ভয়েই পালায়—তেমনি যাদের উপর অত্যাচার চলে, যাদের শুধু ভয় দেখাইয়া দাবাইয়া রাখা হইয়াছে তারা যদি একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, "আর কারে করি ভয়, মায়ের পেয়েছি অভয়, জয় মা ব'লে হ'রে আগুয়ান" তাহা হইলে যাহারা জুজুর ভয় দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে তাহাদের চমক লাগিয়া যাইবেই।

ব্যাপারও তাহাই হইয়াছে। আমরা বাস্তবিকই দেখিতে পাইতেছি, যে জায়গায় লোকে ভয়ে অস্থির হইয়া নিজেদের নেহাৎ দুর্ব্বল মনে করিয়া জুলুমবাজের জুলুম করিবার সুবিধা করিয়া দিত সেখানে লোকে যখন ভয় ছাড়িয়া একবার হুঙ্কার করিয়া বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইল তখন কোথায় বা রইল তাহার জারিজুরি, কোথায় বা রইল তাহার আস্ফালন! জুজুর ভয় যাহারা ছাড়িয়াছে তাহারা বুঝিয়াছে যে, মানুষ এক বারের বেশী দুইবার মরে না—সুতরাং যদি মরি তবে কুকুর বিড়াল শেয়ালের মত ভয়ে ভয়ে ঘরের কোনে লুকাইয়া থাকিয়া মরিয়া কোন লাভ নাই। ভয়ে ভয়ে থাকিলে যমরাজা যদি রেহাই দিত তবে সংসারে কেউ মরিত না—সুতরাং যখন মরিতেই হইবে তখন দেশের জন্য দশের জন্য মানুষের মতই মরি না কেন? তাই সেখানে আর লোকে জুলুমের ভয় করিতেছে না, আর জুলুমবাজও জুলুম করিতে সাহস পাইতেছে না, কারণ সে দেখিতে পাইল এতদিন যে মিথ্যা ভয় দেখাইয়া নিশ্চিন্তে অত্যাচার করিয়াছি লোকে এখন সে মিথ্যার জাল কাটিয়া জুজুর ভয় ছাড়িয়া সত্য ব্যাপার বুঝিয়াছে—এখন আর উপায় নাই।

দুনিয়ার ব্যাপারই এই। অল্প লোকে যখন বেশী লোকের উপর অত্যাচার করে বা তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখে তখন বুঝিতে হইবে ঐ বেশী লোকের মধ্যে ভয় আছে বলিয়াই অল্প লোক তাহাদের উপর জুলুম করিতে সাহস করে। আর বেশী লোকে ভয় করে কেন? তার কারণ—তাদের নিজেদের মধ্যে গলদ আছে। যদি তাদের নিজেদের মধ্যে একতা না থাকে, যদি তাদের নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল থাকে তবে ঐ জুলুমবাজ সেগুলির সুবিধা লইয়া জাঁকিয়া বসে এবং তাহাদের উপর নিজের ইচ্ছামত হুকুম চালায়, নিজের ইচ্ছামত অত্যাচার করে, অবাধে শোষণ করে, তাহাদের স্বার্থের দিকে চাহিবার প্রয়োজন বোধ করে না। মনে করে এই লোকগুলি কেবল আমারই প্রয়োজন মাফিক সুখ-সুবিধা জোগাইবার জন্যই দুনিয়াতে আসিয়াছে, ইহারা তাহার খেয়াল মাফিক কাজ না করিতে পারিলে—অপরাধ তাহাদের এবং তাহাদের শাস্তির বিধান করিবার মালিক সে নিজে।

কিন্তু অত্যাচারী বোঝে না যে, মিথ্যা ভয় একবার কাটিলে তাহার কি অবস্থা হইবে। যে অত্যাচার সে এত দিন করিয়া আসিয়াছে তাহা যে সুদে আসলে আদায় হইবে তাহা সে খেয়াল করে না।

এই মিথ্যা ভয় কাটিতেছে। আমরা দেখিতেছি, ঐ যাহারা চিরদিন ভয়ে কাবু হইয়া রহিয়াছিল আজ যখন তাহারা ভয় ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহারাই হইল সবচেয়ে বেশী সাহসী।

আজ এই স্বাধীনতার যুদ্ধে এমনি করিয়াই সকলকে ঐ জুজুর ভয় ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হইবে। একবার যদি ভয় ছাড়িয়া আমরা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে পারি তবে দেখিব আমাদের ক্ষমতা কত বাড়িয়াছে, যেটা অসম্ভব বলিয়া মনে হইত সেটা কত সহজে হইয়া যায়।

অত্যাচারীর দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, দেশকে আজ ভয়ের জাল ছিঁড়িয়া সেই দিনগুলিকে আরও আগাইয়া আনিতে হইবে। ভয়ও আমাদের ছাড়িতে হইবে, স্বাধীনও আমাদের হইতেই হইবে। যেদিন পুলিশের রুল লোককে আর ভয় দেখাইতে পারিবে না, ইংরাজের সঙ্গীনের হুমকীতে লোক আর চমকাইবে না, কামান দেখিয়া লোকে ঠাট্টা করিবে, ফাঁসীকাঠ দেখিয়া লোকে হাসিবে সে দিন বাস্তবিকই সরকারের শাসন অচল হইয়া পড়িবে। দিশাহারা হইয়া সে শুধু ভয় দেখাইবার পথ খুঁজিয়া বেড়াইবে। যে একটা মিথ্যা ভয়ের বাঁধনে জাতিটাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে সে ভয়ের বাঁধন যখন টুটিবে সেইদিন অন্ধকার নাশ করিয়া যে আলো দেখা দিবে তাহা মুক্তিরই আলো।

স্বাধীনতা দিবস

লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ-স্বাধীনতা সম্পর্কীয় প্রস্তাবের তাৎপর্য্য দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী রবিবার "স্বাধীনতা দিবস" পালিত হইবে বলিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত তারিখে মানভূম জেলায় সর্ব্বত্র নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে "স্বাধীনতা দিবস" অনুষ্ঠিত হইবে :—

১। প্রাতঃকাল ৮টার সময় জাতীয়-পতাকা উত্তোলন।

২। বেলা ১০টার সময় সকলের নিজ নিজ গৃহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

৩। বৈকাল ৩টার সময় শোভাযাত্রা।

৪। বৈকাল ৫টায় জনসভা।

আমরা আশা করি, দেশের হিতকামী প্রত্যেক নরনারী কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী উক্ত অনুষ্ঠান সফল করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং পতাকা-উত্তোলন অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা ও সভায় যোগ দান করিয়া "স্বাধীনতা দিবস" যথোচিতভাবে পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

উক্ত দিবসে জাতীয়-পতাকা ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতি দ্বারা নিজ নিজ গৃহ সুসজ্জিত করিয়া "স্বাধীনতার" উদ্বোধন সুসম্পন্ন করিবার জন্য আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

নিবেদক—
শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক, মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি।

পুরুলিয়া সদর কংগ্রেস কমিটির সভায় জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতিতে গৃহীত কার্য্যপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইয়াছে। উক্ত কমিটি স্থির করিয়াছেন, আগামী ২৬শে জানুয়ারী রবিবার প্রাতে (১) ৮টার সময় জুবিলি প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইবে; (২) বেলা ১০টায় সহরবাসী সকলে নিজ নিজ গৃহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবেন; (৩) বৈকাল ৩টায় দেশবন্ধু প্রেসগৃহ হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইবে; (৪) বৈকাল ৫টায় জুবিলি প্রাঙ্গণে জনসভার অধিবেশন হইবে।

আমরা আশা করি, সহরবাসী সকলে—বিশেষ করিয়া কংগ্রেস সদস্যগণ ও সহরবাসী প্রত্যেক যুবক জাতিবর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে উৎসাহের সহিত উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দান করিয়া প্রমাণ করিবেন—মানুষের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদেরও আছে।

নিবেদক—
শ্রীফণীন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত
সম্পাদক, পুরুলিয়া সদর কংগ্রেস কমিটি।

কংগ্রেস সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আবেদন

মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি ভারতের স্বাধীনতার পুরোহিতগণ লাহোর কংগ্রেসে সমবেত হইয়া স্থির করিয়াছেন, শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করাই কংগ্রেসের অচির লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীগণকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছেন। আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী সাবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রমে নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটীর বৈঠক বসিবে। অবিলম্বে ভারতে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের কোথায় ও কি ভাবে সার্ব্বজনীন নিরুপদ্রব আইন অমান্য (mass civil disobedience) ও খাজনাবন্ধ (nonpayment of taxes) আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে তাহা ঐ বৈঠকে আলোচিত হইবে। তজ্জন্য উক্ত তারিখের পূর্ব্বেই দেশবাসীগণকে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কংগ্রেস-সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে ও দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেস কমিটী স্থাপন করিতে তাঁহারা আহ্বান করিয়াছেন।

বিদেশী শাসনের চাপে ভারতবাসীদের মনুষ্যত্ব ও আয়ু দিন দিন যেরূপ অবনতির দিকে যাইতেছে তাহাতে অবিলম্বে ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই জাতি দীর্ঘকাল জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে চাহিলে—পৃথিবীর স্বাধীন জাতি সঙ্ঘে স্থান লাভ করিতে হইলে ভারতবাসীগণকে প্রাণপণ করিয়া অচিরে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতেই হইবে। আশা করি এই জেলার অধিবাসী ১৮ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়সের প্রত্যেক নরনারী অবিলম্বে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কংগ্রেস সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন ও কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিবার ইহাই একমাত্র পন্থা। তজ্জন্য এই জেলার সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মী ও দেশহিতৈষিবর্গকে অনুরোধ—তাঁহারা যেন কালবিলম্ব না করিয়া কংগ্রেসের মেম্বর সংগ্রহ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং আগামী স্বরস্বতী পূজার পূর্ব্বেই আপন আপন কার্য্যের বিবরণ এই অফিসে পাঠাইয়া দেন। কারণ কংগ্রেস সভ্য সংখ্যার হিসাব ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২৪শে মাঘ তারিখ নাগাইদ প্রাদেশিক অফিসে এবং ২৭শে মাঘ নাগাইদ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী অফিসে পৌছান চাই। ইতি ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩০।

শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ
সেক্রেটারী, মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি,
পুরুলিয়া।

স্থানীয় সংবাদ

ঝালিদা যুবসঙ্ঘ কিছুদিন পূর্ব্বে স্থির করে যে, যেখানে সত্যকিঙ্করের আখড়া অবস্থিত সেখানে ১লা মাঘ সত্যকিঙ্করের স্মৃতি রক্ষার জন্য একটী মেলা খোলা হইবে। তদনুসারে ঐ দিন ঝালিদার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রাম হইতে সহস্র সহস্র নরনারী সেই স্থানে সমাগত হয়। পুরুলিয়া হইতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মোহন দাস গুপ্ত, জীমূতবাহন সেন, অতুল চন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য বহু কংগ্রেসকর্ম্মী উক্ত তারিখে ঝালিদায় গিয়াছিলেন। প্রাতে প্রায় দ্বিসহস্রাধিক লোক শোভাযাত্রা করিয়া সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করে। পরে গোকুলনগরের টাঁড়ে সত্যকিঙ্করের আখড়ায় প্রায় ৪০ সহস্র নরনারী এই মেলায় যোগদান করিয়াছিল।

জমিদারের তরফ হইতে গ্রামবাসিগণকে মেলায় যোগদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। সহরের এক মাইল দূরে চারিদিকে জমিদারের লোক মেলায় যোগদানেচ্ছু গ্রামবাসিগণকে মেলায় যাইতে নিষেধ করিয়া অনুরোধ করিতেছিলেন, কোন কোন স্থলে তাহাদিগকে ভয় দেখানও হইয়াছিল। মেলায় যোগ দিলে রাজার অপমান করা হইবে—এই কথা তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। এই সকল অগ্রাহ্য করিয়া কাতারে কাতারে লোক লাঠি হস্তে "বন্দেমাতরম্" "সত্যকিঙ্করের জয়" প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে মেলার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপে কিছুক্ষণের মধ্যে টাঁড় লোকপূর্ণ হইয়া উঠে। বেলা ২টার সময় মেলা প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মোহন দাশ গুপ্তের সভাপতিত্বে এক বিরাট জন সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মোহন দাশ গুপ্ত, শিবশরণ লাল বর্ণোয়াল, রাঁচী ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র বসু, ঝালদার মোহন দাস বাবাজী সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সত্যকিঙ্কর সকলকে অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিতে গিয়াই অত্যাচারির হাতে প্রাণ দিয়াছেন এবং অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিতে হইবে—এই মর্ম্মে বক্তারা বক্তৃতা দেন। এই সময় অকস্মাৎ ভীষণ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয়। কিন্তু তাহাতে সমাগত জনসমুদ্র বিচলিত না হইয়া ধৈর্য্যের সহিত সভার কার্য্য সমাধা করিতে সাহায্য করে। তারপর সভাপতির অনুরোধে শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন সত্যকিঙ্করের চিতার উপরে সত্যকিঙ্কর স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। সভায় সত্যকিঙ্করের স্মৃতি রক্ষার্থ একটী কমিটী গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন ইহার সভাপতি ও শ্রীযুক্ত শিবশরণ লাল বর্ণোয়াল সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। এই কমিটী সত্যকিঙ্করের স্মৃতি রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

এই স্থানে বৈকালে আবার আর একটী জনসভার অধিবেশন হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তারা ও শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত উপস্থিত জনমণ্ডলীকে সত্যকিঙ্করের জীবনের ব্রতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন।

মেলায় ঝালদার বিভিন্ন গ্রামের আখড়া হইতে সমাগত স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদের লাঠিখেলার দ্বারা সমাগত জনমণ্ডলীর উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

ঝালদার দোকানদারদিগকে জমিদার পক্ষের লোক মেলায় দোকান বসাইতে নিষেধ করিয়াছিল কিন্তু জমিদারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মেলার প্রথম দিনেই বহু দোকানদার মেলায় দোকান খুলিয়াছিল। পরের দিন মেলাতে দোকানের এবং উপস্থিত দর্শকগণের সংখ্যা প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঝালিদার আশে পাশে কোনও মেলায় এত জনসমাগম এবং নানাবিধ দোকানের এইরূপ সমাবেশ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। মেলা তিন দিন পর্য্যন্ত খোলা ছিল। এই তিন দিনই ঝালদাবাসী সমান উৎসাহের সহিত মেলায় যোগ দিয়াছিল।

মেলার আয়োজন ব্যর্থ করিবার জন্য জমিদার পক্ষীয় লোকেরা আর একটী চাল চালিবার চেষ্টা করিয়াছিল। দশ বৎসর পরে জমিদারের "আশ্রমে" ঠিক ১লা মাঘই বহু পূর্ব্বে বিস্মৃত খেলাইচণ্ডীর মেলা পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টা হয়। প্রাতঃকালে যুবসঙ্ঘের শোভাযাত্রার পাল্টা জবাব স্বরূপ জমিদারের তরফ হইতে আর একটী শোভাযাত্রা বাহির করিবার কথা ঝালদায় প্রচার করিয়া সহরবাসীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রচারে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সহরের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সহস্র সহস্র লোক আসিয়া যুবসঙ্ঘের শোভাযাত্রার শোভা বর্দ্ধন করে। শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেনের নেতৃত্বে এই শোভাযাত্রা যখন সহর প্রদক্ষিণ করিয়া মেলা প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইতেছিল সেই সময়ে দেখা গেল জমিদারের জন ৫০।৬০ নগদী, ব্রাহ্মণ গোসাঁইবে ও কয়েকজন মুসলমান দল বাঁধিয়া সদর রাস্তা হইতে এক গলির মধ্যে ঢুকিতেছে। পরে শুনা গেল এইটাই না কি জমিদারের খেলাইচণ্ডীর শোভাযাত্রা! শোভাযাত্রা করিবার বিফল প্রচেষ্টার পর পূর্ব্বাহ্নে জমিদারের "আশ্রমের" প্রাঙ্গণে খেলাইচণ্ডী মেলা বসাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বৈকালে আবার নাচ হবে নাচ হইবে বলিয়া লোক ভুলাইবার জন্য ঝালদার কতকগুলি পতিতাকে উক্ত স্থানে লইয়া যাওয়া হয় কিন্তু তাহাতেও লোক ভুলে নাই। সত্যঘাট মেলা ফেলিয়া একটী লোকও জমীদারের মেলায় উপস্থিত হয় নাই। ফলে খেলাইচণ্ডীর মেলা জমিদার পক্ষীয়দের মনোজগতেই বিরাজ করিতে থাকে, বাস্তবে আর পরিণত হইতে পারে নাই।

সত্যঘাট মেলা বসাইবার আয়োজন ব্যর্থ করিবার জন্য নৃসিংহ বৃদ্ধি চুরি ও মোহনদাস বাবাজী র দাঁতভাঙ্গা, শিবশরণ লালের সর্ব্বনাশ প্রভৃতির যে সব ব্যবস্থার কথা প্রচারিত হইয়াছিল সে সব ঘটনা পর সংখ্যায় বিবৃত করা হইবে।

সত্যকিঙ্কর স্মৃতি সমিতি মেলা প্রাঙ্গণে প্রতি সোমবার একটী হাট বসাইবার আয়োজন করিয়াছেন। এই হাটে জিনিষ-পত্র বিক্রয়ের জন্য কোন প্রকার কর বা তোলা দিতে হইবে না।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায় মিউনিসিপ্যালিটীর সভায় উত্থাপন জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন :—

দেশের স্বাধীনতার জন্য যিনি সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সেই সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশপ্রেমিক পরলোকগত বালগঙ্গাধর তিলকের স্মৃতি রক্ষার জন্য পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন স্কুল অফিস প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ ১লা আগষ্ট তারিখে বন্ধ রাখা হউক।

বি, এন, রেলওয়ের চাণ্ডীল—বরকাখানা সেক্সনের অন্তর্গত হুলমী লেভেল ক্রসিং ষ্টেশনে এখনও সাইডিং লাইন ও বুকিং অফিস খোলা হয় নাই। এই জন্য তথাকার জনসাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। অনেক লেখালেখি সত্ত্বেও এই ব্যাপারের প্রতি রেল কর্ত্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় নাই।

মধুতটী গ্রামের কিশোর সঙ্ঘের উদ্যোগে সেখানে একটী কর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কর্ম্মমন্দির তাঁত ও চরকা শিখাইবার ভার লইয়াছে এবং একটী নৈশ বিদ্যালয় চালাইতেছে। ব্যায়ামের চর্চ্চা ও দরিদ্রনারায়ণের সেবার ব্যবস্থাও কর্ম্মমন্দির করিয়াছে। কর্ম্মমন্দিরের কার্য্যের সুবিধার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করা ও ব্যায়ামের যন্ত্রাদি আবশ্যক। সহৃদয় দেশবাসীর এদিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত।

পুপুন্‌কী গুরুকুল আশ্রমের স্বামী স্বরূপানন্দ লিখিতেছেন—আগামী ১লা, ২রা, ও ৩রা ফাল্গুন পুপুনকী আশ্রমের বার্ষিক সভা হইবে। বিগত বৎসর যে পরিমাণ লোক সমাগম হইয়াছিল, এইবার তাহার চতুর্গুণ লোক আসিবেন। এই বিরাট জনতার মধ্যে পল্লী সংগঠন, দেশ সেবা, ও আত্মোন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধনের জন্য কি কি সদুপায় অবলম্বন আবশ্যক তদ্বিষয়ে আমরা মা-ভূমের হিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উপদেশ ও পরামর্শের প্রার্থী।

বিবিধ সংবাদ।

রাবল্পিণ্ডি সভায় বোমা নিক্ষেপ করার অপরাধে শ্রীযুক্ত ভগৎ সিংহ ও বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লীর দায়রা জজ কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। লাহোর হাইকোর্টে ঐ দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভগৎ সিংহ নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং মিঃ আসফ আলী শ্রীযুক্ত দত্তের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের আপীলে কোন ফল হয় নাই—পূর্ব্বদণ্ড বহাল আছে।

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র নাথ সেনকে জামিনে মুক্তি দিবার কথা ঠিক হইয়াছিল। তিনি জামীন-পত্রে সহি দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। সম্প্রতি তাঁহাকে মেদিনীপুর জেলে আনা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, তিনি আবার প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

বন্দবিলার সত্যাগ্রহ আন্দোলন পূর্ব্ববৎ উদ্যমের সহিত চলিতেছে। সরকার এই আন্দোলন প্রশমিত করিবার নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু সরকারের রুদ্রমূর্ত্তিতে সেই স্থানের গ্রামবাসীরা বিচলিত হয় নাই। তাহারা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স না দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। সরকার তাহাদের জিনিষ-পত্র ক্রোক করিয়া লইতেছে—তাহাতেও তাহারা ভীত হয় নাই। সত্যাগ্রহী নেতা শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় ও অন্যান্য কর্মীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সরকারের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই, জনসাধারণ দ্বিগুণ উৎসাহে সত্যাগ্রহ চালাইতেছে। সম্প্রতি কতকগুলি মোল্লা আসিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাবে জাগাইয়া এই আন্দোলন নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোথা হইতে কিরূপভাবে কাহাদের প্ররোচনায় ইহারা আসিয়াছে জন সাধারণতাহা বুঝিতে পারিয়া ইহাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছে না।

লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে সমগ্র ভারতের আইন-সভা সমূহ হইতে আজ পর্য্যন্ত ১১০ জন সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬শে জানুয়ারী রবিবার "স্বাধীনতা দিবস" যথোচিত ভাবে অনুষ্ঠিত করিবার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বাণী

কালকাতা হইতে এলাহাবাদ রওনা হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কলিকাতার অধিবাসীদের প্রতি নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করিয়াছেন;—

বর্ত্তমান কলিকাতা পরিদর্শনকালে আমি নিজে কলিকাতার অধিবাসিগণ এবং ছাত্রদের নিকট লাহোর কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিবার সুযোগ লাভ করিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু এখানে পৌঁছা অবধি অবিরত কংগ্রেসের কঠিন কাজে যেরূপভাবে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল, তাহাতে জনসভায় বক্তৃতার অতিরিক্ত শ্রমভার বহনে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়ি। চিকিৎসকদের আদেশ আমাকে বাধ্য হইয়া জনসভায় বক্তৃতা করিবার সৌভাগ্য বর্জ্জন করিতে হইয়াছে। এজন্য সংবাদপত্রের মারফতে কলিকাতাবাসীদের নিকট আমার নিবেদন লইয়া আমাকে উপস্থিত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

লাহোর কংগ্রেসের বাণী সংক্ষিপ্ত এবং সরল। তাহা এই:—কলিকাতায় যে প্রতিশ্রুতি গৃহীত হয়, লাহোর তাহা প্রতিপালন করিয়াছে এবং আশা করে যে, বাঙ্গলা দেশ লাহোরের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কার্য্য করিবে এবং ঐ প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিবে।

কৈফিয়ৎ স্বরূপে শুধু কয়েকটি কথা বলা দরকার। কলিকাতায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পরে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের অব্যবহিত লক্ষ্য হইবে। লাহোর ঐ সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করিয়াছে এবং ৩১শে ডিসেম্বরের দ্বিপ্রহর রাত্রির ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে এই ঘোষণা করিয়াছে যে, অতঃপর ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের অব্যবহিত লক্ষ্য হইবে এবং নিরুপদ্রব আইন অমান্যই হইবে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়।

কলিকাতায় যে নীতি পরিগৃহীত হয় তাহাই আজ জয়যুক্ত হইয়াছে। লাহোরের গৃহীত সিদ্ধান্তকে জয়যুক্ত করিবার ভার এখন বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশের উপর আপতিত হইয়াছে।

লাহোরের সিদ্ধান্তের পর রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সম্পূর্ণ নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হইল। দেশের যত কিছু শক্তি আছে, আজ সব সংহত করিয়া এই সংগ্রামে প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যুক্তি-তর্ক এবং সমালোচনার সময় অতীত হইয়াছে। কাজের সময় আসিয়াছে।

সংগ্রাম যদি সঙ্কল্পশীলতা সহকারে এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত চালাইতে হয়, তাহা হইলে সংগ্রামের নিয়মকানুন নির্দ্দেশ করা উচিত কাহাদের? যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে লাহোর কংগ্রেসের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদেরই উহা করা উচিত, না যাঁহারা লাহোর কংগ্রেসের দোষ ধরিতেই ব্যস্ত আছেন, করা উচিত তাঁহাদের? ঐ দুয়ের একতে বাছিয়া লইতে হয়। দেশ বিজ্ঞতাসহকারে এই বাছাই করিবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এজন্য বাঙ্গলার কংগ্রেসকর্ম্মীদের সকলের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের গুণাগুণের সর্ব্বপ্রকার বিচার হইতে বিরত হউন এবং নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মাঝে মাঝে যে সব নির্দ্দেশ প্রদান করিবেন, বিশ্বস্ততাসহকারে ও অক্ষরে অক্ষরে তাহা প্রতিপালন করুন।

বাংলার বন্ধুগণ আমাকে বলিয়াছেন যে, দেশের সম্মুখে এ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ম্মতালিকা উপস্থিত করা হয় নাই। একথা সত্য যে, গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র কর্ম্মতালিকাটি ঘোষণা করা হয় নাই; কিন্তু কোন দায়িত্বশালী ব্যক্তি কি ইহা আশা করিবেন যে, কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তদ্রূপ কোন কর্ম্মতালিকা নির্ণীত হইতে পারে, অথবা নির্ণীত হইলেও সাধারণের আলোচনার জন্য উহা উন্মুক্ত হওয়া উচিত? নিয়মানুবর্ত্তিতার খাতিরে অব্যবহিত কর্ত্তব্য কি, এইটুকু জানাই দেশের পক্ষে যথেষ্ট এবং সমগ্র উৎসাহ উদ্যম লইয়া সেই কর্ত্তব্য প্রতিপালনে অগ্রসর হওয়াই তাহার উচিত।

২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উৎসব প্রতিপালনই সেই কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যটি বাস্তবিকই খুব সহজ মনে হইবে। উহা তাহাই, কিন্তু পরে যে সব উগ্রতর পন্থা অবলম্বিত হওয়া সুনিশ্চিত, সেজন্য দেশ কতটা প্রস্তুত আছে, উহাতেই তাহার পরীক্ষা হইবে।

ঐ উৎসবটি বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আমি দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি। ঐ উৎসবের সাফল্যের পরিমাণেই পরবর্ত্তী কর্ত্তব্যসমূহের প্রকৃতি এবং শক্তির বিচার হইবে। ইত্যবসরে আপনাদের সেনাধ্যক্ষ মহাত্মা গান্ধীকে বিশ্বাস করুন এবং তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষায় থাকুন। আমি আপনাদিগকে কথা দিতেছি যে, আপনাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে না।

স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্র সমাজ

গুজরাট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নবম বার্ষিক উপাধিবিতরণ সভায় মহাত্মা গান্ধী উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার রূপে ছাত্রগণকে সম্বোধন করিবার কালে যে অভিভাষণ দেন তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনে ছাত্রদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এইরূপ বক্তৃতা দিয়াছেন:—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, আপনারা নিরুপদ্রব আইন অমান্যর জন্য প্রস্তুত হউন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এবৎসর আপনাদিগকে একটা কিছু করিতেই হইবে। স্বাধীনতাকেই আমাদের অব্যবহিত লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী ছিলাম বটে, কিন্তু যেহেতু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধ বাধিয়াছে এবং যেহেতু আর্ল রাসেল, লর্ড আরউইন ও মিঃ বেন ঔপনিবেশক স্বায়ত্ত-শাসনের যে সংজ্ঞা দিয়াছে ঐ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান, এজন্য আমি পূর্ণ স্বাধীনতাই চাহি। আমি যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চাহিয়াছিলাম, উহা স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ সম্পর্ক ত্যাগের অধিকারযুক্ত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু এখন আমাদিগকে বলা হইতেছে যে, ভারত আরও বহুকাল ঐ ধরণের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার পাইবে না। এই কথার তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমাদের পায়ের লৌহ শৃঙ্খলকে রূপা, সোনা বা মণিমুক্তা খচিত শৃঙ্খলে রূপান্তরিত করিতে চাওয়া হইতেছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে সোনা, রূপা, মণিমুক্তার শৃঙ্খল অপেক্ষা লোহার শৃঙ্খলই বেশী পছন্দ করি, কেননা পরাধীনতার পীড়ন উহাতে আমরা বেশী করিয়া অনুভব করিতে পারিব এবং স্বাধীন হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত থাকিব।

পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য আমি অতীব ব্যগ্র ও অধীর হইয়াছি; তৎসত্ত্বেও সত্য ও অহিংস উপায়ে তাহা অর্জ্জন করিতে যদি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলেও আমার সেরূপ ধৈর্য্য আছে। কিন্তু দাসত্ব ও রক্তপাত দর্শনের মধ্যে যদি আমাকে একটা বাছিয়া লইতে হয় তাহা হইলে দাসত্ব অপেক্ষা আমি রক্তপাত দর্শনই বাছিয়া লইব। পরন্তু গত ৯ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমি দৃঢ়তার সহিত একথা বলিতে পারি যে, অন্যান্য দেশের পক্ষে যাহাই হউক না কেন ভারত কেবল মাত্র সত্য ও অহিংসাদ্বারাই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, আপনারা সত্য ও অহিংসার যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ঐ ব্রতে আপনারা দৃঢ় থাকুন। আমরা বা অপর কোন নেতার গ্রেপ্তারের পর দেশে যদি হিংসার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় তাহা হইলে সেই আগুন নির্ব্বাপিত করিবার জন্য আপনারা তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন, চুপ করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

লাহোর কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপাত ডাঃ কিচ্লুর অভিভাষণের সারাংশ

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার এই চতুশ্চত্বারিংশৎ অধিবেশনে আমি আপনাদিগকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করিতেছি। অভ্যর্থনা সমিতি, উক্ত সমিতির অক্লান্তকর্ম্মী সেক্রেটারী ডাঃ গোপীচাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বাধীনে দিবারাত্র কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠ কর্ম্মীদল এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অদ্য লাজপৎনগরে আপনারা যাহা দেখিতেছেন, তাহা তিনি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আড়ম্বরের অপেক্ষা আপনাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং সুবিধার প্রতিই তাঁহারা সমধিক লক্ষ্য রাখিয়াছেন। লোকের এবং নৈসর্গিক বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া অভ্যর্থনা সমিতিকে কার্য্য করিতে হইয়াছে। আপনাদের নিকট আমার এই নিবেদন যে, আপনারা উদার এবং সৌভ্রাত্রপূর্ণভাবে এই সব ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিবেন এবং কোথায়ও কোন ত্রুটি দেখিলে তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারত বর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসনের বিস্তৃত ইতিহাস প্রদান করিবার পর ১৯২১ সনের অসহযোগ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ কিচ্লু বলেন, ভারতের জনসাধারণ সমগ্রভাবে বিপ্লবের আহ্বানে অপূর্ব্ব সাড়া দিয়াছিল। স্বেচ্ছায় বিদেশী আমলাতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের আইন লঙ্ঘন করিবার অপরাধে ভারতের নেতৃবর্গ এবং কর্ম্মীবৃন্দ এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র নর-নারী সানন্দে কারাবরণ করিয়াছিল।

মানভূমের মুকুটমণি
শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতব্রত
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের
কারামুক্তিতে—
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক প্রদত্ত

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে শ্রেষ্ঠ!

আমাদের ঐকান্তিক হৃদয়ের শ্রদ্ধা-চন্দন বিমণ্ডিত এই ভক্তির অবদান-স্রক গ্রহণ কর।

যেদিন ভারতের বিশাল অন্তর বিলোড়িত করিয়া ঝঞ্ঝা উঠিয়াছিল, অশনি নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল বিধূনিত হইয়াছিল, গাঢ়তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত ছিল—সেই সঙ্কটময় দিনে দেশের প্রতি রেণুকণা প্রকম্পিত করিয়া, মহাব্যোম বিদীর্ণ করিয়া ভারত ভাগ্য-বিধাতার অনাহত আহ্বান আরাব উঠিল…………

"মাতৃযজ্ঞে জীবন বলি চাই।"

সম্মোহিত পুরবাসীর মধ্যে সে ধ্বনি তুমিই প্রথম শ্রবণ করিলে; বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া—সংশয়ের লূতাতন্তু মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া, সে দিন তুমিই প্রথম যুক্তকরে নিজের রক্ত-রঞ্জিত প্রাণ অঞ্জলি করিয়া, অকুতোভয়ে অকম্পিত চরণে যজ্ঞভূমে আসিয়া দাঁড়াইলে। সংসারের লাভক্ষতির গণনা করিলে না; পরিজনের পরিম্লান মুখমণ্ডল তোমাকে চিন্তিত করিল না; ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তোমাকে ভীত করে নাই।

সেই দিন হইতেই তোমার কঠোর শব-সাধনার আরম্ভ হইল—"মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাম্, শময়িতুম্ ক্লেশভারং দীনানাম্, জ্যোতয়িতুম্ হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাম্"। পূর্ণাহুতি হইবার পূর্ব্বেই, যুগে যুগে চির দিন যেমন হইয়া আসিয়াছে, পশু-শক্তির আক্রমণ আরম্ভ হইল। বন্ধনের শৃঙ্খল তোমার পায়ে পড়িল। তুমি কারারুদ্ধ হইলে। কিন্তু সাধক! নির্ম্মম ও অমানুষ দণ্ডের করাল ভীতি তোমাকে বিচলিত করিল না। মাতৃ-পূজার সাধন-মন্ত্র তোমার কণ্ঠচ্যুত হয় নাই। জ্বলন্ত প্রদীপ শিখার ন্যায় তোমার তেজ অমলিন রহিল। কারাগারের সুদর্শনধারী দেবতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আজ যখন আবার ঈশান কোণে কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা দেখা দিয়াছে, ভৈরবের বিষাণ থাকিয়া থাকিয়া রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে—ঠিক সেই মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়া বৎসরান্তে আবার তুমি তোমার পুরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিলে!

তুমি ধন্য! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

পুরুলিয়া
৬ই মার্চ্চ, ১৯৩০

ইতি—
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর গুণমুগ্ধ
কমিশনারগণ

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

—বিশেষ সংখ্যা— মুল্য ৫ পয়সা।

পুরুলিয়া, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ ১৯৩০

স্বাগতম

"মুক্তি"র প্রতিষ্ঠাতা দেশহিতব্রত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত আজ দীর্ঘ একবৎসর কাল কারাবাসের পর তাঁহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। মুক্তি-মন্ত্রের সাধক, দেশ-জননীর একনিষ্ঠ সেবক মানভূমের পূজ্য নেতাকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াও আজ আনন্দ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, কারণ এ কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে মুক্ত ভারতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য আমাদের হয় নাই।

পরাধীন দেশের একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কারস্বরূপ দীর্ঘ দ্বাদশ মাস ব্যাপী নির্ম্মম কারাযন্ত্রণার অবসানে আজ তিনি কত আশা লইয়াই ফিরিয়া আসিতেছেন! জানি না, দেশের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরব্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরটীতে তিনি আমাদিগকে যতটা প্রস্তুত ও অগ্রসর দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ততটা প্রস্তুত বা অগ্রসর হইতে আমরা পারিয়াছি কি না। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও স্বল্প সামর্থ্য অনুসারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং এই সারাটা বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সাধ্যমত যোগাইয়াছি।

তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর সত্যকিঙ্কর বুকের রক্ত দিয়া নিস্পন্দ ঝালদার বুকে নবজীবনের স্পন্দন জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই তরুণ সাধকের আরব্ধ কার্য্যকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিতে যাইয়া বিভূতি ভূষণ, বীররাঘব, শিবশরণ ও মোহনদাস আজ সরকারের কারাকক্ষে অবরুদ্ধ।

"স্বাধীনতা দিবসে" জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে জেলার সর্ব্বত্র শাসকের উদ্যত রোষ অগ্রাহ্য করিয়া যে উৎসাহের প্রবাহ বহিতে দেখিয়াছি এবং আজ মানভূমের দিকে দিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে যে জাগরণের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মনে হয়, আমাদের মহাপ্রাণ নেতার আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

আমরা যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, তাহার কারণ আমাদের উৎসাহের বা অগ্রসর হইবার ইচ্ছার অভাব নহে—অধিকতর শক্তিরই অভাব। আজ মানভূমের শক্তিশালী কর্ম্মবীর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি তাঁহার শূণ্য স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে সেই অধিকতর শক্তির সন্ধান দিবেন। এই জন্যই আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

আমরা জানি আমাদের আশা সফল হইবে—মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির সন্ধান দিয়া আজ মানভূমের নেতা মানভূমবাসীকে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে বিজয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাই স্বপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরের প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি—

স্বাগতম্! সজ্জনায়ক, স্বাগতম্!!

মানভূমের মুকুটমণি

শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতব্রত

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের

কারামুক্তিতে—

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃক প্রদত্ত

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে শ্রেষ্ঠ!

আমাদের ঐকান্তিক হৃদয়ের শ্রদ্ধা-চন্দন বিমণ্ডিত এই ভক্তির অবদান-স্রক গ্রহণ কর।

যেদিন ভারতের বিশাল অন্তর বিলোড়িত করিয়া ঝঞ্ঝা উঠিয়াছিল, অশনি নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল বিধূনিত হইয়াছিল, গাঢ়তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত ছিল—সেই সঙ্কটময় দিনে দেশের প্রতি রেণুকণা প্রকম্পিত করিয়া, মহাব্যোম বিদীর্ণ করিয়া ভারত ভাগ্য-বিধাতার অনাহত আহ্বান আবার উঠিল............

"মাতৃযজ্ঞে জীবন বলি চাই।"

সম্মোহিত পুরবাসীর মধ্যে সে ধ্বনি তুমিই প্রথম শ্রবণ করিলে; বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া—সংশয়ের লূতাতন্তু মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া, সে দিন তুমিই প্রথম যুক্তকরে নিজের রক্ত-রঞ্জিত প্রাণ অঞ্জলি করিয়া, অকুতোভয়ে অকম্পিত চরণে যজ্ঞভূমে আসিয়া দাঁড়াইলে। সংসারের লাভক্ষতির গণনা করিলে না; পরিজনের পরিম্লান মুখমণ্ডল তোমাকে চিন্তিত করিল না; ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তোমাকে ভীত করে নাই।

সেই দিন হইতেই তোমার কঠোর শব-সাধনার আরম্ভ হইল—"মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাম্, শ্রথয়িতুম্ ক্লেশভারং দীনানাম্, দ্যোতয়িতুম্ হৃদয়াব্জকুশং অজ্ঞানাম্"। পূর্ণাহুতি হইবার পূর্ব্বেই, যুগে যুগে চির দিন যেমন হইয়া আসিয়াছে, পশু-শক্তির আক্রমণ আরম্ভ হইল। বন্ধনের শৃঙ্খল তোমার পায়ে পড়িল। তুমি কারারুদ্ধ হইলে। কিন্তু সাধক! নির্ম্মম ও অমানুষ দণ্ডের করাল ভীতি তোমাকে বিচলিত করিল না। মাতৃ-পূজার সাধন-মন্ত্র তোমার কণ্ঠচ্যুত হয় নাই। জ্বলন্ত প্রদীপ শিখার ন্যায় তোমার তেজ অমলিন রহিল। কারাগারের সুদর্শনধারী দেবতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আজ যখন আবার ঈশান কোণে কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা দেখা দিয়াছে, ভৈরবের বিষাণ থাকিয়া থাকিয়া রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে—ঠিক সেই মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়া বৎসরান্তে আবার তুমি তোমার পূর্ববর্ত্তী স্থান অধিকার করিলে!

তুমি ধন্য! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

পুরুলিয়া
৬ই মার্চ্চ, ১৯৩০

ইতি—
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর গুণমুগ্ধ
কমিশনারগণ

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

—বিশেষ সংখ্যা—   মূল্য ৫ পয়সা।

পুরুলিয়া, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ ১৯৩০

স্বাগতম

"মুক্তি"র প্রতিষ্ঠাতা দেশহিতব্রত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত আজ দীর্ঘ একবৎসর কাল কারাবাসের পর তাঁহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। মুক্তি-মন্ত্রের সাধক, দেশ-জননীর একনিষ্ঠ সেবক মানভূমের পূজ্য নেতাকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াও আজ আনন্দ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, কারণ এ কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, মুক্ত ভারতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য আমাদের হয় নাই।

পরাধীন দেশের একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কারস্বরূপ দীর্ঘ দ্বাদশ মাস ব্যাপী নির্ম্মম কারাযন্ত্রণার অবসানে আজ তিনি কত আশা লইয়াই ফিরিয়া আসিতেছেন! জানি না, দেশের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরব্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরটীতে তিনি আমাদিগকে যতটা প্রস্তুত ও অগ্রসর দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ততটা প্রস্তুত বা অগ্রসর হইতে আমরা পারিয়াছি কি না। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও স্বল্প সামর্থ্য অনুসারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং এই সারাটা বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সাধ্যমত যোগাইয়াছি।

তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর সত্যকিঙ্কর বুকের রক্ত দিয়া নিস্পন্দ ঝালদার বুকে নবজীবনের স্পন্দন জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই তরুণ সাধকের আরব্ধ কার্য্যকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিতে যাইয়া বিভূতি ভূষণ, বীররাঘব, শিবশরণ ও মোহনদাস আজ সরকারের কারাকক্ষে অবরুদ্ধ।

"স্বাধীনতা দিবসে" জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে জেলার সর্ব্বত্র শাসকের উদ্যত রোষ অগ্রাহ্য করিয়া যে উৎসাহের প্রবাহ বহিতে দেখিয়াছি এবং আজ মানভূমের দিকে দিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে যে জাগরণের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মনে হয়, আমাদের মহাপ্রাণ নেতার আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

আমরা যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, তাহার কারণ আমাদের উৎসাহের বা অগ্রসর হইবার ইচ্ছার অভাব নহে—অধিকতর শক্তিরই অভাব। আজ মানভূমের শক্তিশালী কর্ম্মবীর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি তাঁহার শূন্য স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে সেই অধিকতর শক্তির সন্ধান দিবেন। এই জন্যই আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

আমরা জানি আমাদের আশা সফল হইবে—মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির সন্ধান দিয়া আজ মানভূমের নেতা মানভূমবাসীকে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে বিজয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাই স্বপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরের প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি—

স্বাগতম্! সজ্জননায়ক, স্বাগতম্!!

অপূর্ব্ব সুযোগ!

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটি গিনি সোনার অলঙ্কার চান?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত **"কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"**

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট।

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল। উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

নূতনযুগেরনূতন উপন্যাস

"তপস্বিনী"

শীঘ্রই বাহির হইবে।

আপনি যাহা চান সমস্তই ইহাতে পাইবেন।

এখন হইতে নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখুন।

ম্যানেজার—

দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

শ্রীযুক্ত চণ্ডী করের সুবিখ্যাত সন্ন্যাসী প্রদত্ত

চণ্ডিকা তৈল

এই তৈলের বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই টুকু বলিলেই হইবে যে ইহাতে সকল রকমের ঘা, নালি ঘা, কারবাঙ্কল, উপদংশ, কাটা ঘা, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। পোড়া ঘা যেমনই হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিতই আরোগ্যলাভ করিবে। ইহা আমরা গ্যারেণ্টি দিতে পারি। আপনি একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন না কেন।

মূল্য ছোট শিশি ।০ বড় শিশি ।৷০

প্রাপ্তিস্থান—ইয়ং কমরেডস্, দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রী বীর রাঘব আচারিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত

(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার
২২শে পৌষ ১৩৩৬, ৬ই জানুয়ারী ১৯৩০। { ১ম সংখ্যা

...র্বশীর সর্ব্ব
...পাচন সার
...জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্বপ্রকার
জ্বরে অব্যর্থ
মহৌষধ।

দি
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা
ঔপসর্গিক মেহ
সম্পূর্ণ আরোগ্যের
অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র
রসায়ন
শিশি ১।।০

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্টীট, ২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসা রোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯ ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) রাঁচি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, /০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টার আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটা ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেণ্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা ক্যেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুসুণ্ডা, মানভুম।

বার্ষিক—মূল্য ২।।০ টাকা, যাণ্মাসিক মূল্য—১।।০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—/০ আনা

বিবিধ সংবাদ।

ব্যবস্থাপক সভায় বোমা নিক্ষেপ করার অপরাধে শ্রীযুক্ত ভগৎ সিংহ ও বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লীর দায়রা জজ কর্ত্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। লাহোর হাইকোর্টে ঐ দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভগৎ সিংহ নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং মিঃ আসফ আলী শ্রীযুক্ত দত্তের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের আপীলে কোন ফল হয় নাই—পূর্ব্বদণ্ড বহাল আছে।

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র নাথ সেনকে জামিনে মুক্তি দিবার কথা ঠিক হইয়াছিল। তিনি জামীন-পত্রে সহি দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। সম্প্রতি তাঁহাকে মেদিনীপুর জেলে আনা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, তিনি আবার প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

বন্দবিলার সত্যাগ্রহ আন্দোলন পূর্ব্ববৎ উদ্যমের সহিত চলিতেছে। সরকার এই আন্দোলন প্রশমিত করিবার নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু সরকারের রুদ্রমূর্ত্তিতে সেই স্থানের গ্রামবাসীরা বিচলিত হয় নাই। তাহারা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স না দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। সরকার তাহাদের জিনিষপত্র ক্রোক করিয়া লইতেছে—তাহাতেও তাহারা ভীত হয় নাই। সত্যাগ্রহী নেতা শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় ও অন্যান্য কর্ম্মীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সরকারের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই, জনসাধারণ দ্বিগুণ উৎসাহে সত্যাগ্রহ চালাইতেছে। সম্প্রতি কতকগুলি মোল্লা আসিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাবে জাগাইয়া এই আন্দোলন নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোথা হইতে কিরূপভাবে কাহাদের প্ররোচনায় ইহারা আসিয়াছে জন সাধারণ তাহা বুঝিতে পারিয়া ইহাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছে না।

লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে সমগ্র ভারতের আইনসভা সমূহ হইতে আজ পর্য্যন্ত ১১০ জন সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬শে জানুয়ারী রবিবার "স্বাধীনতা দিবস" যথোচিত ভাবে অনুষ্ঠিত করিবার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বাণী

কালকাতা হইতে এলাহাবাদ রওনা হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কলিকাতার অধিবাসীদের প্রতি নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করিয়াছেন;—

বর্ত্তমান কলিকাতা পরিদর্শনকালে আমি নিজে কলিকাতার অধিবাসিগণ এবং ছাত্রদের নিকট লাহোর কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিবার সুযোগ লাভ করিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু এখানে পৌঁছা অবধি অবিরত কংগ্রেসের কঠিন কাজে যেরূপভাবে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল, তাহাতে জনসভায় বক্তৃতার অতিরিক্ত শ্রমভার বহনে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়ি। চিকিৎসকদের আদেশ আমাকে বাধ্য হইয়া জনসভায় বক্তৃতা করিবার সৌভাগ্য বর্জ্জন করিতে হইয়াছে। এজন্য সংবাদপত্রের মারফতে কলিকাতাবাসীদের নিকট আমার নিবেদন লইয়া আমাকে উপস্থিত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

লাহোর কংগ্রেসের বাণী সংক্ষিপ্ত এবং সরল। তাহা এই:—কলিকাতায় যে প্রতিশ্রুতি গৃহীত হয়, লাহোর তাহা প্রতিপালন করিয়াছে এবং আশা করে যে, বাঙ্গলা দেশ লাহোরের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কার্য্য করিবে এবং ঐ প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিবে।

কৈফিয়ৎ স্বরূপে শুধু কয়েকটি কথা বলা দরকার। কলিকাতায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পরে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের অব্যবহিত লক্ষ্য হইবে। লাহোর ঐ সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করিয়াছে এবং ৩১শে ডিসেম্বরের দ্বিপ্রহর রাত্রির ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে এই ঘোষণা করিয়াছে যে, অতঃপর ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের অব্যবহিত লক্ষ্য হইবে এবং নিরুপদ্রব আইন অমান্যই হইবে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়।

কলিকাতায় যে নীতি পরিগৃহীত হয় তাহাই আজ জয়যুক্ত হইয়াছে। লাহোরের গৃহীত সিদ্ধান্তকে জয়যুক্ত করিবার ভার এখন বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশের উপর আপতিত হইয়াছে।

লাহোরের সিদ্ধান্তের পর রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সম্পূর্ণ নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হইল। দেশের যত কিছু শক্তি আছে, আজ সব সংহত করিয়া এই সংগ্রামে প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যুক্তি—তর্ক এবং সমালোচনার সময় অতীত হইয়াছে। কাজের সময় আসিয়াছে।

সংগ্রাম যদি সঙ্কল্পশীলতা সহকারে এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত চালাইতে হয়, তাহা হইলে সংগ্রামের নিয়মকানুন নির্দ্দেশ করা উচিত কাহাদের? যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে লাহোর কংগ্রেসের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদেরই উহা করা উচিত, না যাঁহারা লাহোর কংগ্রেসের দোষ ধরিতেই ব্যস্ত আছেন, করা উচিত তাঁহাদের? ঐ দুয়ের একজনকে বাছিয়া লইতে হয়। দেশ বিজ্ঞতাসহকারে এই বাছাই করিবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এজন্য বাঙ্গলার কংগ্রেসকর্ম্মীদের সকলের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের গুণাগুণের সর্ব্বপ্রকার বিচার হইতে বিরত হউন এবং নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মাঝে মাঝে যে সব নির্দ্দেশ প্রদান করিবেন, বিশ্বস্ততাসহকারে ও অক্ষরে অক্ষরে তাহা প্রতিপালন করুন।

বাংলার বন্ধুগণ আমাকে বলিয়াছেন যে, দেশের সম্মুখে এ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ম্মতালিকা উপস্থিত করা হয় নাই। একথা সত্য যে, গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র কর্ম্মতালিকাটি ঘোষণা করা হয় নাই; কিন্তু কোন দায়িত্বশালী ব্যক্তি কি ইহা আশা করিবেন যে, কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তদ্রূপ কোন কর্ম্মতালিকা নির্ণীত হইতে পারে, অথবা নির্ণীত হইলেও সাধারণের আলোচনার জন্য উহা উন্মুক্ত হওয়া উচিত? নিয়মানুবর্ত্তিতার খাতিরে অব্যবহিত কর্ত্তব্য কি, এইটুকু জানাই দেশের পক্ষে যথেষ্ট এবং সমগ্র উৎসাহ উদ্যম লইয়া সেই কর্ত্তব্য প্রতিপালনে অগ্রসর হওয়াই তাহার উচিত।

২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উৎসব প্রতিপালনই সেই কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যটি বাস্তবিকই খুব সহজ মনে হইবে। উহা তাহাই, কিন্তু পরে যে সব উগ্রতর পন্থা অবলম্বিত হওয়া সুনিশ্চিত, সেজন্য দেশ কতটা প্রস্তুত আছে, উহাতেই তাহার পরীক্ষা হইবে।

ঐ উৎসবটি বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আমি দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি। ঐ উৎসবের সাফল্যের পরিমাণেই পরবর্ত্তী কর্ত্তব্যসমূহের প্রকৃতি এবং শক্তির বিচার হইবে। ইত্যবসরে আপনাদের সেনাধ্যক্ষ মহাত্মা গান্ধীকে বিশ্বাস করুন এবং তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষায় থাকুন। আমি আপনাদিগকে কথা দিতেছি যে, আপনাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে না।

স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্র সমাজ

গুজরাট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নবম বার্ষিক উপাধিবিতরণ সভায় মহাত্মা গান্ধী উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার রূপে ছাত্রগণকে সম্বোধন করিবার কালে যে অভিভাষণ দেন তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনে ছাত্রদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এইরূপ বক্তৃতা দিয়াছেন:—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, আপনারা নিরুপদ্রব আইন অমান্যর জন্য প্রস্তুত হউন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এবৎসর আপনাদিগকে একটা কিছু করিতেই হইবে। স্বাধীনতাকেই আমাদের অব্যবহিত লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষপাতী ছিলাম বটে, কিন্তু যেহেতু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধ বাধিয়াছে এবং যেহেতু আর্ল রাসেল, লর্ড আরউইন ও মিঃ বেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের যে সংজ্ঞা দিয়াছে ঐ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান, এজন্য আমি পূর্ণ স্বাধীনতাই চাহি। আমি যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চাহিয়াছিলাম, উহা স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ সম্পর্ক ত্যাগের অধিকারযুক্ত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু এখন আমাদিগকে বলা হইতেছে যে, ভারত আরও বহুকাল ঐ ধরণের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার পাইবে না। এই কথার তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমাদের পায়ের লৌহ শৃঙ্খলকে রূপা, সোনা বা মণিমুক্তা খচিত শৃঙ্খলে রূপান্তরিত করিতে চাওয়া হইতেছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে সোনা, রূপা, মণিমুক্তার শৃঙ্খল অপেক্ষা লোহার শৃঙ্খলই বেশী পছন্দ করি, কেননা পরাধীনতার পীড়ন উহাতে আমরা বেশী করিয়া অনুভব করিতে পারিব এবং স্বাধীন হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত থাকিব।

পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য আমি অতীব ব্যগ্র ও অধীর হইয়াছি; তৎসত্ত্বেও সত্য ও অহিংস উপায়ে তাহা অর্জ্জন করিতে যদি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলেও আমার সেরূপ ধৈর্য্য আছে। কিন্তু দাসত্ব ও রক্তপাত দর্শনের মধ্যে যদি আমাকে একটা বাছিয়া লইতে হয় তাহা হইলে দাসত্ব অপেক্ষা আমি রক্তপাত দর্শনই বাছিয়া লইব। পরন্তু গত ৯ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমি দৃঢ়তার সহিত একথা বলিতে পারি যে, অন্যান্য দেশের পক্ষে যাহাই হউক না কেন ভারত কেবল মাত্র সত্য ও অহিংসাদ্বারাই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, আপনারা সত্য ও অহিংসার যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ঐ ব্রতে আপনারা দৃঢ় থাকুন। আমরা বা অপর কোন নেতার গ্রেপ্তারের পর দেশে যদি হিংসার আগুন প্রজ্বলিত হয় তাহা হইলে সেই আগুন নির্ব্বাপিত করিবার জন্য আপনারা তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন, চুপ করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

লাহোর কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপাত ডাঃ কিচ্‌লুর অভিভাষণের সারাংশ

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার এই চতুশ্চত্বারিংশৎ অধিবেশনে আমি আপনাদিগকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করিতেছি। অভ্যর্থনা সমিতি, উক্ত সমিতির অক্লান্তকর্ম্মী সেক্রেটারী ডাঃ গোপীচাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বাধীনে দিবারাত্র কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠ কর্ম্মীদল এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অদ্য লাজপৎনগরে আপনারা যাহা দেখিতেছেন, তাহা তিনি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আড়ম্বরের অপেক্ষা আপনাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং সুবিধার প্রতিই তাঁহারা সমধিক লক্ষ্য রাখিয়াছেন। লোকের এবং নৈসর্গিক বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া অভ্যর্থনা সমিতিকে কার্য্য করিতে হইয়াছে। আপনাদের নিকট আমার এই নিবেদন যে, আপনারা উদার এবং সৌভ্রাত্রপূর্ণভাবে এই সব ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিবেন এবং কোথায়ও কোন ত্রুটি দেখিলে তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের বিস্তৃত ইতিহাস প্রদান করিবার পর ১৯২১ সনের অসহযোগ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ কিচ্‌লু বলেন, ভারতের জনসাধারণ সমগ্রভাবে বিপ্লবের আহ্বানে অপূর্ব্ব সাড়া দিয়াছিল। স্বেচ্ছায় বিদেশী আমলাতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের আইন লঙ্ঘন করিবার অপরাধে ভারতের নেতৃবর্গ এবং কর্ম্মীবৃন্দ এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র নর-নারী সানন্দে কারাবরণ করিয়াছিল।

এমন সময় চৌরিচৌরা ও অন্যান্য দু একটি স্থানে দুর্ঘটনা ঘটিল। ফলে এক অতীব সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমাদের সেই, জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম হঠাৎ একস্থানে আসিয়া থামিয়া গেল।

এই প্রসঙ্গে হিন্দু মুসলমানের মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, এইরূপ মতান্তর একটা সাময়িক ঘটনা মাত্র। ইহা একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়ার ফল। ইহা লইয়া বেশী নাড়াচাড়া না করিলে আপনা হইতেই এই মতান্তরের অবসান হইত। কিন্তু আমলা-তন্ত্রীদের বিদ্রূপের তাড়নায় হিন্দু এবং মুসলমান এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। সর্ব্বদল সম্মেলন তাহাদের কোন উপকারই করিতে পারিল না। পরন্তু তাহারা এই জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার সমর্থনকারিগণকে প্রশ্রয় দিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের অশেষ ক্ষতি সাধন করিয়াছেন। কংগ্রেস কর্ত্তৃক নিযুক্ত নেহেরু কমিটী এই সাম্প্রদায়িক প্রশ্নসমূহের সুমীমাংসার জন্য তাঁহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহারাও তাঁহাদিগের রিপোর্টে ঐ প্রশ্নসমূহের প্রকৃত সমাধান করিতে পারেন নাই।

দেশের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ধারণার মূলেই একটা গুরুতর গলদ রহিয়াছে, ডাক্তার কিচ্‌লু এরূপ মনে করেন। তিনি বলেন, আমাদের ইহা বুঝিতে হইবে ধর্ম্মকে আমরা যাহাই মনে করি না কেন ইহা প্রকৃত পক্ষে শ্রদ্ধা এবং প্রত্যয় মূলক মতের ব্যাপার। এই মত ব্যক্তিগত জীবনে যে কোন মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর হইতে পারে। অতএব ধর্ম্মকে আমাদের রাজনৈতিক অধিকার রাজনৈতিক দাবী এবং রাজনৈতিক মতভেদের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভেদনীতি-প্রসূত অবিশ্বাস এবং সন্দেহের ফলে আজ আমরা এই বলিয়া চিৎকার করিতেছি, "আমাদের ধর্ম্ম গেল, আমাদের সভ্যতা গেল।"

প্রকৃত জাতীয় এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উদ্দীপনাপূর্ণ কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই যে, জনসাধারণ অবিলম্বে নেতৃবর্গের অনুগমন করিবে। সত্যাগ্রহ এবং নন-কো-অপারেশনের যুগে জনসাধারণ এবং দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী আন্দোলন থামাইয়া দিবার কথা তোলে নাই। বারদৌলীতে আমরা যে রণে ভঙ্গ দিয়াছিলাম, প্রকৃত পক্ষে জনসাধারণ তাহাতে বিরক্তই হইয়াছিল। বর্ত্তমানেও জনসাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে আপনাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছে, এবং ধর্ম্মঘট প্রভৃতির মধ্য দিয়া আপনাদের ঐক্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন প্রদান করিতেছে। পূর্ব্ব কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি বলেন, আমাদের ধর্ম্ম কিম্বা সভ্যতা কিছুই বিপন্ন নহে। যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্থিতির মধ্যে জনসাধারণের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতে হয় তবে এই মর্ম্মে একটি সাধারণ ব্যবস্থা করা হউক যে, সভায় উপস্থিত কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্যবৃন্দ অনুমোদন না করিলে ঐ ধর্ম্ম এবং সভ্যতা সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন অথবা আপত্তির মীমাংসা হইতে পারিবে না। তাঁহার মতে দুর্নীতিপূর্ণ এবং বর্ব্বরোচিত সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্ব্বাচন পদ্ধতি অপেক্ষা এইরূপ ব্যবস্থায় প্রকৃষ্টরূপে ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইবে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থিতির (status) প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ কিচলু বলেন, "পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য'। মাদ্রাজে এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের দেশের পক্ষে কেবল গৌণ আদর্শ নহে পরন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য, আত্মসম্মানের দিক দিয়া এইরূপ ঘোষণা করিতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দুই দিনের মধ্যেই সেই চুক্তির বার মাস অতীত হইয়া যাইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও সম্রাটের নিকট হইতে কোন সনন্দ আসিয়া পৌঁছায় নাই। হয়ত ইহা এখনও আসিবার পথে রহিয়াছে কিংবা হয়ত ইহা আদৌ প্রেরিতই হয় নাই। তাই বলি, আসুন আমরা আমাদের আয়োজন দ্রুত সমাধা করি এবং সত্য সত্যই আমরা যে একনিষ্ঠ, ঐকান্তিকভাবে দেশহিতব্রতী এবং আমরা কথায় যাহা বলি কার্য্যতঃ তাহাই করিতে চাই এই কথার সারবত্তা আজ জগতের কাছে আমরা প্রমাণ করি।

ইহার পরে বক্তা দমন-নীতির কথা উল্লেখ করেন। ব্যবসা-বিরোধ বিল এবং বলশেভিক-বিতাড়ন বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাক্যের স্বাধীনতা, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা এবং পরস্পরের অবাধ মিলনের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করা এবং ভারতের অগণিত দেশপ্রেমিককে কারাগারে প্রেরণ করাই এই বিল দুইটার উদ্দেশ্য। ভারত গবর্ণমেণ্ট হঠাৎ আবিষ্কার করিলেন যে, ভারতবর্ষ ভীষণ প্রকৃতি বিপ্লবমূলক ষড়যন্ত্রের লীলা-ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। তাই তাঁহারা এমন বিরাট আকারে দমননীতির প্রবর্ত্তন করিলেন—যাহা কল্পনারও অতীত। শাসন-পরিষদের বোমার মামলা, লাহোর এবং মীরাটের ষড়যন্ত্র মামলা এবং অন্যান্য মামলা যেন ঐন্দ্র-জালিকের মায়াদণ্ড প্রভাবে সৃষ্ট হইল। অথচ আয়ার্লণ্ডে দেখিতে পাই ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও যাহারা বিনা উত্তেজনায় হত্যা করিয়াছে, এইরূপ সাজ্যাতিক প্রকৃতির রাজনৈতিক হত্যাকারিগণকেও ক্ষমা করা হইয়াছে এবং তাহাদিগের রাজনৈতিক পদমর্য্যাদা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ করা হইল না।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন আসামীগণের ব্যাপার সম্পর্কে সম্প্রতি এই প্রশ্নটা বিশেষরূপে উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যু না ঘটিল, ততদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট টলিলেন না। ডাঃ কিচলু বলেন, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কানাডাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বহু শতাব্দীর অত্যাচারের পর আয়ার্লণ্ডে সিন্‌ফিন্ দল এবং গণতান্ত্রিক দল সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যখন পাশাপাশি গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিল তখনই কেবল আয়ার্লণ্ড ফ্রীষ্টেট লাভ করিল। শ্রমিক গবর্ণ-মেণ্টের আন্তরিকতায় তিনি বিশ্বাস করেন না। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রশ্নকে তাহাদের দলের সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সুনাম ক্ষুণ্ণ এবং মন্ত্রী-সভার অবস্থানের সম্ভাবনাকে আশঙ্কাজনক করিয়া তুলিতে পারেন না। আত্মসম্মান বোধ যাহাদের আছে এমন কোন জাতি, একটা বিদেশী রাজনৈতিক দল তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে অথবা ঐরূপ রাজনৈতিক দলের সৌভাগ্য ও সদিচ্ছার উপরে তাহাদিগের জাতির ভবিষ্যৎ তাহারা সঁপিয়া দিবে এইরূপ কল্পনাও পোষণ করিতে পারে না। ভারতবর্ষের নিজের চেষ্টাতেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে; যে সমস্ত জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহাদিগের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদিগকে এই শিক্ষাই দেয় যে আত্মনির্ভরতা, ত্যাগ ও নির্য্যাতন ভোগ স্বরাজের এক-মাত্র সহায়।

ডাঃ কিচলু দেশের সম্মুখে নিম্নলিখিত কার্য্য-পদ্ধতি উত্থাপিত করেন :—

(১) "পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য জাতীয় মহাসভায় এইরূপ ঘোষণা করা উচিত।

(২) আইন-সভা সমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৩) কর্ম্মী, কৃষক ও যুবকসঙ্ঘ সমূহের মধ্যে সহযোগ ও সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় কর্ম্মীদল গঠন।

(৪) যাহারা তাহাদের সকল সময় দেশের কাজে নিয়োগ করিতে পারে এইরূপ একদল বেতনভোগী ও অবৈতনিক কর্ম্মীবৃন্দের একটি স্থায়ী সঙ্ঘ স্থাপন।

(৫) পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালনকুশল একটি ক্ষুদ্র, সংহত, কর্ম্মপরিচালন-সমিতির তত্ত্বাবধানে দেশের নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে সার্ব্বজনীন ও ব্যক্তিগত আইন অমান্যের ব্যবস্থা।"

উপসংহারে তিনি বলেন, আজ আমরা পুনরায় একটি গতিশীল কর্ম্মের যুগ-সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমি মহাত্মাজীর নিকট এই নিবেদন জ্ঞাপন করিতেছি, "আপনি আসুন, আমাদিগের পথ প্রদর্শন করুন। আমরা আজ প্রস্তুত, চৌরিচৌরার পুনরভিনয় যেন না হয়। আর যেন প্রত্যাবর্ত্তনও করিতে না হয়। একবার যদি সম্মুখে পদবিক্ষেপ করি, তবে ইহাই যেন আমাদের মন্ত্র, হয়, "অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষ্যস্থলে না পৌঁছিতে পার, অগ্রসর হও।"

"নবশক্তি" হইতে

মুক্তির পথে

(শ্রীসুশান্ত কুমার সিংহ)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

জাতিসঙ্ঘে প্রবেশাধিকার না পাইবার সংবাদ কোরিয়ায় পৌঁছিবার পরই রাজ্যচ্যুত বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হইল। জনসাধারণের বিশ্বাস যে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া জাতীয়ভাবে সমাধা করিবার জন্য একটা বিরাট সাড়া পড়িয়া গেল, এবং জাতীয় নায়কগণ এই অশুভ মুহূর্ত্তে, মৃত্যুর করাল ছায়ার উপর, শোক-সমুদ্রের তরঙ্গের'পর, "স্বাধীন প্রজাতন্ত্র" ঘোষণা করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না, অবি-লম্বে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক সহরে প্রেরিত হইল। সম্রাটের সমাধির দিন যাহাতে সর্ব্বত্রই বড় বড় সভা হয় তাহার ব্যবস্থা হইল। সেইদিনই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাপানকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করা হইবে—সেইদিনই কোরিয়ার শেষ ভাগ্য পরীক্ষা হইবে। হাজার হাজার স্বাধীনতা-পত্র মুদ্রিত করিয়া বিদ্যালয়ের বালক বালিকাকে এমনভাবে প্রস্তুত করা হইল যে, মৃত সম্রাটের সমাধির পর সভা ভঙ্গ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা যেন বিতরণ করা হয়। স্বাধীনতার জন্য সে কি আকুল আগ্রহ, সে কি অসীম উৎসাহ, সমস্ত অনুষ্ঠান ঠিক হইল।

এদিকে জাপান সরকার একটা নূতন কিছু হইয়াছে সন্দেহ করিয়া মৃত সম্রাটের সমাধির দিন সোমবার সর্ব্বত্র সভা সমিতি করা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিলেন কিন্তু দেশ যখন জাগে, যখন স্বাধীনতা চাই বলিয়া ব্যাকুল হয়, তখন তাহাকে রোধ করার কাহারও ক্ষমতা হয়না—বানের জল বালির বাঁধ দিয়া রুদ্ধ করা চলে না তাই জাপান সরকারের আদেশ প্রচার হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশব্যাপী শনিবার সভা করিবার ব্যবস্থা হইল, যেমন ব্যবস্থা সেইরূপ কাজ।

স্বাধীনতার জন্য দুর্ব্বল অক্ষম অস্ত্রশস্ত্রহীন কোরিয়া যে কি অভূতপূর্ব্ব আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়, মন আনন্দে পূর্ণ হয়, মস্তক শ্রদ্ধায় নত হয়। ৩৩জন সুপ্রসিদ্ধ জন-নায়ক

স্বাধীনতা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া বিশিষ্ট জাপানী সরকারী কর্ম্মচারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। আহারাদির পর সমস্ত কর্ম্মচারীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়া স্বাধীনতা-পত্র আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পরে পুলিসের হেড কোয়ার্টারে টেলিফোনে সমস্ত জানাইয়া ধীর ভাবে বন্দী হইলেন।

যখন দেশ-নায়কগণের গাড়ী জেলখানা অভিমুখে যাইতেছিল তখন পথের উভয় পার্শ্বে হাজার হাজার কোরিয়ান স্বাধীনতার পতাকা লইয়া জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল।

জাপানী আইনানুযায়ী কোরিয়াণরা স্বাধীনতা পতাকা রাখিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত; কিন্তু আজ আর তাহাদের সে ভয় নাই, আজ তাহারা প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া দেশকে বড় করিয়াছে। আজ তাহারা সমস্ত বিপদ ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা জানে যে কি বিরাট অত্যাচার জাপান কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের জন্য রাখিয়া দিয়াছে তবু তাহারা কোরিয়ার জয়ধ্বনি করিতে বিমুখ হইল না—

"ওদের আঁখি যত রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে
ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে।"

প্রস্তাব পাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কোরিয়াবাসীগণ আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল। কারণ তাহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই প্রস্তাবে পরাধীনতার শৃঙ্খল দূর করিবার প্রচেষ্টাকে পাশবশক্তিতে অনুপ্রাণিত, ন্যায় এবং সত্যধর্ম্ম বিবর্জ্জিত জাপান তাহার ছুরিবহ দণ্ড লইয়া বাধা দিবেই। তাহাদের সে অনুমান ব্যর্থ হইল না।

কোরিয়ার স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মদগর্বিত বলদৃপ্ত জাপান কর্ত্তৃপক্ষ ভীষণ অত্যাচারে কোরিয়াবাসীগণকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে চেষ্টা করিলেন। কোরিয়ার সর্ব্বত্রই সভাসমিতি বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়া হইল, কেহ এই আন্দোলনে সামান্য মাত্র যোগদান করিলেও তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা পুলিসকে দেওয়া হইল, তদুপরি সোনায় সোহাগা হিসাবে পুলিসকে লাঠি ও তরবারী ব্যবহার করিবার অবাধ অধিকার দেওয়া হইল। স্বাধীনতা পতাকা বহনকারীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

জাপানী পুলিস এই নূতন ক্ষমতায় বলীয়ান হইয়া মূর্ত্তিমান কৃতান্তের অনুচরের ন্যায় মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া, কোরিয়াবাসীগণকে তাহাদের সঙ্কল্পচ্যুত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া অমানুষিক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। সিউল নগরে একজন নিরস্ত্র নাগরিককে রাস্তার পার্শ্বে ড্রেণে ফেলিয়া দিয়া, তাহার কর্ণ ও অঙ্গুলী ছেদন করিয়া শরীরের নানাস্থানে আরও অস্ত্রাঘাত করিয়া ফেলিয়া রাখিল—হতভাগ্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যন্ত্রণার হস্ত হইতে চির দিনের জন্য নিষ্কৃতি পাইল। সর্ব্বত্রই সামরিক আইন জারী হইল।

(ক্রমশঃ)

—:০:—

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি যে লোকপ্রিয়তার নিদর্শন তাহা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনবীমা কোম্পানী

ওরিয়েণ্টালের

বর্ত্তমান সমৃদ্ধিতেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়।

ক্রমোন্নতি

নূতন বীমা

১৯২৫	২৯৮ লক্ষ টাকা
১৯২৬	৩৯১ "
১৯২৭	৪৬৮ "
১৯২৮	৫৮৫ "

প্রিমিয়ম হইতে আয়

১৯২৫	৯৩ লক্ষ টাকা
১৯২৬	১০৬ "
১৯২৭	১২২ "
১৯২৮	১৪০ "

লোকপ্রিয়তাই লভ্যাংশের ক্রমবৃদ্ধি সূচনা করে। সমস্ত জীবনবীমা পলিসিতে ঘোষিত বোনাসের হার।

১৯১৮	প্রতি হাজার টাকায় বার্ষিক	১০৲ টাকা
১৯২১	" "	১০৲ "
১৯২৪	" "	২২৷০ "
১৯২৭	" "	২৫৲ "

অতএব এই উন্নতিশীল কোম্পানীতে বীমা করিলে আপনার সংস্থানের সুব্যবস্থা হইবে।

কোম্পানীর প্রতিনিধি সর্ব্বত্র আছেন।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কোম্পানীর অফিস আছে:—

হেড অফিস:—ওরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস, বোম্বাই।

আগ্রা, কলিকাতা, করাচি, মান্দালয়, পুনা, সিঙ্গাপুর, আজমীর, কলম্বো, কাউলালুম্পুর, ম্যাঙ্গালোর, কোয়েটা, সুক্কুর, আমেদাবাদ, ঢাকা, লাহোর, মোম্বাসা, রেঙ্গুন, ত্রিবান্দ্রম, এলাহাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, রাঁচি, ত্রিচিনপল্লী, বাঙ্গালোর, কাণ্ডি, মাদ্রাজ, পাটনা, রাওলপিণ্ডি, ভিজাগপাটম।

বঙ্গের বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন:—

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্
পোষ্ট বক্স নং ২১ কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
৪ সিম্পসন রোড, ঢাকা।

সব্‌ ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
একজিবিসন রোড, পাটনা।

অরগানাইজার, ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস,
কাচারি রোড, রাঁচি।

অথবা মিঃ এস, এন, রায়,
অরগানাইজার, রংপুর।

তরুণের অভিযান সফল করুন, তরুণের জয়যাত্রার গান দিকে দিকে নন্দিত হউক,
প্রকৃতির দান সকলে সম্ভোগ করিয়া সুস্থ, সুন্দর হউন।

ইয়ংমেনস্ সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস্

(রেভ ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এ, ডি, ডি, মহাশয়ের সহানুভূতিতে)

বাংলার জাগ্রত তরুণ শক্তির মূর্ত্ত প্রতিষ্ঠান। যুবকগণের এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা, দেশের শিল্পকলা জাগাইয়া তোলা, তরুণ শক্তিকে আশায় আনন্দে উদ্দীপ্ত করা দেশ সেবারই ভিন্ন ধারা।

ঘ্রাণে মুগ্ধ ব্যবহারে তৃপ্ত স্নানান্তে পবিত্র আমাদের

সুশ্রী

সাবান চর্ম্মরোগ দূর করিয়া শরীরে শক্তি, মনে স্ফূর্ত্তি, দেহে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে। দেখিতে নয়নাভিরাম গন্ধে অনুপম।

সকল প্রকার কাপড় অল্প পরিশ্রম ও ব্যয়ে পরিষ্কার করিতে

সুশ্রী

সত্যই উৎকৃষ্ট।

ইহা ছাড়া নির্ম্মল, স্বরাজবল প্রভৃতি কাপড় কাচা সাবান, সুবাসিত খাঁটি কাঁচা তিল তৈল প্রস্তুত হয়।

তরুণের অভিযান সাফল্য-মণ্ডিত করুন।

ম্যানেজার—পোঃ তুলিন, মানভূম, বি, এন, আর।

সকল রকম গ্রামোফোন সকল ভাষায় রেকর্ড ও তাহার সরঞ্জাম আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন ও উচিত মূল্যে পাইবেন।

যে কোন প্রকার বাজনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মেকার অতি সুলভ মূল্যে আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

"বীণা অর্গ্যান" হারমোনিয়ম সুমধুর স্বর ও স্থায়িত্বের জন্য— প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আবশ্যকীয় দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এম এল সাহা

সর্ব্বপ্রধান গ্রামোফোন, বাদ্যযন্ত্র, ফটোসিনেমা, রেডিও ও সাইকেল বিক্রেতা।

৫।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও ৭।১সি লিণ্ডসে ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস:—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নূতন বীমা ১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয় ২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে ৬২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান ১,৭৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

কর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এ-আই (লণ্ডন)
কলিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট সমূহের চীফ এজেণ্ট,
আসনসোল, E. I. Ry.

বিজ্ঞাপন।

"মুক্তি" ছোটনাগপুরের একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা "মুক্তি" এ অঞ্চলের প্রতি পল্লীতে, প্রত্যেকের পাঠাগারে, প্রত্যেক সম্মিলনীতে বিশেষতঃ এখানকার কলিয়ারী অঞ্চলে মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করে। বাঙ্গলায় এবং সুদূর মাদ্রাজ, বোম্বাই ও ব্রহ্মদেশে "মুক্তি" তাহার বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

মুক্তির বিজ্ঞাপনের দর—

	প্রতিবারে
১ পৃষ্ঠা (২ কলম)—	১২৲
½ পৃষ্ঠা (১ কলম)—	৬৲
¼ পৃষ্ঠা (½ কলম)—	৩৲

৬ মাসের অধিককাল ব্যাপী বিজ্ঞাপন দিলে বিজ্ঞাপন-দাতাগণের জন্য বিশেষ হারের ব্যবস্থা আছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—"মুক্তি"

অপূর্ব্ব সুযোগ !

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান ?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত "কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট।

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল। উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

পুপুন কী-আশ্রমে মেলা

আগামী ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন চাষ থানার অন্তর্গত পুপুন্‌কী আশ্রমে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে তিন দিবস ব্যাপী বিরাট মেলা বসিবে। এই মেলাতে বিশ হাজারের উপরে লোকের সমাবেশ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই মেলা উপলক্ষ্যে যাহাতে দেশ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার স্বদেশীয় বস্ত্র, খদ্দর, তসর, শিল্ক ও অপরাপর শিল্প দ্রব্যের সমাদর বৃদ্ধি পায় তাহাই আমাদের বিশেষ অভীপ্সিত। মানভূমের প্রত্যেক স্থানের ব্যবসায়ী দিগকে আমরা এই মেলাতে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত যাহারা নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকাদি প্রদর্শন করিয়া বা রাধাচক্র (নাগর দোলা) প্রভৃতি দ্বারায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেও এই মেলাতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। ইতি নিবেদক—

শ্রীসরলানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীযুক্ত চণ্ডী করের সুবিখ্যাত সন্ন্যাসী প্রদত্ত

চণ্ডিকা তৈল

এই তৈলের বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই টুকু বলিলেই হইবে যে ইহাতে সকল রকমের ঘা, নালি ঘা, কারবাঙ্কল, উপদংশ, কাটা ঘা, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। পোড়া ঘা যেমনই হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিতই আরোগ্যলাভ করিবে। ইহা আমরা গ্যারেণ্টি দিতে পারি। আপনি একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন না কেন।

মূল্য ছোট শিশি ।০ বড় শিশি ॥০

প্রাপ্তিস্থান—ইয়ং কমরেডস্, দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে এক বীর রাঘব আচারিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার
১৩ই মাঘ ১৩৩৬, ইং ২৭শে জানুয়ারী ১৯৩০। } ৪র্থ সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্ব প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুলভ ঔষধালয়।
দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র রসায়ন
শিশি ১৸০

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৭৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯ ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) রাঁচি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।
বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, /০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিকাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্ এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা ক্যেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২॥০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য—১।০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—/০ আনা

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করে কেন ?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের জন্য ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

আর ভয় নাই!

৪০ দিনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ. বাতরক্ত বা তজ্জাতীয় পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। কেবলমাত্র ঔষধের উপকরণাদি বা খরচ দিতে হয়। শীতকালে ব্যবহার্য্য। "হে ব্যাধিত আইস; অবিশ্বাস ত্যাগ কর ; ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞাত হও"।

ডাক্তার—**সতীশ চন্দ্র মণ্ডল**

এইচ, এম. বি,

নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড নিম্নলিখিত খেয়াঘাটগুলি প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত করিবেন। ১৯৩০ সালের ২৪শে মার্চ্চ তারিখে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসে বেলা ৪½ টার সময় নিলাম আরম্ভ হইবে। বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে উক্ত অফিসে হাজির হইবেন।

১। চিনাকুড়া ফেরীঘাট
২। ঝিজুলী ফেরীঘাট
৩। মানিকুই ফেরীঘাট
৪। সরিযাকুড়ি ফেরীঘাট
৫। সুবর্ণরেখা ফেরীঘাট
৬। ঘেড়াবেড়া দামোদর রাস্তার উপর দামোদর ফেরীঘাট
৭। মানবাজার কুইলাপাল রাস্তার উপর কুমারী ও যমুনা নদীর ফেরীঘাট।
৮। মানবাজার বাঁকুড়া রাস্তায় কাঁসাই নদীর ফেরীঘাট
৯। মানবাজার বান্দোয়ান রাস্তায় কুমারী ও তাম্রা নদীর ফেরীঘাট
১০। মানবাজার বরাবাজার রাস্তায় কুমারী নদীর ফেরীঘাট
১১। হুড়া মানবাজার রাস্তায় কাঁসাই নদীর ফেরীঘাট
১২। ঝুমুরগোল ফেরীঘাট

স্বাঃ শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়
চেয়ারম্যান,
ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মানভূম

ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

৬২নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড
কলিকাতা

ওভারসিয়ার ও সবওভারসিয়ার বিভাগে আগামী ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ননম্যাট্রিক ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে। ম্যাট্রিক ছাত্রগণকে ২৫-১-৩০ তারিখ পর্য্যন্ত ভর্ত্তি করা হইবে। ৩-২-৩০ তারিখে কলিকাতা কর্পোরেসনের সুযোগ্য ডেপুটী মেয়র কলেজের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।

যদি কাহারও দরখাস্ত নিরূপিত তারিখে পৌঁছাইবার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে তিনি যেন টেলিগ্রাফযোগে তাঁহার পুরা ঠিকানা ও ভর্ত্তি হইবার ফি পাঠাইয়া দেন। দরখাস্ত পরে ডাকযোগে পাঠাইলে অথবা এখানে আসিয়া দরখাস্ত দাখিল করিলে চলিবে। কলেজের সঙ্গে ছাত্রগণের হোটেল থাকিবে। কলেজে ৫০ জন ছাত্রকে শিক্ষা দানের উপযুক্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে।

সেক্রেটারী—

মুক্তির বিজ্ঞাপনের দর—

	প্রতিবারে
১ পৃষ্ঠা (২ কলম)—	১২৲
½ পৃষ্ঠা (১ কলম)—	৬৲
¼ পৃষ্ঠা (½ কলম)—	৩৲

৬ মাসের অধিককাল ব্যাপী বিজ্ঞাপন দিলে বিজ্ঞাপনদাতাগণের জন্য বিশেষ হারের ব্যবস্থা আছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—"মুক্তি"

WANTED

Candidates for Telegraph and Station Master's Classes.

Full particulars and Railway Fare Certificate on 2 annas stamp. Apply to :—

Imperial Telegraph College.
Nai Sarak, DELHI.

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"আমি আশা করি এই বৎসরের মধ্যে সমগ্র মানভূম জিলা হইতে বিদেশী বস্ত্র নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে—ঘরে ঘরে চরকা ও খদ্দরের প্রচলন হইবে—মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপদ্ধতির সাফল্যের জন্য মানভূমবাসী প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।"

—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সন ১৩৩৬ সাল. ১৩ই মাঘ সোমবার।

স্বাধীনতার উদ্বোধন

গত ২৬শে জানুয়ারী রবিবার ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র ভারতবাসী সমবেত হইয়া জাতির পক্ষে কংগ্রেসের ঘোষণা সমর্থন করিয়া এই কথাই প্রচার করিয়াছে যে, তাহারা আর বিদেশীর শাসন স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। বিদেশীর অমানুষিক শাসন-যন্ত্র নিদারুণ ভাবে নিষ্পেষিত করিয়া তাহাদিগকে দুর্দ্দশার চরম সীমায় আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়াছে—তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য লোপ পাইয়াছে, তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই—এক কথায় তাহারা নরাকারবিশিষ্ট পশুমাত্রে পরিণত হইয়াছে। এই অবস্থার অবসান না হইলে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার সার্থকতা কিছু নাই। তাই তাহারা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে, পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশের অধীবাসীদের ন্যায় পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হইয়া বাঁচিয়া থাকা তাহাদের পক্ষেও সম্ভব কি না। যে অবস্থায় আমরা আছি তাহা অপেক্ষা হীনতর অবস্থা মানুষের হইতে পারে না—তাই এই চেষ্টায় ক্ষতির আশঙ্কা কিছুই নাই।

কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট যে পথে অগ্রসর হইবার প্রতিজ্ঞা আজ দেশ করিয়াছে—সেই পথে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতে পারিলে ব্যর্থ আমরা হইব না—এ কথা নিশ্চিত। কোন দেশই চিরকাল পরপদানত থাকে নাই, থাকিতে পারে না। ইহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। আজ না হউক, দশ বৎসরে না হউক, পঞ্চাশ বৎসরে না হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু এমন এক দিন আসিবেই যে দিন পরাধীনতার গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া স্বাধীন ভাবে আমাদের দেশবাসীরা আমাদের ভাইভগিনীরা, আমাদের পুত্রকন্যারা পৃথিবীর বুকে নিঃসঙ্কোচে মানুষের মত চলিয়া বেড়াইতে পারিবে।—এই আশায় বুক বাঁধিয়া কত পরাধীন দেশের কত শত দেশভক্ত সন্তান স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—বিদেশী শাসকের নির্য্যাতন, স্বেচ্ছাবৃত পারিবারিক দুঃখ কষ্ট, জল্লাদের কুঠার তাহাদের মুখচ্ছবি ম্লান করিতে পারে নাই। দেশের গৌরবময় ভবিষ্যতের কথা, ভবিষ্য যুগের স্বাধীন আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট স্বদেশবাসিগণের স্বাধীন সচ্ছন্দ জীবনযাত্রার সুখ স্বপ্ন তাহাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত্তগুলিকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। এমনি করিয়াই—সহস্র সহস্র দেশপ্রেমিকের আত্মবলিদানের উপরেই আমেরিকার, আয়ার্ল্যাণ্ডের, রাশিয়ার ও চীনের স্বাধীনতা গড়িয়া উঠিয়াছে।

আজ আমরা যে পথে যাত্রা সুরু করিলাম তাহা কুসুমাবৃত নহে—বহু ঝড় ঝঞ্ঝাবাত আমাদের উপর দিয়া বহিয়া যাইবে, শাসকের উদ্ধত রোষ সহস্র লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া আমাদের ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু ভীত না হইয়া দৃঢ় পাদক্ষেপে যদি আমরা অগ্রসর হইতে পারি, অগ্রগামী যাত্রীরা শাসকের কবলে পড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইলে তাহাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য যদি সেবকের অভাব না হয় তবে আমাদের এ যাত্রা ব্যর্থ হইবে না—আমরা লক্ষ্যে পৌঁছিবই। কবে পৌঁছিব—এ প্রশ্নের আজ প্রয়োজন নাই। একটা জাতির জীবনে ৫।৭।১০ বৎসর সময় বলিয়াই গণ্য হইবার নয়।

এখন চাই সাহস, সংহতি ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মশক্তি। ভয় করিয়া করিয়া আমাদের ভয়ের কারণ যখন বাড়িয়াই চলিয়াছে ; স্বস্তি ও শান্তির সন্ধান করিয়া যখন মৃৎপিণ্ডের জড়ত্ব ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া গেল না তখন পুঞ্জীভূত ভয়ের বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া একবার সোজা হইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াই না কেন ? ভয়টা আমাদের জাতীয় জীবনের বহু কুসংস্কারের মতই আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। একবার চেষ্টা করিয়াই দেখি না কেন, এই কুসংস্কারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি কি না। একবার যদি মন শক্ত করিয়া ঐদিক হইতে মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াই দেখিব, কত বড় একটা মিথ্যার বোঝা আমরা এত দিন ধরিয়া বহিয়া আসিতেছিলাম।

ভয় ছাড়িয়া দিলে যে কর্ম্মপ্রেরণার সন্ধান পাইব তাহাকে সংহতির পথে পরিচালিত করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মশক্তি আজ যদি দেশে আমরা প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে অভীষ্টের দিকে আমাদের অগ্রগতি রোধ করিবার ক্ষমতা পৃথিবীতে আর কাহারও থাকিবে না। তাই কংগ্রেস নির্দ্দেশ দিয়াছেন—দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহার ভিতর দিয়া একযোগে কার্য্য করিবার শক্তি দেশবাসীর মধ্যে জাগ্রত করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে দেশের অবনত অবস্থার কারণ সম্বন্ধে জনমণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের কর্ম্ম শক্তিকে যদি আমরা সংহত করিতে পারি এবং সেই সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইবার শিক্ষা যদি আজ তাহারা পায় তাহা হইলে কংগ্রেসের নির্দ্দেশে এক দিনের মধ্যেই বিদেশীর এই অমানুষিক শাসন-যন্ত্র অচল হইয়া পড়িবে।

"স্বাধীনতা দিবসে" এই পথেই অগ্রসর হইবার শপথ দেশবাসী গ্রহণ করিয়াছে।

ঝালিদার কথা

সত্যকিঙ্করের হত্যার পর হইতে তাহার স্মৃতিসম্পর্কীয় বিবিধ অনুষ্ঠান ব্যর্থ করিবার জন্য জমিদারপক্ষীয়দের যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহা দিন দিন বিপুলতর হইতেছে। সত্যকিঙ্করের স্মৃতি রক্ষার্থ কোনও অনুষ্ঠানে প্রজারা যদি যোগ দেয় তবে না কি জমিদারের ইজ্জতের হানি হইবে—এই কথা বলিয়া প্রজাদিগকে বিরত করিবার চেষ্টা হইতেছে। অনুরোধে কাজ না হইলে অন্যরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ভয়ও দেখান হইতেছে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, "রাজার" ইজ্জৎ বা তাহাদের জীবন—কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এই অ-"রাজ"-ভক্ত প্রজার দল পণ করিয়া বসিয়াছে—সত্যের নামের সহিত যে যে অনুষ্ঠান জড়িত তাহার সাফল্যের জন্য চেষ্টা ইহারা করিবেই, কারণ সত্য তাহাদেরই জন্য প্রাণ দিয়াছে।

* * * *

পুলিশ সত্যের হত্যার কোনও কিনারা করিল না দেখিয়া তাহারা প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে এত লোকের সম্মুখে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল তাহারও কিনারা হইতেছে না দেখিয়া তাহারা একটু ঘাবড়াইয়াই গিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহারা সামলাইয়া লইয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে—ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। তাহারা এখন আর নিজেদের সুখদুঃখের ভার পুলিশের হাতে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে প্রস্তুত নয়। সত্য তাহাদের যে পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছে, আত্মরক্ষার জন্য যে মন্ত্র সে তাহাদের শুনাইয়া গিয়াছে সেই পথেই তাহারা চলিতে সুরু করিয়াছে—সেই মন্ত্রেরই সাধনা আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা স্বাবলম্বী হইতে—সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিতেছে। অন্যায় অত্যাচার যাহাতে আর সহ্য করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে ইহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

* * *

ঝালদার প্রজাকুলের এই প্রচেষ্টায় আপত্তি করিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু তবুও কেন জানি না, জমিদারপক্ষীয়েরা প্রজাদের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। শুধু তাহাই নয় যাহারা ঝালদার প্রজাবর্গকে এই ব্যাপারে কিছুমাত্র সাহায্য করিতেছে তাহাদের মধ্যেও অনেকের উপরে জমিদারপক্ষীয়দের রোষদৃষ্টি পড়িয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও দাঁত ভাঙ্গা হইবে, কাহারও সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা হইবে, কাহারও কাটামাথা ভূমিতে গড়াগড়ি যাইবে প্রভৃতি অনেক কথা প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু সেরূপ কিছু এখনও ঘটে নাই—ঘটিয়া থাকিলেও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইঁহাদের দোষটা যে ঠিক কি তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে "সত্যকিঙ্কর সপ্তাহে" ইঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও প্রচারার্থে ঝালদা অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে যাইতে হইয়াছিল—সে সব স্থানে জমিদারপক্ষীয়দের নানা কীর্ত্তিকলাপের কথা ইহাদের গোচর হইয়াছিল। ইহাই ক্রোধের প্রধান কারণ কি না অনুমান করা দুঃসাধ্য।

* * *

জমিদারপক্ষীয়েরা কিছুদিন পূর্ব্বে "সত্যঘাট" মেলার আয়োজন ব্যর্থ করিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। এই ব্যাপারে তাহারা যে জমিদারী শক্তি ভিন্ন অপর উচ্চতর শক্তির সাহায্যও পায় নাই—সে কথা হলপ করিয়া বলা যায় না। সে যাহা হউক, মেলার আয়োজন ব্যর্থ করিবার জন্য যত শক্তিরই সমাবেশ হইয়া থাকুক, ফল বড়ই হৃদয়বিদারক হইয়াছিল—মেলার আয়োজন সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইল। প্রথমে স্থির হইয়াছিল মেলা একদিনই বসিবে কিন্তু ঝালিদাবাসীদের আগ্রহে মেলা তিন দিন পর্য্যন্ত খোলা রাখিতে হইয়াছিল।

* * *

এই ব্যাপারের অল্প কিছু দিন পরে স্থির হয় যে, প্রতি সোমবার উক্ত মেলাপ্রাঙ্গণে "সত্যহাট" নামে একটি হাট বসিবে। জমিদারের পাইকপেয়াদাবর্গ আবার টাঙ্গি স্কন্ধে পরোয়ানা হাতে গ্রামে গ্রামে proclamation (ইস্তাহার) জারি করিয়া আসিল—সত্যহাটে কেহ জিনিষপত্র কিনিতে অথবা বেচিতে যাইতে পারিবে না, "রাজা" রাগ করিবেন। হাটের দিন যাহারা যাইবে না স্থির করিয়াছিল তাহারাও গেল। লোকে বলিতে লাগিল—এমন হাট আর ঝালিদার কোথাও কোন দিন বসে নাই।

* * *

"রাজা" মোটর লইয়া পুরুলিয়ায় ছুটিলেন। এক দিন নয়, দুই দিন নয়, ক্রমাগত ৫।৭ দিন ধরিয়া পুরুলিয়ার বিশিষ্ট পথের বিশিষ্ট গৃহগুলিতে ধন্না দিলেন। পরে শুনা গেল, তিনি নিম্নলিখিত ৮ জনের নামে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ এবং ৫০৪ ধারা অনুযায়ী পুরুলিয়ার এস, ডি, ওর আদালতে নালিশ দাখিল করিয়াছেন:—শ্রীযুক্ত শিবশরণ লাল যয়শোয়াল, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বীর রাঘব আচারিয়া, শ্রীযুক্ত মোহনদাস বাবাজী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মাহাত, শ্রীযুক্ত হরি মাহাত, শ্রীযুক্ত মটুরু মাহাত ও শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মাহাত। অভিযোগ এই যে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বক্তৃতা দ্বারা এবং অপর সকলে মস্তক হেলাইয়া "রাজার" মানহানি করিয়াছেন এবং তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অভিযোক্তা, যিনি একজন অতিশয় সম্মানিত ব্যাক্তি—যিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তদুপরি রায় বাহাদুর, তাঁহার অভিযোগের যৌক্তিকতায় সন্তুষ্ট হইয়া এস্, ডি, ও কোনরূপ তদন্তের আদেশ না দিয়াই সকল আসামীকেই উভয় ধারাতে তলব করিয়াছেন।

* * * *

ইহার পরে আবার বর্ত্তমান সোমবারের "সত্যহাট" বন্ধ করিবার জন্য আয়োজন চলিতে লাগিল। জমিদার প্রচার করিলেন—ঝালদার চকবাজারে সোমবার "রাজার" হাট বসিবে। সকলকে এই হাটে আসিতে হইবে, না আসিলে জোর করিয়া আনা হইবে। সোমবার দিন "রাজার" লোক সহরের মোড়ে মোড়ে দাঁড়াইয়া গেল—লোক ধরিয়া "রাজার" হাট বসাইতে হইবে। ফলে সত্যহাটে বেচাকেনা এবার পূর্ব্ব সোমবার অপেক্ষা দশগুণ বাড়িল, লোক সংখ্যাও তদনুরূপ। পূর্ব্ববারে গোলার আলু আসিতে পারে নাই—এবার গাড়ি গাড়ি আলু আসিল, বিক্রয়ের জন্য গরুমহিষও আনা হইয়াছিল বিস্তর। বিক্রয়ও যথেষ্ট হইল। "রাজার" চকবাজারের হাটে তিনজন বেগুন-বিক্রেতাকে জোর করিয়া বসান হইয়াছিল, তাহারাও শেষে পলায়ন করিয়া সত্যহাটে গিয়া উপস্থিত হইল।

* * * *

পুলিশ যে এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে "রাজার" সাহায্য করিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই, তবে পুলিশের এইরূপ আচরণ আইনসঙ্গত কিনা কর্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখিবেন। সোমবার সকালে দুইজন বিশিষ্ট পুলিশ কর্ম্মচারী ঝালদা সহরের বাহিরে পুরুলিয়া—রাঁচি রোডের উপরে কয়েকজন লোককে বিক্রয়ের জন্য জিনিষপত্র লইয়া ঝালদার দিকে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা কোথায় যাইতেছে। উহারা সত্যহাটে যাইতেছে জানিয়া পুলিশকর্ম্মচারিদ্বয় তাহাদিগকে বলেন—সত্যহাটে আজ ভয়ানক দাঙ্গাহাঙ্গামা হইবে, তোমরা সেখানে যাইও না। অবশ্য ইঁহাদের কথায় সত্যহাট-যাত্রীরা কর্ণপাত করে নাই। ১লা মাঘ সত্যঘাট মেলার দিনেও উক্ত কর্ম্মচারীদ্বয়ের মধ্যে একজন তুলিনের কয়েকজন লোককে উক্ত মেলায় যাইতে বিরত করিবার জন্য এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। জমিদারী শক্তির সহিত পুলিশি শক্তির এই অপূর্ব্ব সংযোগ অভূতপূর্ব্ব না হইলেও উপভোগ্য বটে।

* * * *

ঝালদার অধিকাংশ ব্রাহ্মণের অতিরিক্ত "রাজভক্তির" ফলে তাঁহাদের অবস্থা বড় কাহিল হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ মোদকের জমিদারীতে এক ভোজের ব্যাপারে রন্ধনকার্য্য ঝালদার ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে শুনিয়া নিমন্ত্রিত কূর্ম্মি প্রজাগণ ভোজন না করিয়াই চলিয়া যায়। তাহারা বলিয়াছিল যে, ঝালদার ব্রাহ্মণেরা টাঙ্গিতে বিষ মাখাইয়া লোক খুন করে, ইহাদের রাঁধা জিনিষ খাওয়া বিপজ্জনক। ইহার কিছুদিন পরেই মোদক মহাশয়ের জনৈক কর্ম্মচারী পিলাইএর শ্রীযুক্ত বিহারী চট্টোপাধ্যায়ের নামে ৫০৪ ধারা অনুযায়ী এক নালিশ করিয়াছে। উক্ত মাহাত প্রজাগণ বিহারী বাবুকে খুবই শ্রদ্ধা করে।

* * * *

১লা মাঘের সত্যঘাট মেলার জন্য যে নৃসিংহমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার চুরির সংবাদ পূর্ব্ব সপ্তাহেই বাহির হইয়াছে। ঝালিদাবাসীরা চোরের সন্ধান পাইয়াছে, কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া একারকার মত তাহাকে সান্ত্বনা করিল—পরে নাকি আর তাহারা এইরূপ অপরাধ মার্জ্জনা করিবে না।

* * * *

ঝালিদার এবং আশপাশের গ্রামগুলির মুসলমানদের পৃথক অস্তিত্বের কোনও লক্ষণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নাই। মাঝে মাঝে লাঠিসোটা লইয়া ইহারা "রাজার" কার্য্যে বাহির হইত—যেমন ১লা মাঘ তারিখে "রাজা"র খেলাইচণ্ডীর শোভাযাত্রায় (?) বাহির হইয়াছিল—এই মাত্র। কিন্তু সম্প্রতি ইহাদের মধ্যে অতিরিক্ত সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেদিন ৫০।৬০ জন মুসলমান লাঠি স্কন্ধে শার্দ্দা আইনের প্রতিবাদ জন্য ঝালদার প্রধান রাস্তায় বাহির হইয়া "ঝালদারাজের জয়", "কংগ্রেসওয়ালাদের ক্ষয়" ইত্যাদি চীৎকার করিয়া তাহাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল। খেলাফৎ কমিটির ফতোয়াটা কাহার মারফৎ ইহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই—তবে পোষ্ট আফিসের মারফৎ যে আসে নাই ইহা ধ্রুব সত্য।

স্থানীয় সংবাদ

মানভূমে স্বাধীনতা দিবস বিপুল উৎসাহ
পুলিসের হুমকী ব্যর্থ

গত রবিবার ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উৎসব পুরুলিয়ায় যথোপযুক্ত ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সরকারী ও সরকারী কর্ম্মচারীদের গৃহছাড়া সহরের প্রায় সর্ব্বত্রই পতাকা পুষ্পমাল্য প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। স্থানে স্থানে সুরম্য তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নামো পুরুলিয়া, নীলকুঠীডাঙ্গা, চকবাজার এবং নডিহা অঞ্চলই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। বেলা ১০টার সময় এই সমস্ত সুসজ্জিত গৃহেই জাতীয় পতাকা উড্ডীন দেখা গিয়াছিল। বেলা ৮টার সময় স্থানীয় জুবিলীটাউনহল প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হয়। কংগ্রেস কর্ম্মী ও স্বেচ্ছা সেবকগণ ব্যতীত সহরের বহু গণ্যমান্য লোক জাতীয় পতাকা অভিবাদনে যোগদান করিয়াছিলেন। অভিবাদনের পূর্ব্বে জাতীয় সঙ্গীত বন্দেমাতরম্ গীত হয়।

বৈকালে প্রায় ৩টার সময় কংগ্রেস আফিস হইতে একটী শোভা যাত্রা জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া নীলকুঠী ডাঙ্গা ও ষ্টেশন হইয়া ঘুরিয়া বাঁকুড়া রোড ধরিয়া ৫টার পূর্ব্বেই জুবিলী টাউন হল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। এই

শোভাযাত্রা পথে মধ্যবাজার ও নড়িহা হইতে আগত শোভাযাত্রা গুলির সঙ্গে মিলিত হইয়া বিরাট আকার ধারণ করে। মহিলা ও বালিকাদের একটী শোভাযাত্রা ও জাতীয় পতাকা সহ নীলকুঠীডাঙ্গা হইতে বাহির হইয়া এই শোভাযাত্রায় যোগ দান করে। প্রথমে তিনশত লোক লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হয় ইহা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে যখন থানার সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন দেখা গেল তিন হাজারের উপর লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছে। পাঁচসহস্রাধিক লোক সভায় সমবেত হইয়াছিল। ৫টার সময় প্রাতঃকালে উড্ডীন জাতীয় পতাকার নীচে সভা হয়। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত দ্বারা সভার উদ্বোধন হইলে শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচুলারে দীক্ষিতের সমর্থন ও শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁর অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া সকলকে নিস্তব্ধভাবে ও মনোযোগ সহকারে নির্দ্দিষ্ট ঘোষণা শ্রবণ করিতে অনুরোধ করেন। তাহার পর তাঁহার আহ্বানে মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ফনীন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত নির্দ্দিষ্ট ঘোষণা পাঠ করেন। সভাস্থ সকলের অপূর্ব্ব উৎসাহ পূর্ণ নিস্তব্ধ ভাব ও অবহিত চিত্ততা যেন এক মহনীয় বিরাট সংকল্পের পূর্ব্বাভাস সূচিত করিতেছিল। ঘোষণা পাঠ শেষ হইলে সভাপতির আহ্বানে সকলেই সহর্ষে হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সভায় এবং শোভাযাত্রায় অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ দেখা গিয়াছিল।

রবিবার ২৬শে জানুয়ারী ঝালিদায় বেলা ৮ ঘটিকার সময় "সত্যঘাট" প্রাঙ্গনে প্রায় তিন শত লোকের সম্মুখে মাননীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্ত বিপুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে সকলে জাতীয় সঙ্গীতযোগে পতাকা অভিবাদন করেন। বেলা ১০ ঘটীকার সময় সহরের অধিকাংশ গৃহ জাতীয় পতাকা ও বনমালার দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। বেলা ৪টার সময় একটী নাতি বৃহৎ শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রা শতাধিক লোক হইতে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সভাস্থলে পৌছিবার পূর্ব্বে ২০০০ (দুই হাজারে) পরিণত হইয়াছিল।

শোভাযাত্রা "সত্যঘাট" প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবার পর বেলা ৫টার সময় জাতীয় সঙ্গীত গীত ও জাতীয় পতাকা অভিবাদনান্তর ইচাগ নিবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতির অনুরোধে ঝালিদা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হরি পদ শাওয়াস (বাংলায়) এবং বাবু ফুলচান্দ মাড়োয়ারী (হিন্দিতে) ঘোষণা পত্র পাঠ করেন। মাত্র তিনজন পুলিস কর্ম্মচারী ব্যতিরেকে ঐ দুই সহস্রাধিক জনতা বিরাট্ জয় ধ্বনির সহিত হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক জাতীয় মহাসমিতির প্রস্তাব সমর্থন করেন।

গত ২৬শে জানুয়ারী তোপচাঁচিতে "স্বাধীনতা দিবস" অতি উৎসাহের সহিত সমাধা হইয়াছে। প্রাতেঃ ঠিক ৮টার সময় কংগ্রেস কর্ম্মিগণ সকলে সমবেত হইয়া তোপচাঁচি স্বরাজ ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ১০টার সময় নিজ নিজ গৃহে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হয়। কয়েকজন কংগ্রেস কর্ম্মি ২টা পর্য্যন্ত সন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহে ২৪ জনকে কংগ্রেস সদস্য ভুক্ত করেন। বৈকাল ৩টা হইতে অনেক দূরবর্ত্তী গ্রামস্থ লোকজন সভায় উপস্থিত হইতে থাকে এবং ৫টা পর্য্যন্ত বিপুল জন সমাগম হয়। বৈকাল ঠিক ৫টার সময় সভায় ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ঘোষণা বাণী পঠিত হয় এবং উপস্থিত সকলে হাত তুলিয়া উহা সাদরে গ্রহণ করেন। উক্ত ঘোষণার বিরুদ্ধে হাত তুলিতে বলা হইয়াছিল কিন্তু কেহই হাত তোলেন নাই। জনগণের মধ্যে অত্যন্ত হর্ষ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। ———

কোল ফিল্ডস্ ট্রেড্স এসোসিয়েশনের চেষ্টায় গত ২৬শে জানুয়ারী ঝরিয়ায় "স্বাধীনতা দিবস" খুবই উৎসাহের সহিত পালিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে পুলিশ নোটীশ দ্বারা জারী করে যে "লাইসেন্স" ব্যতীত কেহ কোনও শোভাযাত্রা বা জনসভা করিতে পারিবে না কিন্তু "ঝরিয়া ছাত্র সমিতি" কংগ্রেস কর্ম্মীদের ভয় ও পুলীশের নোটীশে ভীত হয় নাই, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তা সহকারে স্বাধীনতা দিবস, প্রতিপালন করিতে বদ্ধ পরিকর হয়, এবং কার্য্য তালিকার নির্দ্দেশ মত সমস্তই পরম উৎসাহের সহিত প্রতিপালন করে, তাহারা প্রাতঃকালে ৮টার সময় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছিল, বৈকালে ৩টায় ছাত্রগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয় পরে জন সাধারণ তাহাতে যোগদান করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহিত করে। তাহারা সময়োপযোগী স্বরচিত একটী জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এবং জাতীয় পতাকা হস্তে "বন্দেমাতরম্" "স্বাধীন ভারতকী জয়" এবং "সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাউক" ইত্যাদি ধ্বনিতে রাজপথ মুখরিত করিয়া সমস্ত সহর পরিভ্রমণ করে, অতঃপর শোভাযাত্রা "তিলক ভবনে" উপস্থিত হয় এবং সেখানে বৈকালে ৫টায় বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। তাহাতে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব যথাক্রমে হিন্দিতে ও বাংলায় ঘোষিত হইলে পর সকলে হস্তোত্তলন দ্বারা ইহা সমর্থন করে এবং জাতীয় পতাকা অভিবাদন করতঃ সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করে। ঐ দিবস "তিলক ভবনে" ও "ছাত্র সমিতির আফিসে" সমস্ত দিবস ব্যাপী জাতীয় পতাকা উড়িয়াছিল। পুলিশ বাহিনী সর্ব্বক্ষণই শোভা যাত্রার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল কিন্তু কোনও প্রকার বাধা দান করে নাই। ———

গত ২৬শে জানুয়ারী মধুতটী কিশোর সঙ্ঘের চেষ্টায় মধুতটী গ্রামে উৎসাহের সহিত পূর্ণ স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। স্থানীয় কিশোর ও ছাত্রগণ সমবেত হইয়া উচ্চ বন্দেমাতরম্ ধ্বনির সহিত স্থানীয় দুর্গা মণ্ডপ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে "স্বরাজ" পতাকা উত্তোলন করেন। বৈকালে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করতঃ স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী পাঠ ও বক্তৃতাদি করিয়া সন্ধ্যায় সভা ভঙ্গ করেন।

এই সূত্রে এখানে বেশ একটু প্রাণের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল।

ধানবাদ, মণিডাঙ্গা, রঘুনাথপুর, বরাবাজার, বাম্নী, তুলিন, হুটমুড়া, বাঁদোয়ান, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে "স্বাধীনতা দিবস" অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ পরসংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, স্থানাভাবে এবার সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করা গেল না। ধানবাদে ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নোটীশ জারী হইয়াছিল। বলরামপুর, ঝালদা, বাঁদোয়ান প্রভৃতি স্থানে পুলিশের ভয় প্রদর্শন সত্বেও অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিদায়বাণী—আগামী ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতময় উৎসব হইবে—তৎপূর্ব্বে আমাদিগকে দণ্ডিত করিয়া জেলে পাঠান হইল; ইহা শুধু ঘটনাচক্রে নহে ইহার বিশেষ কারণ আছে।

হয়ত সরকারের বিশ্বাস ২৬শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে আমাদিগকে জেলে পাঠাইলে স্বাধীনতা দিবস উৎসবে বাধা পড়িবে।

আমি কলিকাতার অধিবাসিগণকে অনুরোধ করিতেছি যে আমাদের অনুপস্থিতিতেও যেন পূর্ণ স্বরাজ-দিবস যথোচিতরূপে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের অনুপস্থিতি যেন উহার কিছুমাত্র বাধার সৃষ্টি না করে বরং তজ্জন্য অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া সকলে, উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করুন।

আলিপুরে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, এন, মুখার্জ্জীর আদালতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত প্রমুখ নেতাদের ও কংগ্রেসকর্ম্মীদের বিচারের রায় গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হইয়াছে। যথারীতি ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছে এবং রাজদ্রোহ অপরাধে প্রত্যেকের এক এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

রাজবন্দীদিবস উপলক্ষে গত ১১ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে এক শোভাযাত্রা বা মিছিল বাহির হইয়াছিল। উক্ত মিছিলের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাঃ যতীন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত, সম্পাদক শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম রায়, দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ গুপ্ত, কলিকাতা দক্ষিণ যুবসঙ্ঘের শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, নওজোয়ান সভার শ্রীযুক্ত প্রেম সিংহ প্রেম ও শ্রীযুক্ত বলবন্ত সিংহ পরদেশী রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র বিশী এবং বিজয়কৃষ্ণ বসু ও তাঁহাদের সহিত আসামী শ্রেণীভুক্ত ছিল কিন্তু বিচারকালে তাহারা ক্ষমা প্রকাশ করায় তাঁহারা মুক্তি পান। সুদীর্ঘ তিন মাস এই মামলার বিচার চলে। গত বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারটার সময় মামলার রায় বাহির হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের প্রত্যেককে এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ঐ দিন বেলা ১০টা হইতে অসংখ্য পুলিশ, কনেষ্টবল, সার্জ্জেণ্ট এবং গুর্খা আদালত প্রাঙ্গনে হাজির হয়। আদালতের ভিতরেও রিভলভার ও যাঠি লইয়া পুলিশ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ ঐ দিন আদালতকে সেনাবেড়াতে পরিণত করিয়াছিল। সহস্র সহস্র উৎসুক দর্শক আদালত প্রাঙ্গণে বিচার ফল নিশ্চিত জানিবার জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। বেলা ১১॥ টার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কমিশনের সহিত আদালতে প্রবেশ করেন তখন বিপুল জনসমুদ্র "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক ও সাম্রাজ্যবাদ নিপাত হউক" ইত্যাদি ধ্বনি করিতে থাকেন। অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট রায় দেন। আসামীরা সহাস্য বদনে দণ্ডাদেশ শ্রবণ করেন।

তাঁহাদিগকে জামীনে মুক্তি দিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। সরকারী তরফ হইতে এই আপত্তি করা হয় যে—আগামী ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস', ঐ দিন কি হইবে বলা যায় না।

বিচারক মিঃ পীয়ারসন ও প্যাটারসন দণ্ডিত নেতাদের নিকট এই প্রতিশ্রুতি চান যে তাঁহারা আপীলের শুনানী না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ আন্দোলনের উদ্যোগ বা কোন শোভাযাত্রা বা সভায় যোগদান করিবেন না। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতারা ঐরূপ সর্ত্তে রাজী হন নাই। সুতরাং তাঁহাদের জামীনের আবেদন অগ্রাহ্য হয়। ঐরূপ সর্ত্তে শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম রায়, সত্যভূষণ গুপ্ত, বিনয়েন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, প্রেম সিং প্রেম ও সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে সম্মতি দেন; কিন্তু পরে তাঁহারাও অসম্মত হইয়া জেলে গমন করেন।

সমাগত জনসমুদ্র নির্য্যাতিত নেতাদিগকে ফুলের মালা দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় একত্রিশ জন শ্রমিক নেতার সোমবার দায়রায় বিচার আরম্ভ হইবার কথা। দায়রার জজ মিঃ আর, ইয়র্ক তাঁহাদের বিচার করিবেন। কোন কোন আসামী তাহাতে জুরীর সাহায্যে বিচার হয় তজ্জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে দরখাস্ত করিবেন।

বন্দবিলায় আইন অমান্য করিবার আয়োজন পূর্ণভাবে উৎসাহের সহিত চলিতেছে। সরকার সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সভা ইত্যাদির অধিবেশন বন্ধ করিয়াছে। এই ধারা অমান্য করার অপরাধে অনেক কর্ম্মীকে বন্দী হইতে হইয়াছে। বাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মৌলবী জালালুদ্দীন হাসেমীকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি জামীনে খালাস পাইয়াছেন। পুলিশ যাহাতে বাহিরের লোক বন্দবিলায় যাইতে না পারে তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। মোটর বাসের চালকগণকে বন্দবিলাগমনেচ্ছু বিদেশী লোককে লইয়া যাইতে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছে। পুলিশের হাতে বাস চালকদের অত্যাচারের আশঙ্কা আছে। জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। মুসলমানদিগকে ভুলাইবার জন্য মোল্লাদিগকে বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে তাহারা নিত্য নূতন ফতোয়া জারী করিতেছে। কিন্তু তাহাতে গ্রামবাসী বিচলিত হন নাই। সভা বন্ধ হইবার আইন জারী হওয়া সত্বেও মোল্লাদের এবং জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের তত্বাবধানে সভা হইতেছে। তাহাতে আইন অমান্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহাতে বাধা না দিয়া পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। কিন্তু এই সকল বিরুদ্ধ আন্দোলনে কোন ফল হইতেছে না গ্রামবাসীরা আদৌ বিচলিত হইতেছেন না। তাঁহাদের বহুমূল্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া লইয়া যাইতেছে, গ্রামবাসীরা অবিচলিতচিত্তে সম্পূর্ণ অহিংস থাকিয়া সমান উৎসাহে আইন অমান্য করিয়া চলিতেছেন।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাপতি শ্রীযুক্ত প্যাটেল আদেশ দিয়াছিলেন যে ব্যবস্থাপক সভাগৃহে পুলিশ প্রহরী থাকিবে না। তবে ২।১ জন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী সভাগৃহে থাকিতে পারেন—কিন্তু গৃহ রক্ষার কার্য্যে তাহারা বা কোন পুলিশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিবে না। সরকার ও দিল্লীর চিফ কমিশনর এই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অ্যাসেম্বলী গৃহে পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সভাপতি প্যাটেল সভার বর্ত্তমান অধিবেশনের প্রারম্ভে সরকারের এই কার্য্যের প্রতিবাদ জন্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ব্যতীত যাবতীয় সরকারী বেসরকারী দর্শকগণকে সভাগৃহ হইতে চলিয়া যাইতে বলেন, সভাগৃহ হইতে সকলে চলিয়া গেলে পর তিনি সভার কার্য্য চালাইতেছেন। সরকারী সদস্য এবং ইউরোপীয় সদস্যেরা ইহাতে সভাপতির উপর বিষম চটিয়া যান। জনৈক ইউরোপীয় সদস্য সভাপতির উপর অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আনয়ন করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু সমর্থন না পাইয়া তাহা তুলিয়া লইয়াছেন। একে কংগ্রেসের সদস্যগণ পদত্যাগ করিয়াছেন তাহার উপর বাহিরের লোককে সভা হইতে বাহির করিয়া দেওয়ায় পরিষদ গৃহ মরুভূমির মত দেখাইতেছে, বড়লাটের সহিত আলোচনা হইয়া এই ব্যাপারের চরম নিষ্পত্তি হইবে—ফলে হয় সভাপতিকে পদত্যাগ করিতে হইবে অথবা সরকারকে পরাজয় স্বীকার করিয়া পুলিশ প্রহরী তুলিয়া লইতে হইবে।

ঘোষণা

গত ২৬শে জানুয়ারী "স্বাধীনতা দিবসে" নিম্নলিখিত ঘোষণা ভারতের সর্ব্বত্র পঠিত ও গৃহীত হইয়াছে :—

(নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির ইংরাজি ঘোষণার অনুবাদ)

আমরা বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর অপর যে কোন জাতির ন্যায় ভারতীয়গণেরও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিবার, নিজ শ্রমলব্ধ ফল ভোগ করিবার এবং জীবন ধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইবার অলঙ্ঘনীয় অধিকার আছে। ভারতীয়গণের জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্যই এই সকল অধিকারের প্রয়োজন। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোন শাসন-তন্ত্র কোনও জাতিকে এই সব অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করে তাহা হইলে সেই জাতির ঐ শাসন-তন্ত্রের পরিবর্ত্তন অথবা বিলোপ সাধন করিবার অধিকারও আছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন-তন্ত্র কেবল যে ভারতীয়গণকে স্বাধীনতা হইতেই বঞ্চিত করিয়াছে তাহা নয়, ভারতের জনমণ্ডলীর শোষণের উপরেই তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়া ভারতের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার, শিক্ষা-দীক্ষার এবং ধর্ম্ম জীবনের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। অতএব আমরা বিশ্বাস করি যে, ব্রিটেনের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করা ভারতের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অর্থনৈতিক দিক হইতে ভারতের সর্ব্বনাশ সম্পূর্ণরূপেই সাধিত হইয়াছে। ভারতীয়গণের নিকট হইতে যে রাজস্ব সংগ্রহ করা হয় তাহার পরিমাণ তাহাদের আয়ের অনুপাতে অত্যন্ত অধিক। আমাদের দৈনিক আয় গড়ে ৭ পয়সা (ইংলণ্ডের ২ পেনীরও কম) এবং ট্যাক্সের যে গুরু ভার আমাদের বহিতে হয় তাহার মধ্যে শতকরা ২০৲ টাকাই আদায় হয় জমীর খাজনা বাবতে—এই টাকাটা আসে চাষীদের নিকট হইতে; মোট রাজস্বের শতকরা ৩৲ টাকা আদায় হয় লবণ কর বাবতে—দেশের নিরন্ন দরিদ্র প্রজাকুলের উপরেই এই করের বোঝাটা বেশী করিয়া পড়ে।

চরকায় সুতা কাটা প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পের ধ্বংস সাধন করা হইয়াছে, ফলে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ৪ মাস কাল আমাদের কৃষকদের বেকার বসিয়া কাটাইতে হয়—গৃহ-শিল্পের অভাবে তাহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্যও কমিয়া আসিতেছে। অপরাপর দেশের ন্যায় আমাদের দেশে এই সকল নষ্ট শিল্পের পরিবর্ত্তে অপর কিছুরই ব্যবস্থা করা হয় নাই।

শুল্ক এবং মুদ্রা প্রচলন যেরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহার ফলে কৃষককুলের করভার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশে আমদানী পণ্যের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যজাতের পরিমাণই সমধিক। শুল্ক সংগ্রহের যে ব্যবস্থা বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে তাহাতে ইংলণ্ডের পণ্য প্রস্তুতকারীদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন সুপরিস্ফুট। এই উপায়ে যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় জনসাধারণের করভার লাঘবের জন্য ব্যয়িত না হইয়া তাহা শাসন-যন্ত্রের অসঙ্গত ও অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মুদ্রা-বিনিময়ের (বাট্টার) হার নির্দ্ধারণ ব্যাপারে যে কারসাজি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা আরও অসঙ্গত। এই অসঙ্গত ব্যবস্থার ফলে কোটী কোটী টাকা আমাদের দেশ হইতে শোষণ করা হইতেছে।

ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যত হীন হইয়াছে, পূর্ব্বে আর কখনও সেইরূপ হয় নাই। যে সব শাসন-সংস্কার প্রচলিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনটীই প্রজাসাধারণকে প্রকৃত রাজ নৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করে নাই। আমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি তাঁহাকেও বিদেশী শাসকের সম্মুখে নত হইতে হয়। স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিবার এবং পরস্পরের সহিত অবাধে মিলিত হইবার অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। অধিকন্তু, আমাদের স্বদেশবাসিগণের মধ্যে অনেকে দূর দূরান্তর নির্ব্বাসনে কালযাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন—মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আসিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। আমাদের রাজ্য-পরিচালন শক্তি দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে কারণ শাসন-যন্ত্রে সামান্য আমোপদ এবং কেরাণীগিরি লইয়াই জনসাধারণকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

শিক্ষা-দীক্ষার দিক হইতে দেখিতে গেলে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির ফলে আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন গৌরবময় জাতীয় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। যে শৃঙ্খলের বন্ধনে আজ আমরা বদ্ধ, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি সেই শৃঙ্খলকেই গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করিতে আমাদের শিক্ষা দিয়াছে। নীতির দিক হইতে দেখিলে, বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্র সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে নিরস্ত্র হইতে বাধ্য করিয়া কাপুরুষ করিয়াছে। ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের অধীনে রাখিবার জন্য এ দেশে বৈদেশিক সেনাবাহিনী রক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের প্রতিরোধ শক্তিকে এরূপভাবে খর্ব্ব করা হইয়াছে যে, আমরা এখন মনে করি—আর আমরা নিজেদের কাজ নিজেরা করিয়া লইতে পারি না, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার আর আমাদের সামর্থ্য নাই, এমন কি দস্যু, তস্কর এবং দুর্ব্বৃত্তদের কবল হইতে আমাদের গৃহ ও পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত আমাদের লোপ পাইয়াছে!

যে শাসনে দেশের এই চতুর্ব্বিধ শোচনীয় দুর্দ্দশা সম্ভব হইয়াছে তাহার অধীনতা আর স্বীকার করিলে কেবল যে মনুষ্যত্বের অবমাননাই করা হইবে তাহা নয়, ভগবানের নিকটেও আমাদের অপরাধী হইতে হইবে। আমরা একথা স্বীকার

করি যে, হিংসার পথ আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের প্রকৃষ্ট পথ নহে। সুতরাং আমরা যতদূর সম্ভব ইংরাজ সরকারের সহিত সর্ব্বপ্রকার স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়া আইন অমান্য ও সরকারী ট্যাক্স প্রদান বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইব। আমাদের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস, উত্তেজনার কারণ সত্ত্বেও হিংসার আশ্রয় না লইয়া যদি আমরা কেবল ইংরাজ সরকারকে ইচ্ছাকৃত সাহায্য দানে বিরত হইতে এবং সরকারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিতে পারি তাহা হইলে এই অমানুষিক শাসনের অবসান অবধারিত। অতএব আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি যে, ভারতে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সময়ে সময়ে যে যে নির্দ্দেশ দিবেন তাহা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব।

মানভুম জেলা কংগ্রেস কমিটি

স্বাধীনতার আহ্বান।

(জনৈক ছাত্র)

আজ ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার আহ্বান এসেছে ; যেমন ক'রে একদিন আমেরিকার হৃদয়ে এসেছিল।

এই ডাক বিশেষ ক'রে ছেলেদের প্রাণে ঝঙ্কার তোলে, তাদের মুমুক্ষু তরুণ প্রাণ কিছুতেই বদ্ধকারার আবেষ্টনির মধ্যে থাকতে চায় না ; চায় মুক্তি—চায় বাধাহীন অচঞ্চল গতি, চায় বিশ্বের সাথে আপনার স্বাধীন প্রাণ মিশিয়ে দিয়ে জীবনের চরম ও পরম জয় যাত্রার পথে দুর্ব্বার গতিতে চ'লতে। এই মনোভাব, এই আদর্শই স্বাস্থ্যবান, মনুষ্যত্ব পূর্ণ ছেলেদের লক্ষণ ; অন্যথা এই মনোভাবহীন ছেলেরা 'ভাল ছেলে' (?) ব'লে পরিচিত হ'তে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে, মনের স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত, অসুস্থ এবং পৃথিবীর মানব সমাজের দিক হ'তে তাদের বেঁচে থাকা প্রয়োজনহীন ও অনিষ্টকর ;—শুদ্ধ কুকুর বিড়ালের দল বৃদ্ধি করা মাত্র। তাই তাদের আমাদের ব'লবার কিছুই নেই—চাই সেই ছেলেদের, যারা জীবনটাকে শুদ্ধ মাত্র পরের দাসত্ব ক'রে বাঁচিয়ে রে'খে কতকগুলি অপগণ্ড, অপদার্থ, মেষ শাবকের জন্মদান করে একদিন গোপনে পরপারে যাত্রা ক'রতে রাজি নয় ও কাম্যও নয় ব'লে বিবেচনা করে ;—অপরদিকে মানব জীবনের একমাত্র আদর্শ ও কাম্য, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা ক'রে চরম-সার্থকতা লাভ ক'রতে চায়।

আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রামের মহা আহ্বানে তারা কি পূর্ব্বের ন্যায় পরম উপেক্ষাভরে বদ্ধকারার মধ্যে ব'সে থাকবে ? না, নিজের বদ্ধপ্রাণ মুক্ত করার জন্য একবার লৌহ কপাট ভেঙ্গে উন্মুক্ত গগণতলে এসে মুক্তি পথের পথিক হ'তে চেষ্টা ক'রবে ? বিশ্বচরাচরের প্রতি প্রাণীই যে, স্বাধীনতার জন্য সৃষ্টির আদিমকাল হ'তে সংগ্রাম কচ্ছে, সেই স্বাধীনতা কি আমাদের ছেলেদের কাছে একটা হুজুকও বিদ্যাশিক্ষার পারিপন্থি বলে বিবেচিত হ'বে ? বিশ্বজনের পরম কাম্য মানব প্রাণের সহজ প্রেরণা, যে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, তাকি তাদের বিদ্যাভ্যাসের অবকাশে একদিন এসে জগৎ সমক্ষে তারা প্রকাশ করতে পারবে না ?

তারা কি প্রাণের সেই সহজ স্বতঃপ্রনোদিত মহান আকাঙ্ক্ষাকে একটা মিথ্যা ভয়ে ও শিক্ষার ছলে হত্যা করিতে চায় ? এটা আত্মহত্যারই নামান্তর।

স্বাধীনতা যদিও কোন ব্যক্তি বিশেষের অপেক্ষা করে না, কারণ এটা কোন একটা ব্যক্তির মন গড়া বস্তু নয় ; ইহা জীবের চিরন্তন সহজ কামনা। কিন্তু জগতের কোন দেশের ছেলেরাই এরূপভাবে মানবের পরম ধন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করে দাসত্বের শৃঙ্খলকে, বিনা বাধায় সুবোধ বালকের মত বরণ ক'রে লয় নাই ; বরং সকল যুগে সকল দেশেই ছাত্রদলই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ-পণ সংগ্রাম করেছে ; উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বপ্রথমে ঘোষণা ক'রেছে "স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার"। পৃথিবীর সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করে, সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ তুচ্ছ ক'রে পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম ক'রে, এই মুক্তিকামী ছাত্রের দলই মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মাতৃমন্ত্রের পূজা ক'রবার জন্য উন্মত্ত আবেগে ছুটে গিয়েছে। ছেলের দল কখনো নিজেদের লাভ ক্ষতি হিসাব করে না, ফাঁসী, দ্বীপান্তর গ্রাহ্য করে না ; তারা কেবল অনুভব করে অন্ধকারার অন্ধকারে নির্য্যাতনের রুদ্রদেবতার পাষাণ পেষণ। রক্ত তাদের তাজা, মন তাদের তরুণ হৃদয় তাদের বিশাল—তাই তারা সকল বাধা তুচ্ছ ক'রে, মানবের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার জন্য মরণকে বরণ করে একান্ত বেহিসাবির ন্যায় বিপদ তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে থাকে। তারা প্রাণে প্রাণে, শিরায় শিরায়, প্রত্যেক রক্ত বিন্দুতে অনুভব করে পরাধীনতার তীব্র জ্বালা অপমান;—তারা অনুভব করে স্বাধীনতাহীন হ'য়ে মানুষ বাঁচার, মত বেঁচে থাকতে পারে না, বাঁচা উচিৎ নয়, কাম্য নয়,—তার চেয়ে মরণ সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর ও আনন্দময়। তাই তারা মরণ ভয়ে ভীত না হ'য়ে, সাধকের মত অধীর আনন্দে মুক্তি যজ্ঞের কালানলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার রক্তরাঙ্গা শিখাকে মুক্তির অরুণকিরণ ব'লে মেনে নেয়।

যে রুশিয়া আজ উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠেছে, যার

ভয়ে আজ অর্থলোলুপ অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদীগণ কম্পমান, যারা আজ জলদ মন্ত্রে ঘোষণা ক'রছে স্বাধীনতায় উচ্চ নীচের সমান অধিকার ; তার মূলে এই ছাত্রদলেরই তাজা রক্ত, ছাত্রদলের আত্মত্যাগে তা সম্ভব হয়েছে। রুষিয়ার এই ছাত্রবিপ্লবে দেখতে পাই রুশিয়ার ছেলের দল ভারতের ছেলেদের মত রাজতন্ত্রের কঠোর নিষ্পেষণে, সকলের উপর, তাদের প্রাণের ধন স্বাধীনতা হারিয়ে, উদাসীনভাবে বসে পরাধীনতার নির্য্যাতন উপেক্ষা ক'রে রাজভক্ত সেজে নিজেদের উদর পূর্ত্তির চিন্তায় বিভোর ছিল না—এই মুক্তি যজ্ঞে তারাও আহুতি দিয়েছে।

আজ জাতির বুকে জাগরণের, স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার যে স্পন্দন দোলা দিয়েছে, তা হ'তে যে সকল নবীন প্রাণ অব্যাহতি পেতে চেষ্টা ক'রে তারা হয় স্থবির নয়তো মনুষ্যত্ববিহীন, ঐ যে অসীম নীল আকাশের মাঝে ছোট নীল পাখীটি তার চঞ্চল গতিতে, মনের অনাবিল আনন্দে অবিশ্রান্ত গান গেয়ে, মুক্ত স্বচ্ছন্দ গতিতে অজানা দেশের পানে ছুটে চ'লেছে তার ঐ স্বাধীন, বাধাহীন গতি, মুক্তির গান ছেলেদের নবীন হৃদয়ে কি মুক্তির উন্মাদনা জাগায় না?

ভারতের ছেলেদের হৃদয় কি সেই মহান ভাবের ক্ষণিক স্পন্দন ও জাগে না? স্বাধীনতার ব্যাকুল আহ্বান ক্ষণিকের তরেও কি ক্ষীণ ঝঙ্কার তোলে না? যে যৌবন আপনার মধ্যে অনন্ত শক্তির স্ফুর্ত্তি অনুভব করে মানবের নিস্বার্থ কল্যাণে নিষ্কামভাবে নিযুক্ত হ'য়ে আপনাকে জগতের মাঝে বিলিয়ে দিতে পারে না তার, প্রয়োজন কি?

ভারতের ছেলেরাও ত' জগতের ছেলে হ'তে পৃথক নয়, তাদের সকলের মনোবৃত্তি যে এক তারে এক সুরে বাঁধা, এক স্থানে আঘাত ক'রলে যে সব স্থলেই বেজে ওঠা উচিৎ। এখানেও ত' যতীন দাস, কানাইলাল ছিল'। এদেশেও তো স্বেচ্ছাতন্ত্রের রুদ্রবিভীষিকা চলার গতিকে এতটুকুও ছন্দহীন ক'রতে পারেনি, শাসকের ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টি, উন্মাদ গর্জ্জন সব উপেক্ষা করে ভারতের স্বাধীনতাকামী ছেলেগুলি বরাবর নির্ভীক, অচঞ্চল হৃদয়ে শাসনের সমস্ত আঘাত বুক পেতে নিয়েছে?

বন্ধু! তোমরাও ত' সেই দেশেরই ছেলে' তোমাদের হৃদয়ে তো তাদের মতই একই অনুভূতি বিরাজিত ; তবে কেন তোমরাও সকলের সাথে জাতির ধর্ম্মপীড়ার জন্মগত অধিকারের বাণী আজ মুক্তকণ্ঠে জগতের দরবারে ঘোষণা করছো না? গৃহকোণের স্বপ্ন, আর ভীরুতা ছেড়ে তুমি তোমার বিশাল হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করে একবার বাহিরের দিকে তাকাও, আজ মিথ্যা কলঙ্কিত দাসত্বের গান বন্ধ করে, মুক্তির মহামন্ত্র উচ্চারণ কর! হৃদয়ে হৃদয়ে কালাগ্নি জ্বাল, সেই আগুনে দাসত্ব জ্বলে যাক্ প্রাণ, বিশুদ্ধ, পবিত্র হ'য়ে নূতন হৃদয়ের আদিম কামনা স্বাধীন-আনন্দ উপভোগ ক'রে জীবনের পূর্ণতার দিকে অচঞ্চল গতিতে জয়যাত্রা করুক।

— —

That Progress Proves Popularity

is strikingly exemplified by the present day position of the

ORIENTAL

INDIA'S GREATEST LIFE ASSURANCE COMPANY.

PROGRESS

NEW BUSINESS		PREMIUM INCOME	
1925	Rs. 296 Lakhs	1925	Rs. 93 Lakhs
1926	„ 391 „	1926	„ 106 „
1927	„ 468 „	1927	„ 122 „
1928	„ 585 „	1928	„ 140 „

POPULRITY PROVIDES PROGRESSIVE PROFITS

Bonuses Declared on Whole Life Assurance Policies

1921 Rs. 10 { per Rs. 1000 per Annum | 1924—Rs. 22½ 1927 „ 25 } per Rs. 1000 per Annum

THEREFORE

WHEN SELECTING YOUR LIFE ASSURANCE COMPANY FOR A FIRST OR AN ADDITIONAL POLICY

IT WILL PAY YOU

To come to this Popular and Progressive Office.

For full particulars apply to :—

The Branch Secretary, Oriental Assurance Buildings, 2 & 3, Clive Row, Calcutta

or

The Sub-Brnch Secretary Oriental Life Office, Exhibition Road, Patna or The Organiser Oriental Life Office Kachhery Road, Ranchi

or Mr. S. L. Roy, Organiser of Agencies, Rangapur.

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে মফস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

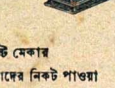

সকল রকম গ্রামোফোন সকল ভাষায় রেকর্ড ও তাহার সরঞ্জাম আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন ও উচিত মূল্যে পাইবেন।

যে কোন প্রকার বাজনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মেকার অতি সুলভ মূল্যে আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

"বীণা অর্গ্যান" হারমোনিয়ম সুমধুর স্বর ও স্থায়িত্বের জন্য—প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আবশ্যকীয় দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এম এল সাহা

সর্ব্বপ্রধান গ্রামোফোন, বাদ্যযন্ত্র, ফটোসিনেমা, রেডিও ও সাইকেল বিক্রেতা।

৫।৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও ৭।১ সি লিণ্ডসে ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস :—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর

১৯২৮ সালে নূতন বীমা ১,০০,৩৪,৪০০ টাকা

১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয় ২৫,৫০,৪৭০ টাকা

মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে ৬২,০০,০০০ টাকার উপর

মোট স্থিত ও সংস্থান ১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

ফর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এ-আই (লণ্ডন)

কলিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট সমূহের চীফ এজেণ্ট,

আসনসোল, E. I. Ry.

সঙ্গীতে যুগান্তর

গান শিখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। অনেকে মনে করেন যে, গান করিবার শক্তিটা বুঝি ভগবৎ দত্ত কিন্তু এ বিশ্বাস ভুল। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চেষ্টা করিলে প্রত্যেকেই ভাল গায়ক হইতে পারিবেন।

এই উদ্দেশ্যে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। আপনার কণ্ঠস্বর কর্কশ থাকিলে আমরা সুমিষ্ট করিয়া দিতে পারি। আপনার স্বর ক্ষীণ থাকিলে তাহা জোরাল করিয়া দিতে পারি। এ সম্বন্ধে জানিতে হইলে (Secy, Music and Voice culture Institute.) এই ঠিকানায় পত্র লিখুন অথবা নিজে আসিয়া দেখা করুন। ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এই সর্ব্বপ্রথম। এখানে সর্ব্বপ্রকারের বিশুদ্ধ বাংলা, হিন্দি, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, ভজন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা মফঃস্বলে যাইয়া শিখাইবার বন্দোবস্তও করিয়াছি। আমাদের প্রণালীতে গান শিখিতে আরম্ভ করিলে আপনি ৮।১০ দিনের মধ্যেই আপনার কণ্ঠের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন এবং ৭।৮ বৎসরের বালক বালিকা হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। আমরা ইহার গ্যারাণ্টি দিতে পারি।

পুরুলিয়া সহরে বাড়ীর মেয়েদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া গান শিখাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করুন

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত

MUSIC & VOICE CULTURE INSTITUTE.

পুরুলিয়া।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

গিনি হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটি গিনি সোনার অলঙ্কার চান?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত "কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গড়নও উৎকৃষ্ট।

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল। উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

পুপুন কী-আশ্রমে মেলা

আগামী ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন চাস থানার অন্তর্গত পুপুনকী আশ্রমে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে তিন দিবস ব্যাপী বিরাট মেলা বসিবে। এই মেলাতে বিশ হাজারের উপরে লোকের সমাবেশ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই মেলা উপলক্ষ্যে যাহাতে দেশ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার স্বদেশীয় বস্ত্র, খদ্দর, তসর, শিল্ক ও অপরাপর শিল্প দ্রব্যের সমাদর বৃদ্ধি পায় তাহাই আমাদের বিশেষ অভীপ্সিত। মানভূমের প্রত্যেক স্থানের ব্যবসায়ী দিগকে আমরা এই মেলাতে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত যাহারা নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকাদি প্রদর্শন করিয়া বা রাধাচক্র (নাগর দোলা) প্রভৃতি দ্বারায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেও এই মেলাতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। ইতি নিবেদক—

শ্রীসরলানন্দ ব্রহ্মচারী

তরুণের অভিযান সফল করুন, তরুণের জয়যাত্রার গান দিকে দিকে নন্দিত হউক,
প্রকৃতির দান সকলে সম্ভোগ করিয়া সুস্থ, সুন্দর হউন।

ইয়ংমেনস্ সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস্

(রেভ্ ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম. এ, ডি, ডি, মহাশয়ের সহানুভূতিতে)

বাংলার জাগ্রত তরুণ শক্তির মূর্ত্ত প্রতিষ্ঠান। যুবকগণের এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা, দেশের শিল্পকলা জাগাইয়া তোলা, তরুণ শক্তিকে আশায় আনন্দে উদ্দীপ্ত করা দেশ সেবারই ভিন্ন ধারা।

ঘ্রাণে মুগ্ধ ব্যবহারে তৃপ্ত স্নানান্তে পবিত্র আমাদের

সুশ্রী

সাবান চর্ম্মরোগ দূর করিয়া শরীরে শক্তি, মনে স্ফুর্ত্তি, দেহে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে। দেখিতে নয়নাভিরাম গন্ধে অনুপম।

সকল প্রকার কাপড় অল্প পরিশ্রম ও ব্যয়ে পরিষ্কার করিতে

সুশ্রী

সতাই উৎকৃষ্ট।

ইহা ছাড়া নির্ম্মল, স্বরাজবল প্রভৃতি কাপড় কাচা সাবান, সুবাসিত খাঁটি কাঁচা তিল তৈল প্রস্তুত হয়।

তরুণের অভিযান সাফল্য-মণ্ডিত করুন।

ম্যানেজার—পোঃ তুলিন, মানভূম, বি, এন, আর।

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে এস বীর রাঘব আচারিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P.—85

বন্দেমাতরম

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার
২০শে মাঘ ১৩৩৬, ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০। } ৫ম সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র রসায়ন
শিশি ১৷৷০

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) রাঁচি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২৷৷০ টাকা, যাণ্মাসিক মূল্য—১৷৷০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভূতি

প্রার্থনা করে কেন ?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের জন্য ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

আর ভয় নাই!

৪০ দিনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত বা তজ্জাতীয় পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। কেবলমাত্র ঔষধের উপকরণাদি বা খরচ দিতে হয়। শীতকালে ব্যবহার্য্য। "হে ব্যাধিত আইস; অবিশ্বাস ত্যাগ কর; ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞাত হও"।

ডাক্তার—সতীশ চন্দ্র মণ্ডল

এইচ, এম, বি,

নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড নিম্নলিখিত খেয়াঘাটগুলি প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত করিবেন। ১৯৩০ সালের ২৪শে মার্চ্চ তারিখে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসে বেলা ৪½ টার সময় নিলাম আরম্ভ হইবে। বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে উক্ত অফিসে হাজির হইবেন।

১। চিনাকুড়া ফেরীঘাট
২। হিজুলী ফেরীঘাট
৩। মানিকুই ফেরীঘাট
৪। সরিয়াকুড়ি ফেরীঘাট
৫। সুবর্ণরেখা ফেরীঘাট
৬। ঘেড়াবেড়া দামোদর রাস্তার উপর দামোদর ফেরীঘাট
৭। মানবাজার কুইলাপাল রাস্তার উপর কুমারী ও যমুনা নদীর ফেরীঘাট।
৮। মানবাজার বাঁকুড়া রাস্তায় কাঁসাই নদীর ফেরীঘাট
৯। মানবাজার বান্দোয়ান রাস্তায় কুমারী ও তাপ্তা নদীর ফেরীঘাট
১০। মানবাজার বরাবাজার রাস্তায় কুমারী নদীর ফেরীঘাট
১১। হুড়া মানবাজার রাস্তায় কাঁসাই নদীর ফেরীঘাট
১২। ডুমুরসোল ফেরীঘাট

স্বাঃ শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়
চেয়ারম্যান,
ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মানভূম

মানভূম লাইট হাউস

পুরুলিয়া চকবাজার

এখানে সকল রকম গ্যাস বাতি, ঝাড়, গেট, সিড়ি বাতি, ডেলাইট, পার্ক লাইট, ও গ্যাস মসলা ইত্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় এবং ভাড়া দেওয়া যায়। কথার সার্থকতা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

প্রোঃ—
কৃষ্ণচন্দ্র ভগবানদাস

মুক্তির বিজ্ঞাপনের দর—

	প্রতিবারে
১ পৃষ্ঠা (২ কলম)—	১২৲
½ পৃষ্ঠা (১ কলম)—	৬৲
¼ পৃষ্ঠা (½ কলম)—	৩৲

৬ মাসের অধিককাল ব্যাপী বিজ্ঞাপন দিলে বিজ্ঞাপনদাতাগণের জন্য বিশেষ হারের ব্যবস্থা আছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—"মুক্তি"

WANTED

Candidates for Telegraph and Station Master's Classes.

Full particulars and Railway Fare Certificate on 2 annas stamp. Apply to :—

Imperial Telegraph College.
Nai Sarak, DELHI.

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"আমি আশা করি এই বৎসরের মধ্যে সমগ্র মানভূম জিলা হইতে বিদেশী বস্ত্র নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে—ঘরে ঘরে চরকা ও খদ্দরের প্রচলন হইবে—মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপদ্ধতির সাফল্যের জন্য মানভূমবাসী প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।"

—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সন ১৩৩৬ সাল ২০শে মাঘ সোমবার।

স্বরাজের স্বরূপ

"স্বাধীনতা দিবসে" ভারতের সর্ব্বত্র সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র নরনারী সমবেত হইয়া পূর্ণ স্বরাজ লাভের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহাদের সমগ্র সম্মিলিত শক্তি দ্বারা বর্ত্তমান সরকারের উচ্ছেদ সাধনে তাহারা ব্রতী হইবে। আমাদের মানভূমেরও বহু গ্রামের সহস্র সহস্র তথাকথিত অশিক্ষিত গ্রামবাসী পুলিশের ভয়-প্রদর্শন অগ্রাহ্য করিয়াও "স্বাধীনতা দিবসের" অনুষ্ঠানে ঐকান্তিক ভাবে যোগ দিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, বিদেশীর অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে তাহারা চায়। স্বাধীনতার আহ্বান তাহাদের প্রাণে যে সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য গভীর গবেষণার কিছু প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্র নানাভাবে তাহাদের যে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে—তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে বলিয়াই আজ তাহারা সকল ভয়-ভাবনা দূরে ফেলিয়া এই অসমসাহসিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। এই কার্য্যে অগ্রসর হইলে সরকারের নির্য্যাতন যে তাহাদের সহিতে হইবে তাহা তাহারা জানে, তবুও বর্ত্তমান অবস্থার অসহনীয়তাই তাহাদিগকে এই দুর্গম পথের পথিক করিয়াছে।

তাহারা বুঝিয়াছে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে, যাহারা বর্ত্তমানে তাহাদের পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা, তাহাদের হাত হইতে এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া নিজেদের হাতে লইতে হইবে। তখন সুখ-দুঃখের নিয়ন্ত্রণের ভার নিজেদের হাতে আসিলে যাহাতে জীবনটা সুখের হয়, যাহাতে পেট ভরিয়া দুই বেলা খাইতে পাওয়া যায়, প্রয়োজন মত লজ্জা নিবারণের জন্য একখানা বস্ত্র পরিতে পারা যায়, তৃষ্ণা পাইলে কাদা না খাইয়া জল পান করা যায়, অসুখে চিকিৎসার সুযোগ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে। মোটামুটি রকমে তাহারা ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়াছে কিন্তু স্পষ্ট ধারণা তাহাদের এখনও হয় নাই তাই স্বরাজের প্রকৃত রূপটা তাহাদের চক্ষের সম্মুখে পরিষ্কার করিয়া ধরা আবশ্যক, যাহাতে লক্ষের সুস্পষ্টতা তাহাদের গতির বেগকে দুর্ব্বার করিয়া তুলিতে পারে।

আজ আমাদের গ্রামবাসীরা এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝুক যে এই বিদেশী সরকার আমাদের উপরে যে প্রভুত্ব করিতেছে তাহা আমাদেরই প্রদত্ত অর্থের বলে। আমরা নানা ভাবে যে ট্যাক্সের টাকা সরকারকে যোগাইতেছি তাহা দিয়াই ভারতের বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করিয়া আমাদিগকে দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। আমাদেরই গায়ের-রক্ত-জল-করা টাকা দিয়া দেশের শান্তি রক্ষার অজুহাতে পুলিশ ফৌজ নিযুক্ত করিয়া আমাদের উন্নতির সকল প্রচেষ্টা খর্ব্ব করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। লবণ কর, ভূমির খাজনা, কোর্ট ফি, চৌকিদারী ট্যাক্স, ইনকাম্ ট্যাক্স, পণ্য-শুল্ক প্রভৃতি নানা আকারে এই অর্থ আমাদের নিকট আদায় করা হইতেছে। স্বাধীন দেশেও শান্তি রক্ষার জন্য এবং প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশ্যে ট্যাক্স আদায় করা হয় কিন্তু আমাদের দেশে এই ট্যাক্স আদায় করিয়া শান্তি রক্ষা ও আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা হয় তাহা চোখ খুলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আমাদের দেশের অধিবাসীদের জনপ্রতি দৈনিক আয় গড়ে সাত পয়সা মাত্র। এই আয়ের তুলনায় আমাদের নিকট হইতে সরকার যে ট্যাক্স আদায় করে তাহার অত্যন্ত বেশী। স্বাধীন দেশগুলিতে এইরূপ করা হয় না, কারণ সেখানে শাসন-যন্ত্র দেশের লোকদের দ্বারাই পরিচালিত হয়, তাহারা দেশের ভাই-ভগিনীদের উপবাসে রাখিয়া ট্যাক্স আদায় করিতে পারে না। আমাদিগকে অভুক্ত, নগ্ন অবস্থায় রাখিয়া আমাদের নিকট হইতে ট্যাক্সের আকারে যে অর্থ আদায় করা হয় তাহা দ্বারা আমাদের শাসনের জন্য এক সহস্র, দুই সহস্র, তিন সহস্র টাকা বেতনে বড় বড় পুলিশ কর্ম্মচারী, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি নিযুক্ত হয়। আমরা খাইতে পাই না, আমাদের শিশুগুলি একফোঁটা দুধের অভাবে অকালে হাজারে হাজারে মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথচ আমাদেরই টাকা দিয়া বড় বড় প্রাসাদে নবাবের হালে থাকিয়া ইহারা আমাদের শাসন করিয়া বেড়ায়। আর এই শাসনের নমুনাটাই বা কিরূপ ? আমাদের সুখ-দুঃখের কথা এই সব শাসকগণের গোচর করা যে কত কঠিন তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। ইহারা নিজেরা ত কোন খোঁজ খবর নিবেই না, যদিই বা দায়ে পড়িয়া ইহাদের শরণাপন্ন হইতে যাওয়া যায় তবে নিম্নতন কর্ম্মচারিবর্গের বূহ ভেদ করিয়া ইহাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। কোনও রকমে যদিই বা উপস্থিত হওয়া গেল তবে হুজুরদের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়াই চক্ষু স্থির! প্রজাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা শোনা—যেটা

তাহাদের কর্ত্তব্য যাহার জন্য ইহারা প্রজাদের গায়ের রক্ত শোষণ করিতেছে, তাহা করিয়া ইহারা যেন প্রজাদের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত কৃতার্থ করিয়া দেয়! দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার ব্যবস্থা যাহা হয় তাহা এক অন্তর্যামীই জানেন। প্রবল উৎপীড়কের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থী হইয়া যদি কেহ ইহাদের বিচারালয়ে উপস্থিত হয় তাহার অবস্থা শেষ পর্য্যন্ত যে কি হইয়া দাঁড়ায়, তাহার পরিচয় আমাদের এই জেলার অনেকের নিকটে আসামের চা-বাগানে গেলেই পাওয়া যাইবে।

পুলিশ ও চৌকিদার নিযুক্ত হয় দেশে শান্তি রক্ষা ও গ্রামবাসীদের নিরাপদ জীবনযাত্রার ব্যবস্থার জন্য। এই পুলিশ প্রভুগণ দেশের শান্তি রক্ষা ও নিরাপদ জীবনযাত্রার ব্যবস্থা যে কিরূপ ভাবে করে তাহার পরিচয়ের জন্য খুব বেশী অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইবে না। এই সে দিন ঝালদার সহরে বড় রাস্তার উপরে প্রকাশ্য দিবালোকে বহু লোকের সম্মুখে এক আততায়ী দেশকর্ম্মী সত্যকিঙ্করকে গুরুতররূপে আহত করিয়া তাঁহার অকাল মৃত্যু ঘটাইল। বহুলোক এই হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়াছে—এই হত্যার কারণ অনুসন্ধান করাও দুঃসাধ্য নয় তবুও এই হত্যার কোনরূপ কিনারা হইল না, হত্যার জন্য দায়ী যাহারা তাহাদের দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা ত দূরের কথা। অথচ সামান্য একটা সভা-সমিতি করিয়া দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা ও তাহার প্রতিকারের কথার আলোচনা করিবার ব্যবস্থা হইলে এই পুলিশ-পুঙ্গবেরা পঙ্গপালের মত আসিয়া বেড়িয়া ধরে, সভার আয়োজন পণ্ড করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে না। এই ত শান্তিরক্ষা! তারপর, চৌকিদারেরা গ্রামে গ্রামে চুরি-ডাকাতী বন্ধ করিবার যে ব্যবস্থা করে সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিয়া লাভ নাই। যে কোনও চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেই সে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিবে—তাহাকে কেন নিযুক্ত করা হইয়াছে। সে জানে গ্রামের চুরি ডাকাতি বন্ধ করিবার জন্য তাহার নিয়োগ হয় নাই, তাহার নিয়োগ হইয়াছে—বড় বড় কর্ম্মচারীদের ব্যক্তিগত ফরমাস খাটিবার ও তাহাদের আরামের ব্যবস্থার জন্য। এই ভাবেই ত' আমাদের গায়ের-রক্ত-জল-করা ট্যাক্সের টাকার সদ্ব্যবহার হইতেছে।

আজ যদি বিদেশীদের হাতে আমাদের দেশের শাসনের ভার না থাকিয়া আমাদের নিজেদের হাতেই থাকিত—আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই যদি আমাদের সুখ-সুবিধা বিধানের সকল ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে আমাদের এই দুর্দ্দশার অবসান যে এক দিনেই হইতে পারিত। আমাদের উপবাসে রাখিয়া এমন করিয়া আমাদের রক্ত শোষণও করা হইত না এবং আমাদের অবস্থা অনুযায়ী ট্যাক্স আদায় করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ হইত তাহা এমনভাবে উড়াইয়া না দিয়া যাহাতে আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর হইতে পারে—আমাদের অন্নাভাব ঘুচিতে পারে, আমাদের তৃষ্ণার জল, রোগে চিকিৎসা, আমাদের নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য শিক্ষা, আমাদের দেশের লুপ্ত শ্রী ফিরিয়া পাইবার জন্য শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে বেকারের অর্থোপায়ের ব্যবস্থা হইতে পারিত। এই ভাবে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যই, আমাদের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্যই আজ দেশে স্বাধীনতার প্রয়োজন।

স্থানীয় সংবাদ

মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী গত ২৬শে জানুয়ারী রঘুনাথপুরে "স্বাধীনতা দিবস" বিপুল উৎসাহের সহিত পালিত হইয়াছে প্রাতে ৮টার সময় জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ২শতাধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল। বৈকাল ৩টায় এক শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। শোভাযাত্রায় তিন চারিশত লোক যোগ দিয়াছিল। শোভাযাত্রা সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমণ করিয়া জাতীয় পতাকা তলে উপস্থিত হয়। বৈকালে ৫টায় এখানে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। রঘুনাথপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে বহু লোক আসিয়া এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দত্ত কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঘোষণা-পত্র পাঠ করেন। ঘোষণা পাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সকলে হস্তোত্তোলন দ্বারা ঘোষণা-পত্র সমর্থন করেন। বিপুল উৎসাহের মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়।

২৬শে জানুয়ারী রবিবার তুলিন যুবক সমিতির উদ্যমে তুলিনে স্বাধীনতা দিবস উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বেলা ৮টার সময় সভাস্থলে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। বেলা ১০টার সময় তুলিনের গ্রামবাসীগণ আপন আপন গৃহ পত্র পুষ্প দ্বারা সুশোভিত করে ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

৩টার সময় যুবক সমিতি শোভাযাত্রা বাহির করে, ও ৫টায় শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে বালিকা স্কুল প্রাঙ্গণে সভা হয়। সভাপতি মহাশয় কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঘোষণা-পত্র পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। পরে সকলে হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক ব্রিটিশ সম্পর্ক রহিত পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য ইহা জ্ঞাপন করে। তারপর সভাভঙ্গ হয়॥

গত ২৬শে জানুয়ারী মণিহারায় স্বাধীনতাদিবস যথারীতি পালিত হইয়াছে। প্রাতঃকাল ৮টার সময় এখানকার ৺গণেশ জননীর মন্দিরের প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। শ্রীযুক্ত গৌরকান্ত ভট্টাচার্য্য পতাকা উত্তোলন কার্য্য সম্পন্ন করেন ও জাতীয় পতাকাকে যথারীতি অভিবাদন করা হয়। ১০টার সময় প্রায় সব ঘরেরই শীর্ষদেশে পতাকা উত্তোলিত হইয়াছিল।

বৈকাল ৩টার সময় এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সমস্ত গ্রাম পরিক্রমণ করে এবং ৫টার সময় শোভাযাত্রা পূর্ব্বোক্ত গণেশ জননীর মন্দিরের প্রাঙ্গনে আসিয়া

উপস্থিত হয়। এখানে শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় গত লাহোর কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের ঘোষণাবাণী পাঠ করা হয়। সকলেই হাত উত্তোলন পূর্ব্বক সেই ঘোষণাবাণীর সমর্থন করেন এবং সকলেই উড্ডীয়মান জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন স্বীকার করেন। পরে "বন্দেমাতরম্", ও "স্বাধীন ভারত কী জয়" ধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়।

বাঘমুণ্ডীতে জমীদারের পক্ষ হইতে প্রজাদের নিকট "মাগন" আদায়ের আয়োজনের ফলে দুই পক্ষের মধ্যে একটা গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঝালদাতেও জনৈক মালিকের নিকট হইতে এইরূপ "মাগন" আদায়ের চেষ্টার ফলস্বরূপ কি একটা কথা কাটাকাটির ব্যাপার হইয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

ধানবাদে নবগঠিত কংগ্রেস কমিটির তরুণ কর্ম্মকর্ত্তাগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাহসের ফলে ধানবাদে "স্বাধীনতা উৎসব" সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই তরুণ কর্ম্মীবর্গ ও ঝরিয়া ছাত্র-সঙ্ঘকে তাঁহাদের উৎসাহ ও কর্ম্মতৎপরতার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

হাঁসোয়ানে পাঁচ সহস্র গ্রামবাসীর বিরাট সভায় স্বাধীনতা-ঘোষণা পঠিত ও গৃহীত হইয়াছে। পতাকা উত্তোলন ও শোভাযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠান কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

সতনপুরের বালক-সমিতির উদ্যোগে উক্ত গ্রামে "স্বাধীনতা দিবস" সুসম্পন্ন হইয়াছে। রামচন্দ্রপুরের তরুণ কবি দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত জগবন্ধু পাড়ের চেষ্টায় উক্ত গ্রামে "স্বাধীনতা দিবস" পালনের আয়োজন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। প্রায় তিন চারি শত গ্রামের সভায় স্বাধীনতা ঘোষণা পঠিত ও গৃহীত হইয়াছে।

গোপালপুর শাখা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে উক্ত গ্রামে "স্বাধীনতা দিবস" অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রায় সহস্রাধিক গ্রামবাসীদের সভায় স্বাধীনতা-ঘোষণা পঠিত ও গৃহীত হইয়াছে। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে এবং শোভাযাত্রায়ও বহু লোক যোগ দিয়াছিল।

মানবাজারে জনৈক কংগ্রেস-কর্ম্মীর উদ্যোগে "স্বাধীনতা দিবস" অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা এবং সভা যথারীতি হইয়াছিল। সভায় ঘোষণা পঠিত ও গৃহীত হইয়াছে।

কাতরাসগড়ে অতি উৎসাহের সহিত "স্বাধীনতা দিবস" অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রায় বহুলোক যোগ দিয়াছিল। কাতরাসগড়বাসীরা স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষ্যে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বহু দীন দরিদ্র তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া এই কথা বলিয়াছে যে, তাহারা বুঝিতে পারিতেছে—স্বরাজ হইলে তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে।

কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত দিনে "পূর্ণ স্বরাজ দিবস" পালন উপলক্ষে কংগ্রেসের আদেশানুসারে ২৬শে জানুয়ারী প্রাতঃকালে ৮ঘটিকার সময় স্থানীয় কালিবাড়ীতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া পতাকা অভিবাদন করা হয়। বেলা ১০ ঘটিকার সময় প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই গৃহচূড়ায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বৈকাল ৩ ঘটিকার সময় স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীবৃন্দ ও জনসাধারণ রাঙ্গাডীতে সম্মিলিত হইয়া শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা সহ এক বিরাট শোভাযাত্রা রাঙ্গাডীগ্রাম ঘুরিয়া বরাভূম ষ্টেশন রোডের উপর আসে, এবং উক্ত রাস্তা ধরিয়া মিছিলকারিগণ বলরামপুর সহরে আসিয়া ছোট বড় সমস্ত রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কালিবাড়ীতে (অর্থাৎ পতাকাতলে) আসিয়া উপস্থিত হয়।

বৈকাল ৫ ঘটিকার সময় উক্ত পতাকাতলে একটী জাতীয় সঙ্গীত গীত হইবার পর সর্ব্বসাধারণের প্রস্তাবানুসারে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনবহুল প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হয়, ও সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের ঘোষণা বাণী সভায় পাঠ করেন ও তৎপরে উক্ত সভায় উপস্থিত সকলে হস্তোত্তোলন করিয়া ঘোষণা সমর্থন করেন। সন্ধ্যায় সহরের অধিবাসীরা বাটী ও দোকানের দ্বারে এবং প্রাচীর গাত্রে মৃত্তিকার প্রদীপ জ্বালিয়া দীপোৎসব করিয়াছিল।

স্থানীয় বান্ধব নাট্য সমিতি আগামী ৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার চটগুড়া ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য "মন্ত্র-শক্তি" অভিনয় করিবেন।

পুরুলিয়ার মোটর বাসের মালিকগণকে এবং ট্যাক্সি চালকগণকে যে লাইসেন্স দেওয়া হয় তাহাতে কি এইরূপ কোনও সর্ত্ত আছে যে, কোনও পুলিশ কর্ম্মচারী উক্ত মালিক ও চালকগণের নিকট যে কোনও কারণে এবং যে কোনও সময়ে বাস অথবা ট্যাক্সি চাহিলে বিনা ভাড়ায়—তেলের পর্য্যন্ত দাম না লইয়া এবং বিনা আপত্তিতে তাহা দিতে বাধ্য থাকিবে; অধিকন্তু, বিনা মূল্যে যদি উক্ত কর্ম্মচারীবর্গকে তাহারা বাসে অথবা ট্যাক্সিতে না চড়ায় তাহা হইলে তাহাদের লাইসেন্স বাতিল হইবে?

পুরুলিয়ার প্রাচীন উকিল শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী সরকার গত ৬ই মাঘ রাত্রি ১০টার সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বেড়োর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গত ১২ই মাঘ রাত্রি ১২টার সময় মাদ্রাজে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি

গত ২৬শে জানুয়ারী বুড়দা (বাঘমুণ্ডি) শাখা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস অতি উৎসাহের সহিত পালিত হইয়াছে। সভায় উক্ত গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রায় সহস্রাধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল।

পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমের কয়েকটী মেয়ের চেষ্টায় পুরুলিয়াতে কল্যাণী-সঙ্ঘ নামে একটী মহিলা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপাততঃ এই সঙ্ঘ মেয়েদের মধ্যে লাঠি ও ছুরি খেলার প্রচলন আরম্ভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু "স্বাধীনতা দিবস" সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সারা ভারতে বিপুল উৎসাহের সহিত "স্বাধীনতা দিবস" উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। সুশৃঙ্খল ভাবে অথচ পরম নিষ্ঠার সহিত এই মহৎ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হওয়ায় দেশবাসীর সাফল্যে আমি তাঁহাদিগকে সসম্মানে অভিনন্দিত করিতেছি। কি সহরে, কি মফঃস্বলে সর্ব্বত্রই সকলে স্বাধীনতার প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় দানে অভূতপূর্ব্ব আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও বোম্বাই প্রমুখ বৃহৎ বৃহৎ নগরগুলিতে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া এই মহৎ সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে, গ্রামগুলিতেও সহস্র সহস্র গ্রামবাসী গ্রাম্য সভায় মিলিত হইয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছে। লাহোরে কংগ্রেস, জাতির মুখপাত্ররূপে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়া, পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের জাতীয় জীবনের অব্যবহিত আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। "স্বাধীনতা দিবসে" যে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা জাতি স্বয়ংই করিয়াছে—ভারত সেদিন কোটী কণ্ঠে শপথ গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে স্বাধীন হইতে হইবে, সঙ্কল্প করিয়াছে—ইংলণ্ডের সহিত যে সম্পর্কের ফলে তাহাকে নানাভাবে রিক্ত হইতে হইয়াছে সে সম্পর্ক সে ছিন্ন করিবে। সঙ্কল্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার প্রতীক জাতীয় পতাকাও উড্ডীন করা হইয়াছে। যাঁহারা সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা যেন সঙ্কল্পচ্যুত না হন, অথবা এরূপ কিছু যেন না করেন যাহাতে আমাদের এই জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা হানি হইতে পারে—ইহাই আমার প্রার্থনা।

এই জাতীয় মহোৎসবের মধ্যে আমি বোম্বাই-এর সামান্য গোলযোগের কথা পাঠ করিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি—এই ব্যাপার বোম্বাই-এর বিরাট উৎসবের অঙ্গহানি ঘটাইয়াছে। আমি সকল কথা এখনও সবিশেষ জানিতে পারি নাই, সেইজন্য কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বা এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি। কিন্তু জাতীয় পতাকার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা হইয়াছে জানিয়াও কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য—তা সেই অসম্মান করিবার চেষ্টা যিনিই করুন না কেন। আমাদের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা এবং শ্রমিকদের লোহিত পতাকার মধ্যে কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই বা থাকা উচিতও নহে। লোহিত পতাকার প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা আছে, কারণ আমি মনে করি এই লোহিত পতাকা নির্য্যাতিত শ্রমিককুলের শোণিতের প্রতীক। এদিকে আমাদের ত্রিবর্ণ পতাকাও প্রকৃত পক্ষে শোষণের হাত হইতে ভারতের জনমণ্ডলীর মুক্তিই সূচিত করিতেছে। আজ এই ত্রিবর্ণ পতাকা আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক—আমাদের অন্তরের আগ্রহ এই পতাকার মধ্যেই মূর্ত্তি পাইয়াছে। ভারতের নীলাকাশে সগৌরবে উড্ডীয়মান হইয়া এই পতাকা আজ আমাদের হৃদয় উদ্ভাসিত করিতেছে—বিজয় যাত্রার পথে দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হইতে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। কোনও জাতি অথবা ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে—তিনি ভারতীয়ই হউন বা বিদেশী হউন, আমাদের এই পতাকার প্রতি কোন প্রকার অসম্মান আমরা সহ্য করিব না। আমাদের শরীরে শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দিয়া এই পতাকার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমরা বদ্ধপরিকর। কেহ যদি এই পতাকাকে আক্রমণ করে অথবা ইহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করে তবে তাহার সহিত আমাদের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না—সে আমাদের কেউ নয়।

স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করা হইয়াছে। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া এই প্রতিজ্ঞা পালনে ব্রতী হই।

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে গত ২৬শে জানুয়ারী "স্বাধীনতা দিবস" ভারতের সর্ব্বত্র নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অত্যুৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকল শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়া কংগ্রেসের কার্য্য সমর্থন করিয়াছে। কোনও কোনও স্থানে পুলিশের নোটীশ অগ্রাহ্য করিয়াও এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল স্থানের মধ্যে ঝরিয়া, ধানবাদ, পুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পুলিশের ভয়-প্রদর্শন লোকের উৎসাহ বিন্দুমাত্রও খর্ব্ব করিতে পারে নাই। পুলিশের হুকুম অমান্য করিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অপরাধে পুরী ও ভাগলপুরের কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে পুরী জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও একজন।

হাজারিবাগের একনিষ্ঠ কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায় ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১০৮ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহার এবং অপর কংগ্রেস-কর্ম্মীগণের চেষ্টায় হাজারিবাগে কিছুদিন হইতে কংগ্রেসের প্রচার পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে এবং এই প্রচারের ফলেই পুলিশ ও খয়েরখাঁ দলের বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্ত্বেও হাজারিবাগে "স্বাধীনতা দিবস" অদৃষ্টপূর্ব্ব উৎসাহের সহিত পালিত হইয়াছে। ইহার পরেই কৃষ্ণবল্লভ বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে হাজারিবাগের বহু কংগ্রেস-কর্ম্মী শীঘ্র মধ্যেই গ্রেপ্তার হইবেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ অবরুদ্ধ নেতৃবর্গ ২৬শে জানুয়ারী আলিপুর জেলের মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন। কে পতাকা ইঁহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিল তাহার তদন্ত চলিতেছে। ইঁহারা সমস্ত দায়িত্বই নিজেরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

"স্বাধীনতা দিবসে" ঢাকার কয়েকজন ছাত্র এক মসজিদের সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা লইয়া যাইতেছিল মসজিদ হইতে বহু মুসলমান বাহির হইয়া তখন তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ফলে এক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। ইহার পর হইতে ঢাকার স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছে। সহরের অবস্থা বড়ই বিপজ্জনক হইয়াছে—অনেকে সপরিবারে সহর ত্যাগ করিতেছেন। হিন্দু ছাত্রদের উপরেই মুসলমান আততায়ীদের রাগটা বেশী রকমের হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

বহরমপুর যুবক সম্মিলনীতে সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণ

বন্ধুগণ,

আজ মনে পড়িতেছে সেইদিনের কথা। প্রথম যৌবনে যেদিন ভ্রমণ উপলক্ষে এই মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলাম। যে রঙ্গভূমিতে বাংলার শেষ ভাগ্যপরীক্ষা হইয়াছিল, স্বাধীনতার মহাশ্মশান সেই পলাসির প্রান্তর দর্শনে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের হীন ষড়যন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়া ঘৃণা, বিদ্বেষ ও গ্লানিতে আমার তরুণ চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। তারপরে দেখিলাম বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব যুবক সিরাজের সমাধিমন্দির। এই তরুণ হৃদয় বিদেশীর কাছে মাথা নত করে নাই, বাঙ্গালীর হীনতার ও দুঃখের বোঝা মাথায় লইয়া যৌবনের প্রারম্ভেই সে পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে—আজ এক অজ্ঞাত আম্রকাননের ছায়াতলে সে চিরনিদ্রায় অভিভূত। বাংলার এমন দরদী কেহ নাই যে তাহার জন্য শোক করে। সায়াহ্নের ম্লান আলোকে পরিদৃশ্যমান সিরাজের সমাধির সেই শোকচ্ছবি, মুর্শিদাবাদের শ্রীহীনরূপ, ক্রোশব্যাপী প্রাসাদ ও প্রমোদকাননের ধ্বংসাবশেষ জগৎশেঠের হৃতগৌরব কালীমন্দির—মহারাজা নন্দকুমারের পবিত্র বাসভূমি—অতীত কীর্ত্তির এই বিষাদপূর্ণ নিদর্শন আমার হৃদয়ে যে গভীর দুঃখরেখা অঙ্কিত করিয়াছিল তাহা আমি জীবনে কখনো ভুলিতে পারিব না। এই স্মৃতি আমার হৃদয়কে স্বাধীনতার জন্য পাগল করিয়া তুলিল। সেইদিন হইতে আজ পনর বৎসর পর্য্যন্ত কেবল স্বাধীনতার কথাই ভাবিয়াছি, আপন মত ও পথ অনুসারে স্বাধীনতা লাভের জন্য আপনার ক্ষুদ্র শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছি। মুর্শিদাবাদ তাই আমার নিকট পবিত্র তীর্থভূমি।

পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই আমাদের রাষ্ট্রিয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য—এবার লাহোর কংগ্রেসে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেসে গৃহীত না হইলেও স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে বাংলার যুবক আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার কথাই ভাবিয়াছি। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে কথা ভাবিও নাই এবং ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষা, দীক্ষা ও জাতিগত বৈষম্য এত বেশী যে এই দুই জাতির পক্ষে একই সাম্রাজ্যের মধ্যে বাস করা সম্ভবপর বলিয়া কখনো বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

তবে, একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেই স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে না। অবশ্য প্রস্তাব গ্রহণেরও মূল্য আছে। এইরূপ প্রস্তাবে জাতির শক্তি বৃদ্ধি হয়, বক্ষ প্রসারিত হয়, মস্তক উন্নত হয়, তার ধমনীতে ক্ষীণ রক্তধারা অকস্মাৎ উদ্দাম হইয়া উঠে। ৩১শে ডিসেম্বর লাহোর কংগ্রেসে এই স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইলে এক অভূতপূর্ব্ব প্রেরণার আবেশে সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীর চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানকার দারুণ শীতের মধ্যেও পুরুষ ও নারী স্বেচ্ছাসেবকের দল জাতীয়পতাকা হস্তে জাতীয় সঙ্গীত ও মুহুর্মুহু উল্লাসধ্বনীতে দিক্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়াছিল। সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে-ই উপলব্ধি করিয়াছে "স্বাধীনতা" এই শব্দটির মধ্যেই কি অপূর্ব্ব শক্তি নিহিত রহিয়াছে। এই শক্তি মৃত জাতির শরীরে প্রাণসঞ্চার করিতে পারে।

কর্ম্ম পদ্ধতি লইয়া কংগ্রেসে অনেক দলাদলি হইয়াছে, একথা আপনারা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা নাই। ঠিক কোন্ পথে চলিলে যে আমরা স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইব, এ কথা কোন নেতাই জোর করিয়া বলিতে পারেন না। আয়ার্লণ্ডের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে একথা আমরা আরো স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব। ইংলণ্ডের অধীনে আইরিশ জাতি প্রায় চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়াছে। তাহারা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-পন্থা অনুসরণ করে নাই,—সময় ও অবস্থাভেদে যখন যে পথ উপযুক্ত মনে করিয়াছে সেই পথেই তাহারা চলিয়াছে। আমাদের দেশেও বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে! এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমরা কতবার পথ পরিবর্ত্তন করিয়াছি, ভবিষ্যতেও কতবার করিব তা কে বলিতে পারে। সুতরাং কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া মারামারি না করিয়া কাজে লাগিয়া যাওয়াই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

পরাধীন দেশে স্বদেশ-সেবকের কর্ত্তব্য অত্যন্ত কঠোর। স্বাধীনদেশের স্বদেশসেবকের জন্য দেশের সরকার বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরাধীন দেশে স্বদেশসেবার পুরস্কার নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা, অশেষ প্রকারের উৎপীড়ন, কারাগার ও মৃত্যুদণ্ড। সুতরাং এ অবস্থায় স্বদেশ-সেবকের সাংসারিক দায়িত্ব যত কম থাকে ততই ভাল। বর্ত্তমানে আমাদের রাজনীতিক্ষেত্রে এমন অনেক কর্ম্মী আছেন যাঁদের প্রাণ আছে, কিন্তু সাংসারিক দায়িত্বের গুরুভার বহন করিতে হয় বলিয়া তাঁরা তাঁদের সকল সময় দেশের কাজে নিয়োগ করিতে পারেন না। সে সব যুবক আজীবন স্বদেশ-সেবক হইতে চাহেন তাহাদিগকে অবিবাহিত থাকিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে বিবাহ না করা সত্ত্বেও যে সব সাংসারিক দায়িত্ব আছে তাহা অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে—বিবেকানন্দের সেই বাণী, কোটি কোটি পরিবারের জন্য এক পরিবারকে বলি দিতে হইবে। স্বদেশ-সেবকের মাতা নাই, পিতা নাই, ভ্রাতা ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র, কেহ নাই, এমন কি তাহার ধর্ম্ম পর্য্যন্ত নাই। স্বদেশের সেবাই তার একমাত্র ধর্ম্ম, সমগ্র দেশ তার পিতা-মাতা-পরিবার। স্ত্রী

বৃহত্তর পরিবারের মঙ্গলের জন্য তাহাকে নিঃশেষে আত্মবলি দিতে হইবে, তাহা হইলেই দেশ বাঁচিবে—জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই নিজে বিবাহ করি নাই, সহকর্মীদেরও বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছি। অনেক বন্ধু বান্ধব এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিয়াছি যত উচ্চ আদর্শ লইয়াই কেহ বিবাহ করুক না কেন, বিবাহের পর অনেককেই কর্ম্মকেন্দ্র হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে। বিবাহ ও ঐকান্তিক স্বদেশ-সেবার সমন্বয় আমাদের দেশে খুব কম কর্ম্মীই করিতে পারিয়াছেন। তাই যুবক বন্ধুগণের নিকট এই আমার বিনীত নিবেদন, আপনাদের মধ্যে যাঁহারা চিরতরে মাতৃযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বিবাহের প্রলোভন তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিতেই হইবে। জানি এই পথ অত্যন্ত বন্ধুর, শাণিত ক্ষুরধারার ন্যায় অতি দুর্গম। তবু এই পথই আমাদিগকে বাছিয়া লইতে হইবে, কারণ মুক্তির অন্য পথ নাই। ত্যাগ ও সংযমের আদর্শেই ভারতীয় জীবনের পটভূমি রচিত হইয়াছে—এই পরম্পরাগত সংস্কারই এই পথে আমাদের একমাত্র সহায়।

কর্ম্মকেন্দ্রের কর্ত্তব্য :—

১। স্বাধীনতার বাণী প্রচার। ২। জাতীয় শিক্ষার প্রচলন। ৩। জাতীয় পতাকার প্রচলন। ৪। খদ্দর প্রচলন।

গ্রামে গ্রামে কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে অর্থের সমস্যা ক্রমশঃই জটিল হইয়া উঠিতেছে। আমি আমার যুবক বন্ধুগণের দৃষ্টি এই দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতেছি। পান, সিগারেট, থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস, ঘোড়দৌড় অথবা অনাবশ্যক বিলাসের উপকরণ ক্রয় উপলক্ষে যে অপব্যয় হয়—যেমন করিয়াই হউক তাহা বন্ধ করিতে হইবে। অপব্যয় সকল সময়েই নিন্দনীয়,—পরাধীন দেশে এইরূপ অপব্যয় দণ্ডনীয় অপরাধ। যতদিন পর্য্যন্ত দেশ স্বাধীনতা লাভ না করে ততদিন দেশের প্রত্যেক যুবকের কর্ত্তব্য, আপনাদের বিলাসব্যয় যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া ঐ অর্থ দেশের কাজে নিয়োগ করা। এইভাবে যুবকগণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া জাতীয় কর্ম্মকেন্দ্রগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন।

এইরূপে গ্রাম ও সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিলে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ আন্দোলন নিরস্ত্র আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধ করা সম্ভপর। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে এই ধরণের যে কয়টি আন্দোলন হইয়াছে, তাহার ইতিহাস পাঠ করিলে আমার এই উক্তির যথার্থতা সহজেই উপলব্ধি হইবে। এই প্রসঙ্গে আমি আমার যুবকবন্ধুগণকে মহাত্মা গান্ধী লিখিত 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ', বিহারের বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখিত "চম্পারণে সত্যাগ্রহ", শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই লিখিত "বার্দ্দোলী কাহিনী" (The story of Bardoli), পড়িবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। খাজনা বন্ধ আন্দোলনের জন্য কিরূপভাবে কৃষকগণকে প্রস্তুত করিতে হইবে; এই পুস্তকগুলি পাঠ করিলেই তাহা বিশেষভাবে জানা যাইবে সেই জন্য আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া সেই কথার উল্লেখ করিতে চাই না। তবে আপনাদের নিকট ও দেশবাসীর নিকট আমার এই নিবেদন, কেহ যেন মহাত্মাজীর সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং তাঁহার অনুমতি না লইয়া এই আন্দোলন কাহারও প্রবর্ত্তিত না করেন। কারণ ইহাই আমাদের শেষ অস্ত্র, মহাত্মাজীর আদেশ ও উপদেশ ব্যতীত এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে গেলে কেবল যে ভুল ভ্রান্তিরই সম্ভাবনা থাকিবে তাহা নহে—দেশে ঘোর অকল্যাণও সাধিত হইতে পারে। লাহোরে মহাত্মাজীর সাথে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি, তিনি যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। এই সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্যের স্বরূপ কি হইবে সে সম্বন্ধে যদিও তিনি স্পষ্ট করিয়া কোন আভাস দেন নাই, তবুও তিনি যে ইহা করিতে কৃতসঙ্কল্প একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষীয় সমালোচকগণের প্রতি

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী গোল টেবিল বৈঠকের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কংগ্রেসে আনয়ন করায় যে সমস্ত ভারতবাসীগণ তাঁহাকে ও কংগ্রেসকে দোষারোপ করিতেছেন তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া গত সপ্তাহের ইয়ং-ইণ্ডিয়া পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন :—

আমি জানি বড় লাটের সহিত সন্ধিসত্ত্বের আলোচনা আমি ভঙ্গ করিয়াছি মনে করিয়া আপনারা আমার উপর রুষ্ট হইয়াছেন। আপনারা মনে করেন আমিই সমস্ত পণ্ড করিয়াছি। যদি তাহাই করিয়া থাকি, তবে আমি তাহা করিতেই বাধ্য হইয়াছিলাম। বড় লাটের সঙ্গে এই সমালোচনা মজলিসে যোগদান করিতে আমি ইচ্ছুক ছিলাম না কিন্তু জনসাধারণের উপর আমার তথাকথিত প্রভাবের জন্যই আমাকে ঐ মজলিসে লওয়া হইয়াছিল। আমি গিয়া যাহা বলিয়াছি তাহা আমার অন্তরাত্মার নির্দ্দেশক্রমেই বলিয়াছি। অন্তরদেবতার বাণী শ্রবণ করিবার ও তাহা পালন করিবার সামর্থ্য হইতেই আমার যাহাকিছু ক্ষমতা তাহা লাভ করিয়াছি এবং দেশের যে কিছু সেবা করিয়াছি তাহা ঐ জন্যই করিতে পারিয়াছি। আপনারা নিশ্চই চাহেন না যে, আমি এই বয়সে আমার গতিবিধি পরিবর্ত্তন করিব এবং অন্তরাত্মার নির্দ্দেশ অবহেলা করিয়া অন্যরূপ আচরণ করিব।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে পণ্ডিত মতিলালজীর সঙ্গে একযোগে আমি যে কাজ করিয়াছি তাহাতে আমাদের অপরাধটা কি হইয়াছে ? কংগ্রেসের আদেশ অবহেলা না করাই এবং অধুনা সুবিখ্যাত দিল্লী ইস্তাহারের সর্ত্তগুলি ছাড়িয়া না দেওয়াই কি তাহা ? ইহা সুবিদিত যে, যে নামেই অভিহিত করা যাউক না কেন দিল্লী ইস্তাহারের সর্ত্তগুলি সমগ্র কংগ্রেস সদস্যমণ্ডলীর উপর বাধ্যকর। আলোচনার সর্ব্বপ্রধান প্রসঙ্গ—ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রদানের কথাতেই বড়লাটের সহিত আমাদের আলোচনা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি সাহস করিয়া বলিতেছি—পণ্ডিত মতিলালজী ও আমি যে ভাব অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক এবং তদ্দারা দেশের উপকারই হইয়াছে।

যদি ইংলণ্ডের মন্ত্রীমণ্ডলী সদভিপ্রায়ে ঐ বৈঠক করিয়া থাকেন তাহা হইলে কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে বিরত থাকিলেও দেশের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। যাঁহারা ঐ বৈঠকে আস্থাবান তাঁহারা তাহাতে যোগ দিয়া দেখুন। তাঁহারা যদি এমন কিছু আনিতে পারেন যাহা স্বাধীনতাবাদীদের দৃষ্টি লইয়া দেখিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ধি করিবে। জানিয়া রাখুন মুল্যবান খেলনা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। ভারত এখন চাহে সার বস্তু। ভারত চাহে **এ দেশে ইংরাজের আধিপত্য ঘুচিয়া যাইবে ; ইংরাজের ভারতশোষণ বন্ধ হইবে ; ভারতে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অবসান আজই হইতে হইবে—দূর ভবিষ্যতে নহে ;** এই শাসনতন্ত্রের ব্যয়ভার বহন করা ভারতের সাধ্যাতীত। খুব অধিক সংখ্যক কংগ্রেস সদস্যেরই বিশ্বাস, উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি ব্যতিরেকে ঐ গোলটেবিল বৈঠক হইতে এই সব সিদ্ধ হইবে না।

ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞদের কুট চাতুর্য্যপুর্ণ ভাষা, যাহার অর্থ ইংলণ্ডের নির্ব্বাচকগণের পক্ষে একরূপ এবং ভারতের কৃষকদের পক্ষে অন্যরূপ, সেরূপ ভাষার প্রয়োগ দ্বারা কখনই ভারতের স্বাধীনতা আসিবে না। ইংরাজ জাতিকে বুঝাইতে হইবে যে তাহাদের সাম্রাজ্যের অবসান অনিবার্য্য। ইহা তাহারা বুঝিবে না, যদি না আমরা ভারতবাসীগণ নিজেদের ভিতরে এরূপ শক্তি সৃষ্টি করিতে পারি যাহার ফলে আমাদের এই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইংরাজ জাতি নিজেদের দেশে যে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে তাহার উপযুক্ত মুল্য দিয়াছে। সেই জন্য তাহারা কেবল ঐ সব লোককেই সম্মান করে যাহারা নিজেদের স্বাধীনতার যথোপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে। অতএব প্রকৃত বৈঠক করিতে হইবে নিজেদেরই মধ্যে। সুতরাং স্বাধীনতার আন্দোলনের সমালোচকগণ ইহার সঙ্গে একান্তভাবে যোগ দিতে না পারিলেও তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে এই আন্দোলনকে শত্রুভাবে না দেখিয়া ইহাকে অভিনন্দিত করা। কিন্তু হয়ত স্বাধীনতা প্রচার অপেক্ষা নিরুপদ্রব আইন অমান্যের সঙ্কল্পের বিরুদ্ধেই তাঁহাদের আপত্তি বেশী। তাহা হইলে, তাঁহারা কি ইহার পরিবর্ত্তে সশস্ত্র বিদ্রোহই চাহেন ? স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর কংগ্রেস নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারে না। কংগ্রেসের প্রস্তাব মিথ্যা ভয় প্রদর্শন অথবা ফাঁকা আওয়াজ নহে। দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াই কংগ্রেসের মনোভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে। উপরোক্ত কারণে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার পন্থা ও উপায় নির্ণয় করা আমার ন্যায়, সমালোচকগণেরও অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই দেশে হিংসাপথাবলম্বী লোকও যে আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই দলের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অহিংসপন্থী আমাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাদের তুল্যই ইহাঁরাও দেশহিতৈষী। অধিকন্তু ইহাঁদের ত্যাগ খুব বেশী। নির্ভীকতায় আমাদের কেহ তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। ইহাঁদের কার্য্যের নিন্দা করিয়া ইহাঁদের প্রতি কঠোর বিশেষণ প্রয়োগ করা খুবই সহজ কিন্তু ইহাতে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কার্য্যের অযৌক্তিকতা বুঝান যাইবে না। যাঁহারা কেবল শূন্যগর্ভ বক্তৃতা করিয়াই দেশহিতৈষণা জাহির করেন তাঁহাদের কথা আমি বলিতেছি না। যে সকল যুবক, এমন-কি যুবতীগণ যে কোন উপায়েই হউক দেশের স্বাধীনতা আনয়নে বদ্ধপরিকর হইয়া অধ্যবসায় সহকারে নিস্তব্ধভাবে গোপনে কার্য্য করিতেছেন আমি তাঁহাদের কথাই বলিতেছি। কিন্তু আমি তাঁহাদের দেশহিতৈষণার জন্য তাঁহাদিগকে প্রশংসা ও ভক্তি করিলেও তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থায় আমার কোনরূপ আস্থা নাই। তাঁহারা ও আমি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন। ভারতের মুক্তি হিংসায় আসিবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থার ফলে দেশের প্রভুত ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতির পরিমাণ তাঁহারা যাহা জানেন বা স্বীকার করিতে রাজী হইবেন তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। তাঁহাদিগকে শাসন-সংস্কারটাই প্রণিধান করিয়া দেখিতে বলি। কারণ তাঁহারা বলেন তাঁহাদের কার্য্যের ফলেই দেশে শাসন-সংস্কারের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহাদের দাবি যদি প্রকৃত বলিয়াই ধরিয়া লই তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে বলিব যে, শাসন সংস্কারের জন্য দেশ যে ত্যাগ স্বীকার করিতেছে তাহা তাহার সাধ্যাতীত। কিন্তু

তথাপি তাঁহারা যদি না দেখেন যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনি যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন সেইরূপই ত্যাগবিশিষ্ট কর্ম্মধারা গ্রহণ করা হইয়াছে, তবে কোনরূপ সুযুক্তিতেই তাঁহারা তাঁহাদের অবলম্বিত পথ হইতে বিচলিত হইবেন না। সভা-সম্মিলনীতে আমাদের বক্তৃতা ও প্রস্তাবাবলী তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিবে না। কার্য্যই কেবল তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিতে পারে এবং আইন-অমান্যরূপ অহিংসাত্মক কার্য্য হইতেই কেবল সেই আহ্বান আসা সম্ভব। আমার বিবেচনায় এই আইন-অমান্যই কেবল একমাত্র পথ যদ্দ্বারা আমাদের দেশ আসন্ন অরাজকতা ও গুপ্ত অপরাধের প্লাবন হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আইন-অমান্যও হয়ত ফলপ্রসূ না হইতে পারে এবং শীঘ্রই অরাজকতাও আনিতে পারে। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য সফল না হইলেই যে আইন-অমান্য ব্যর্থ হইল ইহা বলা চলিবে না। ইহা যদি ব্যর্থ হয়, তবে আইন-অমান্যকারীদের আস্থাহীনতা ও অক্ষমতা বশতই তাহা হইবে। সমালোচকগণ হয়ত এই যুক্তিবাদের সারবত্তা উপলব্ধি করিবেন না। না করিলে আমার তজ্জন্য দুঃখানুভব করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তথাপি তাঁহারা আমার উদ্দেশ্য যে সাধু ইহা হয়ত স্বীকার করিবেন।

আমরা যদি আমাদের দেশকে স্বাধীন দেখিতে চাই তাহা হইলে হিংসা আসিবে বলিয়া আমাদের ভয় করিলে চলিবে না। আপনারা কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, আমরা চতুর্দ্দিকে হিংসার মধ্যেই দৃঢ়রূপে বেষ্টিত হইয়া আছি? যে শান্তিকে আমরা মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেছি তাহা কেবল একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র এবং তাহা কোটী কোটী বুভুক্ষু জনগণের হৃদয়-শোণিতের মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে। সমালোচকগণ যদি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন যে, অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইয়া এই বুভুক্ষুগণ দীর্ঘ কষ্টকর যন্ত্রণা ভোগ করতঃ তিলে তিলে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে তাহা হইলে তাহাদের ঐ মৃত্যুযন্ত্রণার অবসানকল্পে তাঁহারা অরাজকতা অথবা তাহা অপেক্ষা বীভৎসতর ফলাফলেও ভীত হইতেন না। যতদিন না বর্ত্তমান শোষণমূলক শাসনের অবসান হয় ততদিন এই বুভুক্ষুদের যন্ত্রণার অবসান হইবে না। যদি আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম যে ইংরাজ শাসনাধীনে জনসাধারণের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে তাহা হইলে আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে পারিতাম কিন্তু হায়! যিনিই চোখ মিলিয়া চাহিবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন যে ঐ শাসনাধীনে ইহাদের অবস্থা ক্রমশঃ দ্রুত অবনত হইতেছে। জনসাধারণের এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা ও যে কাজ সফল হইলে এই হতভাগ্য জাতির ঐ হৃদয়হীন শোষণ বন্ধ হইতে পারে তাহা কাল্পনিক অরাজকতা অথবা তদপেক্ষা কু-ফলের ভয়ে বন্ধ করিয়া দেওয়া পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্ত্তমানে এই জাতি যে ভাগ্য ভোগ করিতেছে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাগ্যেরই ইহারা অধিকারী।

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি যে লোকপ্রিয়তার নিদর্শন তাহা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনবীমা কোম্পানী

ওরিয়েণ্টালের

বর্ত্তমান সমৃদ্ধিতেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়।

ক্রমোন্নতি

নূতন বীমা

১৯২৫	২৯৬ লক্ষ টাকা
১৯২৬	৩৯১ ”
১৯২৭	৪৬৮ ”
১৯২৮	৫৮৫ ”

প্রিমিয়ম হইতে আয়

১৯২৫	৯৩ লক্ষ টাকা
১৯২৬	১০৬ ”
১৯২৭	১২২ ”
১৯২৮	১৪০ ”

লোকপ্রিয়তাই লভ্যাংশের ক্রমবৃদ্ধি সূচনা করে।

সমগ্র জীবনবীমা পলিসিতে ঘোষিত বোনাসের হার।

১৯২১	প্রতি হাজার টাকায় বার্ষিক	১০ টাকা
১৯২৪	” ”	২২॥০ ”
১৯২৭	” ”	২৫৲ ”

অতএব এই উন্নতিশীল কোম্পানীতে বীমা করিলে আপনার সংস্থানের সুব্যবস্থা হইবে।

কোম্পানীর প্রতিনিধি সর্ব্বত্র আছেন।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কোম্পানীর আফিস আছে:—

হেড আফিস:—ওরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস্, বোম্বাই।

আগ্রা, কলিকাতা, করাচি, মান্দালয়, পুনা, সিঙ্গাপুর, আজমীর, কলম্বো, কাউলালুম্পুর, ম্যাঙ্গালোর, কোয়েটা, সুক্কুর, আমেদাবাদ, ঢাকা, লাহোর, মোম্বাসা, রেঙ্গুন, ত্রিবান্দ্রম, এলাহাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, রাঁচি, ত্রিচিনপল্লী, বাঙ্গালোর, কাণ্ডি, মান্দ্রাজ, পাটনা, রাওলপিণ্ডি, ভিজাগপাটম।

বশেষ বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন:—

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্
পোষ্ট বক্স নং ২১ কালকাতা।

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
৪ সিম্পসন রোড, ঢাকা।

সব্ ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
একজিবিসন রোড, পাটনা।

অরগ্যানাইজার, ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস,
কাচারি রোড, রাঁচি।

অথবা মিঃ এস, এল, রায়,
অরগানাইজার, রঙ্গপুর।

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারান্টি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে মফস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

সকল রকম গ্রামোফোন সকল ভাষায় রেকর্ড ও তাহার সরঞ্জাম আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন ও উচিত মূল্যে পাইবেন।

যে কোন প্রকার বাজনা
সর্ব্বোৎকৃষ্ট মেকার
অতি সুলভ মূল্যে আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

"বীণা অর্গ্যান" হারমোনিয়ম
সুমধুর স্বর ও স্থায়িত্বের জন্য—
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আবশ্যকীয় দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এম এল সাহা

সর্ব্বপ্রধান গ্রামোফোন, বাদ্যযন্ত্র, ফটোসিনেমা, রেডিও ও সাইকেল বিক্রেতা।

৫।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও ৭।১সি লিণ্ডসে ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস:—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—	৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নূতন বীমা	১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয়	২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে	৬২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান	১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

ফর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এ-আই (লণ্ডন)
কলিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট সমূহের চীফ এজেণ্ট,
আসনসোল, E. I. Ry.

সঙ্গীতে যুগান্তর

গান শিখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। অনেকে মনে করেন যে, গান করিবার শক্তিটা বুঝি ভগবৎ দত্ত কিন্তু এ বিশ্বাস ভুল। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চেষ্টা করিলে প্রত্যেকেই ভাল গায়ক হইতে পারিবেন।

এই উদ্দেশ্যে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। আপনার কণ্ঠস্বর কর্কশ থাকিলে আমরা সুমিষ্ট করিয়া দিতে পারি। আপনার স্বর ক্ষীণ থাকিলে তাহা জোরাল করিয়া দিতে পারি। এ সম্বন্ধে জানিতে হইলে (Secy, Music and Voice culture Institute.) এই ঠিকানায় পত্র লিখুন অথবা নিজে আসিয়া দেখা করুন। ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এই সর্ব্বপ্রথম। এখানে সর্ব্বপ্রকারের বিশুদ্ধ বাংলা, হিন্দি, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, ভজন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা মফঃস্বলে যাইয়া শিখাইবার বন্দোবস্তও করিয়াছি। আমাদের প্রণালীতে গান শিখিতে আরম্ভ করিলে আপনি ৮। ১০ দিনের মধ্যেই আপনার কণ্ঠের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন এবং ৭। ৮ বৎসরের বালক বালিকা হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। আমরা ইহার গ্যারাণ্টি দিতে পারি।

পুরুলিয়া সহরে বাড়ীর মেয়েদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া গান শিখাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করুন।

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত
MUSIC & VOICE CULTURE INSTITUTE
পুরুলিয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ !

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত "কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট।

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল। উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারান্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

পুপুন কী-আশ্রমে মেলা

আগামী ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন চাষ থানার অন্তর্গত পুপুনকী আশ্রমে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে তিন দিবস ব্যাপী বিরাট মেলা বসিবে। এই মেলাতে বিশ হাজারের উপরে লোকের সমাবেশ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই মেলা উপলক্ষ্যে যাহাতে দেশ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার স্বদেশীয় বস্ত্র, খদ্দর, তসর, শিল্ক ও অপরাপর শিল্প দ্রব্যের সমাদর বৃদ্ধি পায় তাহাই আমাদের বিশেষ অভীপ্সিত। মানভূমের প্রত্যেক স্থানের ব্যবসায়ী দিগকে আমরা এই মেলাতে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত যাহারা নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকাদি প্রদর্শন করিয়া বা রাধাচক্র (নাগর দোলা) প্রভৃতি দ্বারায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেও এই মেলাতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। ইতি নিবেদক—

শ্রীসরলানন্দ ব্রহ্মচারী

তরুণের অভিযান সফল করুন, তরুণের জয়যাত্রার গান দিকে দিকে নন্দিত হউক, প্রকৃতির দান সকলে সম্ভোগ করিয়া সুস্থ, সুন্দর হউন।

ইয়ংমেনস্ সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস্

(রেভ্ ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম. এ, ডি, ডি, মহাশয়ের সহানুভূতিতে)

বাংলার জাগ্রত তরুণ শক্তির মূর্ত্ত প্রতিষ্ঠান। যুবকগণের এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা, দেশের শিল্পকলা জাগাইয়া তোলা, তরুণ শক্তিকে আশায় আনন্দে উদ্দীপ্ত করা দেশ সেবারই ভিন্ন ধারা।

ঘ্রাণে মুগ্ধ ব্যবহারে তৃপ্ত স্নানান্তে পবিত্র আমাদের

সুশ্রী

সাবান চর্ম্মরোগ দূর করিয়া শরীরে শক্তি, মনে স্ফুর্ত্তি, দেহে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে। দেখিতে নয়নাভিরাম গন্ধে অনুপম।

সকল প্রকার কাপড় অল্প পরিশ্রম ও ব্যয়ে পরিষ্কার করিতে

সুশ্রী

সত্যই উৎকৃষ্ট।

ইহা ছাড়া নির্ম্মল, স্বরাজবল প্রভৃতি কাপড় কাচা সাবান, সুবাসিত খাঁটি কাঁচা তিল তৈল প্রস্তুত হয়।

তরুণের অভিযান সাফল্য-মণ্ডিত করুন।

ম্যানেজার—পোঃ তুলিন, মানভূম, বি, এন, আর।

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে এ বীর রাঘব আচারিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ { পুরুলিয়া, সোমবার
২৭শে মাঘ ১৩৩৬, ইং ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র রসায়ন
শিশি ১৷৹

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, (২) ১১৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) রাঁচি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, ⁄৹ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেণ্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২৷৹ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য—১৷৹ টাকা, প্রতি সংখ্যা—⁄৹ আনা

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভুতি

প্রার্থনা করে কেন ?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের জন্য ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

আর ভয় নাই!

৪০ দিনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত বা তজ্জাতীয় পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। কেবলমাত্র ঔষধের উপকরণাদি বা খরচ দিতে হয়। শীতকালে ব্যবহার্য্য। "হে ব্যাধিত আইস; অবিশ্বাস ত্যাগ কর ; ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞাত হও"।

ডাক্তার—**সতীশ চন্দ্র মণ্ডল**

এইচ, এম, বি,

নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড নিম্নলিখিত খেয়াঘাটগুলি প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত করিবেন। ১৯৩০ সালের ২৪শে মার্চ্চ তারিখে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসে বেলা ৪½ টার সময় নিলাম আরম্ভ হইবে। বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে উক্ত অফিসে হাজির হইবেন।

১। চিনাকুড়া ফেরীঘাট
২। হিজুলী ফেরীঘাট
৩। মানিকুই ফেরীঘাট
৪। সরিষাকুড়ি ফেরীঘাট
৫। সুবর্ণরেখা ফেরীঘাট
৬। ঘেড়াবেড়া দামোদর রাস্তার উপর দামোদর ফেরীঘাট
৭। মানবাজার কুইলাপাল রাস্তার উপর কুমারী ও যমুনা নদীর ফেরীঘাট।
৮। মানবাজার বাঁকুড়া রাস্তায় কাঁসাই নদীর ফেরীঘাট
৯। মানবাজার বান্দোয়ান রাস্তায় কুমারী ও তাপ্তা নদীর ফেরীঘাট
১০। মানবাজার বরাবাজার রাস্তায় কুমারী নদীর ফেরীঘাট
১১। হুড়া মানবাজার রাস্তায় কাঁসাই নদীর ফেরীঘাট
১২। ডুমুরসোল ফেরীঘাট

স্বাঃ শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়
চেয়ারম্যান,
ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মানভুম

মানভুম লাইট হাউস

পুরুলিয়া চক্‌বাজার

এখানে সকল রকম গ্যাস বাতি, ঝাড়, সেট, সিড়ি বাতি, ডেলাইট, পাঞ্চ লাইট, ও গ্যাস মসলা ইত্যাতি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় এবং ভাড়া দেওয়া যায়। কথার সার্থকতা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

প্রোঃ—
কৃষ্ণচন্দ্র ভগবানদাস

মুক্তির বিজ্ঞাপনের দর—

	প্রতিবারে
১ পৃষ্ঠা (২ কলম)—	১২৲
½ পৃষ্ঠা (১ কলম)—	৬৲
¼ পৃষ্ঠা (½ কলম)—	৩৲

৬ মাসের অধিককাল ব্যাপী বিজ্ঞাপন দিলে বিজ্ঞাপনদাতাগণের জন্য বিশেষ হারের ব্যবস্থা আছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—"মুক্তি"

WANTED

Candidates for Telegraph and Station Master's Classes.

Full particulars and Railway Fare Certificate on 2 annas stamp. Apply to :—

Imperial Telegraph College.
Nai Sarak, DELHI.

কোথায় তুমি ?

(দেশকর্ম্মী ৺সত্যকিঙ্কর দত্তের উদ্দেশ্যে)

হে প্রিয় মোদের আঁধার হৃদয়ে
প্রদীপ জেলেছ তুমি,
প্রাণ বিনিময়ে শিখায়েছ ভাল
বাসিতে জনম ভূমি।
ভুলিনি সে দিন, প্রাণের মায়ায়
পড়িত চোখের জল,
জানিনি ত সখা কবে, কিসে কোথা
পেলে এত মন বল ?
সে দিন ত তুমি পরিহাস করি
নিজের জীবন দিলে,
কে বুঝিত বল মরাগাছ জি'য়ে
অত ফুল, ফল মিলে ?
মোদেরই সাথে ত করিয়াছ খেলা
পো'ড়েছ, করেছ কাজ,
তোমার মরণ দেখিয়া মোদেরও
হিংসা হোতেছে আজ।
মরিয়াও তুমি তব শত্রুরে
করিয়া গিয়াছ জয়,
মরিবার কালে যাহা কহি গেলে
সকলই সুফলময়।
তোমার চিতার শিখায় আজিকে
সোণার প্রদীপ জ্বলে,
তোমার পুণ্যে সারাটা দেশের
স্নেহ-আঁখি-ধারা গলে।
কেহ বলে তুমি গিয়াছ স্বরগে
আমি বলি তাহা নয়,
তব প্রাণ বায়ু করিয়াছে কত
যুবকের হৃদি জয়।
নির্ব্বাণ পেলে পুনর্জ্জন্ম হয় না
—কথার কথা,
আমি বলি তুমি মরিতে মরিতে
লভেছ জনম হেথা।
কোনটা তুমি হে—দাও না দেখায়ে
আকুল পরাণ ব্যথা,
জুড়াই হৃদয়ে মিলায়ে হৃদয়
কহিয়া মনের কথা!

শ্রীরজনী মাহাত

বহরমপুর যুবক সম্মিলনীতে সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণ

(অবশিষ্টাংশ)

প্রতি জাতীয় আন্দোলনেই বাঙ্গলার যুবকেরা সগৌরবে যোগ দিয়াছে। এই আন্দোলনেও তাহারা অচিরেই মাতিয়া উঠিবে তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর প্রাণ আছে, প্রয়োজন হইলে সে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে। বাঙ্গালীর শক্তি আছে, সাহস আছে—কর্ম্মনিষ্ঠা ও ভাবপ্রবণতা আছে। বাঙ্গালী ভীরু নহে, সে বীর। যে বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষের দল আপনাদের ক্ষুদ্র প্রয়োজনের জন্য হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া বাঙ্গলাকে বিদেশীর করে সঁপিয়া দিয়াছিল,—বাঙ্গালী যুবকগণ আজ তাঁহাদের হৃদয়ের তপ্ত রক্ত দিয়া সেই বিশ্বাসঘাতকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

সেদিনও বাঙ্গালার তেজস্বী যুবক যতীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ তেষট্টি দিন পলে পলে অনশনের তীব্রদহন সহ্য করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিলেন, তবুও মনুষ্যত্বের অপমান ও নিগ্রহ সহ্য করিলেন না। তাঁর সেই ত্যাগ ব্যর্থ হয় নাই। যতীন্দ্রনাথের চিতানলে আজ সমগ্র পাঞ্জাবে বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, পাঞ্জাবের সুপ্তসিংহ আজ 'ইনক্লাব' নাদে দশদিক প্রকম্পিত করিয়া অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিলে কোন্ বাঙ্গালীর প্রাণ গৌরবে ভরিয়া না উঠে।

কিন্তু অশেষ গুণ সত্বেও বাঙ্গালী চরিত্রের একটি সাংঘাতিক দুর্ব্বলতা আছে। এখানে দুঃখের সহিত আমাকে বাঙ্গলার দলাদলীর কথা উল্লেখ করিতে হইতেছে। এই নিষ্ঠুর অভিশাপ বাঙ্গালী জীবনের শতপ্রকার কল্যাণ প্রচেষ্টাকে বারম্বার ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। অনেকে মনে করেন, দলাদলী স্বাস্থ্য ও শক্তির নিদর্শন। এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। স্বাধীন দেশে দলাদলি বিভিন্ন দলের কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু পরাধীন দেশে দলাদলি ও অনৈক্য জাতীয় শক্তিকে খর্ব্ব করে। আমরা অতি সহজেই ভুলিয়া যাই শৃঙ্খলা ও সংহতিই সঙ্ঘের প্রাণ। সমগ্র ভারতবর্ষ মহাত্মা গান্ধীকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র নেতারূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। কাজেই নিজেদের তুচ্ছ মতানৈক্যের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার মতকেই আমাদের একমাত্র মত এবং তাঁহার পথকেই একমাত্র পথ বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিত।

এই সময়ে একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি জানি কোন কোন বিষয়ে বাঙ্গলার যুবক ও মহাত্মাজীর মধ্যে মতের পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্যই স্বাধীনতা লাভ। তাই আমার যুবক বন্ধুগণের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ—আপনারা যেন আজিকার দিনে সর্ব্বপ্রকার গৃহবিবাদ ভুলিয়া গিয়া মিলনকেই দৃঢ় করিয়া তোলেন। আজ আমাদিগকে বৃহত্তর কল্যাণের বেদীমূলে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, দলাদলি, মতানৈক্য এবং যাহা মানবের শেষ দুর্ব্বলতা সেই আত্মাভিমান পর্য্যন্ত বলি দিতে হইবে।

বাঙ্গলার যৌবন আজ এক গূঢ় প্রয়োজনের দুর্নিবার তাড়নায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। দিকে দিকে তাহার জয়গান শুনা যাইতেছে। এই যৌবন চিরকাল বিপ্লব ও বিদ্রোহের পথ বাছিয়া লইয়াছে, গতানুগতিকের মোহ তার মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। সর্ব্বপ্রকার সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথাকে সে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছে। যৌবন অতীতকে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে না,—তার দৃষ্টি ভবিষ্যতের পানে নিবদ্ধ। অত্যাচারের সম্মুখে কোন কালে সে মাথা নত করে নাই, চিরকাল হাসিমুখে সে সর্ব্বপ্রকার বিপদ-দুঃখ ও নির্য্যাতন মাথা পাতিয়া লইয়াছে।—তাই সে চিরকাল জগৎকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছে। দুর্জ্জয় প্রাণ এবং মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শ-নিষ্ঠাই তার শক্তির একমাত্র উৎস,—তার জীবনের

একমাত্র সম্বল। আদর্শ যৌবনের এই চিরন্তন ধর্ম্মকে মানিয়া লইয়া বাঙ্গলার যুবক শক্তি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিবে, সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই আমি কামনা করি।

'বন্দেমাতরম্'

—:০:—

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বিদ্যার্থী ভবন

আমাদের এখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য ছাত্র লওয়া হয় কিনা অনেকেই জানিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন যে আমরা আজ প্রায় ৩ বৎসর হইল বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার সহিত জীবনকে উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য বিদ্যার্থী ভবনে ছাত্র লইতেছি। গত বৎসর স্থানাভাব বশতঃ ৩০টীর অধিক ছাত্র লইতে পারি নাই, এ বৎসর আরও ২৫টী ছাত্র লইবার ভাল বন্দোবস্ত করিয়াছি। শিশু বয়স হইতে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর ছাত্রদিগকেই লওয়া হয়। সঙ্ঘের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার্থীগণ অন্যান্য স্কুলের মত কেবল পাঠমুখস্থ না করিয়া যাহাতে স্বায় গুণাবলির বিকাশ করিতে পারে এবং সুস্থকায়, স্বাধীনচেতা, সৎচরিত্র, কর্ত্তব্যপরায়ণ, জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত স্বাবলম্বী মানুষ হইয়া যাহাতে তাহারা দেশ ও সংসারের কল্যাণকামী হইয়া উঠে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ইহার জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ ব্যতীত আশ্রম জীবনের প্রত্যেক সদনুষ্ঠান, ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠা, ভক্তি শাস্ত্রাদি পাঠ, সাহিত্য চর্চ্চা, কৃষি, চরকা, তাঁত, ছাপাখানার কাজ, কাঠের কাজ, প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে স্কুলের বেতন, পড়ান, আহারাদি ও থাকবার বাবদ মাসিক মাত্র ১৫৲ টাকা হিসাবে দিতে হয়। যাঁহারা ছাত্র পাঠাইতে ইচ্ছুক অবিলম্বে পত্র লিখিবেন।

শ্রীনলিন চন্দ্র দত্ত
প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বিদ্যার্থী ভবন, চন্দননগর।

বিজ্ঞাপন

নিম্নলিখিত কার্য্যের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তাঁহার অফিসে ঐ সকল টেণ্ডার গ্রহণ করিবেন। বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে অফিসে সংবাদ লউন।

১। ১৯৩০।৩১ সালের জন্য সহরের রাস্তায় আলো দিবার কার্য্য।

২। ১৯৩০।৩১ সালের জন্য মিউনিসিপালিটীর গো, মহিষাদির খাদ্য সরবরাহের কার্য্য।

৩। ১৯৩০।৩১ সালের মিউনিসিপালিটীর কনজারভেন্সীর কাজের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের কার্য্য।

পুরুলিয়া,
মিউনিসিপ্যাল আফিস,
৮ই জানুয়ারী, ১৯৩০। } শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায়
ভাইস-চেয়ারম্যান

That Progress Proves Popularity
is strikingly exemplified by the present day position of the

ORIENTAL

INDIA'S GREATEST LIFE ASSURANCE COMPANY.
PROGRESS

NEW BUSINESS		PREMIUM INCOME	
1925	Rs. 296 Lakhs	1925	Rs. 93 Lakhs
1926	„ 391 „	1926	„ 106 „
1927	„ 468 „	1927	„ 122 „
1928	„ 585 „	1928	„ 140 „

POPULRITY PROVIDES PROGRESSIVE PROFITS
Bonuses Declared on Whole Life Assurance Policies
1921 Rs. 10 { per Rs. 1000 per Annum | 1924—Rs. 22½, 1927 „ 25 } per Rs. 1000 per Annum

THEREFORE
WHEN SELECTING YOUR LIFE ASSURANCE COMPANY FOR A FIRST OR AN ADDITIONAL POLICY
IT WILL PAY YOU
To come to this Popular and Progressive Office.
For full particulars apply to :—
The Branch Secretary, Oriental Assurance Buildings, 2 & 3, Clive Row, Calcutta
or
The Sub-Brnch Secretary Oriental Life Office, Exhibition Road, Patna
or The Organiser Oriental Life Office Kachhery Road, Ranchi
or Mr. S. L. Roy, Organiser of Agencies, Rangpur.

গণের মধ্যে এই বিষয়ে রায় বাহাদুরের দোসর খুব বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

* * * *

রায় বাহাদুর চরকার সহিত ঘানির তুলনা করিয়া একটু দেঁতো হাসি হাসিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মুখে এই তুলনাটা নেহাৎ বে-মানান হইয়াছে—এ কথা আমরা বলিতে পারি না। তবে চরকায় দেশের ভাল হইবে, না মন্দ হইবে সে কথাটার বিচারের ভার গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের উপরে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার টি, এ বিল্ ও পদরাঙ্কর দরখাস্তের ভিতরে বুদ্ধিটুকুকে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিলেই ভাল করিতেন। ঐ দুর্লভ পদার্থটুকুর এমন অপরিমিত খরচ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে না করিলেও তাঁহার বিশেষ কিছু ক্ষতি হইত না।

* * *

রায় বাহাদুর পুরুলিয়া মিউনিসিপালিটির দলাদলির কথা উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—আমাদের স্বরাজের আশা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। রায় বাহাদুরের আফিসের ফাইলের মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য সব দেশের হালচালের কথা লিপিবদ্ধ থাকে না থাকিলে এইরূপ কথা তিনি কখনও বলিতেন না। আফিসের ফাইলে যখন পাওয়া যাইবে না তখন আমাদের কাছেই তাঁহার শুনিয়া রাখা উচিত যে, তাঁহার শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দেশে এই সে দিনও একটা রাজনৈতিক দল এক জাল চিঠির সাহায্যে অন্য দলের হাত হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিল। এই দলাদলির জন্য ইংলণ্ডের স্বাধীনতা লোপ পায় নাই। দলাদলি ভাল নয় এ কথা ঠিক, কিন্তু দলাদলি থাকিলে স্বরাজ বা স্বাধীনতার আশা ছাড়িয়া দিতে হইবে—একথা কেবল রায় বাহাদুরের মুখেই শোভা পায়। আর একটা কথা, পুরুলিয়া মিউনিসিপালিটির দলাদলির সুযোগ লইয়া সরকারের পক্ষ হইতে ব্যাপারটাকে লাভজনক করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা তিনি নিজে কতদূর করিয়াছিলেন, ছেলেদের সে কথাটা বলিয়াছেন কি?

* * *

রায় বাহাদুর সম্প্রতি বিহার উড়িষ্যার কো-অপারেটিভ সোসাইটী সমূহের রেজিষ্ট্রার (বড় কর্ত্তা) হইবার আশায় খুব তদ্বীর আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহার উক্ত বক্তৃতাটী এই তদ্বীরেরই অঙ্গস্বরূপ। রায় বাহাদুর খুবই তদ্বীর করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই বরং তাঁহার তদ্বীরের সাফল্যই আমরা কামনা করি। তবে তাঁহার তদ্বীরের চাপে ছেলেরা যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে ইহাতেই আমাদের যা কিছু আপত্তি।

আইন অমান্যের সুযোগ—

মানভূম জেলাবোর্ডের সদস্য ও পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায় মহাত্মা গান্ধীর "ইয়ংইণ্ডিয়ায়" লিখিয়াছেন :—

"আমাদের ন্যায় যাঁহারা এখনও লোকেল বোর্ড প্রভৃতির সদস্য আছেন তাঁদের অনেকেই ভাবিতেছেন যে, এই সকল প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া আইন অমান্য করিবার আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যাইতে পারে কি না। আমি নিম্নে যে কর্ম্মপদ্ধতির কথা বলিতেছি আপনি তাহা অনুমোদন করেন কি না জানিতে চাই। আপনি হয়ত জানেন না যে, আমাদের মানভূম জেলাবোর্ড এবং পুরুলিয়া মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি এই প্রদেশের কতকগুলি এইরূপ প্রতিষ্ঠান লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ন্যায় দেশপ্রেমিক মহাপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁহাদের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে তাহাদের অধীন অফিস ও বিদ্যালয়াদি বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সরকার বাহাদুর সম্প্রতি হুকুম জারী করিয়াছেন যে, আমরা আর ঐরূপ করিতে পারিব না। আমলাতন্ত্রের এই অপমানজনক ঔদ্ধত্যপূর্ণ হুকুম কি আমরা মাথা পাতিয়া মানিয়া লইব? এই হুকুম কেবল যে আমাদের মনুষ্যত্বের ও জাতির আত্মমর্য্যাদার পরিপন্থী তাহা নহে উহা পরলোকগত মহাপুরুষদের স্মৃতিরও অবমাননা করিতেছে। যে জাতি বীর পূজা করিতে পারে না, সে কিছুতেই বড় হইতে পারে না। আজ ১৯৩০ সালেও যদি আমরা বীর পূজায় পরাঙ্মুখ হই তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। আমি এই নিবেদন করিতেছি যে, যে সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ঐরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহারা যেন এই অন্যায় হুকুম মানিয়া না লয় ও তাহাদের প্রস্তাবানুসারে স্মৃতি দিবস পালন করে এবং অন্যান্য এইরূপ প্রতিষ্ঠান, যেখানে ঐ প্রস্তাব এখনও গৃহীত হয় নাই তাহাদিগকে অবিলম্বে এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কাজ করিবার জন্য ও তাহার ফলাফল গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করে। সরকার এই জন্য এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে উঠাইয়া দিতে পারেন মাত্র, তাহার বেশী কিছু করিতে পারেন না। কিন্তু ইহাতে আমাদের ভিতর বাধা দিবার শক্তির সৃষ্টি করিয়া দেশের প্রভূত উপকারই সাধিত হইবে। সহজে ঐ ঐ সহরে ও বোর্ডে আমরা আইন অমান্য সুরু করিতে পারিব।

আপনাকে আমার এই অনুরোধ যে, যথা শীঘ্র সম্ভব আপনি এই বিষয়ে আমাদিগকে পথ নির্দ্দেশ করুন; কেন না আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা গোঁড়া কংগ্রেসওয়ালা বলিয়া খ্যাত তাঁহারাও তাঁহাদের কার্য্যে জনসাধারণ ও সরকার উভয়কেই সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতে পারে, কোন কোন প্রতিষ্ঠানের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে এতদিন এই সকল দেশপ্রেমিকদের স্মৃতি দিবস উপলক্ষে পৃথক ছুটি দেওয়া হইত। এখন ঐ সকল ছুটির দিনে বিদ্যালয়ের সাধারণ ছুটির দিন ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমি বলি ইহা মন্দেরই সহিত আপোষ করিয়া লওয়া। কিন্তু সত্য ও অসত্যের মধ্যে রফা নিষ্পত্তি করা চলে না। হয় আমাদিগকে এই অপমানজনক হুকুম মানিয়া লইতে হইবে এবং তদনুসারে স্মৃতি উপলক্ষে ছুটি দিবার ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে হইবে, নয় সাহসের সহিত বলিয়া দিতে হইবে—এই স্মৃতি উপলক্ষে আমরা স্কুল ইত্যাদি বন্ধ রাখিব।"

মহাত্মা গান্ধী উক্ত পত্রের উপরে মন্তব্য করিয়াছেন—

"শশধর বাবু এই পত্রে যে কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। বিদ্যালয়ের ছুটীর সম্বন্ধে এইরূপ সরকারী হুকুম মানিয়া লওয়া কোন মিউনিসিপ্যালিটীরই জাতীয় দলভুক্ত কমিশনরগণের কর্ত্তব্য নহে। যদি সদস্যগণ অন্য ছুটীর অছিলায় এই সকল স্বর্গীয় দেশপ্রেমিকগণের স্মৃতি দিবস গোপনে পালন করেন তাহা হইলে তদ্দ্বারা ইহাঁদের স্মৃতির অবমাননাই করা হইবে। যে সকল মিউনিসিপ্যালিটী, লোকেল ও জেলা বোর্ড জাতীয়দলের অধিকারে আছে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত বিদ্যালয় সমূহের ছুটীর ব্যবস্থা করিবার অধিকার রহিয়াছে।"

আমরাও মনে করি, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সরকারের উদ্ধত আদেশ অমান্য করিবার ব্যবস্থা দ্বারা যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিরোধ-শক্তি জাগাইয়া তুলিতে

পারা যায় সেই সুযোগ দেশের হিতকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই গ্রহণ করা উচিত। আমরা আরও মনে করি—কংগ্রেস যে জিলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীগুলিকে তাহার নিয়ন্ত্রণে রাখিতে চায় তাহার প্রধান উদ্দেশ্যই এই। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সরকারের ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত জবাবের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ঐগুলিকে হাতে রাখার কোনই সার্থকতা থাকিতে পারে না। এই সব ব্যাপারে সরকারের আদেশ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মানিয়া লওয়া কখনই কংগ্রেসের অভিপ্রেত নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচন সম্পর্কে এইরূপই আর একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। তখনও আমরা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রতিরোধ-শক্তি জাগাইবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তখন পুরুলিয়ার অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্য আমাদের অভিমত সমর্থন করেন নাই। কংগ্রেস সদস্যগণ কর্ত্তৃক এই সব সুযোগ হেলায় পরিত্যক্ত হইতেছে দেখিয়া আমরা খুবই দুঃখিত।

স্থানীয় সংবাদ

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী এস্. ডি, ওর আদালতে ঝালদার "রাজার" আনীত মানহানির মোকর্দ্দমার দিন ছিল। আসামীগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বীর রাঘব আচারিয়া ভিন্ন আর সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। ডাক হইলে আসামীগণের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক বিচার-গৃহে প্রবেশ করে, গৃহে আর তিল ধারণের জায়গা ছিল না। দর্শকে গৃহ পূর্ণ দেখিয়া এস, ডি, ও, আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—এই সামান্য মোকর্দ্দমায় এত লোকের ভিড় কেন? আসামী পক্ষের জনৈক উকিল বলেন—নিশ্চয়ই মোকর্দ্দমার মূলে অদ্ভুত রকমের কিছু আছে, না হইলে মোকর্দ্দমা দেখিবার জন্য এত লোক ব্যগ্র হইয়াছে কেন? শুনিয়া হাকিম বলেন—তাই না কি, আমি ত কিছুই জানি না! হাকিম শ্রীযুক্ত বীর রাঘব আচারিয়ার নামে নূতন শমন জারির আদেশ দিয়া অপর সকল আসামীকে ১০০৲ টাকার জামীনে মুক্তি দিয়াছেন। মোকর্দ্দমার দিন আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী ধার্য্য হইয়াছে। আসামী পক্ষে উকিল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত ভবতোষ সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় দাস গুপ্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গত ৬ই ফেব্রুয়ারী আদালত প্রাঙ্গণে কতকগুলি দুষ্ট বালক ঝালদার "রাজা"কে নানা প্রকার কটূক্তি করিয়াছে। "রাজা" নাকি বাধ্য হইয়া শেষে এস্. ডি, ওর আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন। আমরা এই সংবাদে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। বালকগণের এ কি ধৃষ্টতা?

মানভূমের ডেঃ কমিশনার পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে ঝালদা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবশরণ লাল যযশোয়ালের বন্দুকের লাইসেন্স কাড়িয়া লইয়াছেন এবং বন্দুকটীও জিম্মা নিয়াছেন। শিবশরণ বাবু ডেঃ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন—বর্ত্তমানে আমার জীবন বিপন্ন, নানা দিক হইতে অত্যাচার উৎপীড়নের ভয় আমাকে দেখান হইতেছে—সুতরাং আর কিছুর জন্য না হইলেও অন্ততঃ আমার জীবন রক্ষার জন্য লাইসেন্স এখনকার মত বাতিল করিবেন না। ডেঃ কমিশনার শিবশরণ বাবুর বিপদ আপদের কথা লইয়া মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নহেন—পুলিশের নির্দ্দেশই বহাল রহিয়াছে। শিবশরণ বাবু ঝালদার গ্রামবাসীদিগকে তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার বন্দুকের লাইসেন্স যে যাইতে বসিয়াছে ইহা আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম।

ঝালদার "রাজা" মানহানির মামলায় নালিশের যে আর্জ্জি দাখিল করিয়াছেন তাহাতে লেখা হইয়াছে, সত্যকিঙ্কর আততায়ী দ্বারা আক্রান্ত হইবার পর ঝালদার পুলিশের নিকট বলিয়াছে যে, সে আততায়ীকে চিনিতে পারে নাই। আমরা ত এতদিন জানিতাম, পুলিশ সত্যকে আততায়ীর নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল—আমি এখানে কিছু বলিব না, যাহা হয় পুরুলিয়াতে বলিব। সেখানে যে কেন সে নাম বলে নাই তাহার কারণও কাহারও অজ্ঞাত নাই। কিন্তু এ কি আর কথা শুনিতেছি?

ঝালদার "বিচারকের" অবস্থা আজকাল বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বিচার করিতে যাইয়া কথায় কথায় ২৫৲ টাকা জরিমানা আদায়ের পাট উঠিয়া গিয়াছে। আবশ্যক মত "বিচারকের" মূর্ত্তি ছাড়িয়া "সেনাপতির" মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যে হাতের সুখটা হইত তাহাও ঘুচিয়া গিয়াছে। যে ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে তাহারই দায়ে অধমর্ণের গায়ের চামড়ার সহিত ৫০০৲ শত টাকার নোট যে দিন অনায়াসেই করতলগত হইত সে দিন গত হইয়াছে, আর বুঝি ফিরিয়া আসে না! অবাধ্য হইয়া মোকর্দ্দমার সাক্ষ্য দিতে গেলে সাক্ষীর আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর ধাই বন্ধ করিয়া যে আনন্দ উপভোগ হইত তাহা বুঝি আর অদৃষ্টে জোটে না! প্রসবান্তে ধোপা নাপিত বন্ধ করিবার আনন্দই বা আর কোথায়? অবাধ্য গ্রামবাসীরা "বিচারকের" হুকুম অমান্য করিয়াই যে বাঁধের জল পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে! গরু কাড়া আটক রাখিয়া ৫৲ টাকা করিয়া জরিমানা আদায় করিতেও যে আর ভরসা হয় না। গ্রাম্য আখড়ায় লাঠি হস্তে ক্রীড়ারত গ্রামের ছেলেদের দেখিয়া যে আর "বিচারকের" হৃৎকম্প উপস্থিত—জোড়ের উচ্চ তারের আড়ালে বসিয়াও যে মনে আর ভরসা পাওয়া যায় না! হায়রে পোড়া অদৃষ্ট, কম্পিত বক্ষ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেও যে বাগাল ছেলেগুলা—"ঐ বিচারক পালায়, পালায়" বলিয়া পিছনে পিছনে তাড়া করে! আর না! "বিচারক" এবার স্থির করিয়াছেন, তিনি কাশীবাসে যাইবেন।

বরাভূমের কতিপয় যুবক সেখানে "সত্যকিঙ্কর সাহিত্য মন্দির" নামে একটী পাঠাগার খুলিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার বিস্তারই এই পাঠাগারের উদ্দেশ্য। উদ্যোক্তাগণ এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিবিধানের জন্য মানভূমের হিতকামী প্রত্যেকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

বুড়দা গ্রামের ছেলেরা আখড়া খুলিয়া লাঠিখেলা শিখিতেছে ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছে—ইহা স্থানীয় আপোষোন্মান জমিদারের অসহ্য বোধ হইতেছে। তিনি পুলিশ কর্ম্মচারীদের অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ছেলেদের লাঠিখেলা—এমন কি বন্দেমাতরম্ ধ্বনি পর্য্যন্ত বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করুন। এখন পর্য্যন্ত সেইরূপ কিছু ব্যবস্থা হয় নাই তবে পুলিশ ছেলেদের গতিবিধির উপরে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চাষ থানার অন্তর্গত পুপুন্কী গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং তদধীন কানাগড়া নৈশ-বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণাদি উপলক্ষ্যে আগামী ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন ক্রমান্বয়ে তিনটী সভা অধিবেশন হইবে। উক্ত তিন দিনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া আশ্রমকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য কলিকাতা হইতে নারীহিত ব্রত প্রবীণ সমাজ-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মহেশ আতর্থী এবং স্বনামখ্যাত দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত কুমার কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়দ্বয় শুভাগমন করিবেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার দেশহিতব্রত উকিল ও সুবক্তা শ্রীযুক্ত খগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং রসরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় ও আসিতেছেন। কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে বসিয়া বিখ্যাত ওস্তাদগণ যে সকল গানবাজনা করিবেন, পুপুন্কী আশ্রমে বসিয়া যাহাতে প্রাতে দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় তাহা স্পষ্ট শুনা যায়, তজ্জন্য এই তিন দিন রেডিওফোনের ও ব্যবস্থা করা হইবে। পুরুলিয়ার মাননীয় হেল্থ অফিসার মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে ছবি দেখাইয়া বক্তৃতা করিবেন এবং চাষের নাট্য-সম্প্রদায় প্রথম দিন "সীতা" দ্বিতীয় দিন "দেবলা দেবী" এবং কালাপাথরের যাত্রা সম্প্রদায় তৃতীয় দিন ধর্ম্মমূলক যাত্রাভিনয় করিবেন।

মেলা প্রথম দিন প্রাতঃকালেই বসিবে এবং তিন দিন ধরিয়া চলিবে। সভার কার্য্য দ্বিপ্রহরে আরম্ভ হইবে। প্রথম দিনের সভাতেই পুরস্কারাদি বিতরিত হইবে এবং এই দিবসের সভায় ভদ্রমহিলাদের ও বসিবার সুব্যবস্থা থাকিবে।

মানভূম জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুপুন্কী আশ্রমের স্বামী স্বরূপানন্দজীকে এক পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে উক্ত আশ্রমের বার্ষিক সভা উপলক্ষে ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন যাহাতে ধানবাদ পুরুলিয়া সার্ভিসের মটরলরী আশ্রম হইয়া যায়, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের সময় পুলিশের নির্দ্দেশানুসারে বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী মিঃ দুনীচাঁদকে আদালত হইতে বাহির করিয়া দেন—আসামীরা ইহার প্রতিবাদ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। জেলের ভিতর আসামীদের উপর দুর্ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়। এই সকল কারণে আসামীরা আবার অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে জোর করিয়াই আদালতে লইয়া আসা হইতেছে।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার শ্রমিক নেতারা জুরীর সাহায্যে বিচারের প্রার্থনা করিয়া হাইকোর্টে কোন ফল পান নাই। দায়রা জজের আদালতে তাঁহাদের বিচার চলিতেছে—তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোন উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেন নাই।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি প্যাটেলের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া সরকার ব্যবস্থাপক সভা গৃহে পুলিশ প্রহরণের ব্যবস্থা করায় সভাপতি সভাগৃহ হইতে সদস্য ব্যতীত অপর সকলকে বাহির করিয়া দেন। ইহা লইয়া সরকারের সহিত সভাপতির ভীষণ মনোমালিন্য চলিতেছে। সম্প্রতি প্রকাশ সরকার সমস্ত বাধা ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া পুলিশপ্রহরী রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন—এইজন্য হয়ত সভাপতি প্যাটেল পদত্যাগ করিবেন।

মেদিনীপুর জেলে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন আনীত হইয়াছেন। তিনি কিছুদিন হইতে পুনরায় অনশন অবলম্বন করিয়াছেন সম্প্রতি তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন।

বন্দবিলায় সত্যাগ্রহ পূর্ব্বের মত চলিতেছে। জিনিশ পত্র ক্রোক করিয়া জন সাধারণকে বিচলিত করিতে পারা যাইতেছে না দেখিয়া কৌশলে প্ররোচনা দ্বারা লোককে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু কিছুতেই কেহ ট্যাক্স আদায় দিতেছে না। কর্ম্মীদিগকে বন্দী করিয়া বলা হইতেছে যে তাঁহারা ট্যাক্স আদায়ে সাহায্য করিলে মুক্তি পাইবেন—কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মীই ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া জেল হইতে মুক্তি ক্রয় করেন নাই। এদিকে সকল ইউনিয়নে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংক্রমিত হইতেছে। প্রকাশ পুলিশ বাহিনী শীঘ্রই ৪৫ দিন মধ্যে থানা ছাড়িয়া দিয়া বন্দবিলা ত্যাগ করিবে। ভদ্র মহিলারাও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার হইতে, জি, আই, পি, রেলে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ এপর্য্যন্ত একলক্ষ পচিশ হাজার লোক ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছেন। এজেন্ট শনিবারের মধ্যে কার্য্যে যোগদান না করিলে ধর্ম্মঘটকারী দিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া নোটীশ দিয়াছেন—কিন্তু তাহাতে কেহই কাজে যোগ দেন নাই। এইজন্য বোম্বাই প্রদেশে জি, আই, পি, লাইনে রেলগাড়ীর যাতায়াত এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তথাকার রেল ইউনিয়নের সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বাঁকুড়া কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ভূষণ সিংহ লিখিয়াছেন :—

বাঁকুড়া জেলার দুইটি খ্যাতনামা কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাশ ও শিতুরাম মণ্ডল পিনালকোডের সব চেয়ে সেরা যে ধারা ১২৪ (ক) তদনুসারে যথাক্রমে এক বৎসর ও আট মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে অদ্য ৮-২-৩০ দণ্ডিত হইলেন। তাঁহাদের সত্যকার অপরাধ তাঁহাদের দেশপ্রাণতা কিন্তু ইংরেজের আদালতে উহার অর্থ রাজদ্রোহিতা। বিচার করিবার ভার ছিল আমাদেরই বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত চুণীলাল মুখোপাধ্যায়, বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম ক্লাসের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের উপরে। ডেপুটি বাবু অনেক কিছু করিয়া বহু বৎসর ধরিয়া সরকারের নিমক খাইতেছেন—চাকুরির শেষ দশায় নিমকের মর্য্যাদা সুন্দরভাবেই রাখিয়াছেন। রায় দিয়া ডেপুটি বাবু বলেন তিনি সাতিশয় দুঃখের সহিত দণ্ডাদেশ দিতেছেন। তখনই তখনই রামকৃষ্ণ বাবুর নিকট হইতে উত্তর আসিল—উহা সত্য; যে শাসন দেশে বর্ত্তমান তাহা থাকিতে তিনি ঐরূপ করিতে বাধ্য। রামকৃষ্ণ বাবুর উক্তির অন্তরে যে প্রচ্ছন্ন রহস্য নিহিত ছিল তাহা ঘটিরাম না হইলে বিচারকর্ত্তা নিশ্চয়ই উপভোগ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক বাকুড়া কর্ম্মীদ্বয়কে রায়ের পর যে ভাবে অভিনন্দন দেন ও উৎসাহ দেখান তাহা অভূতপূর্ব্ব। আদালত গৃহ ও বহিঃস্থ প্রাঙ্গণ বিপুল জনতায় পূর্ণ ছিল। এমন কি অন্তঃপুরচারিণী সম্ভ্রান্ত মহিলারা আদালত গৃহে উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণ ও শিতুরাম বাবুকে পুষ্পমাল্য দান করেন ও ধান্যদূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ ও উলুধ্বনি হইতে থাকে। আদালত হইতে বাহির হইবামাত্র জনতার মধ্যে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি উঠে। "বন্দেমাতরম্", "পূর্ণস্বরাজ কী জয়", "স্বাধীন ভারত কী জয়", "সাম্রাজ্য বাদ নিপাত যাউক", "বিপ্লব আসুক" ইত্যাদি ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠে। সেই সময়ে উভয়কে জাতীয় পতাকা মূলে দাঁড় করাইয়া ফটো লওয়া হয়। পুলিসবাহিনী দর্শকের মত

দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক তাঁহারা যে বাণী দেশ বাসীর জন্য দেন তাহা সকলকে পাঠ করিয়া শুনান। সমবেত জনতা জেল-দরজা অবধি তাঁহাদের অনুসরণ করেন। জেল-দরজার সম্মুখে রামকৃষ্ণ বাবুর জননী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করতঃ বন্দেমাতরম্ বলিতে বলিতে বিদায় দেন। বিপুল জয় ধ্বনির মধ্যে জেলে প্রবেশ করিবার পর দরজা বন্ধ হইয়া যায়।

অবরুদ্ধ দেশসেবকদ্বয়ের বাণী :—

আমার প্রিয় দেশবাসীগণ—

আজ আমি ইংরাজের কারাগারে যাইতেছি। সখ করিয়া নহে। সংগ্রামে বন্ধন দশাগ্রস্ত বন্দীর মত বাধ্য হইয়াই যাইতেছি। পরাধীন দেশের সন্তানগণের জীবনের ইহাই স্বাভাবিক ধারা। কেবল দুঃখ এই, পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রারম্ভেই ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইতেছি। কংগ্রেসের পতাকা বহিয়া চলিয়াছিলাম। আজ তাহা ফেলিয়া যাইতে হইতেছে। বাঁকুড়ার যুবক বন্ধুগণ! আশা করিতে পারি না কি, আমার পতাকা আপনাদের হস্তে সগৌরবে ও সদর্পে বাহিত হইবে।

স্বাঃ শ্রীশিতরাম মণ্ডল

পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ সাফল্যমণ্ডিত করাই আমাদের কাজ। আমার অনুপস্থিতিতে সেই কাজের ভার আপনাদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি। পূর্ণ স্বাধীন ভারতবর্ষে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হই ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

সেবক—

স্বাঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দাস।

সার্চ্চলাইট পত্রের সহকারী সম্পাদক ও পাটনা টাউন কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নারায়ণ রায় ও কলিকাতা ডেবেন হাম প্রেসের শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র গুহ বর্দ্মন "কাকোরী ষড়যন্ত্র" নামক পুস্তক প্রকাশ করার অপরাধে ১২৪ (ক) ধারায় প্রত্যেকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। মণীন্দ্র বাবুর দণ্ড পাটনার রাজদ্রোহ অপরাধের দণ্ডের সঙ্গে চলিবে।

প্রেরিত পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

পারিতোষিক বিতরণ সভায় মানভূমের ডেঃ কমিশনার মহাশয়

এ-কথা সকলেই জানেন স্থানীয় জেলা স্কুলে প্রতি বৎসর পারিতোষিক বিতরণ সভা হইয়া থাকে এবং ডিপুটী কমিশনার যখন-যিনি-থাকেন- তিনিই উক্ত সভার সভাপতির কার্য্য করিয়া থাকেন। গতকল্য বৃহস্পতিবারের বারবেলায় (৩০শে জানুয়ারী) এমনি একটি পারিতোষিক বিতরণ সভা হইয়া গিয়াছে এবং যথারীতি ডিপুটী কমিশনারই সভাপতি ছিলেন। বরাবর এই সভায় ছেলেদিগকে পুরস্কারাদি প্রদানের পর সভাপতি মহাশয় তাহাদিগকে নীতিগর্ভ উপদেশ দিয়া থাকেন। যথা :—সুশীল ও সুবোধ হও; বেণী অতি দুরন্ত বালক তাহার মত হইও না, রাখাল তাহার মাসীর কাণ কামড়াইয়াছিল তোমরা মাষ্টারদের কাণ কামড়াইও না, ইত্যাদি ইত্যাদি। স্থানীয় বড় সাহেবের এই বচনামৃত শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ চিরকালই পুলকিত হইয়া থাকেন। এবং আমরা জানি এই প্রকার বক্তৃতা যতই 'নিরেট' হইয়া থাকে শ্রোতাদের দেহ-মন ততই বসন্তপবনান্দোলিত নীপের মত শিহরিয়া উঠে।

কিন্তু এবারকার সভায় নূতনত্ব আছে। এবং এই নূতনত্বের জন্য পুরুলিয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডিপুটী কমিশনার) মহাশয়ের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী।

গতকল্য কালসন্ধ্যার সময় পারিতোষিকের পর বাঙ্গালী ডিপুটী কমিশনার সাহেব কয়েকটি পরম উপাদেয় কথা বলিয়াছেন। এমন জ্ঞানপূর্ণ কথা সক্রেটিশ হইতে সাইমন পর্য্যন্ত এ যাবৎ কাহারও নিকট শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

সেগুলি যথাক্রমে এই :—

নং ১—জাতীয় বলিয়া আমাদের কিছু নাই।

নং ২—বৃথা স্বরাজ স্বরাজ করিও না।

নং ৩—চরকায় দীর্ঘ জীবন হয় না—তার চেয়ে ঘরে ঘরে বাগাতে বাগান হয় তাহার চেষ্টা কর।

নং ৪—স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিতে কি কেলেঙ্কারী হইতেছে দেখিয়া স্বরাজের আশা ছাড়িয়া দাও।

সভাস্থলে এই বচনামৃতগুলি লইয়া আলোচনা করিবার জন্য অনেকে উৎসুক ছিলেন কিন্তু হেডমাষ্টার সাহেবের ব্যূহ জয়দ্রথের মহাভারতীয় ব্যূহের মতই 'ঘনসন্নিবিষ্ট' ছিল। চিরকালই সভাপতির বক্তৃতার পরই (Remarks by gentlemen present) উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের বক্তৃতা হইয়া থাকে। পাছে কেহ উক্ত বচনামৃতের প্রতিবাদ করে এইজন্য এবার ঐ দফাটী সুবিবেচনার সহিত বাদ দেওয়া হইয়াছিল। সভাপতির বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতেই হেডমাষ্টার সাহেব উকিল বাবু চারুচন্দ্র রায়কে ধরিয়া পড়িলেন—"ধন্যবাদটা দিয়ে দিন"। চারুবাবু ধন্যবাদ শেষ করিলেন, দাস্যসুখে হাস্যমুখ বিনীতযোড়কর প্রভুর পদে সোহাগামোদে দোদুলকলেবর। তার পরও আমরা শুনিয়াছি ধন্যবাদ প্রস্তাবটি সমর্থন করার ছলে সভাপতি সাহেবের আবিষ্কৃত পরম সত্যগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দু'এক জনের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হায়! সে সুযোগও মিলিল না। যেহেতু স্বয়ং সভাপতি সাহেব ধন্যবাদ প্রস্তাব শেষ হইবা মাত্র অকালে উঠিয়া পড়িলেন। সকলেই তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল যদিও তখনও শেষ গানটি ও God Save the king প্রার্থনাটি বাকী ছিল। এ অশোভন ব্যস্ততার ও বিশ্রী বিহ্বলতার কারণটা কি জানি না। এই বক্তৃতার ভাব ও ভাষা সম্বন্ধে এখন কোনো কথা বলিব না। অকথ্যই হোক আর অনবদ্যই হোক এ লইয়া আলোচনা পরে করিব আশা রাখি। তবে এইটুকু বলিতে চাই যে বক্তৃতার ফলাফল হাতে হাতেই ফলিতে স্বকর্ণে শুনিয়াছি। অর্থাৎ বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর—সভাভঙ্গ হইলে—ছেলেরা যখন সভাগৃহ হইতে মাঠে আসিল তখন বক্তৃতার বিষয়টি লইয়া বিশেষ করিয়া স্বদেশ-জাতীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে ছেলেদের আলোচনা শুনিয়া তৃপ্ত হইলাম, দেখিয়া শুনিয়া আনন্দ হইল যে সভাপতির আবিষ্কৃত তথ্যগুলির প্রতি ছেলেরা যথাবিহিত ব্যবহারই করিতেছে। শেষ কথা এই বলিতে চাই যে গত ত্রিশ বর্ষ মধ্যে ল্যাং সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া গোপলে পর্য্যন্ত যত সভাপতি এইরূপ ক্ষেত্রে যত বক্তৃতা করিয়াছেন অদ্যকার বক্তৃতার ঔজ্জ্বল্যে তাহা ম্লান হইয়া গেল।

বক্তা শতং জীবতু!

ইতি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"আমি আশা করি এই বৎসরের মধ্যে সমগ্র মানভূম জিলা হইতে বিদেশী বস্ত্র নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে—ঘরে ঘরে চরকা ও খদ্দরের প্রচলন হইবে—মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপদ্ধতির সাফল্যের জন্য মানভূমবাসী প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।"

—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সন ১৩৩৬ সাল, ২৭শে মাঘ সোমবার।

স্বরাজের স্বরূপ

(২)

নির্ম্মম ভাবে ট্যাক্স আদায় করা, ট্যাক্স না দিতে পারিলে প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব নিলামে বিক্রয় করা, জেলে পাঠান—এই তিনটাই আমাদের দেশের শাসন-যন্ত্রের প্রধান কাজ বলিয়া আমরা জানি। শাসন যন্ত্র এই রূপেই আমাদের চোখের সম্মুখে বিরাজমান—শাসন-যন্ত্রের এই রূপটার সহিতই আমাদের ঘনিষ্ট পরিচয়, সুতরাং তাহাকে আমাদের দেশের লোকেরা ভয় করে, ভালবাসে না। স্বাধীন দেশগুলিতে শাসন-যন্ত্রের রূপ কিন্তু ভিন্ন রকমের। সেখানে শাসন-যন্ত্র প্রজাদের পেষণ করে না, তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই সৃষ্টি করে তাই সেখানে এই যন্ত্র প্রজাদের ভরসারই স্থল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সেখানে প্রজারা নিজেরাই এই যন্ত্র পরিচালিত করে।

আমাদের দেশের ভয়াবহ এই শাসন-যন্ত্রের রুদ্র রূপের প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা পাই এই যন্ত্রের প্রধান অঙ্গস্বরূপ পুলিশের আচরণে। শুনিতে পাই স্বাধীন দেশগুলিতে প্রজাসাধারণ পুলিশকে তাহাদের বন্ধু বলিয়াই জানে, আপদে বিপদে পুলিশই তাহাদের সহায়। আমাদের দেশের লোকেরা এই পৃথিবীতে মৃত্যুর পরে পুলিশের মত আর কিছুকেই ভয় করে না। যদি কোন গ্রামে দৈবাৎ কোনও পুলিশ কর্ম্মচারীর আবির্ভাব হইল, গ্রামের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়—সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, কি জানি আজ কাহার ভাগ্যে কি আছে। যদি পুলিশ-প্রভু সেদিনকার মত একটা লাউ কুমড়া, অথবা একটা খাসি মুর্গীর উপর নেক নজর হানিয়াই ভালয় ভালয় বিদায় লন তবে গ্রামবাসীরা তাহাদের তেত্রিশ কোটী দেব দেবীর উদ্দেশে মাথা নোয়াইয়া মনে ভাবে—দেবতার আশীর্ব্বাদে আজ আমরা বাঁচিয়া গেলাম। স্বাধীন দেশের লোকেরা পুলিশকে এই চোখে দেখে না, কারণ সেখানে চুরি ডাকাতি, খুন জখম হইয়া যাইবার পর দোষী নির্দ্দোষী নির্ব্বিশেষে সকলকে জ্বালাইবার জন্যই কেবল পুলিশের আবির্ভাব হয় না এবং প্রকৃত দোষীর সন্ধান না পাইলে বেতন বৃদ্ধির লোভে নির্দ্দোষীকে চালান দিয়াও সে দেশের পুলিশ কর্ম্মচারীরা কর্ত্তব্যের প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা দেখায় না। চুরি, ডাকাতি, খুন জখম যাহাতে না হইতে পারে, প্রবল যাহাতে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা স্বাধীন দেশের পুলিশ কর্ম্মচারীরা তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে এবং কোথাও কোনরূপ অপরাধ ঘটিলে প্রকৃত দোষীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্যই তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করে। এই সকল ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতার উপরে নির্ভর করিয়াই তাহাদের কার্য্যে অগ্রসর হইতে হয়—তাহাদের উপরে শাসন-প্রতিষ্ঠানের এইরূপ আদেশই দেওয়া থাকে। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যও কোন কর্ম্মচারী প্রবলের পক্ষভুক্ত হইয়া নির্দ্দোষ দুর্ব্বলের উপর উৎপীড়ন করিতে ভরসা পায় না, করিলে শাসন-প্রতিষ্ঠান যথোচিত প্রতিবিধান করে। এই সকল কারণেই স্বাধীন দেশে পুলিশ প্রজাসাধারণের বন্ধু, তাহাদের যম নয়।

আমাদের দেশের লোকেরা জানে পুলিশ কর্ম্মচারীরা তাহাদের মুনিব, তাহাদের ভৃত্য নয়। ভৃত্য হইলে কখনও কথায় কথায় হাজতে পাঠাইবার ভয় দেখাইত না, বিনা দোষে যখন তখন এরূপভাবে লাথি, কিল, চড়, ঘুষির অজস্র ধারা বহাইতে পারিত না। তাই তাহারা ভয়ে ভয়ে ইহাদের পাশ কাটাইয়া চলে, নেহাৎ দায়ে না পড়িলে ইহাদের নিকটে ঘেঁষিতে চায় না। আমাদের দেশের পুলিশ-প্রভুরাও জানে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিদেশী শাসন-যন্ত্রের স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা যত উৎপীড়ন, যত অনাচারই করুক না কেন, তাহাদের ভয়ের কোনই কারণ নাই। যদি কোন গোলযোগের আশঙ্কা হয় অমনি দুই একটা "গান্ধীর লোককে" ধরিয়া সত্য মিথ্যা নানা অভিযোগে চালান দিতে পারিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে—হইতেছেও তাহাই। ফলে প্রভুদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দিনে দিনে বাড়িয়াই চলিয়াছে, প্রজাদের দুঃখের বোঝাও ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে।

এমনিই ত পুলিশ-প্রভুদের প্রভুত্বের চাপে প্রজারা অস্থির, ইহার উপরে যদি কোনও প্রজা বিশেষ কোনও কারণে—যেমন হুকুম তামিল না করা, উৎপীড়নের প্রতিবাদ করা প্রভৃতি বেয়াদবীর জন্য ইহাদের বিরাগভাজন হয় তবে তাহার আর উপায় থাকে না। ১১০ ধারায় না হউক অন্ততঃ একটা চুরির অভিযোগেও তাহাকে কিছু দিন শ্রীঘরবাস করিয়া আসিতে হইবেই। আমাদের দেশের শাসন-যন্ত্রের বিচার বিভাগের একটা অংশ আবার এই পুলিশের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ—অর্থাৎ এই বিচার-বিভাগ ও পুলিশ যে-যে কাজ করে তাহা একই কাজের বিভিন্ন রূপ মাত্র। পুলিশ যাহাদের ধরিয়া চালান দেয় তাহাদের বিচার পুলিশের নিজের

লোক—এই বিচার-বিভাগের বিচারকর্ত্তাগণের নিকটেই হয় সুতরাং বিচারের ফল যে পুলিশের আশানুরূপ হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ কিছু নাই। সাধারণ মোকদ্দমাগুলির মধ্যে দুই একটা যদিই বা এদিক ওদিক হইয়া যায়, ব্যক্তিগতভাবে পুলিশ কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার উৎপীড়নের অভিযোগ করিয়া মোকদ্দমা আনিলে আর অন্যথা হইবার উপায় থাকে না।

পুলিশ প্রভুদের মধুর সম্বোধন ও লাথি, কিল, চড় প্রভৃতিকে প্রজারা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপেই গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু যদি কোনও প্রজার দৈবাৎ দুর্ম্মতি ঘটে এবং সে যদি কোনও পুলিশ কর্ম্মচারীর এইরূপ আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার জন্য উক্ত বিচারকগণের মধ্যে কাহারও নিকট গিয়া উপস্থিত হয় তবে তাহার ঔদ্ধত্যের উচিত শিক্ষা পাইতে বেশী বিলম্ব হয় না। তখন সে ভাবে, কেন আমার এই দুর্ব্বুদ্ধি হইল—কেন লাথিটা বেমালুম হজম করিয়া লইলাম না? না হয়, ২।১ দিন বিনা কারণে হাজত বাসই ঘটিয়াছিল তাহার জন্য এই সব গোলমাল না করিলেই ভাল হইত। সাধারণতঃ এই সকল ব্যাপারে অভিযোগের ফলে অন্যায়ের প্রতিকার ত হয়ই না বরং অভিযোক্তারই দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হয়। তাহার পক্ষে যত ভাল সাক্ষ্যই থাকুক, হাকিমের চক্ষে তাহার কোন মূল্যই নাই, কারণ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবার মত ঔদ্ধত্য যাহার আছে, তাহার সাক্ষীরা যে মিথ্যা কথা বলিবে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ! তাই হাকিম অভিযোক্তার দণ্ডবিধান করিয়া উচিত বিচারের সঙ্গে সঙ্গে শাসন-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। শাসন-প্রতিষ্ঠানের এইরূপ ব্যাপারে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না, কারণ ইহাতে বিদেশী প্রভুদের স্বার্থহানির কোন সম্ভাবনা নাই। ফলে এইরূপ বিচার-ব্যবস্থার অন্যথা হইতে প্রায়ই দেখা যায় না।

যে সকল স্থানে এই পুলিশের শক্তির সহিত আবার অত্যাচারী জমিদারের শক্তি মিলিত হয় সেখানে শাসনের আর একটা বিশেষ রূপের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। সাধারণতঃ, যে সকল জমিদারেরা তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্যে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রজাকুলকে নানাভাবে শোষণ করিয়া পুষ্ট হইতে চান এবং বিবিধ উপায়ে প্রজাদের উপর প্রভুত্ব খাটাইবার আকাঙ্ক্ষাও রাখেন তাঁহারাই পুলিশ-প্রভুদের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের বন্ধুত্বের ভিখারী হন। তখন পুলিশ ও জমিদারে মিলিয়া প্রজাদের জীবন ও সম্পত্তি লইয়া যেরূপ ছিনিমিনি খেলিতে আরম্ভ করে তাহা দেখিয়া অতি নিষ্ঠুরের প্রাণেও ব্যথা না লাগিয়া পারে না। দৈবক্রমে এহেন জমিদার যদি আবার তদনুষ্ঠিত রাজ-সেবার জন্য শাসন-যন্ত্রের স্নেহভাজন হইতে পারেন, তবে আর তাঁহাকে পায় কে? তাঁহার পিছনে পুলিশ, তার পিছনে স্বয়ং সরকার—সুতরাং তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কাছে করদ রাজ্যগুলির রাজা-রাজড়াদেরও হটিয়া যাইতে হয়।

এই সকল বিবিধরূপে বিরাজমান শাসন-যন্ত্রকে প্রজাকুল এতকাল ভয়ে ভয়েই মানিয়া আসিয়াছে। "কিস্মতের" উপরে পার্থিব সকল জ্বালাযন্ত্রণার দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া তাহারা নির্ব্বিকার চিত্তে সব সহ্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহাদের এই দুর্দ্দশার জন্য প্রকৃত পক্ষে দায়ী কে। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত জড়ত্ব তাহাদের ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। গৌরবময় ভবিষ্যতের আহ্বান তাহাদের প্রাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই আহ্বানে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা যদি আজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে দৃঢ় পাদক্ষেপে চলিতে আরম্ভ করে তবে তাহাদের অশেষ যন্ত্রণার মূল কারণ এই—বর্ত্তমান শাসন-যন্ত্রকে অচিরে ধূলিসাৎ করিয়া তাহার স্থলে, স্বাধীন দেশগুলির ন্যায়, তাহাদের নিজেদের শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। তাহা করিবার জন্যই আজ দেশ প্রস্তুত হইতেছে।

রায় বাহাদুরের হিতোপদেশ—

জেলা স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সভায় জেলার বড় সাহেব রায় বাহাদুর সি, সি, মুখার্জ্জি ছেলেদের উপলক্ষ্য করিয়া বৃহত্তর শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে যে বাণী প্রদান করিয়াছেন তাহার বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মানভূমের ডেঃ কমিশনার ৺মন্মথ কৃষ্ণ দেব জেলা স্কুলের এইরূপ এক পারিতোষিক বিতরণ সভায়ই স্থানীয় অসহযোগীদের বিদ্রূপ করিয়া এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি অসহযোগীদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আমাদের জাতীয়তা বা আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই। না করিবারই কথা, কারণ ভগবান সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে কিছু বুদ্ধি দিয়াছিলেন—রায়-বাহাদুরকে দেন নাই।

• • •

পরপদানত অবস্থায় পৃথিবীতে যত জাতি বাস করিয়াছে বা করিতেছে তাহাদের মধ্যে কাহারও অবস্থা গত শতাব্দীর আমেরিকার নীগ্রো ক্রীতদাসদের ন্যায় হীন হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। এই নীগ্রো ক্রীতদাসদের মধ্যেও অনেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিত—নিজেরা কিছু করিতে না পারিলেও যাহারা তাহাদের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিত তাহাদের সাফল্য কামনা করিত, তাহাদের প্রচেষ্টার প্রতি বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করিত না। আমাদের রায় বাহাদুর তাহাও করিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই—সরকারী বা বে-সরকারী ভারতীয়-

স্বর্ণ সুযোগ! স্বর্ণ সুযোগ!! স্বর্ণ সুযোগ!!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারান্টি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে মফস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

সকল রকম গ্রামোফোন সকল ভাষায় রেকর্ড ও তাহার সরঞ্জাম আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন ও উচিত মূল্যে পাইবেন।

যে কোন প্রকার বাজনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মেকার অতি সুলভ মূল্যে আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

"বীণা অর্গ্যান" হারমোনিয়ম সুমধুর স্বর ও স্থায়িত্বের জন্য—প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আবশ্যকীয় দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এম এল সাহা

সর্ব্বপ্রধান গ্রামোফোন, বাদ্যযন্ত্র ফটোসিনেমা, রেডিও ও সাইকেল বিক্রেতা।

৫।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও ৭।১স লিণ্ডসে ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস:—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—২,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর	
১৯২৮ সালে নূতন বীমা	১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয়	২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে	৩২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান	১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

ফর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এ-আই (লণ্ডন)

কলিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট সমূহের চীফ এজেন্ট,

আসানসোল, E. I. Ry.

সঙ্গীতে যুগান্তর

গান শিখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। অনেকে মনে করেন যে, গান করিবার শক্তিটা বুঝি ভগবৎ দত্ত কিন্তু এ বিশ্বাস ভুল।
আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চেষ্টা করিলে প্রত্যেকেই ভাল গায়ক হইতে পারিবেন।
এই উদ্দেশ্যে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। আপনার কণ্ঠস্বর কর্কশ থাকিলে আমরা সুমিষ্ট করিয়া দিতে পারি।
আপনার স্বর ক্ষীণ থাকিলে তাহা জোরাল করিয়া দিতে পারি। এ সম্বন্ধে জানিতে হইলে (Secy, Music and Voice culture Institute.) এই ঠিকানায় পত্র লিখুন অথবা নিজে আসিয়া দেখা করুন। ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এই সর্ব্বপ্রথম।
এখানে সর্ব্বপ্রকারের বিশুদ্ধ বাংলা, হিন্দি, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ভজন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা মফঃস্বলে যাইয়া শিখাইবার বন্দোবস্তও করিয়াছি। আমাদের প্রণালীতে গান শিখিতে আরম্ভ করিলে আপনি ৮।১০ দিনের মধ্যেই আপনার কণ্ঠের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন এবং ৭।৮ বৎসরের বালক বালিকা হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। আমরা ইহার গ্যারান্টি দিতে পারি।
পুরুলিয়া সহরে বাড়ীর মেয়েদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়াগান শিখাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করুন

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত

MUSIC & VOICE CULTURE INSTITUTE.

পুরুলিয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ !

গিনি হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত **"কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"**

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট।

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল। উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—**শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার**

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

পুপুন কী-আশ্রমে মেলা

আগামী ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন চাষ থানার অন্তর্গত পুপুন্‌কী আশ্রমে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে তিন দিবস ব্যাপী বিরাট মেলা বসিবে। এই মেলাতে বিশ হাজারের উপরে লোকের সমাবেশ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই মেলা উপলক্ষ্যে যাহাতে দেশ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার স্বদেশীয় বস্ত্র, খদ্দর, তসর, শিল্ক ও অপরাপর শিল্প দ্রব্যের সমাদর বৃদ্ধি পায় তাহাই আমাদের বিশেষ অভীপ্সিত। মানভূমের প্রত্যেক স্থানের ব্যবসায়ী দিগকে আমরা এই মেলাতে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত যাহারা নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকাদি প্রদর্শন করিয়া বা রাধাচক্র (নাগর দোলা) প্রভৃতি দ্বারায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেও এই মেলাতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। ইতি নিবেদক—

শ্রীসরলানন্দ ব্রহ্মচারী

জানিবার কথা—

সস্তাদরে উৎকৃষ্ট সাবান—

প্রস্তুতই আমাদের বিশেষত্ব। সেই জন্যই আজ দুই বৎসর হইতে এই কারখানায় প্রস্তুত **সুশ্রী, নির্ম্মল, সরোজবল, প্রোবীরাজ,** ইত্যাদী সাবানগুলি সকলেরই আদরনীয় হইয়াছে।

আপনাকে একবার পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক, বিস্তৃত সংবাদের জন্য পত্র লিখুন।

Youngmen's Scientific & Indnstrial Works

P. O. Tulin. (manbhum)

স্বত্বাধীকারী—শ্রীসৃষ্টিধর গোস্বামী—

Bengal-Nagpur Railway Co., Ltd.

(Incorporated in England.)

NOTICE.

Is hereby given that one wagon bamboos booked under Invoice No 1 of 6. 7. 29 Ex: Naharpali to Rukni consigned by V. C. L. Varma. to self, now lying undelivered and unclaimed at Rukni Station, will be sold by public auction under the provisions of the Indian Railways act IX of 1890 if not taken delivery of and removed from the railway premises on or before 25. 2. 30. on payment of all charges due thereon.

Terms—Payment in cash

Coml. Traffic Manager's Office, B. N. Ry, House, Kidderpore, Calcutta. Dated 30. 1. 30.	E. C. J. GAHAN. Commercial Traffic Manager.

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে এস বীর রাঘব আচারিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 165

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত

(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার
৫ই ফাল্গুন ১৩৩৬, ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০। } ৭ম সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্ব
শ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্ব প্রকার
জ্বরের অব্যর্থ
মহৌষধ।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

পমোরিয়া বা
ঔপসর্গিক মেহ
সম্পূর্ণ আরোগ্যের
অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র
রসায়ন
শিশি ১৷৷০

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) রাঁচি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২৷৷০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য—১৷০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—৴০ আনা

নৃশংসতা; অপর কারণ কৃষির উন্নতিবিধানের—যথা সারের ও জলসরবরাহের—আয়োজনের অভাব। সরকার ইচ্ছা করিলেই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে কিন্তু তাহা করে না, কারণ এই কাজের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থে বহু সহস্র ইংলণ্ডবাসীর রুটীর যোগাড় হইতেছে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, প্লেগ, বসন্তে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী বিনা চিকিৎসায় প্রতি বৎসর মারা যায়। সরকার যে ইহার প্রতিকার করিতে পারে না তাহা নয়, অর্থেরও অভাব নাই। তবে এই কাজের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হইলে বিদেশী প্রভুদের স্বার্থে আঘাত লাগিবে তাই ব্যবস্থা হয় না। আমরা নিজেরাও যদি আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য—আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের, আমাদের স্বাস্থ্যের, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করি, তাহার পথেও এই শাসনযন্ত্র নানা বাধার সৃষ্টি করে।

তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায় কিন্তু করিবার আবশ্যকতা নাই। চোখ খুলিয়া চাহিলেই সব দেখা যায়। আমাদের দেশের শাসনযন্ত্র যে রাজস্ব আমাদের নিকট হইতে আদায় করে তাহা দ্বারা আমাদের এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন অতি সহজে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হইতে পারিত—যদি সরকারের ইচ্ছা থাকিত। কিন্তু সে ইচ্ছা থাকাটা সম্ভব নয়। সেই কথাটাই আজ আমাদের বুঝিতে হইবে। যে দেশের পক্ষ হইতে এই সরকার আমাদের শাসন করিতেছে তাহার উদ্দেশ্যই হইল আমাদিগকে শোষণ করা; আমাদেরই ভালোর জন্য সেই দেশের লোক সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদের দেশে আসে নাই। এই সহজ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই সব ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বুঝা যাইবে।

সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও বুঝিতে হইবে—এই যে শাসন-পদ্ধতি সর্ব্ব প্রকারে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা কেবল বিদেশীর বাহুবলের উপরে নির্ভর করিয়াই সম্ভব হয় নাই। আমাদেরই অর্থ, আমাদেরই সাহায্য; সকলের উপরে জনসাধারণের নিশ্চেষ্টতা ও তাহাদের জড়ত্বই এই ব্যাপারটাকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। আজ সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া বহু কালের এই জড়ত্বটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া একবার যদি আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিতে পারি—আর না, আর এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটাকে সম্ভব থাকিতে দিব না তাহা হইলেই সমস্ত আপদ চুকিয়া যায়। আমরাও স্বাধীন দেশগুলির ন্যায় সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি—আমাদের দেশও ধনে, ঐশ্বর্যে, কৃষি-শিল্পে, শিক্ষা-দীক্ষায়, স্বাস্থ্যে সৌভাগ্যে অন্য যে কোনও দেশের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে।

"অমর বীর সত্যকিঙ্করের জয়!"

আজ ঝালদার পথ ঘাট সত্যকিঙ্করের নামে মুখরিত। হাটে, মেলায়, সভায়—যেখানেই দশ জন ঝালদাবাসী একত্র হয় সেখানেই উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত—"অমর বীর সত্যকিঙ্করের জয়!" ধ্বনি চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তোলে। এই অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বেও যাহার নাম কেহ জানিত না, যাহাকে চোখে কখন ও দেখে নাই এইরূপ এক অখ্যাতনামা যুবকের নামে জয়ধ্বনি করিয়া আজ ঝালদার গ্রামবাসীরা প্রাণে অমিত বল, মনে অননুভূতপূর্ব্ব উৎসাহ বোধ করে কেন? ঝালদার প্রজাকুলের প্রকৃত অবস্থার সহিত যাহার পরিচয় খুব কম তিনি হয়ত এই জয়ধ্বনির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু ঝালদাবাসীর সুখদুঃখের সংবাদ যাহারা রাখেন তাঁহারাই বুঝিবেন—"অমর বীর সত্যকিঙ্করের" নাম কেন ঝালদাবাসীর কাণে অমৃত ঢালিয়া দেয়।

* * * *

কিছুদিন পূর্ব্বেও ঝালদাবাসী ক্ষেতে ধান, গাছে লা', মাঠে গরু ভেড়া রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে কালযাপন করিতে পারিত না। জমিদার শিকারে যাইতেছেন বা খাজনা আদায়ে আসিতেছেন শুনিলে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। জমিদারের পেয়াদা গ্রামে আসিয়াছে শুনিলে কে কোথায় পালাইবে, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিত না। যদি আবার "গড়" হইতে কাহারও উপর তলব আসিয়াছে শুনিত, তবে ত কথাই নাই! স্বয়ং যমদূত আসিয়া তাহাদের দুয়ারে হানা দিলেও বোধ হয় তাহারা এত ভয় পাইত না।

* * * *

এখনও প্রজারা পিঠের দাগ, ভাঙ্গা পা দেখাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে—সেই ভীষণ দিন যেন আর ফিরিয়া না আসে। বলে—বাবু! আপনারা আর কোম্পানীর আমলের কথা কেন বলিতেছেন? এখনই বা ভালটা আছি কিসে? কোম্পানীর চাকরেরা তাঁতীর নিকট হইতে কাপড় আদায়ের জন্য তার চোখের সামনে তার ছেলের বাছাকে গাছে বাঁধিয়া চাবকাইত, তার কোমল অঙ্গ রক্তাক্ত করিয়া দিত—সে ত বহু আগের কথা! কিন্তু বাবু এই সেদিনও ত আমার ছেলের বাছাকে, সামান্য মাটিতে-পড়া একটা আম কুড়াইবার জন্য অমনি করিয়াই গাছে বাঁধিয়া চাবকান হইল—বাছার পিঠ ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। আমি সামনে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি—কি করিব, কোন উপায় নাই।—চাকরের দ্বারা ত এ কাজ হয় নাই!

* * * *

কেহ আসিয়া বলিল—হুকুম আসিল, মাগন দিতে হইবে। অনেক কষ্টে টাকা যোগাড় করিলাম, অনেক কাঁদাকাটা করিয়া—শত টাকা পর্য্যন্ত উঠিলাম। তাহাতেও অব্যাহতি নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে মাটীতে পড়িলাম; পায়ে ধরিয়া বলিলাম, ধর্ম্মাবতার এবারকার মত রক্ষা করুন। ও বাবা! এ যে হিতে বিপরীত। রাগে আগুন হইয়া বলিলেন—হতভাগা পা ছুঁলি, এত আস্পর্দ্ধা! দে পাঁচ টাকা জরিমানা—যতক্ষণ পর্য্যন্ত জরিমানা না দিবি ততক্ষণ এই ভাবেই থাকিতে হইবে। গৃহ হইতে টাকা আনিতে লোক গেল—আমি সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলাম। টাকা আনিয়া হুজুরের পায়ে রাখিলে তবে আমি উঠিতে পারিলাম।

* * * *

কেহ আসিয়া বলিল—শরীর অসুস্থ থাকায় বেট দিতে পারি নাই বলিয়া; কেহ বলিল—শিকারের সময় সঙ্গে যাইতে পারি নাই বলিয়া জরিমানা দিতে হইয়াছে; শিকারের মাচা তুলিতে ত্রুটী হইয়াছে বলিয়া পিঠের চামড়া গিয়াছে; গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আমিন বাবুর তেল কিনিয়া দিতে পারি নাই বলিয়া মার খাইয়াছি। এই সময়ে একটী বৃদ্ধ আসিয়া বলিল—সবই ত শুনিলেন কিন্তু আমি যেমনটি বলিব সেরূপ আর কখনও শুনিতে পান নাই। বলিল—"গড়ে" আদালত বসিয়াছে, সাক্ষীরা সব উপস্থিত আসামীর উপর মারের হুকুম হইল। সিপাহি সাহেব মারিতে মারিতে উৎসাহ সামলাইতে না পারিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া পড়িয়া গেলেন। হাসি সামলাইতে না পারিয়া জোরে হাসিয়া ফেলিলাম—অমনি হুকুম হইল, প্রত্যেকের ২৲ টাকা করিয়া জরিমানা। দিতে হইল, হুজুরের হুকুম যে! আর একজন বলিল, গরীব মানুষ, পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। কিন্তু তবুও এক টাকা দিয়া "মোটরের" সুরতির টিকিট কিনিতে হইল। ভাবিলাম—পাঁচদিন নাহয় না খাইয়াই থাকিব, তবুও পিঠের চামড়া বাঁচিবে ত'।

* * * *

গ্রামের পা-ভাঙ্গা বৃদ্ধ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—আর না!! যা হইবার হইয়াছে, আর সহ্য করিব না। এক বারের বেশী দুইবার ত' মরিব না। এবার আমরা একতাবদ্ধ হইয়াছি, ভয় ছাড়িয়াছি—দেখি, আর কে জুলুম করে? "অমর বীর সত্যকিঙ্করের জয়" ধ্বনিতে প্রান্তর মুখর হইয়া উঠিল—সেই ধ্বনি অদূরবর্ত্তী পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া প্রতিধ্বনি হইল—

"জয়! জয়!! জয়!!!"

* * * *

সত্যই, সত্যকিঙ্কর ঝালদাবাসীকে বিজয়-যাত্রার পথে আগাইয়া দিয়া গিয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রত্যক্ষ বিপদের সম্মুখীন হইয়া কি ভাবে সেই বিপদকে জয় করিতে হয় তাহার শিক্ষা সে দিয়া গিয়াছে। সংহতিই যে কেবল তাহাদিগকে তাহাদের অতিবাস্তব বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে—ইহার পরিচয় ঝালদাবাসী পাইয়াছে। সত্যকিঙ্করই এই পথের প্রদর্শক। তাই "সত্যকিঙ্করের জয়" ধ্বনিতে দিঙমণ্ডল কাঁপাইয়া ঝালদাবাসীর বিজয়-অভিযান আরম্ভ হইয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ

আগামী ৫ই মার্চ্চ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্তের মুক্তি পাইবার কথা। ঐ দিনই তাঁহার কারাদণ্ডের একবৎসর পূর্ণ হইবে। মানভূমের জনসাধারণ তাঁহাদের প্রিয় নেতাকে যথোচিত অভিনন্দন দান করে, ইহা কখনও সরকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না। সরকারের কাছে যিনি অপরাধী, দণ্ড দিয়া সরকার যাঁহাকে জনসাধারণের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, জেল হইতে বাহিরে আসিতে না আসিতেই বিরাট জনমণ্ডলী ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া, শোভাযাত্রাদি করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিবে—ইহা সরকারের অভীষ্ট কখনই হইতে পারে না। এই সকল ব্যর্থ করিবার জন্য হয়ত তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট তারিখের ২।৪ দিন পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। যদি এই দেশপ্রেমিককে তাঁহার উপযুক্ত অভিনন্দন দান করিবার ইচ্ছা মানভূমবাসীর থাকে, এখন হইতেই তাহার যথাযোগ্য আয়োজন করা আবশ্যক।

সম্প্রতি প্রচার উপলক্ষে যুবসঙ্ঘ ও কংগ্রেসের কয়েকজন কর্ম্মী ঝালদার অদূরবর্ত্তী কাঁপরা গ্রামে গিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে বহু গ্রামবাসী উক্ত কর্ম্মিগণের নিকট জমিদারপক্ষীয়দের অত্যাচারের কথা প্রকাশ করে। সংবাদ পাইয়া পরের দিন জমিদার গ্রামের কয়েকজন লোককে লইয়া থানায় যান। প্রকাশ, তাহাদিগকে শিখান হইয়াছিল—তোরা বল্‌বি তোদের দ্বারা জোর করিয়া মিথ্যা কথা লিখাইয়া লওয়া হইয়াছে। থানায় দারোগা বাবু উক্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন—কত মাগন দিয়াছিস্? উত্তরে মাগনের পরিমাণ দারোগাকে বলায় তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন—স্বেচ্ছায় দিয়াছিস্? উত্তর হইল—ইচ্ছায় কি দিতে পারি হুজুর? পেটে খাইতে পাই না, অত টাকা কি ইচ্ছায় দেওয়া যায়? জমিদারের পক্ষে দারোগা বাবু কোনও অভিযোগ গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায় নিম্নলিখিত দুইটি প্রস্তাব আগামী জেলাবোর্ডের অধিবেশনে আলোচনা করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন :—

প্রথম প্রস্তাব :—জেলা বোর্ডের অধীন অফিস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিবার অধিকার এই বোর্ডের আছে, এই জন্য লোক্যাল সেল্‌ফ গভর্ণমেন্ট আইনের ১৩৮ ধারা অনুসারে সরকার সম্প্রতি যে নিয়ম নির্দ্ধিষ্ট করিয়াছে যে, "কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির বা রাষ্ট্রীয় ঘটনার স্মৃতিরক্ষার্থ বোর্ডের অধীন বিদ্যালয় বন্ধ রাখা চলিবে না"—এই বোর্ডের মতে সরকারের এই কাজ স্বায়ত্ত শাসন প্রথার প্রত্যক্ষ বিরোধী। সুতরাং সরকারকে এই বোর্ড এই নিয়ম প্রত্যাহার করিতে বলিতেছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব :—১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তিরোধান উপলক্ষে 'দেশবন্ধু-দিবস' বলিয়া ছুটী দেওয়া হইয়া থাকে। এই বোর্ডের অধীন যাবতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি উক্ত তারিখে 'দেশবন্ধু-দিবস' বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় পৃথক করিয়া বন্ধ রাখা হউক এবং মধ্য-ইংরাজী ও মধ্য-বাংলা স্কুলে যেখানে ঐ দিবস গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যে পড়ে সেখানে ঐ দিবস উপলক্ষে আর এক দিন অতিরিক্ত ছুটী দেওয়া হউক।

গ্রামোফন লটারীর তারিখ পরিবর্ত্তন

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী যে একটী ডেকা গ্রামোফনের লটারীর তারিখ ছিল তাহার তারিখ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী লটারী হইবে।

ভিক্টোরীয়া ফার্ম্মাসী
পুরুলিয়া।

বিবিধ সংবাদ।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী সাবরমতীতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে স্থির হইয়াছে—অনতিবিলম্বে ভারতে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ (আইন অমান্য) আরম্ভ করা হইবে। এই প্রতিরোধ সম্পর্কে কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বনের ভার সম্পূর্ণরূপে গান্ধীজীর উপরে অর্পিত হইয়াছে। তিনিই এই সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা—যখন যেখানে আবশ্যক—অবলম্বন করিবেন। তিনি আবশ্যক মনে করিলে কার্য্যকরী সমিতির অভিমত গ্রহণ না করিয়াও কার্য্যে অগ্রসর হইবেন—এই ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। আপাততঃ কোন্ বিষয়ে আইন অমান্য আরম্ভ হইবে তাহার সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। অহিংসনীতিতে সম্পূর্ণ আস্থাবান্—এইরূপ কয়েকজন নেতার সহিত একযোগে গান্ধীজী এই কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের আত্ম-পক্ষ সমর্থন কমিটী নিম্নলিখিত বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রেরণ করিয়াছেন :—

আজ ৮দিন হইল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীগণ অনশন ধর্ম্মঘট অবলম্বন করিয়াছেন। আসামী রাজগুরু গুরুতর মাথার বেদনায় ভুগিতেছেন। গতকল্য সন্ধ্যাবেলা হইতে বলপূর্ব্বক খাওয়ানোর ফলে যতীন সান্যাল আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। বাধা প্রদানে ক্লান্তিবশতঃ তাঁহার অবস্থা আরও খারাপ, বলপূর্ব্বক খাওয়াইবার সময় তিনি দুইবার অজ্ঞান হইয়া পড়েন, এই অবস্থা অনেকটা সময় ছিল। তিনি বুকে বেদনা অনুভব করিতেছেন এবং তাঁহার নিঃশ্বাস ত্যাগে কষ্ট হইতেছে। রাত্রিতে তাঁহার শরীরের উত্তাপ ১০২ ডিগ্রী উঠে। তাঁহার শরীরের ওজন এ পর্য্যন্ত ২৩ পাউণ্ড কমিয়াছে।

আসামী মহাবীর সিংহ এখন চলাফেরা করিতে অক্ষম। অদ্য একখানা খাটিয়ায় করিয়া তাহাকে মিঃ লুইয়ের এজলাসে আনয়ন করা হয়।

যতীন সান্যাল দুইবার অজ্ঞান হইয়া পড়াতে কর্ত্তৃপক্ষ নাকি রাজগুরু,সুরেন্দ্র পাঁড়ে, অজয় ঘোষ—ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক খাওয়ানোর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। অজয় ঘোষের নাড়ীর স্পন্দন ৫০, তাঁহার শরীরের ওজন এক পাউণ্ড কমিয়াছে।

গতকল্য এডিসন্যাল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লুইয়ের এজলাসে কারাবিধি ভঙ্গের মামলার শুনানীর সময় যতীন সান্যাল একখানা চারপায়ার উপর এবং অজয় ঘোষ, সুরেন্দ্র পাঁড়ে এবং রাজগুরু একখানা কার্পেটের উপর শায়িত ছিলেন।

সর্দ্দার ভগবৎ সিংহ এবং বটুকেশ্বর দত্তের বিষয় অন্য কিছু জানা যায় নাই।

জি, আই, পি, রেল ধর্ম্মঘটের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। উভয় পক্ষই নিজেদের জিদে দৃঢ় আছে। প্রত্যহ শত শত নূতন লোক লওয়া সত্ত্বেও ট্রেণগুলি বিলম্বে আসিতেছে। যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে। নূতন লোকদের দ্বারা কাজ চালানোর ফলে সাওহার্ষ্ট রোডে দুইখানা ইঞ্জিনের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশনটি নূতন লোক লইবার ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে, সেখানে বেকারদের ভিড় জমিতেছে। সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকগণ জোর পিকেটিং চালাইতেছে এবং নূতন লোক দিগকে কার্য্যে যোগদান করিতে নিষেধ করিতেছে।

জি, আই, পি, রেল শ্রমিক সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত কেলকার এবং শ্রীযুত অ্যানের নিকট হইতে তারযোগে ব্যবস্থা পরিষদে, তাঁহারা অধিবেশন স্থগিত রাখার যে প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একখানা টেলিগ্রাম পাইয়াছেন। শ্রীযুত রুইকার, শ্রীযুত অ্যানের নিকট ধর্ম্মঘটের অবস্থা সম্বন্ধে এই তার করিয়াছেন যে, কতকগুলি কেন্দ্রে নূতন লোক লইবার চেষ্টা সফল হয় নাই। কর্ম্মীদিগকে দিয়া অনেক কাজ করান হইতেছে। ধর্ম্মঘটীদিগকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাসা ছাড়িয়া যাইতে হুমকী দেখান হইয়াছে। অবস্থা গুরুতর। ৭২ হাজার লোক ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

মেদিনীপুরের জনসাধারণের সভায় গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ একখানা পত্রে ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করেন,—(১) শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথকে অনশনব্রত ত্যাগে অনুরোধ করিবার জন্য কয়েকজন বে-সরকারী ভদ্রলোককে মেদিনীপুর জেলে যাইয়া সতীন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিবার অনুমতি দান করিতে হইবে; (২) একজন বে-সরকারী চিকিৎসককে সতীন্দ্রবাবুকে পরীক্ষা করিতে দিতে হইবে; (৩) প্রত্যহ সতীন্দ্রবাবুর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিবরণ জনগণকে জানাইতে হইবে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইয়াছেন যে, কোন দণ্ডিত কয়েদীর জন্য ঐরূপ কোন সুবিধাই দেওয়া যাইতে পারে না।

বন্দবিলার ন্যায় অন্যান্য স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। বাগেরপুর, জয়পুর ও ঝিনাইদহ প্রভৃতি স্থানে আন্দোলন বিস্তার লাভ করিয়াছে। তোলকোপী ইউনিয়নের লোকেরা ইউনিয়ন বোর্ডের করের বিরুদ্ধে জোর লড়াই করিতেছে। রাখালচন্দ্র বিশ্বাস, গোলাম রহমান হাকিম প্রভৃতির উপর ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে। জোর আন্দোলন চলিতেছে। পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি ১০৭ ধারার অভিযোগে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইহাদের পক্ষ হইতে জামীনের জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

ঢাকার হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এখন খানা-তল্লাসী চলিতেছে, পুলিশ যেখানে সেখানে আসামী গ্রেপ্তার করিবার জন্য খানাতল্লাসী করিয়া ফিরিতেছে। আসামীকে সনাক্ত করিবার জন্য পুলিশ যে সকল মুসলমান লইয়া যাইতেছে তাহারা বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কোন কোন বাড়ীর ঘরের মধ্যে যাইতেছে,কোথাও বা কাহাকেও ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিতেছে। এই সকল কারণে ঢাকার হিন্দুরা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য শান্তি-সভার সম্পাদক শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, ডাক্তার শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র দাস গুপ্ত, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অ্যাড্‌ভোকেট সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন। তাঁহারা একটি বর্ণনা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, খানাতল্লাসীর নামে পুলিশ যত্র তত্র অত্যাচার করিতেছে।

অনুসন্ধান কমিটি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব ভীষণ। রাঁধা ভাত নষ্ট করা হইতেছে, স্ত্রীলোকদিগকে অপমান করা হইতেছে, ইত্যাদি সংবাদ জানিয়া জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়াছে।

বন্দবিলার স্বেচ্ছাসেবকদের অপমান ও হায়রাণ করিবার অভিনব পন্থা গৃহীত হইয়াছে। সেদিন একজন সার্কেল অফিসার কয়েকজনকে অযথা গালাগালি ও অপমান করে। পুনরায় ১৪৪ধারা জারী করা হইয়াছে, বিনা ওয়ারেণ্টে স্বেচ্ছাসেবকগণকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। এ দিকে শ্রীযুক্ত বিজয় রায় প্রভৃতি সত্যাগ্রহ কর্ম্মিগণকে ১০৭ ধারা অনুসারে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। তাঁহারা এখন হাজতে আছেন।

বেরেলী সেন্ট্রাল জেলে একণে যে চারিজন খ্যাতনামা কাকোরী বন্দী আছেন তাঁহারা আবার অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের নাম শ্রীরাজকুমার সিংহ, শ্রীমন্মথ নাথ গুপ্ত, শ্রীশচীন্দ্র নাথ বক্সী ও শ্রীমুকুন্দলাল। মন্মথ বাবুর ভ্রাতা শ্রীমনোমোহন গুপ্ত শ্যামন হত্যা ষড়যন্ত্র অথবা মনমদ বোমা মামলার একজন প্রধান দণ্ডিত ব্যক্তি। রাজকুমার বাবুর ভ্রাতা শ্রীবিজয়কুমার সিংহ বর্ত্তমানে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত। কয়েক মাস পূর্ব্বে উক্ত বন্দীগণ রাজনৈতিক বন্দীর বিশিষ্ট ব্যবহার চাহিয়া অনশন করিয়াছিলেন, এবং শেষে পণ্ডিত জহরলাল ও অধ্যাপক শ্রীপ্রকাশের তার ও পত্র পাইয়া অনশন স্থগিত করেন। এক্ষণে তাঁহারা সরকারের তাঁহাদের সম্বন্ধে মতিগতি ফিরাইবার কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া আবার সেই স্থগিত অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আজ সকালে অনশন ঘোষণা করিবার সময়ে তাঁহারা জেল কর্ত্তৃপক্ষের কাছে নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করিয়াছেন :—

"গত সেপ্টেম্বর মাসে আমরা বিশেষ ব্যবহার চাহিয়া যে অনশন আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং কতিপয় নেতার বিশেষ অনুরোধে যাহা স্থগিত করিয়াছিলাম, আজ আবার তাহা আরম্ভ করিতেছি। সরকারের যদি মতিগতি সৎ হইত তাহা হইলে এতদিনে আমাদের বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে ব্যবহার দেওয়া হইত, তাহা ত করা হয়ই নাই প্রত্যুত আমরা প্রায় এক বৎসর হইতে ডাক্তারী কারণে প্রতিদিন যে অর্দ্ধসের দুগ্ধ পাইতাম তাহাও বিনা কারণে কয়েকদিন হইল জেলসমূহের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে দুইজন মন্মথ বাবু ও রাজকুমার বাবু ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষা জানেন, কিন্তু তাঁহাদের এসব ভাষায় বই দিতে সরকার নানা প্রকারে বিরক্তিজনক ভাবে আপত্তি করিয়া আসিতেছেন। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় অবিপ্লবী বা বিপ্লববিরোধী ব্যক্তির বইও সরকারের সি-আই-ডি আমাদের পড়িতে দেয় নাই! আমাদিগকে মামুলী অপরাধীদের মধ্যে দিবারাত্রি গত পাঁচ বৎসর হইতে থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছে। এক কথায় সরকার ও তাহার ভাড়াটে অত্যাচারীরা গত পাঁচ বৎসর হইতে আমাদের শরীর, মন ও আত্মাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে। শ্বেতকায় চোর ডাকাতদিগকে যে সব সুবিধা দেওয়া হয় আমাদের সে সব সুবিধাও দেওয়া হয় নাই। আমাদের এ অনশন কেবল বৈপ্লবিক দণ্ডিতদিগের অধিকার প্রাপ্তির যুদ্ধ নহে, ইহা কতিপয় ম্রিয়মান শ্বাসকণ্ঠাগত প্রাণীর আত্মরক্ষার লড়াই। আমরা জানি, যাহারা দাক্ষিণেশ্বর, মনমদ, দুসাবল, শোভা বাজার, লাহোর প্রভৃতি ষড়যন্ত্রে দণ্ডিত তাঁহারা দেশভক্তিতে কত বড়! আমরা তাঁহাদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা চাহি। আমরা ইহাও চাহি যে, এই বিশেষ ব্যবস্থা, অহিংসপন্থীদিগকে যে বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া হইবে তাহা হইতেও কোন অংশে ন্যূন হইবে না। আমরা চাহি, একজন বৈপ্লবিক দণ্ডিত ও একজন গান্ধীবাদী দণ্ডিতের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না।

"পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, গত অনশনে আমাদের যেরূপ মাটীর তলের অন্ধকার কুঠরিতে বন্ধ করা করা হইয়াছিল, এবং লণ্ঠন ও বই কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল এবারে যেন অনশনকালে সেরূপ না করা হয়। সরকারের হাবভাব দেখিয়া মনে হয়, এবারে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্তু আমরা শান্তিতে ধীরে-সুস্থে মরিতে চাই। আমাদের ধর্ম্মপুস্তক ও অন্যান্য চিন্তাশীল পুস্তক দেওয়া হউক। আশা করি, সরকার আমাদের আর কিছু না হোক অন্ততঃ শান্তিতে মরিতে দিবার কথা মঞ্জুর করিবেন। "জয় ভারতীয় সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রের জয়! জয় কাকোরীশহীদদিগের জয়!! জয় বিপ্লবীদিগের জয়!!!"

বন্দবিলার নিকটবর্ত্তী তৈলকুপী ইউনিয়ন পূর্ব্ব হইতেই বন্দবিলার সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি বন্দবিলা ইউনিয়নের মালক্রোক প্রায় সমাধা হইয়া আসিয়াছে এবং তৈলকুপা ইউনিয়নে মালক্রোক আরম্ভ করা হইতেছে। তথাকার লোকগণ বন্দবিলার উপর যাবতীয় অত্যাচার দেখা সত্ত্বেও তাহারা ট্যাক্স প্রদানে অসম্মতি প্রদান করিয়াছে। বন্দবিলা অপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারও তাহারা সহ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। মহম্মদ গোলাম রহমান বিশ্বাস তাহাদের নেতারূপে অগ্রগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। উক্ত নেতার আদেশে তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারা যাবতীয় অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে। পুলিশগণ নানা অজুহাতে মোকদ্দমা খাড়া করিয়া লোকদিগকে অযথা উৎপীড়ন করিতে প্রয়াস পাইতেছে এবং ঐ ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামে ইতিমধ্যে একটি গণ্ডগোল বাধাইয়া ৩৪ জন নিরক্ষর চাষাকে গ্রেপ্তার করিয়া যশোহরে চালান দেওয়া হইয়াছে।

সাদাপুর গ্রামে মালক্রোক করা হইল। গরু বাছুর এখনও ধৃত হইতেছে। পুরাদমে মালক্রোক চলিতেছে। সকলেই নিঃস্বার্থে মাল ছাড়িয়া দিতেছে।

ধাঁন্তপুড়ী গ্রামের মেম্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভ্রাতার বিরুদ্ধেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পূর্ণ সহায়তা করিতেছেন।

সার্কেল অফিসারগণ গাইনঘাট, বন্দবিলা, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামে যাইয়া লোকদিগকে ট্যাক্স দিয়া এক একটি হাতের টিপ দিতে বলিতেছেন। সার্কেল অফিসার ইহাও বলিতেছেন যে, তোমরা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স না দও তবে চৌকিদারী ট্যাক্স আমাকে দেও। লোকগণ বলিতেছে—যতদিন ইউনিয়ন বোর্ড থাকিবে ততদিন চৌকিদারী ট্যাক্স দিতেও আমরা রাজী নাই। এই বোর্ড উঠাইয়া লইলেই আমরা ট্যাক্স দিব, অন্যথায় কখনও দিব না।

ফরিদপুর জিলা ছাত্রসম্মিলনী

সভাপতির অভিভাষণ

গোহালাতে ফরিদপুর জিলা ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী এম-এ মহাশয়ের অভিভাষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল —

আজ এই নব জাগরণের দিনেও আমাদের দেশে এমন অনেকেই আছেন যাঁহারা কোনও প্রকাশ্য সভায় আমাদের অর্থাৎ শিক্ষকদের যোগদান পছন্দ করেন না। তাঁহাদের মতে অধ্যাপনা গৃহ হইতে বাহিরে আসা আমাদের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। কেন যে এইরূপ ঘটে তাহার সদুত্তর আমি দিতে পারি না। আমার মনে হয়, হয়ত শুধু ভাবরাজ্যের মানুষ বলিয়াই আমাদিগকে বর্জ্জন করা হয়। কিন্তু যত বড় ভাবরাজ্যেই আমরা বাস করি না কেন আমরা ত মানুষ বটে, আজ সারা বিশ্ব যুড়ে যে নূতন জাগরণ চলছে তাহার ঢেউ কি আমাদের স্পর্শ করে না? শিক্ষাগৃহে যে সকল তরুণ প্রাণের সংস্পর্শে আমরা আসি বাইরের জগতে তাহাদের স্থান কোথায়, তাহাদের প্রাণে কোন্ তরঙ্গ খেলা করে—ইহা জানিবার ইচ্ছা কি স্বতঃই আমাদের মনে উদয় হয় না? তাই বলিয়াই আজ নিজের কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ

করিয়া তোমাদের ভাবের ধারা দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।

বাঙ্গলায় ছাত্র আন্দোলন

ছাত্র আন্দোলন আমাদের দেশে নূতন। বিদ্রোহের মূলে ইহার জন্ম হইলেও আজ সারা বিশ্বে যে জাগরণের অনুভূতি লক্ষিত হইতেছে ইহা তাহারই একটা অঙ্গ মাত্র—অন্ততঃ আমি বাঙ্গলায় ছাত্র আন্দোলনকে এই ভাবেই দেখিয়াছি। পাঠ্যপুস্তকের জগতের মধ্যেই যে সর্ব্বক্ষণ তোমাদিগকে আবদ্ধ থাকিতে হইবে—আজ এই নবযুগে এ কথার কোনও মূল্য নাই। নিজেদের সংযত, সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেশসেবায় জীবন নিয়োজিত করা সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য—তোমরাও ত মানুষ। স্বদেশের সেবা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং তোমাদিগকে সে অধিকারচ্যুত করিবার অধিকার কাহারও নাই। অনেকে বলেন—ছাত্রদের রাজনীতি চর্চ্চা কর্ত্তব্য নয়। রাজনীতি কি জানি না—অনেক চেষ্টা করিয়াও রাজনীতির পাঁচ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কিন্তু মানবনীতির কথাই আজ তোমাদিগকে বলিব। ভূমিষ্ট হইয়া যে দেশের শ্যাম স্নিগ্ধ ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছ, আঁখি মেলিয়া যে দেশের আলো তোমাদের চোখ জুড়াইয়াছে, যাহার আকাশ বাতাস তোমাদের প্রাণে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করে—সেই জন্মভূমি মায়ের সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করিবার অধিকার সন্তানের নাই—তাঁহার দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিবার অধিকার তোমাদের নাই—মায়ের সন্তান হইয়া এত বড় মিথ্যা কথাটা কিরূপে আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি? এতবড় নির্লজ্জ মিথ্যা কথা বলিবার মত ভীরুতা যেন কখনও আমার প্রাণে না আসে।

দেশ সেবা

আমি তোমাদিগকে প্রকৃত দেশসেবকরূপে দেখিতে চাই। স্বদেশের চেয়ে বড় বলিয়া আমি কিছু জানি না এবং মানি না। ধর্ম্ম এবং ভক্তি আমার কাছে অর্থশূন্য, যদি তাহার পশ্চাতে দেশপ্রীতির অনুভূতি না থাকে। আমার কাছে দেশের পূজাই ধর্ম্ম, দেশকে জানাই জ্ঞান, দেশের কাজই কর্ম্ম এবং দেশভক্তিই প্রকৃত ভক্তি। ধর্ম্ম আমি মানি—কিন্তু দেশের চেয়ে বড় বলিয়া মানি না। জ্ঞান ও কর্ম্ম আমার নিকট কথার কথা যদি এই জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তিকে আমি দেশের কাজে নিয়োগ করিতে না পারি। যে জ্ঞান শুধু আত্মাকেই উন্নত করিয়া তোলে, দেশবাসীর কোন কাজেই আসে না আমার নিকট সেই জ্ঞানের কোনও মূল্য নাই।

চরিত্র-গঠন

স্বদেশকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় মনে করি বলিয়াই আজ তোমাদিগকে দেশের সেবায় অগ্রসর হইতে বলিতেছি। কিন্তু মনে রাখিও দেশসেবায় ছোট বড় সকলেরই অধিকার থাকিলেও কায়মনোবাক্যে যে সেবা তাহাতেই 'মা' অধিকতর প্রীতা হয়েন। প্রকৃত স্বদেশ-সেবক হইতে হইলে তোমাদিগকে চরিত্রবলে বলীয়ান হইতে হইবে। নিজের চরিত্র গঠন না করিয়া দেশসেবায় প্রবৃত্ত হইলে পদে পদে প্রলোভন আসিয়া তোমাদিগকে বিচলিত করিয়া ফেলিবে। চারিদিকের আবহাওয়া দেখিয়া আজ এই কথাটাই আমার বার বার মনে হইতেছে যে চরিত্র হারাইয়া অধঃপতনের শেষ স্তরে আমরা উপনীত হইতেছি। প্রলোভন আমরা জয় করিতে শিখি নাই, তাই পদে পদে অপমান ও লাঞ্ছনা আমাদের প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে।

স্বদেশের সেবাই জীবনের প্রকৃত আদর্শ

জীবন গঠন করিতে হইলে সম্মুখে কোনও মহান্ আদর্শ রাখা প্রয়োজন। স্বদেশের সেবার চেয়ে মানব জীবনে আর কোনও বড় আদর্শ আছে বলিয়া আমি জানি না। তোমাদিগকে এই মহান্ আদর্শের অনুবর্ত্তী হইতে আমি আহ্বান করিতেছি। এই মহান্ আদর্শের প্রয়োজন যে আজ আমাদের জীবনে কত বেশী তাহা বুঝিয়াছি বলিয়াই আজ তোমাদের শিক্ষক হইয়াও তোমাদিগকে বলিতে পারিতেছি না—"ছাত্রানং অধ্যয়নং তপঃ"। দুর্ভিক্ষ মহামারী বন্যা প্রপীড়িত তোমাদের দেশবাসীর সেবাই এখন তোমাদের ধর্ম্ম, তোমাদের তপশ্চর্য্যা। দেশের মুখে হাসি ফুটানই তোমাদের কার্য্য—দেশের গৌরবেই তোমাদের গৌরব।

পরের জন্য স্বার্থবলি দেওয়ার চেয়েও বড় একটা আদর্শ মানুষ চিরকাল মানিয়া চলিয়াছে। পরের কল্যাণের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করাই সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ অথচ এই প্রাণ—অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু মানুষের কাছে কিই বা আছে। নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য মানুষ যে কত ব্যস্ত তাহা "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই বাক্যেই প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এইরূপ প্রাণ বিসর্জ্জন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নহে—আমাদের দেশে ত ইহা সেদিন ঘটিয়া গিয়াছে। এই ত সেদিন তোমাদেরই সতীর্থ অনশন-ব্রতধারী যতীন দাস লাহোর জেলে তিলে তিলে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। যতীন আমার ছাত্র ছিল—ক্লাসে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিত, তাহার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই দেখি নাই। তাই লাহোর জেলে যখন সে অনশন ব্রত গ্রহণ করিল তখন আমারই ছাত্র বলিয়া আত্ম গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম। আজ বাংলার চরিত্রবান মৃত্যু-জয়ী দধীচির এই বিরাট আত্মত্যাগে আমার গর্ব্ব টুটিয়া গিয়াছে—আজ আর তাহাকে ছাত্র বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আজ সে আমার শিক্ষক, জাতির শিক্ষক।

ছাত্র সমিতির কার্য্যতালিকা বা প্রোগ্রাম

ছাত্র সমাজের প্রতি আমার একান্ত নিবেদন এই, যদি সত্যই তাঁহারা প্রোগ্রাম চান, তবে তাঁহারা দেশকে গড়িয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করুন। গ্রামে গ্রামে তাঁহারা ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠা করুন। নবযুগের বাণী গৃহে গৃহে প্রচার করুন। ঐ যে নিরক্ষর হাজার হাজার চাষীভাই আমাদের মুখের দিকে ম্লান নয়নে চাহিয়া আছে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিবার ভার তাহারা গ্রহণ করুন। নিরক্ষর দেশবাসীকে অবজ্ঞার মোহ হইতে মুক্ত করিয়া স্বদেশ-মন্ত্রে তাহাদিগকে দীক্ষিত করুন। নিজেদের জ্ঞান পিপাসার ফল সমস্ত দেশবাসীকে প্রদান করুন। বাংলার প্রতি গ্রামে যেন নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়—যেখানে হাজার হাজার কৃষকের ছেলেরা আসিয়া জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হইতে পারে, দেশকে চিনিতে পারে, দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইতে পারে। এ কার্য্য নেতাদের দ্বারা হইবে না, বাংলার তরুণ সমাজকে এ কার্য্যের ভার লইতে হইবে। রুশিয়ার তরুণের দল এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের চেষ্টা আজ ফলবতী হইয়াছে। চীনের তরুণ দল এই কার্য্যে ব্রতী, ঈজিপ্টে এবং আয়র্লণ্ডেও এই কাজ তরুণেরা গ্রহণ করিয়াছে। মুক্তিকামী দেশে এই ভাবে যদি তরুণের দল আগুয়ান হইয়া গঠন কার্য্যের ভার না লয় তবে সে দেশের মুক্তি সুদূর-পরাহত। বাংলার তরুণ ছাত্রদল, তোমরা দেশের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিবার জন্য এই দেশগঠনরূপ কার্য্য গ্রহণ কর। তোমরাই আজ এই ধ্বংসোন্মুখ জাতির আশ্রয়; হাজার হাজার দেশবাসী আজ তোমাদেরই মুখ চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহাদের প্রাণের ক্ষুধা দূর করিতে একমাত্র তোমরাই সক্ষম।

—আনন্দবাজার হইতে

মুক্তির পথে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রীসুশান্ত কুমার সিংহ—

জাপান কর্তৃপক্ষ ভীষণ আতঙ্কবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেও কোরিয়াবাসীগণ মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কল্পচ্যুত হইল না, বরং কর্তৃপক্ষের এই অত্যাচার তাহাদের উৎসাহ-অনলে ইন্ধন প্রদান করিল। বিদ্যালয় সমূহ ছাত্র অভাবে শূন্য হইল, সমস্ত দোকান বন্ধ হইল, পুলিসের ভয়ে কেহ কেহ দোকান খুলিতে বাধ্য হইলেও কোনও জিনিষ বিক্রয় করিত না, কেহ ক্রয় করিতে চাহিলে জিনিষ থাকিলেও নাই বলিয়া ফিরাইয়া দিত। দেশীয় পুলিসগণ তাহাদের চাপরাস ফিরাইয়া দিয়া সহস্র কণ্ঠের সহিত সুর মিলাইয়া গাহিল—

"জয়, জয় জয় মাতৃভূমির জয়!
জন্ম ভূমির জয়, স্বর্গভূমির জয়!
পুণ্য ভূমির জয়, মাতৃভূমির জয়!"

সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সহস্র অত্যাচার, প্রপীড়নে তাহারা মুহূর্ত্তের জন্য হিংসার সাহায্য লইল না। নিরস্ত্র কোরিয়াবাসীরা দেশনেতৃবর্গের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অহিংস নীতি অবলম্বন করিয়া শান্তি রক্ষা করিল।

কয়েক সপ্তাহ এইরূপ ভাবে যাইবার পর বিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণের দিন আসিল। জাপান কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন যে, যাহারা উপস্থিত হইবে না তাহারা উপাধিপত্র পাইবে না—দলে দলে ছাত্ররা আসিয়া উপাধিপত্র গ্রহণ করিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া, ছিন্ন করিয়া, পদতলে দলিত করিয়া, প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতার পতাকা আন্দোলিত করিয়া "আমাদের দেশ ফিরাইয়া দাও, স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য—জীবনের একমাত্র লক্ষ্য" বলিয়া চীৎকার করিয়া চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। তাহাদের তখন "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" কোরিয়ার পুরুষদের সহিত মহিলারাও সমান ভাবে পা রাখিয়া মাতৃভূমির উদ্ধার-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা স্বাধীনতার সাজ পরিধান করিয়া সহরের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া সকলকেই এই শান্তি সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল। মায়েরা দেশমাতৃকার উদ্ধার সাধনের জন্য এরূপ বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন যে, রমণীর ভূষণ লজ্জাও পরিত্যাগ করিলেন। কারণ কোরিয়ার রমণীগণকে এই আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য পশু-শক্তিতে শক্তিমান জাপান কর্তৃপক্ষ অত্যাচারের যে উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন, সে উপায় দেখিয়া স্বয়ং পশুও তাহাকে চক্ষু বন্ধ না করিয়া থাকিতে পারে না।— তাহারা এই সমস্ত মাতৃপূজার পূজারিণী, মায়ের দলকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাত করিলেন এবং যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে কোরিয়াবাসীর সম্মুখে উলঙ্গ করিয়া রাখা হইত।

উপায়ান্তর না দেখিয়া মায়েরা, সহজে খোলা না যায় এরূপ পোষাক পরিধান করিলেন কিন্তু তাঁহাদের এ চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। অনেক রমণীর উপর যে কি ভীষণ নির্য্যাতন করা হইল তাহা অনুমানে করাও শক্ত। কিন্তু তাঁহারা এ অত্যাচার, অদূর ভবিষ্যতের এক মধুর দৃশ্য কল্পনায় দেখিয়া, আনন্দে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহাদের তখন

"মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাবে—"

বালক বালিকারাও এই স্বাধীনতা যজ্ঞে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইল না। তাহারাও পূর্ণ-উদ্যমে এক বিরাট সভা আহ্বান করিল, সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাশিত অসি হস্তে কালান্তক যমের সদৃশ জাপানী পুলিস তাহাদের আক্রমণ করিয়া, প্রহার করিয়া তিনশত বালক ও একশত বালিকাকে গ্রেপ্তার

করিল। স্থানীয় হাঁসপাতাল হইতে ১৫ জন শুশ্রূষাকারিণী আহত বালক বালিকাদের সেবার জন্ত আসিলে তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করা হইল।

যে সমস্ত বালিকাগণকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল, তাহাদিগের নিকট স্বীকারোক্তি বাহির করিবার জন্য ভীষণ উৎপীড়ন করা হইল—তাহাদিগকে ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটু গাড়িয়া থাকিতে হইত, প্রহারের ত কথাই নাই।

বন্দী রমণীগণের উপর এই পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতীকার করিবার জন্য একদিন টংচু নগরের থানার সম্মুখে কোরিয়ানরা উপস্থিত হইয়া বলপ্রয়োগ করিবার উপক্রম করিলেন কিন্তু নেতারা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, "যিনি অহিংস ব্রত ভঙ্গ করিবেন তিনি দেশের ঘোর শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইবেন" এবং পরে কয়েকজন প্রতিনিধি প্রধান পুলিস কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি জানাইলেন যে, "জাপানী আইনানুযায়ী রমণীগণকে উলঙ্গ করা যাইতে পারে।"

জাপানের এই অত্যাচার হইতে ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র কেহই বাদ যাইল না, এমন কি বিশজন উচ্চ শিক্ষিত ও পদস্থ কোরিয়ান গভর্ণরজেনারলের নিকট পুলিসের অত্যাচার নিবৃত্তি করিবার জন্য আবেদন করিয়া থানায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদেরও গ্রেপ্তার করা হইল। ইহাঁদের মধ্যে মধ্যপন্থা ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, ভাইকাউন্ট কিম ছিলেন। এই চলনশক্তি হীন অসহায় ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ কিমের [Viscount Kim] প্রতি দুইবৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হইল যদিও এই ভাইকাউন্ট কিমই ১৮৬৬ খ্রীঃ সম্রাটকে অনুরোধ করিয়া জাপানীগণের প্রবেশ নিষেধ আজ্ঞা প্রত্যাহার করাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বহস্ত রোপিত বিষবৃক্ষের ফল এত দিনে ফলিল। (ক্রমশঃ)

জানিবার কথা

সস্তা করে উৎকৃষ্ট সাবান—

প্রস্তুতই আমাদের বিশেষত্ব। সেই জন্যই আজ দুই বৎসর হইতে এই কারখানায় প্রস্তুত সুশ্রী, নির্ম্মল, স্বরাজবল, গ্রোবীরাজ ইত্যাদী সাবানগুলি সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।

অতএব আপনারা ভ্যালযুক্ত বাজে সাবান ব্যবহার না করিয়া, আমাদের প্রস্তুত সাবানগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমাদের সুশ্রী টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আপনার শরীরের চর্ম্মরোগ দূর করুন, ও ঘ্রাণে মুগ্ধ, ব্যবহারে তৃপ্ত ও স্নানান্তে পবিত্র হউন। ইহাতে অন্য সাবানের মত চর্বি নাই ও সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত।

সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক, বিস্তৃত সংবাদের জন্য পত্র লিখুন।

Youngmen's Scientific & Industrial Works
P. O. Tulin. (Manbhum)
স্বত্বাধিকারী—শ্রীস্থিধর গোস্বামী

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি যে লোকপ্রিয়তার নিদর্শন তাহা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনবীমা কোম্পানী

ওরিয়েণ্টালের

বর্ত্তমান সমৃদ্ধিতেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়।

ক্রমোন্নতি

নূতন বীমা

১৯২৫	২৯৬ লক্ষ টাকা
১৯২৬	৩৯১ "
১৯২৭	৪৬৮ "
১৯২৮	৫৮৫ "

প্রিমিয়ম হইতে আয়

১৯২৫	৯৩ লক্ষ টাকা
১৯২৬	১০৬ "
১৯২৭	১২২ "
১৯২৮	১৪০ "

লোকপ্রিয়তাই লভ্যাংশের ক্রমবৃদ্ধি সূচনা করে। সমগ্র জীবনবীমা পলিশিতে ঘোষিত বোনাসের হার।

১৯২১	প্রতি হাজার টাকায় বার্ষিক	১০ টাকা
১৯২৪	" "	২২॥০ "
১৯২৭	" "	২৫৲ "

অতএব এই উন্নতিশীল কোম্পানীতে বীমা করিলে আপনার সংস্থানের সুব্যবস্থা হইবে।

কোম্পানীর প্রতিনিধি সর্ব্বত্র আছেন।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কোম্পানীর আফিস আছে :—

হেড অফিস :—ওরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস্, বোম্বাই।

আগ্রা, কলিকাতা, করাচি, মান্দালয়, পুনা, সিঙ্গাপুর, আজমীর, কলম্বো, কাউলালুম্পুর, ম্যাঙ্গালোর, কোয়েটা, সুক্কুর, আমেদাবাদ, ঢাকা, লাহোর, মোম্বাসা, রেঙ্গুন, ত্রিবান্দ্রম, এলাহাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, রাঁচি, ত্রিচনপল্লী, বাঙ্গালোর, জাভা, মান্দ্রাজ, পাটনা, রাওলপিণ্ডি, ভিজাগাপটম।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন :—

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্
পোষ্ট বক্স নং ২১ কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ আফিস
৪ নিম্পবন রোড, ঢাকা।

সব্ ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
একজিবিসন রোড, পাটনা।

অরগানাইজার, ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস,
কাছারি রোড, রাঁচি।

অথবা মিঃ এস. এন. রায়,
অরগানাইজার, রঙ্গপুর।

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া　　ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারাটি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে মফস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী
রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

সকল রকম গ্রামোফোন সকল ভাষায় রেকর্ড ও তাহার সরঞ্জাম আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন ও উচিত মূল্যে পাইবেন।

যে কোন প্রকার বাজনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মেকার অতি সুলভ মূল্যে আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

"বীণা অর্গ্যান" হারমোনিয়ম সুমধুর স্বর ও স্থায়িত্বের জন্য—প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আবশ্যকীয় দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এম্ এল সাহা

সর্ব্বপ্রধান গ্রামোফোন, বাদ্যযন্ত্র, ফটোসিনেমা, রেডিও ও সাইকেল বিক্রেতা।

৫।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও ৭ নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস :—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—	৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নূতন বীমা	১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয়	২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে	৬২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান	১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

ফর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এ-আই (লণ্ডন)
কলিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট সমূহের চীফ এজেন্ট,
আসানসোল, E. I. Ry.

সঙ্গীতে যুগান্তর

গান শিখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। অনেকে মনে করেন যে, গান করিবার শক্তিটা বুঝি ভগবৎ দত্ত কিন্তু এ বিশ্বাস ভুল। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চেষ্টা করিলে প্রত্যেকেই ভাল গায়ক হইতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। আপনার কণ্ঠস্বর কর্কশ থাকিলে আমরা সুমিষ্ট করিয়া দিতে পারি। আপনার স্বর ক্ষীণ থাকিলে তাহা জোরাল করিয়া দিতে পারি। এ সম্বন্ধে জানিতে হইলে (Secy, Music and Voice culture Institute.) এই ঠিকানায় পত্র লিখুন অথবা নিজে আসিয়া দেখা করুন। ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এই সর্ব্বপ্রথম। এখানে সর্ব্বপ্রকারের বিশুদ্ধ বাংলা, হিন্দি, ধ্রূপদ, খেয়াল, ঠুংরী, ভজন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা মফঃস্বলে যাইয়া শিখাইবার বন্দোবস্তও করিয়াছি। আমাদের প্রণালীতে গান শিখিতে আরম্ভ করিলে আপনি ৮।১০ দিনের মধ্যেই আপনার কণ্ঠের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন এবং ৭।৮ বৎসরের বালক বালিকা হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। আমরা ইহার গ্যারাণ্টি দিতে পারি।

পুরুলিয়া সহরে বাড়ীর মেয়েদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া গান শিখাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করুন

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত
MUSIC & VOICE CULTURE INSTITUTE
পুরুলিয়া

অপুর্ব্ব সুযোগ !

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

খাঁটি গিনি সোনার অলঙ্কার চান?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত **"কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"**

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন **নিয়ম করা হইল।** উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সত্তা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—**শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার**

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

জমী ভাড়া

জুবিলি কম্পাউণ্ডের সম্মুখে "কাতরাস রাস্তার বেড়" নামে পরিচিত (অধুনা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ক্রীত) জমী মাসিক ভাড়ায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। জমীর পরিমাণ তিন বিঘা, বড় রাস্তার উপরে সাহেব বাঁধের অতি নিকটে ভদ্রপল্লীর মধ্যে অবস্থিত, চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সহরের মধ্যে এইরূপ সুন্দর জায়গা দুর্লভ। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীহরিবিলাস মুখোপাধ্যায়, বি, এ,
(শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকিলের বাড়ী)
মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

Bengal-Nagpur Railway Co., Ltd.

(Incorporated in England.)

NOTICE

Is hereby given that one wagon bamboos booked by Mr. Tuhiram Sriram to self under Jamga to Rukni Invoice No. 2 of 21-9-29 lying undelivered at destination will be sold by public auction under the provisions of the Indian Railways Act IX of 1890 if not taken delivery of and removed from the railway premises on or before the 28th. February 1930 on payment or all charges due thereon.

Terms—Payment in cash

Coml. Traffic Manager's Office, B. N. Ry, House, Kidderpore, Calcutta.
Dated 31. 1. 30

E. C. J. Gahan
Commercial Traffic Manager.

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বিদ্যার্থী ভবন

আমাদের এখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য ছাত্র লওয়া হয় কিনা অনেকেই জানিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন যে আমরা আজ প্রায় ৩ বৎসর হইল বিদ্যালয়ের সাধারন শিক্ষার সহিত জীবনকে উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য বিদ্যার্থী ভবনে ছাত্র লইতেছি। গত বৎসর স্থানাভাব বশতঃ ৩০টার অধিক ছাত্র লইতে পারি নাই, এ বৎসর আরও ২৫টী ছাত্র লইবার ভাল বন্দোবস্ত করিয়াছি। শিশু বয়স হইতে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর ছাত্রদিগকেই লওয়া হয়। সঙ্ঘের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার্থীগণ অন্যান্য স্কুলের মত কেবল পাঠমুখস্থ না করিয়া যাহাতে স্বীয় গুণাবলির বিকাশ করিতে পারে এবং সুস্থকায়, স্বাধীনচেতা, সৎচরিত্র, কর্ত্তব্যপরায়ণ, জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত স্বাবলম্বী মানুষ হইয়া যাহাতে তাহারা দেশ ও সংসারের কল্যাণকামী হইয়া উঠে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ইহার জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ ব্যতীত আশ্রম জীবনের প্রত্যেক সদনুষ্ঠান, ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠা, ভক্তি শাস্ত্রাদি পাঠ, সাহিত্য চর্চ্চা, কৃষি, চরকা, তাঁত, ছাপাখানার কাজ, কাঠের কাজ, প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে স্কুলের বেতন, পড়ান, আহারাদি ও থাকিবার বাবদ মাসিক মাত্র ১৫৲ টাকা হিসাবে দিতে হয়। যাঁহারা ছাত্র পাঠাইতে ইচ্ছুক অবিলম্বে পত্র লিখিবেন।

শ্রীনলিন চন্দ্র দত্ত
প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বিদ্যার্থী ভবন, চন্দননগর।

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে এ বীর রাঘব আচারিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ১২ই ফাল্গুন ১৩৩৬, ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০। | ৮ম সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র রসায়ন
শিশি ১৷৹

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসা রোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) রাঁচি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, ／০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২৷৹ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য—১৷৹ টাকা, প্রতি সংখ্যা—／০ আনা

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভুতি
প্রার্থনা করে কেন ?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের জন্য ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ
সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

আর ভয় নাই!

৪০ দিনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত বা তজ্জাতীয় পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। কেবলমাত্র ঔষধের উপকরণাদি বা খরচ দিতে হয়। শীতকালে ব্যবহার্য্য। "হে ব্যাধিত আইস; অবিশ্বাস ত্যাগ কর; ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞাত হও"।

ডাকার—**সতীশ চন্দ্র মণ্ডল**
এইচ, এম, বি,
নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

মানভূম লাইট হাউস

পুরুলিয়া চক্‌বাজার

এখানে সকল রকম গ্যাস বাতি, ঝাড়, গেট, সিড়ি বাতি, ডেলাইট, পাক্ক লাইট, ও গ্যাস মসলা ইত্যাতি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় এবং ভাড়া দেওয়া যায়। কথার সার্থকতা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

প্রোঃ—
কৃষ্ণচন্দ্র ভগবানদাস

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস:—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—	৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নূতন বীমা	১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয়	২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে	৬২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান	১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

ফর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এ-আই (লণ্ডন)
কলিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট সমূহের চীফ এজেন্ট,
আসনসোল, E. I. Ry.

সকল রকম গ্রামোফোন সকল ভাষায় রেকর্ড ও তাহার সরঞ্জাম আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন ও উচিত মূল্যে পাইবেন।

যে কোন প্রকার বাজনা
সর্ব্বোৎকৃষ্ট মেকার
অতি সুলভ মূল্যে আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

"বীণা অর্গ্যান" হারমোনিয়ম
সুমধুর স্বর ও স্থায়িত্বের জন্য—
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আবশ্যকীয় দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এম এল সাহা

সর্ব্বপ্রধান গ্রামোফোন, বাদ্যযন্ত্র, ফটোসিনেমা, রেডিও ও সাইকেল বিক্রেতা।
৫।৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও ৭।১সি লিণ্ডসে ষ্ট্রীট
কালকাতা।

জমী ভাড়া

জুবিলি কম্পাউণ্ডের সম্মুখে "কাতরাস রাজার বেড়" নামে পরিচিত (অধুনা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ক্রীত) জমী মাসিক ভাড়ায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। জমীর পরিমাণ তিন বিঘা, বড় রাস্তার উপরে সাহেব বাঁধের অতি নিকটে ভদ্রপল্লীর মধ্যে অবস্থিত, চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সহরের মধ্যে এইরূপ সুন্দর জায়গা দুর্ল্লভ। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীহরিবিলাস মুখোপাধ্যায়, বি, এ,
(শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকিলের বাড়ী)
মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"আমি আশা করি এই বৎসরের মধ্যে সমগ্র মানভূম জিলা হইতে বিদেশী বস্ত্র নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে—ঘরে ঘরে চরকা ও খদ্দরের প্রচলন হইবে—মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপদ্ধতির সাফল্যের জন্য মানভূমবাসী প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।"

—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সন ১৩৩৬ সাল ১২ই ফাল্গুন সোমবার।

শেষ সংগ্রাম

আমাদের জাতীয় জীবনের যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, আমাদের দেশের শাসন ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে আমাদের করায়ত্ত করিতে না পারিলে—অর্থাৎ দেশে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তাহার প্রতিকার কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। এই কারণেই গত লাহোর কংগ্রেস জাতির পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। গত ২৬শে জানুয়ারী—স্বাধীনতা দিবসে দেশের সর্ব্বত্র লক্ষ লক্ষ নরনারী সমবেত হইয়া স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহারা স্বাধীনতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে।

জাতির পক্ষে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপায় স্বরূপ নিরুপদ্রব প্রতিরোধের (আইন অমান্যের) ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্পূর্ণ ভার মহাত্মা গান্ধীর উপর অর্পণ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীকেই এই সংগ্রামের জন্য আমাদের সেনাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। তিনি অনতিবিলম্বে বড়লাট সাহেবকে দেশের পক্ষ হইতে এক চরম পত্র প্রেরণ করিবেন—এই পত্রেই তাঁহার নির্দ্ধারিত প্রতিরোধ-পদ্ধতি বিবৃত হইবে। খুব সম্ভব লবণ কর সম্পর্কেই এই প্রতিরোধ আরম্ভ হইবে।

স্থির হইয়াছে, গান্ধীজী আপাততঃ সাবরমতী আশ্রমের শিষ্যগণকে লইয়াই এই কার্য্য আরম্ভ করিবেন এবং অহিংসা নীতিতে সম্পূর্ণ আস্থাবান অপর কয়েকজন নেতা তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিবেন। মহাত্মা মনে করেন, সম্পূর্ণরূপে মনে এবং কার্য্যে অহিংস থাকিয়াই এই প্রতিরোধ কার্য্য পরিচালন করিতে হইবে নতুবা দেশের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। এই জন্যই তিনি উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। অবশ্য, তাঁহার শত চেষ্টা সত্ত্বেও দেশের কোথাও যদি কোনও প্রকার উপদ্রবের সৃষ্টি হয় তাহাতে আরব্ধ প্রতিরোধ কার্য্য আর স্থগিত হইবে না।

আপাততঃ আশ্রমবাসিগণের দ্বারাই এই কার্য্য আরব্ধ করিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকিলেও, অচিরেই আরও বহু কর্ম্মীর প্রয়োজন হইবে। ইহা বুঝিয়াই হিন্দুস্থানী সেবাদলের সম্পাদক ডাঃ হার্দ্দিকার এই সত্যাগ্রহে যোগ দিবার উপযোগী করিয়া একটা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠনের আয়োজন আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহা সকলেই অনুমান করিতেছেন যে, এই প্রতিরোধ আরম্ভ হইবার অল্পকাল মধ্যেই গান্ধীজী কারারুদ্ধ হইবেন। তাহার পর তাঁহার অপর সহকর্ম্মিগণ এই কার্য্য পরিচালনার ভার লইবেন। তাঁহারাও একে একে অথবা এক সঙ্গেই পুলিশের কবলে পড়িবেন। এই প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রত্যেকটা ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপলব্ধি করিয়া লইয়া তখন কংগ্রেসকেই জাতির পক্ষে প্রত্যক্ষে এই সংগ্রাম পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। সেই জন্য এখন হইতেই সকলের প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

মহাত্মা গান্ধী আজ দেশের দুই চারিটী স্থানে যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন অচিরেই যে তাহা বিভিন্নরূপে দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে, ইহা নিঃসন্দেহ। তখন যেন দেশের কোনও অংশের অধিবাসিগণ এই যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে, সেই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইবার ব্যবস্থা এখন হইতেই সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের করিতে হইবে তাহার পূর্ব্বেও মহাত্মার আরব্ধ কার্য্যে জনবল ও অর্থবল দিয়া এবং অন্য প্রকারে সাহায্য করিবার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সর্ব্বোপরি এই কথাটা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহাই করি না কেন সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে তাহা আমাদের করিতে হইবে। বর্ত্তমান সঙ্কটে হট্টগোল বা হৈ চৈ করিয়া কিছু লাভ হইবে না—তাহাতে কার্য্য পণ্ড হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

প্রতিরোধ সংগ্রাম দেশের স্থানে স্থানে ভাল ভাবে আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী সকলে যদি বর্ত্তমান সরকারের সহিত স্বেচ্ছামূলক সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলেই আরব্ধ প্রতিরোধ প্রচেষ্টা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই এই শাসন-যন্ত্রকে অচল করিতে সমর্থ হইবে। আপাততঃ এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন অসহযোগের জন্যই আমাদের সকলের প্রস্তুত হইতে হইবে।

গত সেটেলমেন্ট মাপের সময় ঝালদা অঞ্চলের যে সকল প্রজা অন্যায়রূপে তাঁহাদের সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিক ভাবে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন তাঁহারা অবিলম্বে নাম ও ঠিকানা সহ তাঁহাদের সম্পত্তিচ্যুতির বিস্তৃত বিবরণ "মুক্তি" অফিসে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

"মুক্তি" সম্পাদক

স্থানীয় সংবাদ

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঝালদার জমিদার কংগ্রেস কর্ম্মীদের নামে যে মানহানির মামলা আনিয়াছেন তাহার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। মোকদ্দমা স্থানান্তরিত হইবার বহুপূর্ব্বে আসামী পক্ষের উকিল শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় এস, ডি, ওকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, মামলাটী যেন বাংলা ভাল রকম জানেন এরূপ কোন হাকিমের কাছে পাঠান হয়, পরে দেখা গেল মামলাটি মৌলবী আবদুল আজিজের আদালতে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে। মৌলবী সাহেব বাংলা জানেন না বলিয়া আসামী পক্ষের উকিলগণ এস, ডি, ওকে মামলাটি ঐ আদালতে না পাঠাইয়া অন্য যে কোন হাকিমের নিকট পাঠাইতে বারবার অনুরোধ করেন। এস, ডি, ও তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

প্রায় ১২॥ টার পর মৌলবী সাহেবের আদালতে মোকর্দ্দমার ডাক হয়। তাঁহার আদালত একে সঙ্কীর্ণ তাহাতে আবার বসিবার জায়গা নাই। আসামীদের এবং তাঁহাদের উকিলদের বসিবার আদৌ সুবিধা হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটকে এ বিষয়ে জানাইলে তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করেন বটে কিন্তু নূতন কোন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ দিকে আদালত গৃহে ভীষণ জন সমাগম হইয়াছিল। অব্যবস্থার ফলে আদালতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। "রাজা" হ্যাট মাথায় দিয়া প্রায় এক ঘন্টা কাল দাঁড়াইয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহার পক্ষের এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র বিশ্বাস না আসায় বাদীর এজাহার আরম্ভ হয় নাই। পরে বাদীর অন্য উকিল বাবু চারুচন্দ্র রায়কে আরম্ভ করিতে বলেন। তিনি কিয়ৎ কাল ইতঃস্তত করিবার পর প্রফুল্ল বাবু আসিয়া পড়েন। তখন আসামী পক্ষের উকিল শ্রীযুক্ত ভবতোষ সেন গুপ্ত বাদীর মাথার হ্যাটের দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশানুসারে বাদী রায় বাহাদুর তাঁহার মাথার হ্যাট্ সরাইয়া রাখেন। তখন বাদীর এজাহার আরম্ভ হয়। এজাহার বাংলাতেই হইতেছিল। বাদীর উকিল তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেছিলেন এবং অনুবাদ লইয়া তাঁহার সহিত আসামীর উকিলদের কথা কাটাকাটি হইতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও তাঁহার বাংলা জ্ঞানের অভাবের জন্য কয়েকবার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক প্রায় ২॥ ঘন্টায় তাঁহার এজাহার দেওয়া শেষ হয়। তিনি এজাহারে বলেন—তিনি ঝালদার জমিদার ও ঝালদা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান। ২০ বৎসর ধরিয়া তিনি জেলাবোর্ডের সদস্যগিরি করিতেছেন। তিনি খুব লয়ালিষ্ট অর্থাৎ সরকার ভক্ত। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে রায়-বাহাদুর টাইটেল (খেতাব) দিয়াছেন। জনসমাজে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও স্বরাজীদের সহিত তাঁহার অসদ্ভাব আছে। জেলা বোর্ড "মিটিংএ" স্বরাজীদের হারাইয়া দেওয়ায় এবং তাহাদের পক্ষে পরে ভোট না দেওয়ায় স্বরাজীদের তাঁহার উপর ভীষণ রাগ। বিশেষতঃ স্বরাজীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও লাট সাহেবকে বিদায় ভোজ দেওয়ায় (Farewell) তাহার উপর স্বরাজীদের বেশী রাগ আছে। আসামীদের তিনি চেনেন ও আসামী বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত স্বরাজের কাজ করেন। বীর-রাঘব আচারিয়া, শিবশরণ ঘশোয়াল, মোহনদাস বাবাজী, রজনী মাহাত, হরি মাহাত, মটরু মাহাত, গোপীনাথ মাহাত সবাই স্বরাজী। আসামী বীর রাঘব আচারিয়া "মুক্তি"র সম্পাদক, উহা স্বরাজীদের কাগজ। মৃত সত্যকিঙ্কর দত্ত ঝালদা যুবসঙ্ঘে লাঠি খেলা শিখাইত। ১০ই জানুয়ারী সন্ধ্যার পর কে তাহাকে আঘাত করিয়াছিল। তাহার মৃতদেহ স্বরাজীরা ঝালদায় লইয়া গিয়া শোভাযাত্রা করিয়া গুবরী নদীর তীরে দাহ করে। সুরেন মুখোপাধ্যায় তখন বাদীকে জানাইয়াছিল যে সেখানে অনেকেই বলিয়াছিল, "রাজাই" (বাদী) তাহাকে খুন করাইয়াছে। তাহার পর ১লা মাঘ সত্যমেলার সভায় আসামীরা তাঁহাকে অত্যাচারী ও হত্যাকারী বলিয়াছিল ও প্রতিশোধ লওয়ার কথা তুলিয়াছিল। বিভূতি ছাড়া অন্য সব আসামী ২রা মাঘের সভায় তাঁহার মানহানিকর কথা বলিয়াছিল। মোহন দাস তাঁহাকে গরুড়ের সহিত তুলনা করিয়া এক গল্প বলিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে এইরূপ অত্যাচরীর মুখে [বুকে নয়] লাথী মারিতে হয়। এই সকল শুনিয়া তিনি অতি কষ্টে শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অতঃপর আসামীদের উকিল শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় বাদীকে জেরা করেন। জেরায় জমিদার বলেন—আমি ইংরাজী বলিতে পারি। লাটের ফেয়ারওয়েলের সময় তাঁহার সহিত আমার কোন কথা হয় নাই। আমার ইংরাজীতে এজাহার দিতে আপত্তি আছে। এস, ডি, ওর কাছে আমি বাংলাতে জবানবন্দী করি আমি ইংরাজী লিখিতে পারি এবং আমার লিখিত তদন্তের রিপোর্ট ও রাজের মানে বলিতে পারি। লয়ালিষ্ট মানে সরকারকে যে ভালবাসে ও ভক্তি করে। সকল রকমে সরকারের সমর্থন করাই হইল লয়ালিটী। আর যাহারা সকল বিষয়ে সরকারের বিরোধিতা করে তাহারাই স্বরাজীষ্ট। দুর্ভিক্ষের সময় সরকার দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদের সাহায্য করিলে তাহার স্বরাজীরা প্রতিবাদ করে না। আমি জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা জানি না [আদালত এই প্রশ্ন তুলিতে দেন নাই]। তিনি স্বরাজীদের ও নন্‌কো-অপারেটারদের মধ্যে পার্থক্য দেখাইতে যাইয়া বলেন যে নিজেদের রাজ্য যারা চায় তারা স্বরাজী এবং সরকারের সহিত Co-Operate যারা করে না তারাই নন্‌কো-অপারেটর। আমি আমার জমিদারী লইয়াই সন্তুষ্ট। স্বরাজ পাওয়া ভাল কি মন্দ সে বিষয়ে আমি উদাসীন।

অতঃপর জমিদার আদালত হইতে যাইতে চান। তখন আসামীর উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মোহন দাসগুপ্ত ও দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস তাহাতে আপত্তি করেন। তাহার ফলে জমিদারকে আদালতের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। বাদীর এজাহারের পর বাদী পক্ষে আর ৪জন সাক্ষীর এজাহার লওয়া হয় এবং বাদীর আবেদনানুসারে আরও কয়েকজন সাক্ষীর নামে শমন জারীর হুকুম হয়। মোকদ্দমার দিন আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী ধার্য্য হয়। আসামীদের পক্ষে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ভবতোষ সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অমলা প্রসাদ সিংহ, শ্রীযুক্ত রুদ্রপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বক্সী, শ্রীযুক্ত শ্রীবাস চট্টোরাজ, শ্রীযুক্ত রাজকিশোর মাহাত প্রভৃতি বহু উকিল মোক্তার আদালতে হাজির হইয়াছিলেন।

শুনা যাইতেছে ঝালদার জমিদারের তরফ হইতে কয়েকজন কংগ্রেস কর্ম্মীর নামে ১০৭ ধারায় শান্তিভঙ্গের ও চুরির অভিযোগ আনীত হইয়াছে। ১০৭ ধারার মামলা সম্পর্কে সেদিন নাকি স্থানীয় পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব নুতনডি, ও কাঁসরায় গিয়াছিলেন। পাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে কয়েকজন কর্ম্মী প্রচার উপলক্ষে কাঁসরা গিয়াছিলেন। সেখানে গ্রামবাসীরা তাঁহাদের নিকট জমিদারপক্ষীয়দের বহু জুলুমের কথা প্রকাশ করিয়াছিল।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখ রবিবারে বাঘমুণ্ডি থানার বুড়দা গ্রামে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে এক বিরাট জন সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভাতে প্রায় ১০ হাজার গ্রামবাসী নানা গ্রাম হইতে যোগদান করিয়াছিল। সভাতে পুরুলিয়া ও ঝালদা হইতে আগত বহু লোক বক্তৃতা করেন। সভার সংবাদ কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল। বাঘমুণ্ডি থানার দারোগা মহাশয় এই সভার সংবাদ পাইয়া অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। বোধ হয় এই ব্যস্ততার ফলেই পুলিশ সাহেব একবার সেই গ্রামে যাইয়া অবস্থা পরিদর্শন করিয়া আসেন। সভার দিন দেখা গেল যে দারোগা সাহেব ও ইনস্‌পেক্টার মহাশয় ১০।১৫ জন লাঠীধারী কনেষ্টবল লইয়া লরীযোগে তথায় উপস্থিত হন। একটী বন্দুকও তাহাদের সঙ্গে ছিল। তাহাদের আয়োজন দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে বুড়দা গ্রামে বোধ হয় পলাসীর যুদ্ধ অথবা দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ অথবা ঐ রকম একটা কিছু ঘটনা হইবে। শ্রীযুক্ত অতুল বাবু একবার কথাপ্রসঙ্গে পুলিশ কর্ম্মচারী দিগকে বলেন যে, আয়োজন দেখিতেছি বড়ই স্বল্প। একটা মেশিন গান আনিলেন না কেন?

যাহা হউক সভার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইল। লরীতে আসিবার সময় দারোগা সাহেব যেরূপ হাঁস-ফাঁস করিতেছিলেন—কি করা যায় এই ভাবিয়া—সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বোধ হয় তাহা কিছু কমিয়াছিল। কারণ গ্রামবাসীদের যেরূপ উৎসাহ ও উত্তম দেখা গেল তাহা বাস্তবিকই অভূতপূর্ব্ব। যে পুলিশের ভয়ে তাহারা ভীত ছিল—পুলিশ বেশ দেখিয়া গেল যে সে পুলিশের ভয় আর তাহাদের মধ্যে নাই। সভাতে চরখা, খদ্দর ও পঞ্চায়েতের কথা বক্তারা সকলেই সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন। গ্রামবাসীগণও স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। বুড়দার কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র সুল্লোর মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমেই বুড়দা অঞ্চলে এরূপ জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

ধানবাদ হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক ধানবাদ লোকেল বোর্ডের এ্যাসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া "মুক্তি"তে প্রকাশার্থ এক অভিযোগ পাঠাইয়াছেন। এই অভিযোগের মধ্যে "কাগজপত্রে অসংযত ভাষা প্রয়োগ" অন্যতম। আমরা এই ব্যাপারের প্রতি লোকেল বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অভিযোক্তাগণ অন্য যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন লোকেল বোর্ডেই তাহার আলোচনার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয় বলিয়া মনে করি।

জলুমী গ্রাম হইতে জলুমী (বি, এন্, আর) রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত গমনাগমনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী রাস্তাটীর সুমেরামতের জন্য সদর লোকেল বোর্ডের নিকট একাধিকবার দরখাস্ত করিয়াও গ্রামবাসিগণ কোনও প্রতিকার পান নাই। লোকেল বোর্ড জানাইয়াছেন, অর্থাভাবে এ কাজ এখন হইবে না। গ্রামবাসিগণ এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ এই ব্যাপারের প্রতি জেঃ বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চান।

গত ২০শে মাঘ চেলেমা কর্ম্মমন্দিরের বার্ষিক উৎসব অতি উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ গোস্বামীর সভাপতিত্বে এবং স্থানীয় কর্ম্মিগণের ঐকান্তিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। প্রাতে দেশবন্ধু ব্যায়ামাগারে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় এবং কর্ম্মমন্দিরের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী পঠিত হয়। পরে এক সাধারণ সভায় সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর রায় কংগ্রেসের ঘোষণা বাণী পাঠ করিয়া সকলকে দেশের বর্ত্তমান্ সঙ্কটে নিজ নিজ কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেন। সভায় অদৃষ্টপূর্ব্ব উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত হরিপদ দাঁ মেয়েদের জন্য একটী মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া স্থির করেন, বর্ত্তমান বিদ্যালয়টীকে মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া প্রস্তাবিত গৃহে স্থানান্তরিত করা হইবে। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীও এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। হরিপদ বাবু নিজ ব্যয়ে জমী ক্রয় করিয়া গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবেন। হরিপদ বাবুর মাতার নামে এই নূতন বিদ্যালয়টীর নামকরণ হইবে। বর্ত্তমান বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ বিক্রয় করা হইবে এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের সাজসরঞ্জামের জন্যই রক্ষিত হইবে।

পুপুনকী ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের বার্ষিক উৎসব ১লা ফাল্গুন হইতে ৩ দিন ব্যাপিয়া সমারোহের সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ৩ দিনই জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা নারীরক্ষা সমিতির সুযোগ্য ও প্রবীণ অক্লিষ্টকর্ম্মী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতাতিশয্য বশতঃ তিনি পরদিনই চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। উৎসব উপলক্ষে মেলা বসিয়াছিল। আশ্রমের জনৈক কলিকাতা-বাসী হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু রেডিওফোণ সঙ্গে আনিয়া ৩দিন ধরিয়া সমাগত সকলকে সুদূর পল্লীগ্রামে বসিয়াই কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের গায়কগণের গানবাজনা, অভিনয় ও সংবাদ শুনাইয়া আনন্দ দান করিয়াছেন। মানভূম জেলা বোর্ডের হেল্‌থ-অফিসার শ্রীযুক্ত সুবোধ কুমার সেন ও তাঁহার সহকর্ম্মীবৃন্দ ম্যাজিক লণ্ঠনের বক্তৃতা করিয়া জনগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ৩দিন স্থানীয় খিভিন্ন গ্রামের যাত্রা হইয়াছিল। উৎসবে কাতরাস, তোপচাঁচি, নোয়াগড় প্রভৃতি স্থান হইতেও অনেকে যোগদান করিয়াছিলেন। আশ্রমে বড়ই জলের অভাব। আশ্রমে কূপ খনন করিয়া জলের অভাব দূর করিবার জন্য সমাগত সহৃদয় দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে অযাচিত ভাবে প্রায় ৪০৲ টাকা নগদ ও দুইশত টাকার উপর প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। উৎসবের ও দানের বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ স্বামীর কঠোর আত্মত্যাগ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই এই উৎসব এরূপ ভাবে সুসম্পন্ন হইতে পারিয়াছে।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বলরামপুর থানার অধীন কানা গ্রামের খুদু রজকের হাজারিবাগ জেলে ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। মানভূমের ভূতপূর্ব্ব দায়রা জজ খুদুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় ও অন্যান্য কারণে পত্নীর হত্যাপরাধে তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দেন। সে হাইকোর্টে আপীল করে। হাইকোর্টে বিচারে তাহার দণ্ডাদেশ বর্দ্ধিত হইয়া প্রাণ দণ্ডের হুকুম হয়। প্রাদেশিক সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে কোন ফল পায় নাই। ভারত সরকারের কাছেও তাহার জন্য না কি ক্ষমা প্রার্থনার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বলরামপুর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন :—

গত ৪ঠা শনিবার তারিখে "মিত্র সরকারের" ৪৮১ নং মটর লরী বরাহবাজার হইতে বলরামপুরে আসিতেছিল, তাহাতে ৬।৭ জন সাধারণ আরোহী ছাড়া বলরামপুরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের রীডার বাবু ও বান্দোয়ান থানার দারোগা বাবু ছিলেন। বলরামপুরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের রীডার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় ড্রাইভারের নিকট হইতে, ড্রাইভারের অসম্মতিতে প্রতি-

বাদ সত্ত্বে জোর করিয়া নিজে ষ্টিয়ারিং ধরিয়া মোটর চালাইয়া আনিতেছিলেন, বগামার নিকটে একটী গো-গাড়ীকে পশ্‌ কাটাইতে চেষ্টা করেন, ফলে মোটর গাড়ীখানি উল্টাইয়া পড়িয়া যায়। লরীতে যতগুলি আরোহী ছিল প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর আহত হইয়াছিল, গাড়ীখানি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুটী ছেলে ও আমার ভগ্নীপতি শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (তিনি ঐ মোটরে আসিতেছিলেন) দৈবানুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছেন। ড্রাইভারের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, বাল্দোয়ানের দারোগা বাবুর হাতে গুরুতর জখম ও একটী স্ত্রীলোকের হাত তিন স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শুনিতেছি, কাহারও প্রাণের আশঙ্কা নাই, একটী ব্রাহ্মণ ছোক্‌রার গলদেশে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছে। ক্লীনারের (Cleaner) হাতে আঘাত লাগিয়াছে, যোগেন্দ্র বাবুর কোনওরূপ আঘাত লাগিয়াছে কিনা জানা যায় নাই।

যোগেন্দ্র বাবুর মোটরের ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই, বা তিনি মোটর চালনায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এক্ষেত্রে তিনি ড্রাইভারের বাধা সত্ত্বেও মোটরের Steering কাড়িয়া লইলেন কেন? পুলিশের লোক বলিয়াই কি? তাঁহার এই গুরুতর অন্যায়ের কৈফিয়ৎ কে তলব করিবে? এই যে এতগুলি নিরীহ লোক বিনা কারণে তাঁহারই মূর্খতায় ও দম্ভগর্ব্বে আহত হইল এর জন্য দায়ী কে? কথায় বলে "যার কাজ তাকেই সাজে, অন্য লোককে লাঠী বাজে"। পুলিশ প্রভুদের চাকরীর এমনই মাহাত্ম্য যে সামান্য কর্ম্মচারীরাও মদগর্ব্বে অন্ধ। এ ক্ষেত্রে আমরা জনসাধারণ- পুলিশের বিচারের পরিণতি বা বিচারের ফল কিরূপ হয়, তাহাই জানিবার বা দেখিবার অপেক্ষায় রহিলাম।

বিগত রবিবার ১৬।২।৩০ তারিখে ধানবাদ টাউন হলে ধানবাদ জনসাধারণের শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভা হয়। উক্ত সভায় আগামী ৬ ও ৭ এপ্রেল তারিখে মানভূম জেলা সম্মিলনের ধানবাদ অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সরকার উক্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মানভূম জেলানিবাসী যে কোন স্ত্রী বা পুরুষ ১৮ বৎসর বা তাহার উর্দ্ধ বয়স্ক হইলে এবং কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি থাকিলেই অন্যূন ২৲ টাকা দিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। এই প্রস্তাবটীও ঐ সভায় গৃহীত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

কৃষ্ণনগর কলেজ হোষ্টেলের ছাত্রেরা স্বাধীনতা দিবস উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। হোষ্টেলের কর্তৃপক্ষ ইহাতে বিরক্ত হইয়া ৪জন ছাত্রকে দণ্ড দেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের এই অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ জন্য কলেজের ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করেন। সকল ছাত্রই ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছেন। গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলেজে একটী ছাত্রও আসেন নাই—অধ্যাপকগণ শূন্য ক্লাসে দিন কাটাইয়াছেন। অধ্যক্ষ ছাত্রদের নূতন করিয়া সাজার ব্যবস্থা করিয়া এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে চাহিতেছেন!

জি, আই, পি, রেলের ধর্ম্মঘট আদৌ প্রশমিত হয় নাই। রেল কর্তৃপক্ষ পশুর ন্যায় জুলুমবাজী করিয়া রেলওয়ে কোয়ার্টার হইতে শ্রমিক বিতাড়নের চেষ্টা করিতেছে। নারীর সম্ভ্রম পর্য্যন্ত তাহারা রক্ষা করিতেছে না। পর্দ্দানশীন মহিলাদিগকে তাহারা বাহির করিয়া দিতেছে। শ্রমিকগণ সম্পূর্ণ অহিংস থাকিয়া সত্যাগ্রহ করিতেছেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা লাহোর বোরষ্টাল জেলে অনশন অবলম্বন করিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রাজগুরু এখন মৃত্যুশয্যায়। অন্যান্য আসামীদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। তাঁহারা কঙ্কালসার হইয়া শয্যায় পড়িয়া আছেন। রাজগুরুর ফুসফুস্‌ আক্রান্ত হইয়াছে। আসামীদিগকে ঔষধ বা খাদ্য খাওয়ান সম্ভবপর হইতেছে না।

বিশেষ আদালতে মেছুয়াবাজার বোমার মামলা আরম্ভ হইয়াছে। আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনরূপ সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদিগকে নির্জ্জন কারাকক্ষে রাখা হইতেছে ও তাঁহাদের উপর নির্ম্মম ব্যবহার করা হইতেছে।

আমেদাবাদে এক বক্তৃতায় পণ্ডিত জহরলাল বলিয়াছেন :— ফলাফলের ভার ভবিষ্যতের হাতে ন্যস্ত করিয়া সকলে পূর্ণ স্বরাজ দিবসে গৃহীত পবিত্র সঙ্কল্প স্মরণ রাখিয়া আসন্ন সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন। সারা জগৎ আজ ভারতের দিকে তাকাইয়া আছে। দেশের আত্মসম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থির রাখিতে হইবে। কংগ্রেস স্বাধীনতার পথে আমাদের নিকট হইতে এই আশা করে যে— আমরা সকলপ্রকার ত্যাগের জন্য এমন কি জীবন বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

ঢাকায় হাঙ্গামার পর গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কয়েকজন পুলিশ কয়েকজন হিন্দুর বাড়ী খানাতল্লাস করিয়াছিল। খানাতল্লাসের সময়, পুলিশ নয় এমন অনেক মুসলমানকে হিন্দুদের ঘরের ভিতর লইয়া গিয়াছিল। তাহারা জুতা পায়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়াছিল, মুসলমানেরা হিন্দু পুরমহিলাদের গা ঘেঁসিয়া যাওয়া আসা ও সকলে মহিলাদের উপর অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিল। তদন্ত করিয়া এই সকল বৃত্তান্তের সত্যতা অবগত হইয়া ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট মিঃ হডশন হিন্দুদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ও করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অপরাধী পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে বাধ্য করিয়াছেন।

ছোটনাগপুরের সুবিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ ও কৃষ্ণবল্লভ সহায় হাজারীবাগে মহকুমা হাকিমের বিচারে ১ বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সিংহ ও সহায় যথাক্রমে ভারতীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার সভ্য ছিলেন; সম্প্রতি লাহোর কংগ্রেসের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহারা আইন সভা ত্যাগ করেন। হাজারিবাগে তাঁহারা কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সরকার তাঁহাদিগকে ঐ প্রচার কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে এবং কেন জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ হইবেন না তাহার কারণ দেখাইতে বলে। আমলাতন্ত্রের ঐ আদেশ তাঁহারা মানিয়া লয়েন নাই এবং আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনও করেন নাই। ফলে তাঁহাদিগকে ৩০০০৲ ও ২০০০৲ টাকার জামিন দিবার আদেশ হয়। তাঁহারা ঐ হুকুম না মানিয়া ১ বৎসরের জন্য কারাবরণ করিয়া লইয়াছেন। কৃষ্ণবল্লভ বাবু তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন—কোনও নিরপেক্ষ বিচারালয়ে তাঁহার বিচার হইলে তিনি কখনও দোষী সাব্যস্ত হইতেন না। অজ্ঞ লোকেরা কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ অপব্যয় করিয়া মদ খায় এবং পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। তিনি এই সকল লোককে পশুত্বের পথ বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিতেছিলেন। কষ্টার্জ্জিত শস্য বিক্রয় করিয়া বিদেশী বস্ত্র-ক্রয় করা অপেক্ষা নিজেরা সূতা কাটিয়া বস্ত্র বয়ন করিতে পারিলে যে বেশী লাভ —এই কথাও তিনি তাহাদের শিখাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পুলিশের ভয়ে বৃথা ভীত না হইয়া মানুষের মত আচরণ করিতে তিনি তাহাদের শিখাইতে ছিলেন। অনেকে তাঁহার কথানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাতে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া তিনি মনে করেন না।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্তের পত্র

ওঁ

হাজারিবাগ

১২ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

প্রিয় অতুল বাবু,

আশা করি আপনারা সকলে কুশলে আছেন। আগামী ৫ই মার্চ্চ, বুধবার আমি আমার প্রাচীর-বেষ্টিত অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভ করিব। ঐ দিন হাজারিবাগেই থাকিবার ইচ্ছা আছে। পর দিবস দিনের বেলায় এখান হইতে রওয়ানা হইব। পথে রাত্রিযাপন আমার মোটেই সহ্য হয় না। জীমূত বাবু ও অর্দ্ধেন্দু বাবুকে বলিবেন বৃথা কতকগুলি টাকা খরচ করিয়া মোটর লইয়া আসিবার প্রয়োজন নাই, পুরুলিয়া গিয়াই দেখা হইবে। আমাকে যদি একা যাইতে একান্তই অসমর্থ মনে করেন তাহা হইলে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত কাহাকেও ট্রেনে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার শরীর অসুস্থ, আপনি কষ্ট করিয়া আসিবেন না। আশ্রমের ছেলে মেয়েদের আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবেন। আপনারা সকলে আমার ভালবাসা গ্রহণ করিবেন এবং পূজনীয় সকলকে প্রণাম দিবেন। অন্নদার জন্য এক জোড়া ৮হাতী খদ্দর ধুতি পাঠাইবেন। আমি বাহিরে যাইবার পূর্ব্বেই যেন আপনার চিঠি পাই। এখানে আমরা সকলে ভাল আছি, আপনাদের কুশল সংবাদ লিখিবেন। ইতি—

স্নেহানুগত—

শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত

মুক্তির পথে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রীসুশান্ত কুমার সিংহ—

কোরিয়ার সর্ব্বত্রই অবাধগতিতে অত্যাচার ও নিপীড়ন চলিতে লাগিল এক সংচু (Songcho) সহরে ৩০ জনকে হত্যা করা হইল। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ—১৯১৯ খৃঃ মার্চ্চ মাস হইতে জুন মাসের ১৯শের মধ্যে ১৬৬১৮৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ইহাদের প্রতি যে কি ভীষণ অত্যাচার করা হইত তাহার একটু নমুনা তৎকালীন কোরিয়াবাসী জনৈক মার্কিন ভদ্রলোক দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"আমার বাসস্থানের সন্নিকটে একখানা কাষ্ঠফলকে হতভাগ্যগণকে বাঁধিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়া প্রহার করা হইত। দারুণ প্রহারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে মুখে চোখে জল দিয়া পুনরায় প্রহার করা হইত। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকাকে গুলি করিয়া হত করা হইয়াছে, সঙ্গীন দিয়া বিদ্ধ করা হইয়াছে। সাত সপ্তাহের মধ্যে অস্ত্রবিহীন, সহায়হীন প্রায় দুই সহস্র স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকাকে হত্যা করা হইয়াছে।" কিন্তু এই ভীষণ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াও কোরিয়াবাসীরা উদ্যম, সহনশীলতা, সংযম, প্রাণের আনন্দ হারায় নাই ....

"যে আনন্দ দাঁড়ায় আঁখি জলে
দুঃখ ব্যথার রক্ত শতদলে।"

কোরিয়াবাসীগণ "স্বাধীন সংবাদ" নামক একখানা সংবাদপত্র গুপ্তভাবে মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বত্র বিতরণ করিতে লাগিলেন, কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে বন্ধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ইহার প্রকাশকগণকে ধৃত করা হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের সে ঘোষণাকে ব্যঙ্গ করিয়া আর একখানা স্বাধীন সংবাদ প্রকাশ হইত।

কোরিয়ার অবস্থা গুরুতর দেখিয়া গভর্ণর জেনারেল টোকিওতে যাইয়া পরামর্শ করিয়া ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিবে তাহার দশ বৎসর কারাদণ্ড হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যাঁহাদিগকে অনেক পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাঁহাদিগকেও এই নূতন নিয়মানুসারে দণ্ড প্রদান করা হইল। পাশবিক অমানুষিক অত্যাচারের পূর্ণ প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও নিরস্ত্র কোরিয়ানগণ কেবলমাত্র একতা ও সৎসাহসের দ্বারা অহিংসাব্রতে ব্রতী হইয়া ১৯১৯ খৃঃ ২৩শে এপ্রিল ১৩টী প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া শাসন-পদ্ধতি প্রণয়ন করিলেন। স্বাধীনতাব্রত গ্রহণকারী দেশভক্ত সিগম্যান রী (Syngman Rhee) প্রথম নির্ব্বাচিত সভাপতি হইলেন। এত দিনের এত অত্যাচার আজ সার্থক হইল। অত্যাচারে নিহত কোরিয়াবাসীর আত্মা আজ তাহাদের রক্তের মূল্য পাইয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল, সর্ব্বত্রই একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিয়া উঠিল।

"দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ।"

কোরিয়ার স্বাধীনতার ইতিহাসের কথা বলিতে যাইয়া মনে পড়ে আমাদের কথা—লাহোর কংগ্রেসের নির্দ্দেশ কি ভারতবাসী আনন্দে মাথায় পাতিয়া লইয়া কোরিয়াবাসীর মত জন্মভূমির জন্য, মাতৃভূমির জন্য নিজের সুখদুঃখ, আত্মীয়স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া অহিংসাব্রত লইয়া স্বাধীনতাযজ্ঞে আহুতি দিবে না? আজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই জন্মভূমির শৃঙ্খল মোচন করিয়াছে কিন্তু হায়

"ভারত শুধু, ঘুমায়ে রয়।"

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত শ্রেয়ঃ

"মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

যে পৈশাচিক সরকারী শিক্ষা পদ্ধতির প্রভাবে অতি শৈশব হইতেই আমাদের শরীর ও মনকে এরূপ মোহাভিভূত করিয়া দেয়, যে প্রাণহীন নিশ্চলতাকে শান্তি মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি এবং মুক্তির ভাব মনে আদৌ সঞ্চার হইতে দেয় না, সেই শিক্ষার অনুষ্ঠান ও এর কোনরূপ সভায় বড় উপস্থিত থাকি না। আমাদের শ্রদ্ধেয় ডেপুটী কমিশনার আমাকে জিঃ স্কুলের গত বার্ষিক সভায় আসিতে বলিয়াছিলেন। তিনি প্রলোভন দেখাইলেন যে তাঁর নিকট উক্ত সভায় আমার মনের মতন কথা শুনিব। তাই ঔৎসুক্য সহকারে সভায় গিয়াছিলাম। বড় আগ্রহ সহকারে তাঁর অভিভাষণ শুনিলাম। কানে শুনিলাম কিন্তু তাহা 'মরমে পশিল' না।

কথা মনের মতনই বটে। তিনি বলিলেন—গ্রামে ফিরিয়া যাও; গ্রামের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতি কর, স্বাস্থ্যের উন্নতি কর, সেরূপ ঢেকী, ঘানী, যাতা প্রভৃতির প্রচলন কর কেবল চরকা কাটিলে হইবে না; মিথ্যা স্বরাজের মায়ায় ভুলিও না কারণ হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ও কর্ম্মীদের মধ্যে দলাদলি (যেমন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালকদের মধ্যে) তার অন্তরায়।

কথাগুলি মনে লাগে এই জন্য যে বক্তা যে ভাবেই বলুন তিনি বুঝিয়া বা না বুঝিয়া মিথ্যা স্বরাজের মায়াকে সত্য স্বরাজের বাস্তবে পরিণত করিবার সরল উপায় দেখাইয়াছেন। গ্রামই জাতির প্রাণ। মরণোন্মুখ জাতির মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের জন্য সহরকে ভাঙ্গিয়া গ্রামকে গড়া চাই। কয়েকজন বণিকের কবল হইতে জাতীয় সম্পদের উৎপাদন ও বিতরণের অধিকার মুক্ত করিয়া তাহা সাধারণের বা শ্রমিকের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। তাই কাপড়ের কল, তেলের কল, ধানকল উঠাইয়া গ্রামে শ্রমিকের পরিচালিত চরকা, তাঁত, ঘানী, ঢেকী ইত্যাদি গৃহশিল্প যন্ত্রের প্রচলন করা চাই। রায় বাহাদুর চরকাকে ঐ সকল গৃহশিল্প যন্ত্রের সঙ্গে সমান স্থান দিয়াছেন। তিনি চরকা তুলিয়া দিতে বলেন নাই। এজন্য তাঁর উপর অন্যায় গালিবর্ষণ হইয়াছে। তথাপি রায় বাহাদুর মহাশয়ের প্রকৃত ভ্রম এই যে চরকা সকলের সঙ্গে সমান হইতে পারে না তার স্থান সর্ব্বোপরি। কারণ তিনি এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই যে ভারতের ৩৩ কোটী নরনারীর অধিকাংশ ব্যক্তিকে অনশন হইতে মুক্তি দিবার চরকা ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্র নাই। ঘানী, তাঁত, ঢেকী ইত্যাদি—আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে সকল সময় কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতে পারে না। কিন্তু চরকা তাহা পারে। আর ভারতের জনসাধারণের এই অনশন হইতে মুক্তির উপায় না করিয়া স্বরাজের সকল উপায়ই তাঁর কথিত "মিথ্যা মরীচিকা" হইবে। সুতরাং এই চরকাই কেবল তাঁর মিথ্যা স্বরাজকে সত্য স্বরাজে পরিণত করিবে।

যাহা হউক এইরূপে শ্রমিকের অধিকারে জাতীয় সম্পদ যাইলে গ্রামই জাতির সমষ্টির ব্যষ্টি হইবে। গ্রাম্য সমিতির উপরই তাঁর সমষ্টিগত দায়িত্ব ও অধিকার সমর্পিত হইবে। তখন গ্রাম্য সমিতিই রাজস্ব আদায় করিবে, সেই collector হইবে। তাঁর বাৎসরিক সভায় প্রতি নরনারীর মতানুযায়ী কর ধার্য্য হইবে। তাহা ব্যয় হইবে এমন অবৈতনিক ও সর্ব্বসাধারণের শিক্ষায় যাহাতে শিক্ষক দায়ী থাকিবে জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য পুঁথী মুখস্থর জন্য নয়—এমন বিচার অনুষ্ঠানে যেখানে বিচারের নামে অবিচার বিক্রয় করা হইবে না—যেখানে সত্যের সন্ধান দিবে, বিরোধের অবসান করিয়া শান্তি দিবে—এমন স্বাস্থ্য-বিভাগে যেখানে রোগীকে শুশ্রূষা বিক্রয় করা হইবে না, সমিতির প্রতিপালিত চিকিৎসক দায়ী থাকিবে রোগ নিবারণের জন্য ও সত্বর আরোগ্যের জন্য—যেখানে প্রতি কর্ম্মঠ নরনারীকে গুণকর্ম্মবিভাগানুযায়ী কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতে হইবে। অলসতা নিবারণের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকিবে। যেখানে সমুদয় কর্ম্মঠ ব্যক্তিগণ শান্তি রক্ষায় ব্রতী হইয়া, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিপদ নিবারণ ও রক্ষার জন্য সতত প্রস্তুত থাকিবে।

সমিতির অভিন্ন ভাবের প্রভাবে ভেদ ভাব আসিতে পারিবে না। আমাদের গ্রাম্য সমিতিতে এত বিরোধের মধ্যেও সম্প্রদায়িক বিরোধ নাই। মহাত্মার নিষিদ্ধ কাউন্সিল-গমন বৃক্ষের ফল আস্বাদন করিতে গিয়া পতনস্বরূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ভেদনীতি মূলক শাসন-পদ্ধতির অনিবার্য্য ফল। যাহা হউক সমাজবিজ্ঞান বলে বিরোধই মিলন আনয়ন করে। পাশ্চাত্য Roman Catholic ও Protestant-দের রক্তদ্বন্দ্বের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন জাতি ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের অনুষ্ঠানের দলাদলীর কারণও তাই। ইহার প্রতীকার ভেদনীতিমূলক শাসনপদ্ধতির দূরীকরণ। তাতে কলহ রক্তারক্তি হয় হউক। আমরা চাই না শান্তিময় মরণ। চাই চাঞ্চল্যময় জীবন!

এইরূপে ব্যষ্টির দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বোধ যতই বাড়িবে সমষ্টির ভার ততই লাঘব হইবে। আমাদের রায় বাহাদুরের মত উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারীর আর আবশ্যক থাকিবে না। তখন চাকরী ছাড়িয়া গ্রামে ফিরিতে হইবে। আপনারই উপদেশ আপনাকে বাধ্য হইয়া পালন করিতে হইবে। তাই বলি, যদি ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া থাকেন তবে এখনই সসম্মানে চাকুরীর মোহ ত্যাগ করিয়া গ্রামে চলুন, আপনার অমূল্য বাণী আপনিই পালন করুন। আমরা সকলে আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধন্য হইব। মুক্তি সম্পাদক দোষারোপ করিয়াছেন যে আপনি কো-অপারেটিভ সমিতির রেজিষ্ট্রার হইবার প্রত্যাশী। আমি জানি ইহা মিথ্যা। কারণ আপনি আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখেন। তিনি T. A. Bill লইয়া উপহাস করিয়াছেন। এ উপহাস পত্রিকার পক্ষে শোভনীয় হয়নাই। কারণ জাতীয় অহিংস ভাবের মুখপত্র হইয়া পত্রিকার ইহা জাতীয় ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইয়াছে। একজন অযোগ্য জাতীয় কর্ম্মী হইয়াও আমি উহার বিনীত প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য মনে করি। সরকারী কর্ম্মচারীরূপে তিনি আমাদের শত্রু। কিন্তু শত্রুকে হৃদয় দিয়া তার হৃদয় জয় করিতে হইবে—ইহাই আমাদের জাতীয় মুক্তি-যজ্ঞের পুরোহিতের বিধান। বঙ্গের জাতীয় কবির কণ্ঠে সেই বাণীই ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে:—

"হোক না শত্রু সে—
যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ
তাহারে ভালবাসিতে শেখ
তাহারে কর হৃদয় দান।"

ঝাঁড়া, পাড়-নিবাস।
৬। ফাল্গুন, ১৩৩৬

শ্রীগিরিশচন্দ্র মজুমদার।

আমীন চাই

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, কাশীপুর নিবাসী মহারাজ কৌমার শ্রীশ্রীজগন্নাথ কিশোরলাল সিংহ দেও বাহাদুরের এষ্টেটের জন্য জমিদারীর মাপ কার্য্যে অভিজ্ঞ একজন আমিন আবশ্যক। মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা। মফস্বলের কার্য্যকালীন এষ্টেটের নিয়মানুসারে খোরাকী আদি পাইবেন। কর্ম্মপ্রার্থীগণ আগামী ৩০শে ফাল্গুন তারিখের মধ্যে প্রশংসাপত্র সহ বাসস্থান, বয়স এবং জাতি উল্লেখে নিম্নের ঠিকানায় দরখাস্ত করুন।

শ্রীরমানাথ রায়।
ম্যানেজার, জগন্নাথ কিশোর এষ্টেট
পোঃ পঞ্চকোট রাজ।
কাশীপুর, (মানভূম)

Bengal-Nagpur Railway Co., Ltd.

(Incorporated in England.)

NOTICE

Is hereby given that one drum linseed oil, part of a consignment booked under Armenian Ghat to Rairangpur Invoice No 16 of 12. 10. 29 consigned by Jhunaj Ram Kisendal to Gunpatra Gajanand is lying undelivered at Rairangpur and that it will be sold by public auction if not taken delivery of and removed on or before 15. 3. 30. paying all charges due thereon.

Terms—Payment in cash

Coml. Traffic Manager's Office, B. N. Ry, House. Kidderpore, Calcutta. Dated 17. 2. 30.

E. C. J. Gahan, Commercial Traffic Manager.

জানিবার কথা

সস্তা দরে উৎকৃষ্ট সাবান—

প্রস্তুতই আমাদের বিশেষত্ব। সেই জন্যই আজ দুই বৎসর হইতে এই কারখানায় প্রস্তুত সুশ্রী, নির্ম্মল, অল্প্যাফবল, প্রোবীক্ষ ইত্যাদি সাবানগুলি সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।

অতএব আপনারা ভালযুক্ত বাজে সাবান ব্যবহার না করিয়া, আমাদের প্রস্তুত সাবানগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমাদের সুশ্রী টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আপনার শরীরের চর্ম্মরোগ দূর করুন, ও ঘ্রাণে মুগ্ধ, ব্যবহারে তৃপ্ত ও স্নানান্তে পবিত্র হউন। ইহাতে অন্য সাবানের মত চর্ব্বি নাই ও সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক. বিস্তৃত সংবাদের জন্য পত্র লিখুন।

Youngmen's Scientific & Industrial Works
P. O. Tulin. (Manbhum)

স্বত্বাধিকারী—শ্রীস্থবির গোস্বামী

That Progress Proves Popularity

is strikingly exemplified by the present day position of the

ORIENTAL

INDIA'S GREATEST LIFE ASSURANCE COMPANY.

PROGRESS

NEW BUSINESS		PREMIUM INCOME	
1925	Rs. 296 Lakhs	1925	Rs. 93 Lakhs
1926	„ 391 „	1926	„ 106 „
1927	„ 468 „	1927	„ 122 „
1928	„ 583 „	1928	„ 149 „

POPULARITY PROVIDES PROGRESSIVE PROFITS

Bonuses Declared on Whole Life Assurance Policies

1921 Rs. 10 per Rs. 1000 per Annum | 1924—Rs. 22½, 1927 „ 25 per Rs. 1000 per Annum

THEREFORE

WHEN SELECTING YOUR LIFE ASSURANCE COMPANY FOR A FIRST OR AN ADDITIONAL POLICY

IT WILL PAY YOU

To come to this Popular and Progressive Office.
For full particulars apply to :—
The Branch Secretary, Oriental Assurance Buildings. 2 & 3, Clive Row, Calcutta
or
The Sub-Branch Secretary Oriental Life Office, Exhibition Road, Patna
or The Organiser Oriental Life Office Kachhery Road, Ranchi
or Mr. S. L. Roy, Organiser of Agencies, Rangpur.

NOTICE No. 1 OF 1930-1931.

1. Tenders are invited for the execution of undermentioned work/repair under the District Board, Manbhum.

2. Each work/repair must be separately tendered for.

3. Tenders should be in form No. 1 to be had on application from the District Engineer's office.

4. Earnest money in proper amount should be deposited in any local treasury and a copy of the challan submitted with the tender.

5. All tenders must be sent in sealed covers to the undersigned within the 28th instant. No tenders will be received after 4 P.M. on that date. Tenders will be opened by the Chairman or in his absence by the Vice-Chairman District Board at 11 A.M. on the 1st March, 1930.

1.	Special repairs to the damaged causeways over Brojapur nulla in mile 8 of Jhalda Gola road.		Rs. 460/-	30. 5. 30.
2.	Maintaining Chas road Station approach road.		25/-	30. 11. 30.
3.	Do	Jhalda Railway Station approach road.		
4.	Do	Joychandipahar Do—	100/-	do
5.	Do	Ramkanali Do—	200/-	do
6.	Do	Tulin Do—	50/-	do
7.	Do	Balarampur—Barabazar	30/-	do
8.	Do	Chas Link road.	1200/-	do
9.	Do	Chas Pupunki road	250/-	do
10.	Do	Joychandipahar—Kashipur road.	1200/-	do
11.	Maintaining Purulia Station Road.		900/-	do
12.	Collection of metal on Purulia Station Road		Rs. 1463/-	30. 11. 30
13.	Maintaining Jhalda Gola Road.		1530/-	30. 6. 30.
14.	Do	Adra Stn. approach.	1200/-	30. 11. 30.
15.	Do	Indrabil do—	50/-	do
16.	Do	Kargali do—	100/-	do
17.	Do	Charrah Singhbazar	75/-	do
18.	Do	Cossye Loop road.	100/-	do
19.	Do	Kuilapal Haludkanali	700/-	do
20.	Do	Nituria Perbelia.	50/-	do
21.	Do	Para Anara road.	50/-	do
22.	Do	Purulia Bankura 1st. Sec.	150/-	do
23.	Do	Purulia Bankura 2nd. Sec.	1000/-	do
24.	Do	Raghunathpur Ranigunj	3000/-	do
25.	Do	Balarampur Bagmundi	700/-	do
			2240/-	do

স্বর্ণ সুযোগ ! স্বর্ণ সুযোগ !! স্বর্ণ সুযোগ !!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পুর্ণ সোনার মুল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মুল্য পাঠাইলে মফস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

26.	Maintaining	Barabazar Kuilapal	Rs. 3000/-	30. 11. 30.
27.	Do	Barabazar Manbazar 1st Section	550/-	do
28.	Do	Barabazar Manbazar 2nd Section	450/-	do
29.	Do	Bandwan Mohulia Rd.	500/-	do
30.	Do	Begunkodar Jhalda 2nd Section.	200/-	do
31.	Do	Chandil Jamshedpur 1st Section	850/-	do
32.	Do	" " 2nd Section	800/-	do
33.	Do	Chas Talgoria road.	300/-	do
34.	Do	Raghunathpur Chelyama	600/-	do
35.	Do	Damda Barabazar road	1600/-	do
36.	Do	Hura Kashipur road	400/-	do
37.	Do	Jhalda Torang road	900/-	do
38.	Do	Jhapra Gobindpur 1st & 2nd Sec.	1000/-	do
39.	Do	Joychandipahar Chinpina	150/-	do
40.	Do	Joypur Begunkodar 1st Sec	200/-	do
41.	Do	Keshargarh Naikdih road	200/-	do
42.	Do	Lodhurka Gourangdih Rd. (Hura Sec)	600/-	do
43.	Maintaining	Lodhurka Gourangdih road (Raghunathpur Section)	Rs. 300/-	do
44.	Do	Lalpur Keshargarh	250/-	do
45.	Do	Manbazar Bandwan	750/-	do
46.	Do	Manbazar Bankura	200/-	do
47.	Do	Manbazar Dhanara	350/-	do
48.	Do	Manbazar Hura	3500/-	do
49.	Do	Manbazar Koilapal	750/-	do
50.	Do	Purulia Chaibassa (Sadar)	1200/-	do
51.	Collection of metal on Purulia Chaibassa road	(Sadar Section)	Rs. 528/-	30. 6. 30.
52	Maintaining Purulia Chaibassa	(Balarampur 1st Section)	Rs. 1700/-	30. 11. 30.
53.	Do	Do Do— (Balarampur 2nd Section)	2000/-	do

অপূর্ব্ব সুযোগ !

গিনি হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত "কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

54.	Maintaining	Purulia Mamurkodar 1st Section	Rs. 150/-	30. 11. 30.
55.	Do	Purulia Mamurkodar 2nd. Sec.	750/-	do
56.	Do	Purulia Manbazar 1st Section.	225/-	do
57.	Do	Purulia Manbazar 2nd Section	5000/-	do
58.	Do	Raghunathpur Bankura.	1000/-	do
59.	Do	Raghunathpur Hazaribag (Chas Sec)	900/-	do
60.	Do	Raghunathpur Hazaribag (Raghunrthpur Section)	1080/-	do
61.	Do	Raghunathpur Purnapani	75/-	do
62.	Do	Sarbori Tiluri road	500/-	do
63.	Do	Chandil Ichagarh road	750/-	do
64.	Do	Jargo Bagmundi road	1600/-	do
65.	Do	Chelyama Kalubathan	100/-	do
66.	Do	Dhadka Pathardang road	150/-	do
67.	Do	Purulia Begunkodar road	300/-	do

N. B.—The tenderer should qoute his own rate without making any reference to the schedule rate.

All tenders for Collection of metal should be accompanied with sample of metal to be supplied broken to (1½" to 2") cube 20 piece of such metal should be submitted sealed in a bag each piece being intialled by the tenderers.

The allotments for the above works will be 10 p. c. below the estimated figures noted against each of the above works.

Sd. N. Chatterjee
Chairman,
District Board, Manbhum.

Sd. S. N. Bose
District Engineer,
Manbhum.

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রী বীর রাঘব আচারিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বর্দ্ধমানবম

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত

(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ১৯শে ফাল্গুন ১৩৩৬, ইং ৩রা মার্চ্চ ১৯৩০। | ৯ম সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্ব প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

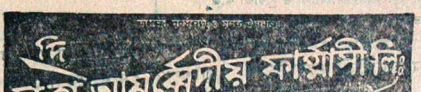

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র রসায়ন
শিশি ১৷৷৹

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) রাঁচি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, ৵৹ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিকাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্‌এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ- সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেণ্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা ক্যেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২৷৷৹ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য—১৷৷৹ টাকা, প্রতি সংখ্যা—৵৹ আনা

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভুতি

প্রার্থনা করে কেন ?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের জন্য ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ

সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

TO LET

মানভূম লাইট হাউস

পুরুলিয়া চক্‌বাজার

এখানে সকল রকম গ্যাস বাতি, ঝাড়, গেট, সিঁড়ি বাতি, ডেলাইট, পাম্প লাইট, ও গ্যাস মসলা ইত্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় এবং ভাড়া দেওয়া যায়। কথার সার্থকতা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

প্রোঃ—

কৃষ্ণচন্দ্র ভগবানদাস

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস :—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—	৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নূতন বীমা	১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয়	২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে	৬২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান	১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

ফর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এস-আই (লণ্ডন)

কলিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট সমূহের চীফ এজেণ্ট,

আসনসোল, E. I. Ry.

Bengal-Nagpur Railway Co., Ltd.

(Incorporated in England.)

NOTICE

Is hereby given that one cask D. oil out of the three booked from Budge Budge to Tatanagar Inv. 48 of 22. 7. 29 as consigned by B. S. C. B. & D. Co., APC Section to S. Narain & Co., lying undelivered at Tatanagar and will be sold by public auction under the provisions of the Indian Railways Act IX of 1890 if not taken delivery of and removed on or before 10-3-30 paying all charges due thereon.

Terms—Payment in cash.

Coml. Traffic Manager's Office, B. N. Ry. House, Kidderpore, Calcutta. Dated 11. 1. 30.

E. C. J. Gahan, Commercial Traffic Manager.

জমী ভাড়া

জুবিলি কম্পাউণ্ডের সম্মুখে "কাতরাস রাজার বেড়া" নামে পরিচিত (অধুনা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ক্রীত) জমী মাসিক ভাড়ায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। জমীর পরিমাণ তিন বিঘা, বড় রাস্তার উপরে সাহেব বাঁধের অতি নিকটে ভদ্রপল্লীর মধ্যে অবস্থিত, চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সহরের মধ্যে এইরূপ সুন্দর জায়গা দুর্ল্লভ। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীহরিবিলাস মুখোপাধ্যায়, বি. এ,

(শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকিলের বাড়ী)

মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"আমি আশা করি এই বৎসরের মধ্যে সমগ্র মানভূম জিলা হইতে বিদেশী বস্ত্র নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে—ঘরে ঘরে চরকা ও খদ্দরের প্রচলন হইবে—মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপদ্ধতির সাফল্যের জন্য মানভূমবাসী প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।"

—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সন ১৩৩৬ সাল ১৯শে ফাল্গুন সোমবার।

মা ভৈঃ

মানভূম যুবসঙ্ঘের সম্পাদক ও কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাস গুপ্ত, "মুক্তি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীর রাঘব আচারিয়া, ঝালদা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবশরণ লাল বধশোয়াল এবং ঝালদার কংগ্রেস-কর্ম্মী মোহনদাস বাবাজী ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়া পুরুলিয়া জেলে আবদ্ধ হইয়াছেন। সাধারণতঃ ১০৮ ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ মোকর্দ্দমার বিচার-নিষ্পত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জামীনেই মুক্ত থাকেন কিন্তু উক্ত কর্ম্মিগণকে সেইরূপ জামীন দেওয়া হয় নাই। ইহাঁদের উপর আদেশ হইয়াছে—সর্ত্তবদ্ধ হইয়া মুচলেকা স্বাক্ষর করিলে তোমাদিগকে মুক্ত করা হইবে, অন্যথা নয়। বলা বাহুল্য, ইহাঁরা ঐরূপ সর্ত্তে মুক্তি লাভ করিতে প্রস্তুত হন নাই।

কর্ম্মিগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ইহাঁরা রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা করিয়াছেন এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ঘটাইয়াছেন। (১০৮ ধারায় রাজদ্রোহ এবং শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচারের কথাই আছে—ইহাতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কার কথাও যে আছে তাহা আমাদের জানা ছিল না।)—ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ বক্তৃতা দিয়া জনসাধারণের মধ্যে রাজদ্রোহ প্রচার করিতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যই না কি ইহাঁদিগকে আবদ্ধ করা হইয়াছে। অবশ্য, কারণ দর্শাইবার একটা দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে একটা বিচারের অনুষ্ঠানও হইবে। কৌতুকের ব্যাপার এই যে, বিচারের ফলাফল কি হয় তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই ইহাঁদিগকে আবদ্ধ করিয়া ইহাঁদের আরদ্ধ কার্য্য পণ্ড করিবার ব্যবস্থা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

আমাদের উক্ত মন্তব্য হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা বিচারের ফলাফল দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছি। আমরা জানি—এই মোকর্দ্দমার বিচার করিবেন জেলার শাসন-বিভাগের বড় কর্ত্তা স্বয়ং ডেঃ কমিশনার (যিনি পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী উক্ত কর্ম্মিগণের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করিয়াছেন) অথবা তাঁহারই অধীন কোনও ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট; বিচার হইবে সরকারী আদালতে এবং অভিযোগ হইতেছে রাজদ্রোহের। সুতরাং বিচারের ফল জানিবার জন্য ব্যগ্র হইবার কোনরূপ কারণ থাকিতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না।

সকলের উপরের কথা এই যে, অভিযোগ রাজদ্রোহ প্রচারের। রাজদ্রোহ যে কিসে হয় না, তাহা বলা দুষ্কর। সামান্য একজন কনেষ্টবল রাজকার্য্য পরিচালন সম্পর্কে কোনরূপ অসঙ্গত আচরণ করিলে, যদি তাহার আচরণের নিন্দা করিয়া মন্তব্য করা হয় তাহাতেও নাকি রাজদ্রোহ হয়। সুতরাং দেশের দুরবস্থা ও তাহার প্রতীকারের কথা আলোচনা করিতে গেলে পদে পদেই যে এইরূপ রাজদ্রোহ প্রচারের সম্ভাবনা থাকে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

তাহা হইলেও আবদ্ধ কর্ম্মিগণ সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে, তাঁহারা বর্ত্তমানে যে কাজে বিশেষভাবে আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতে এইরূপ রাজদ্রোহ করিবার সম্ভাবনাও খুব কমই ছিল। ঝালদা অঞ্চলে ইহাঁদের কার্য্যপদ্ধতি যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে এই কথা স্বীকার করিবেন। তবে ইহাঁদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরু অপরাধ এই ছিল যে, ঝালদা অঞ্চলের উৎপীড়িত, নির্য্যাতিত কৃষককুল ইহাঁদেরই নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। তাহাদের এই সংহতির ফলস্বরূপ ঝালদা অঞ্চলে জমিদারপক্ষীদের Reign of terror-এর (ভীতিসঙ্কুল আধিপত্যের) অবসান প্রায় আসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। ইহাঁদেরই চেষ্টায় ঝালদার প্রজাকুল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, তাহাদের অত্যাচার উৎপীড়নের প্রতিকারের জন্য পরের মুখের দিকে তাকাইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিলে তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে না; তাহার জন্য নিজেদের পায়ের উপর ভর করিতে হইবে, একতাবদ্ধ হইতে হইবে। আত্মনির্ভর ও সংহত প্রচেষ্টার ফলে এত দিনের বহু অত্যাচার উৎপীড়নের প্রতিকার যে অতি সহজেই হইতে পারে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া দলে দলে ঝালদাবাসী এই কর্ম্মিগণের পতাকাতলে সমবেত হইতে লাগিলেন। ইহাঁদের অভয় বাণী, ইহাঁদের প্রবর্ত্তিত কার্য্যপদ্ধতির কথা শুনিবার জন্য ঝালদা অঞ্চলে গ্রামবাসিগণের মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব উৎসাহ লক্ষিত হইতে লাগিল। তাহাদের আচরণে এই কথাটাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, তাহাদের উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনের প্রতিকারের জন্য তাহারা আর পুলিশের নিকট বা সরকারী আদালতে যাইবে না (কারণ সেখানে ফল কিছু পাওয়া যায় না), ইহাঁদেরই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে তাহারা চেষ্টা করিবে।

কালদার অন্তর্গত কাঁশরা গ্রামে এইরূপ ব্যগ্র জনমণ্ডলীর এক বিরাট সভার অধিবেশন কালে জেলার বড় বড় রাজকর্মচারী সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সহ সমাগত হইয়া অভয়বাণী শ্রবণোন্মুখ জনতার মধ্য হইতে উক্ত কর্ম্মিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া পুরুলিয়া জেলে আবদ্ধ করিলেন। ইঁহাদের উপরে যে আদেশ জারি হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ইঁহারা বাঘমুণ্ডি অঞ্চলে রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা করিয়াছেন—ইহাই তাঁহাদের অপরাধ। বাঘমুণ্ডিতে বক্তৃতা করিবার জন্য কালদার অন্তর্গত কাঁশরা গ্রামের জনসভার অধিবেশনান্তে কালদার সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আবশ্যকতা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এত সশস্ত্র পুলিশ, দারোগা প্রভৃতির আমদানী না করিয়া নিজ নিজ গৃহে অনাড়ম্বর ভাবে ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করিলেও ইঁহাদের কাহারও পালাইয়া যাইবার সম্ভাবনা কিছু ছিল না। বাঘমুণ্ডির বক্তৃতার পর কাঁশরার সভার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ও যথেষ্ট ছিল, আয়োজনও সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তবে ঠিক কাঁশরাতেই এই গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করা হইল কেন ?

সুতরাং যদি আমরা মনে করি যে, কালদার জনজাগরণ—কালদাবাসীর স্বাবলম্বন ও সঙ্ঘবদ্ধতাই এই গ্রেপ্তারের মূল কারণ তবে তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কালদার প্রজাকুল যতদিন অত্যাচারে উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় বাস করিতেছিল, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রতিকারের কোন প্রকার আশা নাই দেখিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়াছিল, ততদিন ছিল ভাল। কিন্তু যখনই দেখা গেল, তাহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার, সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছে অমনি কর্তৃপক্ষের নেশার ঘোর কাটিয়া গেল।

অবশ্য, একথা আমরা বলিতে চাই না যে, কালদার জমিদারের অসঙ্গত আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই কর্তৃপক্ষের টনক নড়িয়াছে। দুই একটা এইরূপ জমিদারের সঙ্গত অথবা অসঙ্গত ক্ষতি বৃদ্ধির জন্য সরকার যে মাথা ঘামান না, তাহাও আমরা জানি। তবে, প্রজাসাধারণ নিজেদের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য নিজেদের সংহত প্রচেষ্টার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবে—এই ব্যাপারটা উদাসীন ভাবে দেখা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই মানভূমের নিরক্ষর, মূক প্রজাসাধারণের সংহত প্রচেষ্টার প্রধান সহায়ক বিভূতি ভূষণ, বীররাঘব, শিবশরণ ও মোহনদাস আজ সরকারের আতিথ্য লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের গ্রেপ্তারে আমরা আদৌ দুঃখিত হই নাই কারণ এই ব্যাপারে ইঁহাদের আরব্ধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সাফল্যই সূচিত হইতেছে।

যাঁহাদের মধ্যে ইঁহারা কাজ করিতেছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য এই—আপনারা আপনাদের প্রিয় নেতৃবর্গের অভয়বাণী স্মরণ করিয়া ধীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হইতে থাকুন। ভয় করিলেই ভয়ের বোঝা গুরুতর হইয়া উঠে—এ কথা আপনারা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন। মিথ্যা ভয়ের বোঝা যখন একবার নামাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহা আর তুলিয়া লইবেন না। সকলে সমস্বরে বলুন মাভৈঃ, দেখিবেন যাত্রাপথ [illegible] সহজেই অতিক্রান্ত হইয়াছে। এ কথাটাও স্মরণ রাখিবেন, সঙ্ঘবদ্ধ আপনাদের হইতেই হইবে। সকল বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া সম্পূর্ণরূপে সংহত যদি আপনারা হইতে পারেন, অচিরেই সুদিনের মুখ দেখিবেন। সেই গৌরবময় ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই আজ আপনারা সাহসে বুক বাঁধুন।

স্থানীয় সংবাদ

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত আগামী ৫ই মার্চ্চ হাজারিবাগ জেল হইতে মুক্ত হইয়া আগামী ৬ই মার্চ্চ, ২২শে ফাল্গুন প্রাতে পুরুলিয়ায় পৌঁছিবেন ;

তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পুত্র বিভূতি ভূষণ, তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত "মুক্তি"র সম্পাদক বীর রাঘব, তাঁহার সহকর্মী শিবশরণলাল ও মোহনদাস বাবাজী ভাঃ ফৌঃ কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুযায়ী জেলে আবদ্ধ হইয়াছেন। ওদিকে বন্দাবিলা সত্যাগ্রহে যোগ দিবার অপরাধে তাঁহার জামাতা—অভয় আশ্রমের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ সেন গুপ্ত ১৮৮ ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সরকার এই ভাবে দেশব্রতী বীর সাধকের উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজনই করিয়াছেন।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী মোঃ আবদুল আজিজের আদালতে কংগ্রেস কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে আনীত মানহানি মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, শিবশরণলাল যশোয়াল বীর রাঘব আচারিয়া ও সাধু মোহনদাস বাবাজী অন্য মামলা সম্পর্কে হাজতে ছিলেন, মোটর লরীতে করিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করা হয়। আদালতে লরী পৌঁছিলে ঐ সকল লাঞ্ছিত কংগ্রেসকর্ম্মিগণকে সমাগত জনমণ্ডলী অভিনন্দিত করেন। সহাস্য মুখে তাঁহারা আদালতে প্রবেশ করিলে আদালতের কার্য্য আরম্ভ হয়।

এই দিন পুলিশ ইনিস্পেক্টর রামানুজ হাজরা, কালদার দারোগা গোলাম মোস্তাফ ও কালদার রাইটার হেড কনেষ্টবলের এজাহার হয়। অতঃপর বাদীর আর একবার এজাহার লওয়া হয়।

মোকর্দ্দমা দেখিবার জন্য বহুলোক উপস্থিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র আদালত গৃহে তিল ধারণের স্থান ছিল না, আসামী পক্ষের উকিলেরাও সকলে বসিবার স্থান পান নাই। বাহিরে কয়েকজন লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া বাদী মোটরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শুনানীর প্রথম হইতেই হাকিম আসামী পক্ষের উকিলগণের সহিত অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করিতেছিলেন। শুনানী শেষ হইবার পর আসামী পক্ষের উকিল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস হাকিমের নিকট হইতে তাঁহার লিখিত অর্ডার সিট দেখিতে চাহিলে তাঁহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি বলেন—"ইহাতে কি ক্ষতি আছে যে, আপনি ইহা দেখিতে চাহিতেছেন" ? বাহিরের গোলমালে সাক্ষীদের ও হাকিমের কথাবার্ত্তা শুনিতেও খুব অসুবিধা হইতেছিল। ৮।৯ ও ১১ই মার্চ্চ জেরার দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নড়িহার শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ তর্কচূড়ামণি লিখিতেছেন :—

মানভূম নিবাসী অনেকেই অবগত আছেন, আমি ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে নড়িহা, চরপটা, চড়ড়া, পাঁড়কা, সরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে শিষ্যবর্গের নিকট অর্থাদি মাগণ করিয়া নড়িহা গ্রামে এম, এন, এম, ই স্কুল নামে একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলাম। তদানীন্তন ডিষ্ট্রীক্ট ইন্সপেক্টর সহৃদয় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সরকার মহোদয় এবং ইদানীন্তন ডিষ্ট্রীক্ট ইন্সপেক্টর গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত বাবু মনসারাম হাজরা মহাশয় আমাকে উক্ত স্কুল পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং স্থানীয় উক্ত গ্রাম সকলের অধিবাসী মাত্রেই আমাকে সভাপতি করায় এযাবৎ আমি স্বীয় বহু ক্ষতী স্বীকার করিয়াও স্কুল পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলাম। উপস্থিত আমার বৈরাগ্য বশত তীর্থাদি পর্য্যটনে সমধিক ইচ্ছা হওয়ায় আমি উক্ত স্কুলে একবারে উদাসীন; আমি কোন কার্য্যাদি দেখিতে পারিব না। সাধারণের ও স্কুলের ইন্সপেক্টর মহোদয়গণের অবগতির জন্য আমি "মুক্তি" পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিলাম, স্কুলের ভাল মন্দে কেহ আর যেন আমায় জড়িত না করেন।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মাইনিং ফেডারেশন হলে পুরুলিয়ার শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে "ঝরিয়া ছাত্র সম্মিলনীর" একটী সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা হয় :—

(১) বাৎসরিক অধিবেশনের স্থান, তারিখ এবং সভাপতি নির্ব্বাচন।

(২) বন্দাবিলা সত্যাগ্রহের জন্য সাহায্যের আবেদন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইয়াছে যে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্তের সভাপতিত্বে মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালা ভবনে, আগামী ১৪।১৬ মার্চ্চ সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটীও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

পুপুনকী আশ্রম সংবাদ

(প্রাপ্ত)

বিগত ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন পুপুনকী আশ্রমের বার্ষিক উৎসব মহা উৎসাহ ও আনন্দের মধ্য দিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতার প্রথিতনামা নারীহিতৈষী বর্ষীয়ান্ নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁহার বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে বলেন যে, বিগত এক বৎসরে আশ্রমের ব্যয় হইয়াছে মোট ৫৫৫৷/৫, তন্মধ্যে জনসাধারণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে ৫৭৵৫, বাকী ৪৯৯৷৹ র ৪৭৯৷৹ স্বামীজী প্রণীত পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা এবং ২০৲ টাকা কলিকাতার বাজারে আশ্রমোৎপন্ন বীজ বিক্রয়ের দ্বারা সংস্থান করিতে হইয়াছে। আশ্রম হইতে এই বৎসরে বিপন্ন ব্যক্তিকে আপদবিপদে সাহায্যের জন্য ২৭৲ টাকা, বিশুদ্ধার্থে ঔষধ ক্রয়ের জন্য ৮০৲ টাকা, পল্লীতে পল্লীতে কৃষিবীজ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ৪১৸৹ খরচ হইয়াছে। আশ্রম জাত ৫৭ মণ তরকারী সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়াছে। গুরুতর শ্রম, অন্নাভাব, জলাভাব প্রভৃতি কারণে আশ্রমের পাঁচজন কর্ম্মী এই বৎসর অতিশয় সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হন এবং অর্থাভাব নিবন্ধন আজও কাহারও কাহারও স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। আশ্রমের পানীয় জল ও চারা বাঁচাইবার জন্য ত্যাগী কর্ম্মীরা অর্দ্ধমাইল দূর হইতে স্কন্ধে বহিয়া আনয়ন করিয়া থাকেন এবং আশ্রমোৎপন্ন নানা বৃক্ষাদির চারা গ্রামে গ্রামে বিতরণ করিয়া থাকেন। কাহারও নিকট চাঁদা বা ভিক্ষা প্রার্থনা করা আশ্রমের নিয়ম বিরুদ্ধ। স্বতঃ প্রণোদিত ভাবে কিছু আসিলে আশ্রম তাহা গ্রহণ করেন এবং না আসিলে আশ্রমবাসীরা নিঃশব্দে উপবাস করেন। কার্য্য-বিবরণী পাঠের পরে সভাপতি মহাশয় প্রথমতঃ পুপুনকী গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্রবৃন্দকে খদ্দরের বস্ত্রাদি, আশ্রমাধীন কামনাগড়া নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পুস্তকাদি এবং স্থানীয় প্রায় চৌদ্দ পনেরটি গ্রামের যে সকল ব্যক্তি স্বামীজীর আদর্শের অনুপ্রাণনায় কার্য্যারম্ভ করিয়া আলু, কপি, বিলাতি বেগুন, মূলা প্রভৃতির চাষে এবং আম, কাঁঠাল, পেঁপে প্রভৃতি বৃক্ষের রোপণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃষি-যন্ত্র উপহার দেওয়া হয়। তৎপরে কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতার জমিদার শ্রীযুক্ত করুণাময় চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতার নারী হিতব্রতী উকিল শ্রীযুক্ত ধীরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বক্তৃতা দ্বারা স্বামীজীর এই আশ্চর্য্য স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্তে শ্রোতৃবর্গকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন। গুরুতর কার্য্য নিবন্ধন কলিকাতার নেতৃবর্গ দ্বিতীয় দিন অবস্থান করিতে না পারায় এই দিবস শ্রীযুক্ত দীননাথ মিশ্র মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ সিংহ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝরিয়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু শেখর মিত্র, ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত নলিনী বিহারী গাঙ্গুলী, পুরুলিয়ার শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ, আশ্রমের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত তারাপদ ব্রহ্মচারী এবং প্রেম নারায়ণ ব্রহ্মচারী অন্য ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করেন। অদ্যকার সভায় একটা বিশেষ কৌতূহলজনক কথা এই হয় যে, ঝরিয়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু বাবু তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে বলেন,—"স্বামীজী সর্ব্বজনের সর্ব্ববিধ হিতকর কার্য্যে অগ্রণী থাকিয়াও যে তাঁহার আশ্রমটীকে অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিই।" শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ সিংহ চৌধুরী বলেন যে,—"এই যুগেও যে স্বামীজী এত বড় একজন দেশহিতৈষী হইয়া স্বকীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন নাই, তজ্জন্যই স্বামীজীকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারিলাম না।" তৃতীয় দিবসের সভায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মিশ্র মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং অন্য বক্তৃতাদি বিশেষ না হইয়া নানাস্থান হইতে সমাগত

ওস্তাদগণের সঙ্গত হয়। চাসের শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ কর্মকার নিপুণতার সহিত তবলা বাজাইয়া এবং শিমুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত নলিনী বিহারী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি খেয়াল সঙ্গীতের দ্বারা সকলকে পরিতুষ্ট করেন। চাষের বালক সম্প্রদায়ও সুমধুর সঙ্গীতের দ্বারা সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। উৎসবের প্রথম দিবসে মানভূম জেলা বোর্ডের হেথ অফিসার শ্রীযুক্ত সুবোধ কুমার সেন ও তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে স্বাস্থ্য ও ধর্মনীতি বিষয়ে সুললিত বক্তৃতা দ্বারা সকলকে আমোদিত করেন। এই তিন দিনই আশ্রমে রেডিওফোনের গান এবং প্রথম দুই দিন পুপুনকী ও কালাপাথরের যাত্রা সম্প্রদায় কর্তৃক "কালাপাহাড়" ও "জয় মাল্য" অভিনীত হয়। আশ্রমে বেশ মেলা বসিয়াছিল। কাতরাস, ঝালিদা, জয়পুর, ঝরিয়া, চাষ, সিন্দ্রি প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক দোকানদার আসিয়াছিলেন। পুরুলিয়া হইতে খদ্দর ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষ খদ্দর লইয়া আসিয়াছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে খদ্দরের প্রতি প্রীতি সঞ্চারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আশ্রমে সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় হইয়াছিল—হাতের সুদৃশ্য প্লাকার্ড সমূহ। "বাহুবলই দৈব বল," "ব্রহ্মচর্য্যই ভারত উদ্ধারের মূলমন্ত্র," "অলসের সংসর্গই কুসংসর্গ." "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ," "কর্ম্মই তোমার প্রকৃত বান্ধব," "আলস্যই ভারতের জাতীয় শত্রু," "আপন হাত জগন্নাথ," "ভিক্ষাথীই পরাধীন," "অভিক্ষাই নব যুগের সাধনা" প্রভৃতি শতাধিক মূলমন্ত্র চতুর্দ্দিকে শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। বলিতে কি, বহু বক্তৃতার অপেক্ষাও অধিকতর অনুপ্রাণনা এই Motto (বাক্য) গুলি দ্বারাই সঞ্চারিত হইয়াছে। কয়েক জন ভদ্রলোক আশ্রমের কূপ খননের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের তালিকা :—[১] শ্রীযুক্ত অভিমন্যু সিংহ [ঝালবরদা] ৫৲, [২] শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ রায় [ধানডাবর] ৫৲, [৩] শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [পবিত্রতা প্রসারিণী সমিতি, ঘুগিডি] ২৲ [৪] শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ শর্ম্মা [বদ্‌ড্রো] ৩৲, [৫] শ্রীযুক্ত বনমালী চট্টোপাধ্যায় [কুমারডি] ২৲, [৬] শ্রীযুক্ত বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায় [কুমারডি] ১৲, [৭] শ্রীযুক্ত গৌর চন্দ্র, রাখাল চন্দ্র, গোবিন্দ চন্দ্র ও কমলাকান্ত স্বামি [কুমারডি] ২৲, [৮] শ্রীযুক্ত কৃত্তিবাস পাঠক [ধবনী] ৫৲, [৯] শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় [কুমারডি] ১৲, [১০] শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ ওঝা [রাণীপুকুর] ১৲, [১১ [শ্রীযুক্ত চেতলাল শর্ম্মা [চামশো] ১৲, [১২] শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ওঝা [রাণীপুকুর] ১৲, [১৩] শ্রীযুক্ত উমাচরণ মিত্র [রাখুদি বাগ্‌দা] ৫৲, [১৪] শ্রীযুক্ত অনন্ত লাল উপাধ্যায় [কর্ম্মাগড়া] ২৲, [১৫] শ্রীযুক্ত দয়াল চন্দ্র দত্ত (কুমড়ি] ১৲, [১৬] শ্রীযুক্ত সহদেব রায় (ধানডাবর] ১৲, [১৭] শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন শর্ম্মা [বদ্‌ড্রো] ১৲, [১৮] শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর রায় [ধানডাবর] ১৲, [১৯] শ্রীযুক্ত অনন্ত লাল দত্ত [কুমড়ি] ৷৹, আনা, [২০] শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ [পুরুলিয়া] ১, [২১] শ্রীযুক্ত নীলমণি রায় [ধানডাবর] ১৲, [২২] শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [কাশমার পাথরিয়া] ১৲, [২৩] শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ শর্ম্মা [বদ্‌ড্রো] ২৲।

নিম্ন লিখিত অযাচিত প্রতিশ্রুতি সমূহ পাওয়া গিয়াছে :— [১] শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন গুপ্ত প্রভৃতি (কাত্‌রাস) ২৫৲, [২] শ্রীযুক্ত করুণাময় চট্টোপাধ্যায় [কলিকাতা] ১৫৲, [৩] শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় [ঐ] ১০৲, [৪] শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সেন [ঝালিদা] বীণাপাণি সমিতি ১০৲, [৫] শ্রীযুক্ত টিকায়েৎ সাহেব [মহাল] ১০০৲ একশত টাকা, [৬] শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ ওঝা [বারু] ১৫৲, [৭] শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ওঝা [বারু] ১০৲, [৮] শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ওঝা [বারু] ৫৲, [৯) শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী ঠাকুর [মধুকরপুর হাজারিবাগ] ৫৲, [১০] শ্রীযুক্ত শোভারাম তেলি [চকশিয়া] ২৲, [১১] শ্রীযুক্ত হরদয়াল শর্ম্মা (দক্ষিণ মানভূম ভূমিহার সমিতি] ১০৲, [১২] ধারিকার ব্রাহ্মণগণ ৫৲, [১৩] শ্রীযুক্ত ভূরামল মাড়োয়ারী [রাণীপুকুর] চাউল একমণ, [১৪] শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা [ডুমুরজোর] ২৲, [১৫] শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দত্ত (কুমড়ি) ২৲, (১৬) শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর দত্ত (ঐ) ১৲, (১৭) শ্রীযুক্ত ভোলানাথ শর্ম্মা (নয়াডি) ৫৲, (১৮) শ্রীযুক্ত হাড়িরাম দত্ত (কুমড়ি) ২৲, (১৯) শ্রীযুক্ত সুদর্শন দে (ঐ) ১৲, (২০) শ্রীযুক্ত দয়াল চন্দ্র নাগ (ডুমডিহা) ১৲, (২১) শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর মিশ্র (পুপুনকী) ২০জন লোক, (২২) শ্রীযুক্ত রত্নাকর নায়েক (রাণীপুকুর) ১৲, (২৩) শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র শর্ম্মা (চিকশিয়া) ৫৲, (২৪) শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর পাল (পাঁচোড়া) ১৲, (২৫) শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মিশ্র (ঝালবরদা) ১৲, (২৭) শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর দেওঘরিয়া [জোড়ি] ১৲।

উল্লিখিত অযাচিত প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর করিয়া স্বামীজী ইতি মধ্যেই কূপ খননের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আমরা আশা করি, যিনি যাহা প্রতিশ্রুতি হইয়াছেন, অবিলম্বে তাহা প্রেরণ করিয়া স্বামীজীর কার্য্যে সহায়তা করিবেন। পুপুনকীর শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর মিশ্র মহাশয় তাঁহার প্রতিশ্রুত মজুর ৪ঠা ফাল্গুন হইতেই প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আশা করি নিম্নের বিবরণটি আপনার মুক্তি কাগজ খানিতে স্থান পাইবে।

আজ আমি ও অন্য চারজন ভদ্রলোক একখানী মধ্য শ্রেণীর গাড়ীতে চড়িয়া রাঁচী হইতে আসিতে ছিলাম, এই কয়জনের ভিতর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ—মানভূম কংগ্রেস সম্পাদকও ছিলেন। হঠাৎ দেখিলাম তিনি একব্যক্তির নিকট গিয়া বলিলেন যে তিনি বার বার গাড়ীর বাহিরে যাইয়া দরজার নিকট মেঝেতে থুথু ফেলিয়া যে ময়লা করিতেছেন তাহা বড় বাজে বিরুদ্ধ। তাহাতে তিনি চটিয়া গিয়া অতুলবাবুকে বলিলেন, আমি ফেলিয়াছি তুমি কংগ্রেসের লোক তোমার উচিৎ পরিষ্কার করা। এই কথা বলিবা মাত্র আমি দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম যে, অতুল বাবু তৎক্ষণাৎ নিজের এক রুমাল ছিঁড়িয়া নিজের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সমস্ত থুথু পরিষ্কার করিলেন। তাহার ফলে। এই হইল তাহার পর হইতে সেই ভদ্র লোকটী আর ভিতরে মেঝেতে থুথু না ফেলিয়া দরজার বাহিরে থুথু ফেলিতে লাগিলেন অতুল বাবুর মত কাজ করিয়াই অপরকে অন্যায় কর্ম্ম হইতে বিরত করিতে পারে এবং সকলেরই মনকে জয় করিতে পারে। শুধু ধমক্ দিয়া তাহাকে ঘৃণা করিয়া সেই কাজ হইতে বিরত করা একবারেই অসম্ভব। পরে জানিলাম যে সেই ভদ্র লোকটীর নাম মহম্মদ হামিদ, রাঁচীর পুলিশ আফিসের এক কেরাণী।

ভবদীয়—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র
উকিল—রাঁচী
মেম্বর এ, আই, সি, সি,

২১-২-৩০

বিবিধ সংবাদ।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার যাহাতে বিশেষ আদালতে হয় তাহার চেষ্টা চলিতেছে। প্রকাশ এইজন্য সরকার বিশেষ আইন (Ordinance) তৈয়ার করিবার কল্পনা করিতেছে।

বিশেষ আদালতে মেছুয়াবাজার বোমার মামলার বিচার চলিতেছে। অন্যতম আসামী শ্রীযুক্ত দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় আই, এ, পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইয়াছে। অবশ্য তাঁহাকে জেলে বসিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতেও মামলার শুনানী স্থগিত থাকিবে না। বিশ্ববিদ্যালয় জেলে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে না পারিলে তিনি পরীক্ষা দিতে পাইবেন না।

কৃষ্ণনগরের ধর্ম্মঘট এখনও প্রশমিত হয় নাই। কলেজ কর্তৃপক্ষের শাস্তি ও লোভ দেখান সত্বেও কলেজের শূন্য বেঞ্চ পূর্ণ হইল না দেখিয়া অধ্যাপকগণ পিকেটীং করিয়া ছাত্রদিগকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র নাথ সেন মেদিনীপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার জামীন হইয়াছেন পাবনার জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মৈত্র। মুক্তির পর তিনি কলিকাতা হইয়া বরিশাল গিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। অতঃপর তিনি মহাত্মার সহিত সবরমতীতে দেখা করিয়া মহাত্মার নির্দ্দিষ্ট পথে কর্ম্ম করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'সতীন সেন দিবসে' রাজদ্রোহকর বক্তৃতা করায় ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী লাহোরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লুইসের মোটর গাড়ীর উপর গত রাত্রিতে কে গুলি চালাইয়াছে। মিঃ লুইস আহত হন নাই।

আগামী বৎসরের বাজেটের আলোচনা বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদে আরম্ভ হইয়াছে। বাজেটে দেখা যাইতেছে আগামী বৎসরে আয় ১১, ৪৭, ৪৬০০০ টাকা ও ব্যয় ১২,২০,০৩০০০ টাকা অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ৭২॥ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় হইবে। গত বর্ষ অপেক্ষা আগামী বর্ষে পুলিশের জন্য আরও ৫লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে।

পুটিয়া মেল ডাকাতী মামলায় শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র দাশ, সুশীল কুমার দাশ গুপ্ত ও ধরণীকান্ত বিশ্বাস আসামী ছিলেন। রাজসাহীতে বিশেষ আদালতে (Tribunal এ) তাঁহাদের বিচার হয়। আসামীদের আত্ম সমর্থনে অনেক অসুবিধা হইয়াছিল। আসামীদের উকিলের বক্তৃতা না শুনিয়াই তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করা হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে রায় লিখিয়া ট্রিবিউনিলের কামশনরগণ শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্রের ৭ বৎসর ও সুশীল এবং ধরণীর প্রত্যেকের ৬ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অন্ত রায়ে বলা হইয়াছে যে, ডাকাতীতে রাখাল ছিল না।

সুপ্রসিদ্ধ নির্য্যাতিত কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ রাজদ্রোহ অপরাধে হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে অব্যাহতি পান। ম্যাজিষ্ট্রেট যে বক্তৃতার জন্য তাঁহার নামে মামলা আনা হইয়াছিল তাহা যথাযথ ভাবে লিখিত হয় নাই বলিয়া আসামীকে দণ্ড দেন নাই। সরকার ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করে। হাইকোর্টে বিচারপতি পিয়ারসন ও প্যাটারসন অনেক সুবিবেচনা করিয়া তাঁহার উপর ৬মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত শান্তিরাম মণ্ডল ইয়োরোপীয় রেলকর্ম্মচারী মিঃ মোল্ডের নামে মিথ্যা নরহত্যার অভিযোগ আনিয়াছিলেন এবং তৎকালে মিথ্যা এজাহার দিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। দায়রাজজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া তাঁহাকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিয়া খালাস দেন। জুরীদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গও ছিলেন এবং তাঁহারা একবাক্যে তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়াছিলেন। সরকার ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়া প্রথম অপরাধে শান্তিরামের ৫ বৎসর ও দ্বিতীয় অপরাধে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছে।

কাঁসরাতে মিটিং

ঝালদার জনৈক কর্ম্মী লিখিতেছেন :—

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবারে কাঁসরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুড়ার সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সভার দিবস প্রাতঃকালে পুরুলিয়ার পুলিশ সাহেব প্রায় ১৮।২০ জন মিলিটারী পুলিশ সহ ঝালদা থানায় আবির্ভাব হন। সভার বিঘ্ন উৎপাদন জন্য বহু লোকে গুজব রটাইতে থাকে যে এইবার পল্টন দিয়া গাঁন্ধির লোকদের জব্দ করিবে এবং যাহারা সভায় যাইবে তাহাদিগকেও বাদ দিবে না। ঝালদার জমিদারপক্ষীয় লোকদের আনন্দ দেখে কে? সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, সভার পূর্ব্বেই জনৈক সাহেব কাঁসরা গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছিল, বোধ হয় পুলিশ সাহেবই নিজের চেহারা দেখাইয়া ভয় প্রদান পূর্ব্বক সভার বিঘ্নোৎপাদনের চেষ্টায় ছিলেন। কর্ম্মীগণের অনেকেই কি হয়, কি হয় ভাবিতে ছিলেন। কিন্তু বৈকাল ২।৩টা হইতে লোক আসিতে আরম্ভ করে। লোক আসিবার প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ঝালদার দুইজন দারোগা মোটরে ঝিমাইতে ছিলেন। সে সময় মোটেই লোক ছিল না।

৩টার পর দলে দলে লোক জমা হইতে লাগিল। ৪টা। ৪॥টা পর্য্যন্ত প্রায় ৮ হাজার লোক জমা হয়। তাহার এক ঘণ্টা পরে প্রায় বার হাজারে পরিণত হয়। সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি পাইয়া যথাক্রমে শ্রীযুক্ত মোহন দাস সাধু, শ্রীযুক্ত বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চৌধুরী শ্রীযুক্ত শিবশরণ লাল ষয়শোয়াল, শ্রীযুক্ত কালীপদ হালদার, শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত মহাশয়গণ দেশের দুর্দ্দশার বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া তাহা হইতে পরিত্রাণের পন্থা বর্ণনা করেন। সর্ব্বশেষে বিশিষ্ট কর্ম্মী

শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্ত মহাশয় বক্তৃতা করিতে উঠিলে বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে চারিদিক প্রকম্পিত হইতে থাকে, তাহাতে অত্যাচারের হৃদয় যে কিরূপ হইয়াছিল তাহা সেই জানে। দাশ গুপ্ত মহাশয় প্রায় ১॥ দেড় ঘণ্টা ব্যাপি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার অর্দ্ধঘণ্টা সময়ে বাগমুণ্ডির দারোগা সাহেব মোটর যোগে আবির্ভাব হন তাঁহার শিকারীর ন্যায় চঞ্চল গতি ও শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দৃষ্টি দেখিয়া জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। পরে বাগমুণ্ডির দারোগা মহাশয় তো মারিবার উদ্দেশ্যে সভার চারিদিক ঘুরিতে থাকেন। তাহার পর পুলিশ সাহেব ও আর একজন সাহেব,বোধহয় সাবডিভিশনাল অফিসার উক্ত ১৮।২০জন মিলিটারীপুলিশ ও ঝালদা থানার কনেষ্টবল সহ সভাস্থলে উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্ত শিবশরণ লাল জয়শোয়ালকে ডাকাইয়া ওয়ারেণ্ট দেখায় ও তাঁহাকে এবং শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বীর রাঘব আচারিয়া, শ্রীযুক্ত মোহন দাস সাধু মহাশয়গণকে গ্রেপ্তার করে। বিরাট জনতা চঞ্চল হইয়া উঠে, ছেলে মেয়ের দল পলাইতে থাকে কিন্তু ভলণ্টিয়ার ও যুব সঙ্ঘের যুবকগণ বন্দেমাতরম্ ও হর হর বোম বোম ধ্বনিতে উক্ত কর্ম্মীগণের নিকটবর্ত্তী হয়। ভলণ্টিয়ার সঙ্ঘের নেতা শ্রীযুক্ত বীর রাঘব আচারিয়া মোটরে দাঁড়াইয়া সকলকে মাভৈ বাণী বলিয়া শান্ত হইতে বলিলে সমস্ত গোলমাল নিস্তব্ধ হইয়া যায়।

পরে শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আমরা যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া স্বরাজের তীর্থ ক্ষেত্রে চলিলাম আমাদের সেই আরব্ধ কার্য্য যেন শান্তি ও অহিংস ভাবে চলিতে থাকে। কংগ্রেসের নিয়মানুযায়ী গঠন-প্রণালী যাহাতে সুচারুরূপে চলে তজ্জন্য সকলে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।

পুলিশগণের ট্যাক্সি মোটরে ৪।৫টী এবং একটী লরী সজ্জিত ছিল। শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী গুরু চতুষ্টয়ের মোটরের পিছনে পিছনে ৪।৫ শত ভলণ্টিয়ার প্রাণের আবেগে পাহাড়ের নিম্ন ভূমি ডিঙ্গাইয়া, ক্ষেত মাঠ আড় গহ্বর ডিঙ্গাইয়া উঠিয়া পড়িয়া ছুটিতে থাকে। তখন রাত্রি অনুমান ৭টা, চতুর্দ্দশীর রাত্রি। ঘোরান্ধকার উপেক্ষা করিয়া তাহারা ৬ইমাইল পথ অতিক্রম করিয়া ঝালদা থানায় উপস্থিত হয় এবং প্রাণরক্ষাকারী সদুপদেষ্টা গুরুদের দেখিয়া শান্ত হয়। সেই সময় কোন্ দিক হইতে বিহার প্রান্তীয় কংগ্রেস কমিটীর মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মথুরা প্রসাদ ও রাঁচি জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্দ্র মিত্র উপস্থিত হন। তাঁহারা সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জয়শোয়াল মহাশয়ের কুঠি-ভবনে উপস্থিত হইয়া সমাগত মোট প্রায় এক হাজার ভলণ্টিয়ারকে আশ্বাস বাণী প্রদান করেন।

অহিংস-সংগ্রাম

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী পাটনা কংগ্রেস অফিসে এক জনসভায় বহুলোকের সমক্ষে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছেন :—"মহাত্মাজী সংগ্রামে ঝাপ দিয়াছেন। এখন দেশবাসীরা কি করিবে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহারা কি সাহায্য করিবে, তাহা দেশবাসীরই স্থির করা কর্ত্তব্য।"

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে কংগ্রেস কি অবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে তাহা উল্লেখ করেন। ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, মহাত্মাজী বলিয়াছেন; তিনি কি করিবেন। যেরূপভাবে ইচ্ছা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মাজীকে ক্ষমতা দিয়াছেন; তাহার কারণ এই যে, একমাত্র তিনিই এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন, তিনিই ইহার সম্পূর্ণ স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম, একমাত্র তাঁহারই এসম্বন্ধে কার্য্যতঃ অভিজ্ঞতা আছে। সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার জন্য মহাত্মাজী এখনও কোন দিন ধার্য্য করেন নাই। তবে কয়েক দিনের মধ্যেই যে তিনি উহা আরম্ভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে গবর্ণমেন্টকেই বিবেচনা করিতে হইবে তাঁহারা কি করিবেন। হয়তো তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীকে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই গ্রেপ্তার করিবেন। অথবা কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রতীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি করিবে না করিবে তাহাতে কিছুই আসে যায় না। এ কথা ঠিক যে, গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন। গবর্ণমেণ্ট কি করিল না করিল তৎপ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই সংগ্রাম চলিতে থাকিবে। গান্ধীজী ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়াছেন। তিনি সংগ্রামে ঝাপ দিয়াছেন। এখন দেশবাসীরা কি করিবে না করিবে তাহা দেশবাসীরাই স্থির করিবে। প্রত্যেক প্রদেশকে নিজ নিজ কার্য্যপন্থা স্থির করিয়া লইতে হইবে।

মহাত্মাজী লবণ-করের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন বলিয়া স্থির করিবেন। সমুদ্রের উপকুলে অবস্থিত জিলাগুলিতে এই কার্য্য বেশ ভাল চলিতে পারে এবং ঐ সমস্ত স্থানে লবণ-আইন অতি সহজেই অমান্য করা যাইতে পারে।

লবণ-কর কি ভয়ানক উৎপীড়নমূলক, উহা ধনী দরিদ্র সকলের উপরেই কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত বক্তা তাহা বুঝাইয়া বলেন। এক মন লবণ তৈরী করিতে ৩ আনা হইতে ৪ আনা লাগে কিন্তু উহা ২৲ টাকা হইতে ২৷৷৹ মূল্যে বিক্রয় হয়। প্রত্যেক টুকরা খাদ্য মুখে দিবার সময় গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স দিয়া লইতে হয়। প্রকৃত পক্ষে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রকই ট্যাক্স বেশী করিয়া দিতে হয়, কারণ তাহারা যে খাদ্য খায়, তাহাতে বেশী লবণ লাগে, কিন্তু তাহারা এই ট্যাক্সের অত্যাচার উপলব্ধি করিতে পারে না। গান্ধীজী এই ট্যাক্সের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিবেন স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বিহারে এই সংগ্রাম প্রবর্ত্তন বড় কঠিন। এই প্রদেশে এক সময় সোরার ব্যবসায় খুব প্রবল ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উহা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বিহারে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ করা যায় এরূপ একটা কিছু খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভূমিকরের কথা উঠিতেই পারে না।

কারণ উহা প্রত্যক্ষভাবে গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয় না। জমিদারেরা মাঝে থাকিয়া খাজনা আদায় করেন, তাঁহারা রাজস্ব বন্ধ করিবেন এরূপ আশা করা যায় না। তবে কিনা বক্তা বিশ্বাস করেন যে, সংগ্রাম যখন চলিতে থাকিবে এবং সাফল্য নিকটবর্ত্তী হইবে তখন জমিদারেরাও সংগ্রামে যোগ দিবেন। কিন্তু আরম্ভেই জমীদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান উচিত নহে।

প্রসঙ্গক্রমে বক্তা প্রস্তাব করেন যে, গ্রামে চৌকীদারী ট্যাক্স আছে। এই ট্যাক্স সম্বন্ধে সত্যাগ্রহ করা যাইতে পারে। এজন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রস্তুত হইলেই সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইবে।

উপসংহারে বক্তা সকলকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের সহিত যোগ দিতে বলেন।

আগুন জ্বলিয়াছে

বন্দবিলায় আগুন জ্বলিয়াছে, সেই আগুনে চারিদিক হইতে সকলে মিলিয়া ঘি ঢালিতেছে। প্রথমে ঐ গ্রামের বা ইউনিয়নের কয়েকটী লোকমাত্র আগুন জ্বালিয়াছিল—কে জানিত সেই ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এইরূপ বিরাট দাবাগ্নিতে পরিণত হইবে ? অশিক্ষিত গ্রামবাসিগণ বহুদিন প্রাণপণে ভীষণ রাজশক্তির সহিত জুঝিল—কিছুতেই দমিল না, তখন তাহাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাইয়া বাঙ্গলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী তাহাদের সহায়তায় যোগ দিল।

গবর্ণমেণ্টও ছাড়িবার পাত্র নহে—আত্মসম্মান বজায় রাখিতেই হইবে। হয়ত সে সম্মান মেদিনীপুর ইউনিয়নবোর্ড স্থাপন করিতে গিয়া যেরূপ রক্ষিত হইয়াছিল অথবা বারদৌলিতে ট্যাক্স বাড়াইতে গিয়া যেরূপ রক্ষিত হইয়াছিল এখানেও সেইরূপই রক্ষিত হইবে; তথাপি তাঁহারা সহজে ছাড়িবেন না। গরু নীলাম, বাছুর নীলাম, ঘটী নীলাম, বাটী নীলাম, যুবকের ত কথাই নাই বুড়া বুড়া লোকগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া জেলে দিলেন, তাহাতেও দমিল না। একটী প্রদীপের টিমটিমে আলো ফুঁ দিলেই নিভিয়া যায় কিন্তু প্রাণে আগুন লাগিলে তাহাতে ফুঁ কেন প্রচণ্ড ঝড় বহিলেও থামে না বরং বাতাস যত বেশী দিবে আগুণের জোরও ততই বাড়িবে, তাই আমাদের মনে হয় গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কিছুই লাভ হইবে না বরং জাতীয় আন্দোলনেরই সহায়তা হইবে। ইহা অতি সত্য কথা যে—

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
মোদের বাঁধন ততই টুটবে।
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে,
মোদের আঁখি ততই ফুটবে"

হয়ত এই আন্দোলনই ক্রমে লাহোর কংগ্রেসে বিঘোষিত আইন অমান্যের সূত্রপাত হইতে পারে, তাহার সূচনাও আমরা কিছু দেখিতেছি। এই ত সঙ্গে সঙ্গেই ২৪ পরগণার অন্তর্গত মহেশবাথান, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত উমরিদ প্রভৃতি স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জনের আন্দোলন চলিতেছে।

যখন বন্যায় প্রবল স্রোত বহিতে থাকে তখন কোন্ বুদ্ধিমানই স্রোতের মুখে মাটী চাপা দেয় না, বাঁধ বাঁধে না, তাহাতে এক দিকে বাঁধিতে গেলে পাঁচ জায়গা ভাঙ্গিয়া স্রোত চলিতে থাকে—আবার সেই দিক বন্ধ করিতে গেলে গোড়ার দিক ভাঙ্গিয়া যায় অথবা আর এক দিকের গ্রাম ভাসাইয়া আনিয়া গ্রামবাসীর সর্ব্বনাশ করে। তাই মাইকেল বলিয়াছিলেন—

পর্ব্বত গুহা ছাড়ি বাহিরায় নদী যবে
সিন্ধুর উদ্দেশে কার সাধ্য হেন যে সে
রোধে তার গতি।

আকাশে মস্ত মেঘ দেখিয়া কাঁচা মাঝি বৃহৎ নদী পার হইতে চায়, পাকা মাঝি প্রবল ঝড়ের আশঙ্কায় নৌকায় ভাল করিয়া লঙ্গর করে। আমার দুইবার কলেরা হইয়াছিল, একবার বসন্ত হইয়াছিল, পাঁচবার নিমোনিয়া হইয়াছিল—তাহাতে আমি মরি নাই অতএব আমার মরণ নাই, এ কল্পনা মুর্খেরাই করিতে পারে কিন্তু কোন বুদ্ধিমান করে না। সিপাহী বিদ্রোহ হইয়া গিয়াছে, বুয়োর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, জার্ম্মনীর সহিত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, চীন, ফ্রান্স, রুশ, তুরস্ক, কাবুল প্রভৃতির সহিতও ছোট খাট গোলমাল হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ইংরেজের কিছু হয় নাই অতএব আর কিছু হইবে না, ইংরেজ যদি এইরূপ ভাবিয়া থাকেন তবে তাহাকে মূর্খ বলিব। আমার সাত পুরুষ এক বাড়ীতে বাস করিতেছে কোন দিন চুরি হয় নাই বলিয়া আর চুরী হইবে না এইরূপ ভাবা নিশ্চয়ই মুর্খতা।

থাক, ইংরেজ তাঁহার নিজের নিজের পাঁটা লেজে কাটুক বা মাথায় কাটুক আমাদের তাতে হিতোপদেশ দানের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা এখন আমাদের ভাবনা ভাবি, নিজেদের চরখায় তেল দেই—এই আন্দোলনে আমাদের কি লাভ আছে ? কাহারও ধর্ম্মগ্রন্থে নাকি এইরূপ উপদেশ আছে যে, "তোমার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইলে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিবে। সে যাহা বলিবে তাহার উল্টাটা করিলেই তোমার কর্ত্তব্য করা হইবে, কারণ স্ত্রীলোকের দেহে আত্মা নাই" অর্থাৎ স্ত্রীলোক ত নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। আহার, বিহার, গয়না, পোষাক, পুত্র কন্যার ভরণ পোষণ বড় জোর তাহার বাপ ভাইকে সাহায্য করা বোঝে; অতএব

ইহার বিপরীত করিলেই দেশের উপকার করা হয়। দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ইংরাজ যদি সত্য সত্যই আমাদের উপকারের জন্য কিছু করে তবুও মনে হয় যে ইহার ভিতরেও বোধ হয় কিছু কুমতলব আছে। সেইরূপ ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের বিন্দুমাত্র লাভ নাই অথচ ইহা স্থাপনের জন্য এত জোর করিতেছে, দেখিলেই মনে হয় যে এত যেচে প্রেম বা ভালবাসার মূলে নিশ্চয়ই কোন কুমতলব আছে।

ইহাতে বন্দবিলার প্রজাগণ কৃতকার্য্য হউক আর নাই হউক আমাদের তাহাতে যথেষ্ট লাভ আছে। জয় হইলে আর জমিদারের লাঠির ভয় থাকিবে না কারণ এত বড় বন্দুক কামানধারী বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে যাহারা ঘাল করিতে পারিয়াছে তাহাদের কাছে, ঢাল নাই, তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দ্দার জমিদার ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে, আর পরাজয় হইলেও বুঝিতে হইবে, এ শক্তি দমন করিতে গভর্ণমেণ্ট সমর্থ হইয়াছে বটে কিন্তু জমিদার কিছুতেই সমর্থ হইবে না।

দেখ উকিল, দেখ মোক্তার, দেখ প্রোফেসার, তোমরা যে শিক্ষার বড়াই কর একবার গিয়া বন্দবিলায় দেখিয়া আইস তাহাদের কাছে তোমাদের সে শিক্ষা কোন্ ছার। তাহারা যে ভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছে ও করিতেছে— তোমাদের সকল পুঁথি পুস্তক পুড়াইয়া দিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দাও, তবেই তোমরাও ধন্য হইবে, তোমাদের মনুষ্যত্বও স্বার্থক হইবে। —প্রজার কথা

বাড়ী বিক্রয়

পুরুলিয়ায় মুনসেফডাঙ্গায় বাবু জ্ঞানদা প্রসাদ চক্রবর্ত্তীর গলিতে একটী একতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। মূল্য ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য মুনসেফ ডাঙ্গায় বাবু কিশোরী মোহন দত্তের নিকট বা আমার নিকট ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসে সত্বর সংবাদ লউন।

ননীগোপাল সরকার
ডিঃ বিঃ অফিস

Bengal-Nagpur Railway Co., Ltd.

(Incorporated in England.)

NOTICE

Is hereby given that 60 bags paddy booked under Invoice No. 11 of 23/12/1929 ex Jhantipahari to Ranchi, consigned by Mr. Rameswar to self, now lying undelivered at Ranchi station, will be sold by public auction under the provisions of the Indian Railways Act IX of 1890, if not taken delivery of and removed from the Railway premises on or before 16/3/1930, on payment of all charges due thereon.

Terms—Payment in cash

Coml. Traffic Manager's Office, B. N. Ry. House, Calcutta. Dated 26th February 1930.

E. C. J. GAHAN,
Commercial Traffic Manager.

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি যে লোকপ্রিয়তার নিদর্শন তাহা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনবীমা কোম্পানী

ওরিয়েণ্টালের

বর্ত্তমান সমৃদ্ধিতেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়।

ক্রমোন্নতি

নূতন বীমা

১৯২৫	২৯৭ লক্ষ টাকা
১৯২৬	৩৯১ "
১৯২৭	৪৩৮ "
১৯২৮	৫৮৫ "

প্রিমিয়ম হইতে আয়

১৯২৫	৯৩ লক্ষ টাকা
১৯২৬	১০৬ "
১৯২৭	১২২ "
১৯২৮	১৪০ "

লোকপ্রিয়তাই লভ্যাংশের ক্রমবৃদ্ধি সূচনা করে।
সমগ্র জীবনবীমা পলিশিতে ঘোষিত বোনাসের হার।

১৯২১	প্রতি হাজার টাকার বার্ষিক	১০ টাকা
১৯২৪	" "	২২॥০ "
১৯২৭	" "	২৫ "

অতএব এই উন্নতিশীল কোম্পানীতে বীমা করিলে আপনার সংস্থানের সুব্যবস্থা হইবে।

কোম্পানীর প্রতিনিধি সর্ব্বত্র আছেন।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কোম্পানীর আফিস আছে:—

হেড আফিস:—ওরয়েণ্টাল বিল্ডিংস্, বোম্বাই।

আগ্রা, কলিকাতা, করাচি, মান্দালয়, পুনা, সিঙ্গাপুর, আজমীর, কলম্বো, কাউলালুম্পুর, ম্যাঙ্গালোর, কোয়েটা, সুক্কুর, আমেদাবাদ, ঢাকা, লাহোর, মোম্বাসা, রেঙ্গুন, ত্রিবান্দ্রম, এলাহাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, রাঁচি, ত্রিচিনপল্লী, বাঙ্গালোর, কাণ্ডি, মান্দ্রাজ, পাটনা, রাওলপিণ্ডি, ভিজাগাপাটম।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন:—

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্
পোষ্ট বক্স নং ২১ কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
৪ সিম্পসন রোড, ঢাকা।

সব্ ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
একজিবিসন রোড, পাটনা।

অরগানাইজার, ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস,
কাচারি রোড, রাঁচি।

অথবা মিঃ এস. এল. রায়,
অরগানাইজার, রঙ্গপুর।

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R. P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী
রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

জানিবার কথা

সস্তা দরে উৎকৃষ্ট সাবান—

প্রস্তুতই আমাদের বিশেষত্ব। সেই জন্যই আজ দুই বৎসর হইতে এই কারখানায় প্রস্তুত সুশ্রী, নির্ম্মল, অন্নাজল, প্রোবীরাজ ইত্যাদি সাবানগুলি সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।

অতএব আপনারা ভ্যালযুক্ত বাজে সাবান ব্যবহার না করিয়া, আমাদের প্রস্তুত সাবানগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমাদের সুশ্রী টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আপনার শরীরের চর্ম্মরোগ দূর করুন, ও ঘ্রাণে মুগ্ধ, ব্যবহারে তৃপ্ত ও স্নানান্তে পবিত্র হউন। ইহাতে অন্য সাবানের মত চর্ব্বি নাই ও সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক, বিস্তৃত সংবাদের জন্য পত্র লিখুন।

Youngmen's Scientific & Indnstrial Works
P. O. Tulin. (Manbhum)

স্বত্বাধিকারী—শ্রীসৃষ্টিধর গোস্বামী

CALCUTTA ENGINEERING COLLEGE

62, Debendra Ghose Road.
CALCUTTA.

Industrialised India, with her existing and future Railways, Factories, Workshops big and small, Water Works, Power Houses, Mills and Mechanicised Army, is in need of youngmen with expert technical knowledge. CALCUTT ENGINEERING College offers three years' Diploma Courses in Mechanical and Electrical Engineering. For Matrics the session commences in July. Non-matrics will be given four months' preliminary training and will be admitted in March. For prospectus apply to the Secretary, 217 Gopal Lall Tagore Road, Baranagar, Calcutta.

Dated the 23rd Feb. '30

শ্রীশ্রী৺শীতলা মাতার অক্ষয় কবচ

ধারণ করিয়া মায়ের কৃপায় নির্ভয় হউন।

এই কবচ ধারণ করিলে বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না এবং যাহাদের হইয়াছে তাহাদেরও মাতার কৃপায় প্রাণের কোনও ভয় থাকে না। এই কবচ বালক, বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকলেই ধারণ করিতে পারেন। মাতার পূজার খরচ মাত্র কবচ প্রতি।/৫ সওয়া পাঁচ আনা লওয়া হয়।

একত্রে ৬টা লইলে ১টা এবং ১২টা লইলে ২টা কবচ বেশী দেওয়া হয়। পার্শেল খরচ স্বতন্ত্র।/০ লাগে। ইহাতে ২৮টা পর্য্যন্ত কবচ পাঠান যায়, কবচ ধারণের নিয়ম কবচের সঙ্গে দেওয়া হয়। আমরা এই কবচের সাহায্যেই বসন্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি।

এই কবচ বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সুখ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে ও ইহার অসংখ্য প্রশংসা-পত্র আছে।

কবচ প্রাপ্তির স্থান—
শ্রীশ্রীশীতলামাতার সেবাইত

শ্রীকামাক্ষ্যা চরণ আচার্য্য
শ্রীশ্রী৺শীতলা আশ্রম
পুরুলিয়া, নডীহা

অপূর্ব্ব সুযোগ !

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত "কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

সঙ্গীতে যুগান্তর

গান শিখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। অনেকে মনে করেন যে, গান করিবার শক্তিটা বুঝি ভগবৎ দত্ত কিন্তু এ বিশ্বাস ভুল। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চেষ্টা করিলে প্রত্যেকেই ভাল গায়ক হইতে পারিবেন।

এই উদ্দেশ্যে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। আপনার কণ্ঠস্বর কর্কশ থাকিলে আমরা সুমিষ্ট করিয়া দিতে পারি। আপনার স্বর ক্ষীণ থাকিলে তাহা জোরাল করিয়া দিতে পারি। এ সম্বন্ধে জানিতে হইলে (Secy, Music and Voice culture Institute.) এই ঠিকানায় পত্র লিখুন অথবা নিজে আসিয়া দেখা করুন। ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এই সর্ব্বপ্রথম। এখানে সর্ব্বপ্রকারের বিশুদ্ধ বাংলা, হিন্দি, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, ভজন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা মফঃস্বলে যাইয়া শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমাদের প্রণালীতে গান শিখিতে আরম্ভ করিলে আপনি ৮।১০ দিনের মধ্যেই আপনার কণ্ঠের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন এবং ৭।৮ বৎসরের বালক বালিকা হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। আমরা ইহার গ্যারাণ্টি দিতে পারি।

পুরুলিয়া সহরে বাড়ীর মেয়েদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়াগান শিখাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করুন

MUSIC & VOICE CULTURE INSTITUTE.

পুরুলিয়া

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বিদ্যার্থী ভবন

আমাদের এখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য ছাত্র লওয়া হয় কিনা অনেকেই জানিতে চাহিয়াছেন। উঁহাদের নিকট নিবেদন যে আমরা আজ প্রায় ৩ বৎসর হইল বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার সহিত জীবনকে উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য বিদ্যার্থী ভবনে ছাত্র লইতেছি। গত বৎসর স্থানাভাব বশতঃ ৩০টীর অধিক ছাত্র লইতে পারি নাই, এ বৎসর আরও ২৫টী ছাত্র লইবার ভাল বন্দোবস্ত করিয়াছি। শিশু বয়স হইতে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর ছাত্রদিগকেই লওয়া হয়। সঙ্ঘের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার্থীগণ অন্যান্য স্কুলের মত কেবল পাঠমুখস্থ না করিয়া যাহাতে স্বীয় গুণাবলির বিকাশ করিতে পারে এবং সুস্থকায়, স্বাধীনচেতা, সচ্চরিত্র, কর্ত্তব্যপরায়ণ, জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত স্বাবলম্বী মানুষ হইয়া যাহাতে তাহারা দেশ ও সংসারের কল্যাণকামী হইয়া উঠে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ইহার জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ ব্যতীত আশ্রম জীবনের প্রত্যেক সদনুষ্ঠান, ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠা, ভক্তি শাস্ত্রাদি পাঠ, সাহিত্য চর্চ্চা, কৃষি, চরকা, তাঁত, ছাপাখানার কাজ, কাঠের কাজ, প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে স্কুলের বেতন, পড়ান, আহারাদি ও থাকিবার বাবদ মাসিক মাত্র ১৫৲ টাকা হিসাবে দিতে হয়। যাঁহারা ছাত্র পাঠাইতে ইচ্ছুক অবিলম্বে পত্র লিখিবেন।

শ্রীনলিন চন্দ্র দত্ত

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বিদ্যার্থী ভবন, চন্দননগর।

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

P.O. Boral 24 Pargs

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

—বিশেষ সংখ্যা— মুল্য ৫ পয়সা।

পুরুলিয়া, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ ১৯৩০

স্বাগতম

"মুক্তি"র প্রতিষ্ঠাতা দেশহিতব্রত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত আজ দীর্ঘ একবৎসর কাল কারাবাসের পর তাঁহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। মুক্তি-মন্ত্রের সাধক, দেশ-জননীর একনিষ্ঠ সেবক মানভূমের পূজ্য নেতাকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াও আজ আনন্দ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, কারণ এ কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, মুক্ত ভারতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য আমাদের হয় নাই।

পরাধীন দেশের একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কারস্বরূপ দীর্ঘ দ্বাদশ মাস ব্যাপী নির্ম্মম কারাযন্ত্রণার অবসানে আজ তিনি কত আশা লইয়াই ফিরিয়া আসিতেছেন! জানি না, দেশের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরব্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরটীতে তিনি আমাদিগকে যতটা প্রস্তুত ও অগ্রসর দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ততটা প্রস্তুত বা অগ্রসর হইতে আমরা পারিয়াছি কি না। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও স্বল্প সামর্থ্য অনুসারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং এই সারাটা বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সাধ্যমত যোগাইয়াছি।

তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর সত্যকিঙ্কর বুকের রক্ত দিয়া নিস্পন্দ ঝালদার বুকে নবজীবনের স্পন্দন জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই তরুণ সাধকের আরব্ধ কার্য্যকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিতে যাইয়া বিভূতি ভূষণ, বীররাঘব, শিবশরণ ও মোহনদাস আজ সরকারের কারাকক্ষে অবরুদ্ধ।

"স্বাধীনতা দিবসে" জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে জেলার সর্ব্বত্র শাসকের উদ্যত রোষ অগ্রাহ্য করিয়া যে উৎসাহের প্রবাহ বহিতে দেখিয়াছি এবং আজ মানভূমের দিকে দিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে যে জাগরণের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মনে হয়, আমাদের মহাপ্রাণ নেতার আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

আমরা যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, তাহার কারণ আমাদের উৎসাহের বা অগ্রসর হইবার ইচ্ছার অভাব নহে—অধিকতর শক্তিরই অভাব। আজ মানভূমের শক্তিশালী কর্ম্মবীর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি তাঁহার শূন্য স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে সেই অধিকতর শক্তির সন্ধান দিবেন। এই জন্যই আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

আমরা জানি আমাদের আশা সফল হইবে—মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির সন্ধান দিয়া আজ মানভূমের নেতা মানভূমবাসীকে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে বিজয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাই স্বপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরের প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি—

স্বাগতম্! সজ্জনায়ক, স্বাগতম্!!

মানভূমের মুকুটমণি

শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতব্রত

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের

কারামুক্তিতে—

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক প্রদত্ত

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে শ্রেষ্ঠ !

আমাদের ঐকান্তিক হৃদয়ের শ্রদ্ধা-চন্দন বি[illegible] এই ভক্তির অবদান-স্রক্ [illegible] সঙ্গে গ্রহণ কর।

যেদিন ভারতের বিশাল অন্তর বিলোড়িত করিয়া ঝঞ্ঝা উঠিয়াছিল, অশনি নিনাদে দিঙ্মণ্ডল বিধূনিত হইয়াছিল, গাঢ়তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত ছিল—সেই সঙ্কটময় দিনে দেশের প্রতি রেণুকণা প্রকম্পিত করিয়া, মহাব্যোম বিদীর্ণ করিয়া ভারত ভাগ্য-বিধাতার অনাহত আহ্বান আরাব উঠিল............

"মাতৃযজ্ঞে জীবন বলি চাই !"

সম্মোহিত পুরবাসীর মধ্যে সে ধ্বনি তুমিই প্রথম শ্রবণ করিলে ; বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া—সংশয়ের লূতাতন্তু মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া, সে দিন তুমিই প্রথম যুক্তকরে নিজের রক্ত-রঞ্জিত প্রাণ অঞ্জলি করিয়া, অকুতোভয়ে অকম্পিত চরণে যজ্ঞভূমে আসিয়া দাঁড়াইলে। সংসারের লাভক্ষতির গণনা করিলে না ; পরিজনের পরিম্লান মুখমণ্ডল তোমাকে চিন্তিত করিল না ; ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তোমাকে ভীত করে নাই।

সেই দিন হইতেই তোমার কঠোর শব-সাধনার আরম্ভ হইল—"মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাম্, শ্লথয়িতুম্ ক্লেশভারং দীনানাম্, ছোতয়িতুম্ হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাম্"। পূর্ণাহুতি হইবার পূর্ব্বেই, যুগে যুগে চির দিন যেমন হইয়া আসিয়াছে, পশু-শক্তির আক্রমণ আরম্ভ হইল। বন্ধনের শৃঙ্খল তোমার পায়ে পড়িল। তুমি কারারুদ্ধ হইলে। কিন্তু সাধক ! নির্ম্মম ও অমানুষ দণ্ডের করাল ভীতি তোমাকে বিচলিত করিল না। মাতৃ-পূজার সাধন-মন্ত্র তোমার কণ্ঠচ্যুত হয় নাই। জ্বলন্ত প্রদীপ শিখার ন্যায় তোমার তেজ অমলিন রহিল। কারাগারের সুদর্শনধারী দেবতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আজ যখন আবার ঈশান কোণে কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা দেখা দিয়াছে, ভৈরবের বিষাণ থাকিয়া থাকিয়া রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে—ঠিক সেই মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়া বৎসরান্তে আবার তুমি তোমার পূর্ববর্ত্তী স্থান অধিকার করিলে !

তুমি ধন্য ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

পুরুলিয়া
৬ই মার্চ্চ, ১৯৩০

ইতি—
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটার গুণমুগ্ধ
কমিশনারগণ

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

—বিশেষ সংখ্যা—

মুল্য ৫ পয়সা।

পুরুলিয়া, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ ১৯৩০

স্বাগতম

"মুক্তি"র প্রতিষ্ঠাতা দেশহিতব্রত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত আজ দীর্ঘ একবৎসর কাল কারাবাসের পর তাঁহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। মুক্তি-মন্ত্রের সাধক, দেশ-জননীর একনিষ্ঠ সেবক মানভূমের পূজ্য নেতাকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াও আজ আনন্দ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, কারণ এ কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, মুক্ত ভারতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য আমাদের হয় নাই।

পরাধীন দেশের একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কারস্বরূপ দীর্ঘ দ্বাদশ মাস ব্যাপী নির্ম্মম কারাযন্ত্রণার অবসানে আজ তিনি কত আশা লইয়াই ফিরিয়া আসিতেছেন! জানি না, দেশের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরব্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরটীতে তিনি আমাদিগকে যতটা প্রস্তুত ও অগ্রসর দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ততটা প্রস্তুত বা অগ্রসর হইতে আমরা পারিয়াছি কি না। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও স্বল্প সামর্থ্য অনুসারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং এই সারাটা বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সাধ্যমত যোগাইয়াছি।

তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর সত্যকিঙ্কর বুকের রক্ত দিয়া নিস্পন্দ ঝালদার বুকে নবজীবনের স্পন্দন জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই তরুণ সাধকের আরব্ধ কার্য্যকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিতে যাইয়া বিভূতি ভূষণ, বীররাঘব, শিবশরণ ও মোহনদাস আজ সরকারের কারাকক্ষে অবরুদ্ধ।

"স্বাধীনতা দিবসে" জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে জেলার সর্ব্বত্র শাসকের উদ্যত রোষ অগ্রাহ্য করিয়া যে উৎসাহের প্রবাহ বহিতে দেখিয়াছি এবং আজ মানভূমের দিকে দিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে যে জাগরণের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মনে হয়, আমাদের মহাপ্রাণ নেতার আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

আমরা যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, তাহার কারণ আমাদের উৎসাহের বা অগ্রসর হইবার ইচ্ছার অভাব নহে—অধিকতর শক্তিরই অভাব। আজ মানভূমের শক্তিশালী কর্ম্মবীর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি তাঁহার শূন্য স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে সেই অধিকতর শক্তির সন্ধান দিবেন। এই জন্যই আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

আমরা জানি আমাদের আশা সফল হইবে—মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির সন্ধান দিয়া আজ মানভূমের নেতা মানভূমবাসীকে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে বিজয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাই স্বপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরের প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি—

স্বাগতম্! সজ্জনায়ক, স্বাগতম্!!

মানভূমের মুকুটমণি

শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতব্রত

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের

কারামুক্তিতে—

(পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক প্রদত্ত)

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে শ্রেষ্ঠ !

আমাদের ঐকান্তিক হৃদয়ের শ্রদ্ধা-চন্দন বি[illegible] এই ভক্তির অবদান-স্রক্ [illegible] গ্রহণ কর।

যেদিন ভারতের বিশাল অন্তর বিলোড়িত করিয়া ঝঞ্ঝা উঠিয়াছিল, অশনি নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল বিধুনিত হইয়াছিল, গাঢ়তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত ছিল—সেই সঙ্কটময় দিনে দেশের প্রতি রেণুকণা প্রকম্পিত করিয়া, মহাব্যোম বিদীর্ণ করিয়া ভারত ভাগ্য-বিধাতার অনাহত আহ্বান আরাব উঠিল............

"মাতৃযজ্ঞে জীবন বলি চাই।"

সম্মোহিত পুরবাসীর মধ্যে সে ধ্বনি তুমিই প্রথম শ্রবণ করিলে ; বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া —সংশয়ের লূতাতন্তু মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া, সে দিন তুমিই প্রথম যুক্তকরে নিজের রক্ত-রঞ্জিত প্রাণ অঞ্জলি করিয়া, অকুতোভয়ে অকম্পিত চরণে যজ্ঞভূমে আসিয়া দাঁড়াইলে। সংসারের লাভক্ষতির গণনা করিলে না ; পরিজনের পরিম্লান মুখমণ্ডল তোমাকে চিন্তিত করিল না ; ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তোমাকে ভীত করে নাই।

সেই দিন হইতেই তোমার কঠোর শব-সাধনার আরম্ভ হইল—"মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাম্, প্রশময়িতুম্ ক্লেশভারং দীনানাম্, দ্যোতয়িতুম্ হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাম্"। পূর্ণাহুতি হইবার পূর্ব্বেই, যুগে যুগে চির দিন যেমন হইয়া আসিয়াছে, পশু-শক্তির আক্রমণ আরম্ভ হইল। বন্ধনের শৃঙ্খল তোমার পায়ে পড়িল। তুমি কারারুদ্ধ হইলে। কিন্তু সাধক ! নির্ম্মম ও অমানুষ দণ্ডের করাল ভীতি তোমাকে বিচলিত করিল না। মাতৃ-পূজার সাধন-মন্ত্র তোমার কণ্ঠচ্যুত হয় নাই। জ্বলন্ত প্রদীপ শিখার ন্যায় তোমার তেজ অমলিন রহিল। কারাগারের সুদর্শনধারী দেবতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আজ যখন আবার ঈশান কোণে কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা দেখা দিয়াছে, ভৈরবের বিষাণ থাকিয়া থাকিয়া রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে —ঠিক সেই মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়া বৎসরান্তে আবার তুমি তোমার পূর্ববর্ত্তী স্থান অধিকার করিলে !

তুমি ধন্য ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

পুরুলিয়া
৬ই মার্চ্চ, ১৯৩০

ইতি—
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর গুণমুগ্ধ
কমিশনারগণ

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185 বন্দেমাতরম্

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)
—বিশেষ সংখ্যা— মূল্য ৫ পয়সা।

পুরুলিয়া, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ ১৯৩০

স্বাগতম

"মুক্তি"র প্রতিষ্ঠাতা দেশহিতব্রত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত আজ দীর্ঘ একবৎসর কাল কারাবাসের পর তাঁহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। মুক্তি-মন্ত্রের সাধক, দেশ-জননীর একনিষ্ঠ সেবক মানভূমের পূজ্য নেতাকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াও আজ আনন্দ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, কারণ এ কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, মুক্ত ভারতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য আমাদের হয় নাই।

পরাধীন দেশের একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কারস্বরূপ দীর্ঘ দ্বাদশ মাস ব্যাপী নির্ম্মম কারাযন্ত্রণার অবসানে আজ তিনি কত আশা লইয়াই ফিরিয়া আসিতেছেন! জানি না, দেশের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরব্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরটীতে তিনি আমাদিগকে যতটা প্রস্তুত ও অগ্রসর দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ততটা প্রস্তুত বা অগ্রসর হইতে আমরা পারিয়াছি কি না। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও স্বল্প সামর্থ্য অনুসারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং এই সারাটা বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সাধ্যমত যোগাইয়াছি।

তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর সত্যকিঙ্কর বুকের রক্ত দিয়া নিস্পন্দ ঝালদার বুকে নবজীবনের স্পন্দন জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই তরুণ সাধকের আরব্ধ কার্য্যকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিতে যাইয়া বিভূতি ভূষণ, বীররাঘব, শিবশরণ ও মোহনদাস আজ সরকারের কারাকক্ষে অবরুদ্ধ।

"স্বাধীনতা দিবসে" জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে জেলার সর্ব্বত্র শাসকের উদ্যত রোষ অগ্রাহ্য করিয়া যে উৎসাহের প্রবাহ বহিতে দেখিয়াছি এবং আজ মানভূমের দিকে দিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে যে জাগরণের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মনে হয়, আমাদের মহাপ্রাণ নেতার আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

আমরা যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, তাহার কারণ আমাদের উৎসাহের বা অগ্রসর হইবার ইচ্ছার অভাব নহে—অধিকতর শক্তিরই অভাব। আজ মানভূমের শক্তিশালী কর্ম্মবীর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি তাঁহার শূন্য স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে সেই অধিকতর শক্তির সন্ধান দিবেন। এই জন্যই আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

আমরা জানি আমাদের আশা সফল হইবে—মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির সন্ধান দিয়া আজ মানভূমের নেতা মানভূমবাসীকে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে বিজয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাই স্বপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরের প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি—

স্বাগতম্! সজ্জনায়ক, স্বাগতম্!!

মানভূমের মুকুটমণি
শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতব্রত
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের
কারামুক্তিতে—
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃক প্রদত্ত
শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে শ্রেষ্ঠ !

আমাদের ঐকান্তিক হৃদয়ের শ্রদ্ধা-চন্দন বিমণ্ডিত এই ভক্তির অর্ঘদান-স্রক গ্রহণ কর।

যেদিন ভারতের বিশাল অন্তর বিলোড়িত করিয়া ঝঞ্ঝা উঠিয়াছিল, অশনি নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল বিধূনিত হইয়াছিল, গাঢ়তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত ছিল—সেই সঙ্কটময় দিনে দেশের প্রতি রেণুকণা প্রকম্পিত করিয়া, মহাব্যোম বিদীর্ণ করিয়া ভারত ভাগ্য-বিধাতার অনাহত আহ্বান আরাব উঠিল............

"মাতৃযজ্ঞে জীবন বলি চাই।"

সম্মোহিত পুরবাসীর মধ্যে সে ধ্বনি তুমিই প্রথম শ্রবণ করিলে ; বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া—সংশয়ের লূতাতন্তু মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া, সে দিন তুমিই প্রথম যুক্তকরে নিজের রক্ত-রঞ্জিত প্রাণ অঞ্জলি করিয়া, অকুতোভয়ে অকম্পিত চরণে যজ্ঞভূমে আসিয়া দাঁড়াইলে। সংসারের লাভক্ষতির গণনা করিলে না ; পরিজনের পরিম্লান মুখমণ্ডল তোমাকে চিন্তিত করিল না ; ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তোমাকে ভীত করে নাই।

সেই দিন হইতেই তোমার কঠোর শব-সাধনার আরম্ভ হইল—"মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাম্, শ্লথয়িতুম্ ক্লেশভারং দীনানাম্, দ্যোতয়িতুম্ হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাম্"। পূর্ণাহুতি হইবার পূর্ব্বেই, যুগে যুগে চির দিন যেমন হইয়া আসিয়াছে, পশু-শক্তির আক্রমণ আরম্ভ হইল। বন্ধনের শৃঙ্খল তোমার পায়ে পড়িল। তুমি কারারুদ্ধ হইলে। কিন্তু সাধক ! নির্ম্মম ও অমানুষ দণ্ডের করাল ভীতি তোমাকে বিচলিত করিল না। মাতৃ-পূজার সাধন-মন্ত্র তোমার কণ্ঠচ্যুত হয় নাই। জ্বলন্ত প্রদীপ শিখার ন্যায় তোমার তেজ অমলিন রহিল। কারাগারের সুদর্শনধারী দেবতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আজ যখন আবার ঈশান কোণে কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা দেখা দিয়াছে, ভৈরবের বিষাণ থাকিয়া থাকিয়া রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে—ঠিক সেই মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়া বৎসরান্তে আবার তুমি তোমার পুরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিলে !

তুমি ধন্য ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

পুরুলিয়া
৬ই মার্চ্চ, ১৯৩০

ইতি—
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর গুণমুগ্ধ
কমিশনারগণ

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

—বিশেষ সংখ্যা— মূল্য ৫ পয়সা।

পুরুলিয়া, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ ১৯৩০

স্বাগতম

"মুক্তি"র প্রতিষ্ঠাতা দেশহিতব্রত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত আজ দীর্ঘ একবৎসর কাল কারাবাসের পর তাঁহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। মুক্তি-মন্ত্রের সাধক, দেশ-জননীর একনিষ্ঠ সেবক মানভূমের পূজ্য নেতাকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াও আজ আনন্দ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, কারণ এ কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, মুক্ত ভারতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য আমাদের হয় নাই।

পরাধীন দেশের একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কারস্বরূপ দীর্ঘ দ্বাদশ মাস ব্যাপী নির্ম্মম কারাযন্ত্রণার অবসানে আজ তিনি কত আশা লইয়াই ফিরিয়া আসিতেছেন! জানি না, দেশের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরটীতে তিনি আমাদিগকে যতটা প্রস্তুত ও অগ্রসর দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ততটা প্রস্তুত বা অগ্রসর হইতে আমরা পারিয়াছি কি না। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও স্বল্প সামর্থ্য অনুসারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং এই সারাটা বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সাধ্যমত যোগাইয়াছি।

তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর সত্যকিঙ্কর বুকের রক্ত দিয়া নিস্পন্দ ঝালদার বুকে নবজীবনের স্পন্দন জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই তরুণ সাধকের আরব্ধ কার্য্যকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিতে যাইয়া বিভূতি ভূষণ, বীররাঘব, শিবশরণ ও মোহনদাস আজ সরকারের কারাকক্ষে অবরুদ্ধ।

"স্বাধীনতা দিবসে" জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে জেলার সর্ব্বত্র শাসকের উদ্যত রোষ অগ্রাহ্য করিয়া যে উৎসাহের প্রবাহ বহিতে দেখিয়াছি এবং আজ মানভূমের দিকে দিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে যে জাগরণের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মনে হয়, আমাদের মহাপ্রাণ নেতার আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

আমরা যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, তাহার কারণ আমাদের উৎসাহের বা অগ্রসর হইবার ইচ্ছার অভাব নহে—অধিকতর শক্তিরই অভাব। আজ মানভূমের শক্তিশালী কর্ম্মবীর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি তাঁহার শূন্য স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে সেই অধিকতর শক্তির সন্ধান দিবেন। এই জন্যই আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

আমরা জানি আমাদের আশা সফল হইবে—মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির সন্ধান দিয়া আজ মানভূমের নেতা মানভূমবাসীকে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে বিজয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাই স্বপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরের প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি—

স্বাগতম্! সজ্জনায়ক, স্বাগতম্!!

মানভূমের মুকুটমণি
শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতব্রত
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের
কারামুক্তিতে—
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক প্রদত্ত
শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে শ্রেষ্ঠ!

আমাদের ঐকান্তিক হৃদয়ের শ্রদ্ধা-চন্দন বিমণ্ডিত এই ভক্তির অবদান-স্রক গ্রহণ কর।

যেদিন ভারতের বিশাল অন্তর বিলোড়িত করিয়া ঝঞ্জা উঠিয়াছিল, অশনি নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল বিধূনিত হইয়াছিল, গাঢ়তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত ছিল—সেই সঙ্কটময় দিনে দেশের প্রতি রেণুকণা প্রকম্পিত করিয়া, মহাব্যোম বিদীর্ণ করিয়া ভারত ভাগ্য-বিধাতার অনাহত আহ্বান আরাব উঠিল............

"মাতৃযজ্ঞে জীবন বলি চাই।"

সম্মোহিত পুরবাসীর মধ্যে সে ধ্বনি তুমিই প্রথম শ্রবণ করিলে; বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া—সংশয়ের লূতাতন্তু মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া, সে দিন তুমিই প্রথম যুক্তকরে নিজের রক্ত-রঞ্জিত প্রাণ অঞ্জলি করিয়া, অকুতোভয়ে অকম্পিত চরণে যজ্ঞভূমে আসিয়া দাঁড়াইলে। সংসারের লাভক্ষতির গণনা করিলে না; পরিজনের পরিম্লান মুখমণ্ডল তোমাকে চিন্তিত করিল না; ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তোমাকে ভীত করে নাই।

সেই দিন হইতেই তোমার কঠোর শব-সাধনার আরম্ভ হইল—"মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাম্, শ্রন্থয়িতুম্ ক্লেশভারং দীনানাম্, তোতয়িতুম্ হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাম্"। পূর্ণাহুতি হইবার পূর্ব্বেই, যুগে যুগে চির দিন যেমন হইয়া আসিয়াছে, পশু-শক্তির আক্রমণ আরম্ভ হইল। বন্ধনের শৃঙ্খল তোমার পায়ে পড়িল। তুমি কারারুদ্ধ হইলে। কিন্তু সাধক! নির্ম্মম ও অমানুষ দণ্ডের করাল ভীতি তোমাকে বিচলিত করিল না। মাতৃ-পূজার সাধন-মন্ত্র তোমার কণ্ঠচ্যুত হয় নাই। জ্বলন্ত প্রদীপ শিখার ন্যায় তোমার তেজ অমলিন রহিল। কারাগারের সুদর্শনধারী দেবতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আজ যখন আবার ঈশান কোণে কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা দেখা দিয়াছে, ভৈরবের বিষাণ থাকিয়া থাকিয়া রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে—ঠিক সেই মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়া বৎসরান্তে আবার তুমি তোমার পুরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিলে!

তুমি ধন্য! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

ইতি—

পুরুলিয়া
৬ই মার্চ্চ, ১৯৩০

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর গুণমুগ্ধ
কমিশনারগণ

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

—বিশেষ সংখ্যা— মূল্য ৫ পয়সা।

পুরুলিয়া, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ ১৯৩০

স্বাগতম

"মুক্তি"র প্রতিষ্ঠাতা দেশহিতব্রত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত আজ দীর্ঘ একবৎসর কাল কারাবাসের পর তাঁহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। মুক্তি-মন্ত্রের সাধক, দেশ-জননীর একনিষ্ঠ সেবক মানভূমের পূজ্য নেতাকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াও আজ আনন্দ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, কারণ এ কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, মুক্ত ভারতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য আমাদের হয় নাই।

পরাধীন দেশের একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কারস্বরূপ দীর্ঘ দ্বাদশ মাস ব্যাপী নির্ম্মম কারাযন্ত্রণার অবসানে আজ তিনি কত আশা লইয়াই ফিরিয়া আসিতেছেন! জানি না, দেশের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরব্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরটীতে তিনি আমাদিগকে যতটা প্রস্তুত ও অগ্রসর দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ততটা প্রস্তুত বা অগ্রসর হইতে আমরা পারিয়াছি কি না। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও স্বল্প সামর্থ্য অনুসারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং এই সারাটা বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সাধ্যমত যোগাইয়াছি।

তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর সত্যকিঙ্কর বুকের রক্ত দিয়া নিস্পন্দ ঝালদার বুকে নবজীবনের স্পন্দন জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই তরুণ সাধকের আরব্ধ কার্য্যকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিতে যাইয়া বিভূতি ভূষণ, বীররাঘব, শিবশরণ ও মোহনদাস আজ সরকারের কারাকক্ষে অবরুদ্ধ।

"স্বাধীনতা দিবসে" জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে জেলার সর্ব্বত্র শাসকের উদ্যত রোষ অগ্রাহ্য করিয়া যে উৎসাহের প্রবাহ বহিতে দেখিয়াছি এবং আজ মানভূমের দিকে দিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে যে জাগরণের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মনে হয়, আমাদের মহাপ্রাণ নেতার আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

আমরা যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, তাহার কারণ আমাদের উৎসাহের বা অগ্রসর হইবার ইচ্ছার অভাব নহে—অধিকতর শক্তিরই অভাব। আজ মানভূমের শক্তিশালী কর্ম্মবীর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি তাঁহার শূন্য স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে সেই অধিকতর শক্তির সন্ধান দিবেন। এই জন্যই আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

আমরা জানি আমাদের আশা সফল হইবে—মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির সন্ধান দিয়া আজ মানভূমের নেতা মানভূমবাসীকে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে বিজয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাই স্বপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরের প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি—

স্বাগতম্! সজ্জনায়ক, স্বাগতম্!!

মানভূমের মুকুটমণি

শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতব্রত
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের
কারামুক্তিতে—
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক প্রদত্ত

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে শ্রেষ্ঠ !

আমাদের ঐকান্তিক হৃদয়ের শ্রদ্ধা-চন্দন বিমণ্ডিত এই ভক্তির অবদান-স্রক গ্রহণ কর।

যেদিন ভারতের বিশাল অন্তর বিলোড়িত করিয়া ঝঞ্ঝা উঠিয়াছিল, অশনি নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল বিধূনিত হইয়াছিল, গাঢ়তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত ছিল—সেই সঙ্কটময় দিনে দেশের প্রতি রেণুকণা প্রকম্পিত করিয়া, মহাব্যোম বিদীর্ণ করিয়া ভারত ভাগ্য-বিধাতার অনাহত আহ্বান আরাব উঠিল…………

"মাতৃযজ্ঞে জীবন বলি চাই!"

সম্মোহিত পুরবাসীর মধ্যে সে ধ্বনি তুমিই প্রথম শ্রবণ করিলে ; বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া—সংশয়ের লূতাতন্তু মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া, সেদিন তুমিই প্রথম যুক্তকরে নিজের রক্ত-রঞ্জিত প্রাণ অঞ্জলি করিয়া, অকুতোভয়ে অকম্পিত চরণে যজ্ঞভূমে আসিয়া দাঁড়াইলে। সংসারের লাভক্ষতির গণনা করিলে না ; পরিজনের পরিম্লান মুখমণ্ডল তোমাকে চিন্তিত করিল না ; ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তোমাকে ভীত করে নাই।

সেই দিন হইতেই তোমার কঠোর শব-সাধনার আরম্ভ হইল—"মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাম্, শ্লথয়িতুম্ ক্লেশভারং দীনানাম্, দ্যোতয়িতুম্ হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাম্"। পূর্ণাহুতি হইবার পূর্ব্বেই, যুগে যুগে চির দিন যেমন হইয়া আসিয়াছে, পশু-শক্তির আক্রমণ আরম্ভ হইল। বন্ধনের শৃঙ্খল তোমার পায়ে পড়িল। তুমি কারারুদ্ধ হইলে। কিন্তু সাধক ! নির্ম্মম ও অমানুষ দণ্ডের করাল ভীতি তোমাকে বিচলিত করিল না। মাতৃ-পূজার সাধন-মন্ত্র তোমার কণ্ঠচ্যুত হয় নাই। জ্বলন্ত প্রদীপ শিখার ন্যায় তোমার তেজ অমলিন রহিল। কারাগারের সুদর্শনধারী দেবতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আজ যখন আবার ঈশান কোণে কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা দেখা দিয়াছে, ভৈরবের বিষাণ থাকিয়া থাকিয়া রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে—ঠিক সেই মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়া বৎসরান্তে আবার তুমি তোমার পুরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিলে !

তুমি ধন্য ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

পুরুলিয়া ইতি—

৬ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর গুণমুগ্ধ

কমিশনারগণ

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185 বন্দেমাতরম্

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

—বিশেষ সংখ্যা— মূল্য ৫ পয়সা।

পুরুলিয়া, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ ১৯৩০

স্বাগতম

"মুক্তি"র প্রতিষ্ঠাতা দেশহিতব্রত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত আজ দীর্ঘ একবৎসর কাল কারাবাসের পর তাঁহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। মুক্তি-মন্ত্রের সাধক, দেশ-জননীর একনিষ্ঠ সেবক মানভূমের পূজ্য নেতাকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াও আজ আনন্দ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, কারণ এ কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, মুক্ত ভারতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য আমাদের হয় নাই।

পরাধীন দেশের একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কারস্বরূপ দীর্ঘ দ্বাদশ মাস ব্যাপী নির্ম্মম কারাযন্ত্রণার অবসানে আজ তিনি কত আশা লইয়াই ফিরিয়া আসিতেছেন! জানি না, দেশের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরব্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরটীতে তিনি আমাদিগকে যতটা প্রস্তুত ও অগ্রসর দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ততটা প্রস্তুত বা অগ্রসর হইতে আমরা পারিয়াছি কি না। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও স্বল্প সামর্থ্য অনুসারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং এই সারাটা বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সাধ্যমত যোগাইয়াছি।

তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর সত্যকিঙ্কর বুকের রক্ত দিয়া নিস্পন্দ ঝালদার বুকে নবজীবনের স্পন্দন জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই তরুণ সাধকের আরব্ধ কার্য্যকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিতে যাইয়া বিভূতি ভূষণ, বীররাঘব, শিবশরণ ও মোহনদাস আজ সরকারের কারাকক্ষে অবরুদ্ধ।

"স্বাধীনতা দিবসে" জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে জেলার সর্ব্বত্র শাসকের উদ্যত রোষ অগ্রাহ্য করিয়া যে উৎসাহের প্রবাহ বহিতে দেখিয়াছি এবং আজ মানভূমের দিকে দিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে যে জাগরণের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মনে হয়, আমাদের মহাপ্রাণ নেতার আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

আমরা যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, তাহার কারণ আমাদের উৎসাহের বা অগ্রসর হইবার ইচ্ছার অভাব নহে—অধিকতর শক্তিরই অভাব। আজ মানভূমের শক্তিশালী কর্ম্মবীর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি তাঁহার শূন্য স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে সেই অধিকতর শক্তির সন্ধান দিবেন। এই জন্যই আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

আমরা জানি আমাদের আশা সফল হইবে—মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির সন্ধান দিয়া আজ মানভূমের নেতা মানভূমবাসীকে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে বিজয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাই স্বপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরের প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি—

স্বাগতম্! জননায়ক, স্বাগতম্!!

মানভূমের মুকুটমণি

শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতব্রত

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের

কারামুক্তিতে—

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক প্রদত্ত

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে শ্রেষ্ঠ !

আমাদের ঐকান্তিক হৃদয়ের শ্রদ্ধা-চন্দন বিমণ্ডিত এই ভক্তির অবদান-স্রক গ্রহণ কর।

যেদিন ভারতের বিশাল অন্তর বিলোড়িত করিয়া ঝঞ্ঝা উঠিয়াছিল, অশনি নিনাদে দিঙ্মণ্ডল বিধুনিত হইয়াছিল, গাঢ়তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত ছিল—সেই সঙ্কটময় দিনে দেশের প্রতি রেণুকণা প্রকম্পিত করিয়া, মহাব্যোম বিদীর্ণ করিয়া ভারত ভাগ্য-বিধাতার অনাহত আহ্বান আরাব উঠিল............

"মাতৃমন্ত্রে জীবন বলি চাই !"

সম্মোহিত পুরবাসীর মধ্যে সে ধ্বনি তুমিই প্রথম শ্রবণ করিলে ; বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া—সংশয়ের লূতাতন্তু মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া, সে দিন তুমিই প্রথম যুক্তকরে নিজের রক্ত-রঞ্জিত প্রাণ অঞ্জলি করিয়া, অকুতোভয়ে অকম্পিত চরণে যজ্ঞভূমে আসিয়া দাঁড়াইলে। সংসারের লাভক্ষতির গণনা করিলে না ; পরিজনের পরিম্লান মুখমণ্ডল তোমাকে চিন্তিত করিল না ; ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তোমাকে ভীত করে নাই।

সেই দিন হইতেই তোমার কঠোর শব-সাধনার আরম্ভ হইল—"মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাম্, প্রশময়িতুম্ ক্লেশভারং দীনানাম্, দ্যোতয়িতুম্ জনমান্ধকূপং অজ্ঞানাম্"। পূর্ণাহুতি হইবার পূর্ব্বেই, যুগে যুগে চির দিন যেমন হইয়া আসিয়াছে, পশু-শক্তির আক্রমণ আরম্ভ হইল। বন্ধনের শৃঙ্খল তোমার পায়ে পড়িল। তুমি কারারুদ্ধ হইলে। কিন্তু সাধক ! নির্ম্মম ও অমানুষ দণ্ডের করাল ভীতি তোমাকে বিচলিত করিল না। মাতৃ-পূজার সাধন-মন্ত্র তোমার কণ্ঠচ্যুত হয় নাই। জ্বলন্ত প্রদীপ শিখার ন্যায় তোমার তেজ অমলিন রহিল। কারাগারের সুদর্শনধারী দেবতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আজ যখন আবার ঈশান কোণে কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা দেখা দিয়াছে, ভৈরবের বিষাণ থাকিয়া থাকিয়া রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে—ঠিক সেই মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়া বৎসরান্তে আবার তুমি তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান অধিকার করিলে !

তুমি ধন্য ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

ইতি—

৬ই মার্চ্চ, ১৯৩০

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর গুণমুগ্ধ

কমিশনারগণ

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীবীরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 186

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত।
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

—বিশেষ সংখ্যা— মুল্য ৫ পয়সা।

পুরুলিয়া, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ ১৯৩০

স্বাগতম

"মুক্তি"র প্রতিষ্ঠাতা দেশহিতব্রত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত আজ দীর্ঘ একবৎসর কাল কারাবাসের পর তাঁহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। মুক্তি-মন্ত্রের সাধক, দেশ-জননীর একনিষ্ঠ সেবক মানভূমের পূজ্য নেতাকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াও আজ আনন্দ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, কারণ এ কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, মুক্ত ভারতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য আমাদের হয় নাই।

পরাধীন দেশের একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কারস্বরূপ দীর্ঘ দ্বাদশ মাস ব্যাপী নির্ম্মম কারাযন্ত্রণার অবসানে আজ তিনি কত আশা লইয়াই ফিরিয়া আসিতেছেন! জানি না, দেশের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরব্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরটীতে তিনি আমাদিগকে যতটা প্রস্তুত ও অগ্রসর দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ততটা প্রস্তুত বা অগ্রসর হইতে আমরা পারিয়াছি কি না। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও স্বল্প সামর্থ্য অনুসারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং এই সারাটা বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সাধ্যমত যোগাইয়াছি।

তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর সত্যকিঙ্কর বুকের রক্ত দিয়া নিস্পন্দ ঝালদার বুকে নবজীবনের স্পন্দন জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই তরুণ সাধকের আরব্ধ কার্য্যকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিতে যাইয়া বিভূতি ভূষণ, বীররাঘব, শিবশরণ ও মোহনদাস আজ সরকারের কারাকক্ষে অবরুদ্ধ।

"স্বাধীনতা দিবসে" জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে জেলার সর্ব্বত্র শাসকের উদ্যত রোষ অগ্রাহ্য করিয়া যে উৎসাহের প্রবাহ বহিতে দেখিয়াছি এবং আজ মানভূমের দিকে দিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে যে জাগরণের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মনে হয়, আমাদের মহাপ্রাণ নেতার আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

আমরা যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, তাহার কারণ আমাদের উৎসাহের বা অগ্রসর হইবার ইচ্ছার অভাব নহে—অধিকতর শক্তিরই অভাব। আজ মানভূমের শক্তিশালী কর্ম্মবীর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি তাঁহার শূন্য স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে সেই অধিকতর শক্তির সন্ধান দিবেন। এই জন্যই আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

আমরা জানি আমাদের আশা সফল হইবে—মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির সন্ধান দিয়া আজ মানভূমের নেতা মানভূমবাসীকে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে বিজয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাই স্বপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরের প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি—

স্বাগতম্! সঙ্ঘনায়ক, স্বাগতম্!!

মানভূমের মুকুটমণি

শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতব্রত

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের

কারামুক্তিতে—

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক প্রদত্ত

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে শ্রেষ্ঠ!

আমাদের ঐকান্তিক হৃদয়ের শ্রদ্ধা-চন্দন বিমণ্ডিত এই ভক্তির অবদান-স্রক গ্রহণ কর।

যেদিন ভারতের বিশাল অন্তর বিলোড়িত করিয়া ঝঞ্ঝা উঠিয়াছিল, অশনি নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল বিধূনিত হইয়াছিল, গাঢ়তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত ছিল—সেই সঙ্কটময় দিনে দেশের প্রতি রেণুকণা প্রকম্পিত করিয়া, মহাব্যোম বিদীর্ণ করিয়া ভারত ভাগ্য-বিধাতার অনাহত আহ্বান আরাব উঠিল............

"মাতৃযজ্ঞে জীবন বলি চাই!"

সম্মোহিত পুরবাসীর মধ্যে সে ধ্বনি তুমিই প্রথম শ্রবণ করিলে; বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া—সংশয়ের লূতাতন্তু মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া, সে দিন তুমিই প্রথম যুক্তকরে নিজের রক্ত-রঞ্জিত প্রাণ অঞ্জলি করিয়া, অকুতোভয়ে অকম্পিত চরণে যজ্ঞভূমে আসিয়া দাঁড়াইলে। সংসারের লাভক্ষতির গণনা করিলে না; পরিজনের পরিম্লান মুখমণ্ডল তোমাকে চিন্তিত করিল না; ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তোমাকে ভীত করে নাই।

সেই দিন হইতেই তোমার কঠোর শব-সাধনার আরম্ভ হইল—"মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাম্, প্রশময়িতুম্ ক্লেশভারং দীনানাম্, স্তোতয়িতুম্ হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাম্"। পূর্ণাহুতি হইবার পূর্ব্বেই, যুগে যুগে চির দিন যেমন হইয়া আসিয়াছে, পশু-শক্তির আক্রমণ আরম্ভ হইল। বন্ধনের শৃঙ্খল তোমার পায়ে পড়িল। তুমি কারারুদ্ধ হইলে। কিন্তু সাধক! নির্ম্মম ও অমানুষ দণ্ডের করাল ভীতি তোমাকে বিচলিত করিল না। মাতৃ-পূজার সাধন-মন্ত্র তোমার কণ্ঠচ্যুত হয় নাই। জ্বলন্ত প্রদীপ শিখার ন্যায় তোমার তেজ অমলিন রহিল। কারাগারের সুদর্শনধারী দেবতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আজ যখন আবার ঈশান কোণে কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা দেখা দিয়াছে, ভৈরবের বিষাণ থাকিয়া থাকিয়া রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে—ঠিক সেই মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়া বৎসরান্তে আবার তুমি তোমার পুরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিলে!

তুমি ধন্য! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

ইতি—

৬ই মার্চ্চ, ১৯৩০

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর গুণমুগ্ধ

কমিশনারগণ

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রতিষ্ঠিত
(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

—বিশেষ সংখ্যা— মূল্য ৫ পয়সা।

পুরুলিয়া, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ ১৯৩০

স্বাগতম

"মুক্তি"র প্রতিষ্ঠাতা দেশহিতব্রত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত আজ দীর্ঘ একবৎসর কাল কারাবাসের পর তাঁহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। মুক্তি-মন্ত্রের সাধক, দেশ-জননীর একনিষ্ঠ সেবক মানভূমের পূজ্য নেতাকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াও আজ আনন্দ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, কারণ এ কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, মুক্ত ভারতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য আমাদের হয় নাই।

পরাধীন দেশের একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কারস্বরূপ দীর্ঘ দ্বাদশ মাস ব্যাপী নির্ম্মম কারাযন্ত্রণার অবসানে আজ তিনি কত আশা লইয়াই ফিরিয়া আসিতেছেন তাহা জানি না, দেশের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরটাতে তিনি আমাদিগকে যতটা প্রস্তুত ও অগ্রসর দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ততটা প্রস্তুত বা অগ্রসর হইতে আমরা পারিয়াছি কি না, কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও স্বল্প সামর্থ্য অনুসারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং এই সারাটা বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সাধ্যমত যোগাইয়াছি।

তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর সত্যকিঙ্কর বুকের রক্ত দিয়া নিস্পন্দ ঝালদার বুকে নবজীবনের স্পন্দন জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই তরুণ সাধকের আরব্ধ কার্য্যকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিতে যাইয়া বিভূতিভূষণ, বীররাঘব, শিবশরণ ও মোহনলাল আজ সরকারের কারাকক্ষে অবরুদ্ধ।

"স্বাধীনতা দিবসে" জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে জেলার সর্ব্বত্র শাসকের উদ্যত রোষ অগ্রাহ্য করিয়া যে উৎসাহের প্রবাহ বহিতে দেখিয়াছি এবং আজ মানভূমের দিকে দিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে যে জাগরণের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতেই মনে হয়, আমাদের মহাপ্রাণ নেতার আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

আমরা যে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, তাহার কারণ আমাদের উৎসাহের বা অগ্রসর হইবার ইচ্ছার অভাব নহে—অধিকতর শক্তির অভাব। আজ মানভূমের শক্তিশালী কর্ম্মবীর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি তাঁহার শূন্যস্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে সেই অধিকতর শক্তির সন্ধান দিবেন। এই জন্যই আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

আমরা জানি আমাদের আশা সফল হইবে—অফুরন্ত শক্তির সন্ধান দিয়া আজ মানভূমের নেতা মানভূমবাসীকে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে বিজয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাই স্বপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরের প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি—

স্বাগতম্! সজ্জনায়ক, স্বাগতম্!!

মানভূমের মুকুটমণি

শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতব্রত

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের

কারামুক্তিতে—

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক প্রদত্ত

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে শ্রেষ্ঠ !

আমাদের ঐকান্তিক হৃদয়ের শ্রদ্ধা-চন্দন বিমণ্ডিত এই ভক্তির অবদান-স্রক গ্রহণ কর।

যেদিন ভারতের বিশাল অন্তর বিলোড়িত করিয়া ঝঞ্ঝা উঠিয়াছিল, অশনি নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল বিধূনিত হইয়াছিল, গাঢ়তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত ছিল—সেই সঙ্কটময় দিনে দেশের প্রতি রেণুকণা প্রকম্পিত করিয়া, মহাব্যোম বিদীর্ণ করিয়া ভারত ভাগ্য-বিধাতার অনাহত আহ্বান আবার উঠিল…………

"মাতৃমন্ত্রে জীবন বলি চাই !"

সম্মোহিত পুরবাসীর মধ্যে সে ধ্বনি তুমিই প্রথম শ্রবণ করিলে ; বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া —সংশয়ের লূতাতন্তু মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া, সে দিন তুমিই প্রথম যুক্তকরে নিজের রক্ত-রঞ্জিত প্রাণ অঞ্জলি করিয়া, অকুতোভয়ে অকম্পিত চরণে যজ্ঞভূমে আসিয়া দাঁড়াইলে। সংসারের লাভক্ষতির গণনা করিলে না ; পরিজনের পরিম্লান মুখমণ্ডল তোমাকে চিন্তিত করিল না ; ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তোমাকে ভীত করে নাই।

সেই দিন হইতেই তোমার কঠোর শব-সাধনার আরম্ভ হইল—"মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাম্, শ্লথয়িতুম্ ক্লেশভারং দীনানাম্, ছোতয়িতুম্ জ্ঞানালোকং অজ্ঞানাম্"। পূর্ণাহুতি হইবার পূর্ব্বেই, যুগে যুগে চির দিন যেমন হইয়া আসিয়াছে, পশু-শক্তির আক্রমণ আরম্ভ হইল। বন্ধনের শৃঙ্খল তোমার পায়ে পড়িল। তুমি কারারুদ্ধ হইলে। কিন্তু সাধক ! নির্য্যাতন ও অন্যায় দণ্ডের করাল ভীতি তোমাকে বিচলিত করিল না। মাতৃ-পূজার সাধন-মন্ত্র তোমার কণ্ঠচ্যুত হয় নাই। জ্বলন্ত প্রদীপ শিখার ন্যায় তোমার তেজ অমলিন রহিল। কারাগারের সুদর্শনধারী দেবতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আজ যখন আবার ঈশান কোণে কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা দেখা দিয়াছে, ভৈরবের বিষাণ থাকিয়া থাকিয়া রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে —ঠিক সেই মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়া বৎসরান্তে আবার তুমি তোমার পূর্ববর্ত্তী স্থান অধিকার করিলে !

তুমি ধন্য ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

ইতি—

৬ই মার্চ্চ, ১৯৩০

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর গুণমুগ্ধ

কমিশনারগণ

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

[illegible]ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার
২৬শে ফাল্গুন ১৩৩৬, ইং ১০ই মার্চ্চ ১৯৩০ } ১০ম সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র রসায়ন
শিশি ১৷৷০

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৭৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯ ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) রাঁচি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্‌এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ-সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘন্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২৷৷০ টাকা, ষান্মাসিক মূল্য—১৷৷০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভূতি

প্রার্থনা করে কেন ?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের জন্য ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

TOLET

শ্রীশ্রী৺শীতলা মাতার অক্ষয় কবচ

ধারণ করিয়া মায়ের কৃপায় নির্ভয় হউন।

এই কবচ ধারণ করিলে বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না এবং যাহাদের হইয়াছে তাহাদেরও মাতার কৃপায় প্রাণের কোনও ভয় থাকে না। এই কবচ বালক, বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকলেই ধারণ করিতে পারেন। মাতার পূজার খরচ মাত্র কবচ প্রতি ।/৫ সওয়া পাঁচ আনা লওয়া হয়। একত্রে ৬টী লইলে ১টী এবং ১২টী লইলে ২টী কবচ বেশী দেওয়া হয়। পার্শেল খরচ স্বতন্ত্র ।/০ লাগে। ইহাতে ২০টী পর্য্যন্ত কবচ পাঠান যায়, কবচ ধারণের নিয়ম কবচের সঙ্গে দেওয়া হয়। আমরা এই কবচের সাহায্যেই বসন্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি।

এই কবচ বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সুখ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে ও ইহার অসংখ্য প্রশংসা-পত্র আছে।

কবচ প্রাপ্তির স্থান—

শ্রীশ্রীশীতলামাতার সেবাইত

শ্রীকামাক্ষ্যা চরণ আচার্য্য

শ্রীশ্রী৺শীতলা আশ্রম

পুরুলিয়া, নডীহা

বাড়ী বিক্রয়

পুরুলিয়ায় মুনসেফডাঙ্গায় বাবু জ্ঞানদা প্রসাদ চক্রবর্ত্তীর গলিতে একটী একতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। মূল্য ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য মুনসেফ ডাঙ্গায় বাবু কিশোরী মোহন দত্তের নিকট বা আমার নিকট ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসে সত্বর সংবাদ লউন।

ননীগোপাল সরকার

ডিঃ বিঃ অফিস

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস:—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—	৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নুতন বীমা	১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয়	২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে	৬২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান	১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

ফর্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এ-আই (লণ্ডন)

কলিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট সমূহের চীফ এজেন্ট,

আসনসোল, E. I. Ry.

জমী ভাড়া

জুবিলি কম্পাউণ্ডের সম্মুখে "কাতরাস রাজার বেড়" নামে পরিচিত (অধুনা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ক্রীত) জমী মাসিক ভাড়ায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। জমীর পরিমাণ তিন বিঘা, বড় রাস্তার উপরে সাহেব বাঁধের অতি নিকটে ভদ্রপল্লীর মধ্যে অবস্থিত, চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সহরের মধ্যে এইরূপ সুন্দর জায়গা দুর্লভ। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীহরিবিলাস মুখোপাধ্যায়, বি, এ,

(শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকিলের বাড়ী)

মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার।"

সন ১৩৩৬ সাল, ২৬শে ফাল্গুন সোমবার।

"দিন আগত ঐ।"

আগামী ১২ই মার্চ্চ তারিখে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য—নিজ দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার পরিচালনার পূর্ণ অধিকার ফিরিয়া পাইবার জন্য সেদিন ভারতের নির্ব্বাচিত সেনাপতি—মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে অহিংস সংগ্রাম আরম্ভ হইবে, তাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাই সমগ্র পৃথিবী উৎসুক নেত্রে এই সংগ্রামের ফলাফল দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। আজ যদি এই সংগ্রামে ভারতের জয় লাভ হয়, নির্য্যাতিত নিপীড়িত জাতিসমূহের পশুবলদৃপ্ত নির্ম্মম নির্য্যাতকের নির্য্যাতনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথের সন্ধান মিলিবে।

মহাত্মা গান্ধী বহু চিন্তার পর এই সংগ্রাম আরম্ভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। শাসকের সহিত এই প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে শাসক এবং শাসিত—উভয়েরই সাময়িক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তাই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে শাসকের মতি-গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া ভারতের জীবন-মরণ সমস্যার একটা সমাধান করিতে পারেন। কিন্তু বড়লাট সাহেব তাঁহার চরম পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে মীমাংসার আর কোনরূপ সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই তিনি নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আরম্ভ করিবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বড়লাট সাহেব মহাত্মাকে লিখিয়াছেন, গান্ধীজী যে কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে যাইতেছেন তাহাতে দেশের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে—গান্ধীজী যে এইরূপ কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন ইহাতে বড়লাট সাহেব বড়ই দুঃখিত। শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা যে আছে তাহা মহাত্মা গান্ধী জানেন, কারণ বলদৃপ্ত ব্রিটীশ সরকার এই শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহকে ব্যর্থ করিবার জন্য যে চেষ্টার ত্রুটী করিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। দেশের লোকের পক্ষ হইতে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা খুবই কম, শান্তি ভঙ্গ করিবে সরকারী লোকেরা। বিদেশীর অন্যায় প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শাসক যে দেশের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই—ইহার পূর্ব্বাভাস ভারতের সর্ব্বত্র এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে।

সরকারের এই রুদ্র মূর্ত্তি মহাত্মার অপরিচিত নয়। তিনি ইহাও জানেন—সত্যাগ্রহ দেশের সর্ব্বত্র আরম্ভ হইলে, সরকারের উদ্ধত রোষের অনলে বহু ভারতবাসীকেই পুড়িয়া ছাই হইতে হইবে, কিন্তু উপায় নাই। বর্ত্তমান জীবন্মৃতের অবস্থা অপেক্ষা যে মৃত্যু অনেকাংশে শ্রেয়ঃ। মৃত্যুকে বরণ করিয়াই আজ আমাদের পূর্ণ জীবন লাভের সন্ধানে বাহির হইতে হইবে। বিদেশীর মনুষ্যত্বনাশী নিষ্পেষণ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ইহা ছাড়া আর আমাদের অন্য পথ নাই।

শাসক এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতেছে—এ সব আর কয় দিন! এই মুষ্টিমেয় সত্যাগ্রহীদের শায়েস্তা করিবার পরেও দেশে যদি কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখা যায়, কামান বন্দুক হাওয়াই জাহাজ সহ স্বরূপে একবার প্রকাশিত হইলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। বলদর্পীর পক্ষে নিজের শক্তির এরূপ একটা অতিরঞ্জিত ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শাসক আজ চোখ খুলিয়া দেশের চারিদিকটা ভাল ভাবে দেখিয়া লইলে তাহার ভ্রান্তি সে বুঝিতে পারিত—কিন্তু সে যে স্বার্থান্ধ। দেশের আকাশে বাতাসে আজ যে স্বাধীনতার ভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাকে রুদ্ধ করিবার শক্তি শাসকের মারণ যন্ত্রে নিহিত নাই। কোন শাসকই কোন দিন সে ভাব পিশিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে নাই—ভারতের ব্রিটিশ শাসকও আজ তাহা পারিবে না। এই স্বাধীনতার স্বরূপ বা স্বাধীনতা লাভের পন্থা সম্বন্ধে যে সকলেরই স্পষ্ট ধারণা আছে তাহা নয়, তবে বর্ত্তমান হীনতার গ্লানিবোধ দেশের জনমণ্ডলীর মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে এবং এই হীনতা হইতে অব্যাহতি পাইবার আকাঙ্ক্ষাও আজ সুপরিস্ফুট। মহাত্মা আজ এই আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত্তি দিয়া জনমণ্ডলীর সংহত শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার নেতৃত্ব ও পরিচালনা হইতে বঞ্চিত হইলে জনমণ্ডলীর এই জাগৃতি তাহাদিগকে আজ কোন পথে লইয়া যাইত কে বলিতে পারে ?

ভারতের জনগণের স্বাধীনতা লাভের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই মহাত্মা গান্ধী তাঁহার চরম পত্রে বড়লাট সাহেবকে লিখিয়াছেন—**আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পার কিন্তু আমি জানি আমার পরে সহস্র সহস্র ভারতবাসী সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে এই কার্য্যে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইবে।** শাসক আজ তাহার বলগর্ব্বে এই কথাটাই ভাবিয়া দেখিতেছে

না। সে ভুলিয়া গিয়াছে—ভারতে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাহারা গড়িয়া দিয়াছে, কাহারা এই সাম্রাজ্য পরিচালনার সামর্থ্য যোগাইতেছে, কাহাদের অর্থে এই শাসন কার্য পরিচালিত হইতেছে। যে কামান-বন্দুকের ভয় আজ সে দেখায়, সেই কামান-বন্দুক প্রয়োগ করিবার জন্য কাহাদের উপরে কতখানি পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়, সে কথাটাও বোধ হয় আজ তাহার মনে নাই।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলে, দেশের যে জাগ্রত স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না, আজ তাহা দেশবাসীর সমবেত শক্তিকে মহাত্মার প্রদর্শিত পথে পরিচালিত করিবে, তখন ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের তাসের ঘর যে এক দিনেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে! ভারতে বিদেশী শাসকের প্রধান অস্ত্র—তাহার মোহিনী বিদ্যা। এই বিদ্যার প্রভাবেই সে আমাদের বশ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা মনে করিতে শিখিয়াছি—ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের শক্তি দুর্ভেদ্য, ইহার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করিতে পারি না। মহাত্মা গান্ধীর অভিযান আরম্ভ হইবার এই শুভ মুহূর্তে তাঁহার প্রদর্শিত পথে যদি আমরা যাত্রা শুরু করিতে পারি, শাসকের প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিয়া যদি আমরা একবার মিলিত কণ্ঠে হুঙ্কার করিয়া উঠিতে পারি—তোমাকে আমরা মানি না, তোমার শাসন অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই শাসন স্বীকার করিয়া আর পাপের ভাগী আমরা হইব না, তাহা হইলেই দেখিব কত বড় একটা মিথ্যার বোঝা আমরা এত দিন বহিয়া আসিতেছিলাম।

তখন শাসক দেখিবে, তাহার সাম্রাজ্য চালাইবার লোক নাই; বিদেশ হইতে লোক আনাইলে তাহাদের বেতন যোগাইবার অর্থ নাই; কামান-বন্দুকে বারুদ পুরিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগের জন্য ঘরে ঘরে ফিরিয়াও আর একটা প্রাণীও মিলে না। সেই দিন আসিতেছে, সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সাহসে ভর করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিতে পারিলেই হয়।

মহাত্মা গান্ধী ডাক দিয়াছেন—দেশের জনমণ্ডলীর প্রাণে তাঁহার আহ্বান আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহারা যাত্রা আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। শুভ মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধীর অভিযান আরম্ভ হইবার পর, দেশের সর্বত্র নানাভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ একবার আরম্ভ হইয়া গেলে, দেশব্যাপী এই প্রতিরোধের গতি যেরূপ দুর্বার হইয়া উঠিবে তাহা রোধ করিবার শক্তি শাসকেরও নাই।

দিন আসিয়াছে—এইরূপ শুভ মুহূর্ত একটা জাতির ভাগ্যে বহুবার আসে না। আজ দেশের হিতকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য, সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূরে ফেলিয়া এই অভিযানকে সফল করিবার জন্য কর্মে ঝাঁপাইয়া পড়া। শাসকের নির্যাতন নিপীড়ন অগ্রাহ্য করিয়া দেশবাসীকে এই পথে অগ্রসর করিবার জন্য কিছু সহায়তা করিতে পারিলেও জীবন ধন্য হইবে।

স্থানীয় সংবাদ

স্বদেশী যুগের বিখ্যাত কর্মী মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া সম্প্রতি পুরুলিয়ায় আসিয়াছেন। এখানে তিনি শিল্পাশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে রুগ্ন শরীরে তিনি কলিকাতায় যেরূপ অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করিতেছিলেন তাহা দেখিয়া অতি নিষ্ঠুরের প্রাণেও দুঃখ না হইয়া পারে না। মানভূমবাসীর নিকটে এই ত্যাগী কর্মী তাঁহার যোগ্য সম্মান লাভ করিলে আমরা সুখী হইব।

ঝালদা মানহানি মামলার যাহাতে অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচার হয় তজ্জন্য স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার সাহেবের আদালতে ৩রা মার্চ তারিখে এক দরখাস্ত করা হয়।

দরখাস্তে বলা হয় যে, মানহানি মামলার যে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচার চলিতেছে সে ম্যাজিষ্ট্রেট বাংলা জানেন না, তজ্জন্য আসামীপক্ষের বড়ই অসুবিধা হইতেছে এবং উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের উকিলদের সহিত রূঢ় ব্যবহার করিতেছেন। ডেপুটী কমিশনার সাহেব উক্ত দরখাস্ত অনুসারে মোকদ্দমা স্থানান্তরিত করিবার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই।

গত শনিবার মৌলবী আবদুল আজিজের আদালতে মানহানি মামলার বাদীর ও ঝালদার দারোগার জেরা হইবার কথা ছিল। কিন্তু মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আসামীপক্ষ হইতে দরখাস্ত করা হয় যে, পাটনা হাইকোর্টে মামলা স্থানান্তরিত করিবার জন্য আবেদন করা হইবে। তদনুসারে মামলার শুনানী স্থগিত রাখা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে কত দিন মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিতে হইবে জানিতে চাহেন, পরে বাদীপক্ষের এডভোকেট দীর্ঘদিন দেওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করিলে হাকিম মোকদ্দমা ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখেন। আসামীপক্ষ হইতে এই সময় মধ্যে হাইকোর্টে আবেদন করা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া দরখাস্ত করা হয়। সে দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা হয় এবং হুকুম দেওয়া হয় যে, আগামী ধার্য্য দিনে যথেষ্ট কারণ থাকিলে সময় বর্দ্ধিত করা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। তদনুসারে মামলা ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্থগিত রহিয়াছে।

কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত, বীররাঘব আচারিয়া, শিবশরণ লাল যশোয়াল ও সাধু মোহন দাসের বিরুদ্ধে আনীত ১০৮ ধারার মামলার স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু এন, বি, আয়কাতের আদালতে বিচার চলিতেছে। ৪ই মার্চ্চ তারিখে শুনানী আরম্ভ হয়। ইহাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইহাঁরা রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দিতেছেন। ইহাঁরা বান্দোয়ান এলাকায় কুড়রাতে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাই অবলম্বন করিয়া এই মামলা খাড়া করা হইয়াছে। প্রথম দিন পুলিশ সাবইনিস্পেক্টর ভূদেবচন্দ্র ব্যানার্জ্জির এজাহার হয়। দ্বিতীয় দিন উক্ত পুলিশ সাব-ইনিস্পেক্টরের জেরা হয় ও জন কয়েক পুলিশের এবং বান্দোয়ানের জনৈক লোক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের এজাহার লওয়া হয়। বলরামপুরের দারোগা বিজয় দত্ত ও জমাদার যোগেন্দ্র নাথ সেন প্রত্যেক আসামীর দেওয়া বক্তৃতার রিপোর্ট বলিয়া কতকগুলি পেন্সিলে লেখা কাগজ দাখিল করেন। বান্দোয়ানের দারোগাও ঐরূপ শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তের দেওয়া বক্তৃতা দাখিল করেন। আসামীদের উকিল শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ঐ সমস্ত কাগজ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু জানিতে না পারায় ঐদিন জেরা করিতে অসমর্থ হন। আদালত সময় দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় পর দিনই তাঁহাদের জেরা ও বাদীর অন্যান্য সাক্ষীদের এজাহার লওয়া হইবে স্থির হয়। পরের দিন সরকারী উকিল অন্য মোকদ্দমায় ব্যস্ত থাকায় মামলার শুনানী ১৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মুলতুবী থাকে। আসামীরা হাজত হইতে মুক্তির হুকুম পান নাই।

শ্রীযুক্ত অমূল্যাক্ষ সরকার ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কোর্ট ইনিস্পেক্টরের সাহায্যে সরকারী পক্ষে এবং বিপুল আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিশেষ ঐকান্তিকতার সহিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় এই সকল নির্য্যাতিত কংগ্রেস কর্ম্মীদের পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত, ভবতোষ সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ অন্যান্য বহু উকিল শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়কে মোকদ্দমা পরিচালনায় সাহায্য করিতেছেন।

গত ৫ই মার্চ্চ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। হাজারিবাগ জেল হইতে বাহির হইবার পর জেলগেটে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ, মথুরা প্রসাদ, অতুলচন্দ্র ঘোষ, জীমূতবাহন সেন, শ্রীমতী সরস্বতী দেবী, শ্রীযুক্ত বজরং সহায় প্রমুখ হাজারিবাগের ও পুরুলিয়ার বহু কর্ম্মী তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। জেল হইতে তাঁহাকে স্থানীয় কংগ্রেস অফিসে লইয়া যাওয়া হয়। বৈকালে কেশব হলে এক বিরাট সভা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীমতী সরস্বতী দেবী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা দেন। এখানে তাঁহাকে এক অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান সন্ধ্যার পর এতদুপলক্ষে এক ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই দিন রাত্রিতেই তিনি পুরুলিয়া আসিবার জন্য হাজারিবাগ হইতে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে আদরায় বহুলোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

তিনি ৬ই মার্চ্চ প্রাতঃকালে পুরুলিয়ায় আগমন করেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সহরের অনেকেই ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় সহরবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে প্রথমে অভ্যর্থনা করিয়া লন।

প্লাটফর্ম্মের বাহিরে বহুলোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বাহিরে আসিলে সমবেত সকলে উচ্চকণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন ও জীমূত বাবুর মাতা শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী ধান দূর্ব্বা দিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। অতঃপর তিনি দেশবন্ধু প্রেসে আগমন করেন।

এতদুপলক্ষে সহরের বড় বড় রাস্তায় কয়েকটী সুসজ্জিত তোরণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং পুষ্পমাল্য ও জাতীয় পতাকা দিয়া রাস্তার উভয় পার্শ্ব সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে জুবিলি হলের সম্মুখে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। জাতীয় সঙ্গীত হইলে পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারদের দেওয়া অভিনন্দনপত্র মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার পাঠ করেন। জেলা কংগ্রেসের দেওয়া অভিনন্দনপত্র কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ ও যুবসঙ্ঘের অভিনন্দনপত্র সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন পাঠ করেন। এই তিনটী অভিনন্দনপত্রের উত্তরে তিনি মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণকে বলেন—আপনাদের কার্য্য শুধু সহরের পথঘাট ও ড্রেন পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা নহে—যাহাতে সহরবাসীর মনে রাষ্ট্রীয় জ্ঞান ও নৈতিক জ্ঞান জাগরিত হয় তাহা দেখাও আপনাদের কার্য্য। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেই দেশের প্রকৃত কার্য্য আপনারা করিবেন এবং দেশবাসীকেও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে আপনারা সাহায্য করিতে পারিবেন।

জেলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের সম্বোধন করিয়া বলেন—কংগ্রেসের অভিনন্দন দেওয়া সুশোভন নহে। তবে এটা আত্মপ্রশংসার বা নিজের বিজ্ঞাপন নিজে জারী করার যুগ। শক্তিময় ভগবান কর্ম্মীগণকে শক্তিশালী করিবেন। যুবকগণকে বলেন—তোমাদের মধ্যে যাহারা ভাবী উন্নতির (future-prospect এর) আশা কর তাহাদিগকে আমার কিছু বলিবার নাই। অন্য সকলকে বলি, কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। স্বাধীনতার যুদ্ধ আগত প্রায়। অতঃপর ওজস্বিনী ভাষায় রাঁচির শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র বসু এক বক্তৃতা দেন ও জাতীয় সঙ্গীত হইলে পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

৭ই মার্চ্চ নড়িহা তরুণসঙ্ঘ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

পটমদা থানার চার জন কংগ্রেস কর্ম্মীকে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া পুরুলিয়ায় চালান দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে, ইহাঁরা জনৈক ব্যক্তির অনুমতি সহকারে তাহার জঙ্গলের কাঠ দিয়া স্থানীয় কংগ্রেস অফিসের গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। সম্প্রতি ঐ ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে থানায় চুরির অভিযোগ আনিবার ফলেই ইহাঁরা গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এই ব্যাপারের অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে ডেঃ কমিশনার পটমদায় গিয়াছিলেন।

ঝালদার শ্রীযুক্ত শিবশরণলাল, মোহনদাস সাধু প্রভৃতি ১৫ ব্যক্তির নামে জমিদারপক্ষীয়দের উদ্যোগে ১০৭ ধারানুযায়ী যে মোকদ্দমা আনা হইয়াছে, আগামী ১৮ই মার্চ্চ তাহার শুনানী হইবে।

বিবিধ সংবাদ

বন্দবিলা সত্যাগ্রহ

বন্দবিলা সত্যাগ্রহ আন্দোলন জোর চলিতেছে। ধড়পাকড় ও মাল ক্রোক সত্ত্বেও গ্রামবাসিগণ দৃঢ় আছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বর্ত্তমান নেতা শ্রীযুক্ত রমানাথ চৌধুরীকে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ৬০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছেন, অনাদায়ে তাঁহাকে একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। স্মরণ থাকিতে পারে, বাকী খাজনা আদায় করিবার জন্য সার্কেল অফিসার জনৈক মুসলমানের গৃহ হইতে একটী গরু ধরিয়া নিতে আসিলে উক্ত মুসলমানের স্ত্রী গোলাম বিবি তাহাকে ঝাঁটা লইয়া তাড়াইয়া দেয়। সে জন্য তাহার ১০৲ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে।

আগামী ১২ই মার্চ্চ স্বাধীনতা সেনাদলের অভিযান

কংগ্রেস সভাপতির আহ্বান—চরম লিপির উত্তর

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল কারারুদ্ধ

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির সভাপতি পণ্ডিত জহর লাল নেহেরু নিম্নলিখিত বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন :—

"আগামী ১২ই মার্চ্চ গান্ধীজীর মহান্ অভিযান এবং পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবে। ঐ ইতিহাস প্রসিদ্ধ তিথিতে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি তাঁহার উপর আপতিত থাকিবে, ভারত মাতার কোটি কোটি সন্তান এবং ভক্তিতার শুভেচ্ছা তাঁহাকে এবং তদীয় বীরবাহিনীকে অনুসরণ করিবে।

আমি এই প্রস্তাব করি যে, দেশের সর্ব্বত্র সভা সমিতি এবং উপযুক্ত আন্দোলনের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী দৃঢ় করিয়া এবং স্বাধীনতার সৈনিক দলের সাফল্য কামনা করিয়া ঐ মহান্ দিবস প্রতিপালিত হইবে।

বিশেষতঃ আমি এই আশা করি যে, ঐ দিবস সর্ব্বত্র সত্যাগ্রহের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হইবে।"

আইন অমান্যের জন্য মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগ আয়োজন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহার পরিকল্পনা নষ্ট না করিয়া দেন তাহা হইলে আগামী ১২ই মার্চ্চ সকালবেলা প্রায় একশত সত্যাগ্রহীর একটি বাহিনী লইয়া মহাত্মা অভিযান আরম্ভ করিবেন। ইঁহারা জেলার আসলালী নামক গ্রামে গিয়া বিশ্রাম করিবেন; দৈনিক দশমাইলের অধিক অগ্রসর হইবেন না স্থির করা হইয়াছে।

বিপুল উৎসাহ ও উদ্যম পরিলক্ষিত হইতেছে। গ্রামবাসীরা মহাত্মা গান্ধীর দলবলকে অভিনন্দিত করিবার জন্য উল্লাসভরে প্রস্তুত হইতেছে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সত্যাগ্রহী বাহিনী লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমন করিবার সময় তাহাদিগকে সামান্য রকম অভ্যর্থনার বাবস্থার জন্য মহাত্মা গান্ধী গ্রামবাসীদিগকে পরামর্শ প্রদান করিয়া একটী বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশ করিবেন স্থির করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে মিতব্যয়ী হইতে বলিয়াছেন।

আশ্রমবাসিনী মহিলাগন সত্যাগ্রহী দলভুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নারীর প্রতি মর্য্যাদা বোধ বশতঃ মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদিগকে প্রথম দলে লইতে সম্মত হন নাই। কিন্তু প্রকৃত কারণ নারীর প্রতি সম্মান বোধ যতটা হউক না হউক, সত্যাগ্রহ সংগ্রামের প্রারম্ভেই নারী সত্যাগ্রহীদের সম্মুখীন হইবার সমস্যার মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে ফেলিয়া তাহাদিগকে বিব্রত করিবার ইচ্ছা মহাত্মাজীর নাই। আশ্রমবাসিনী মহিলাগণ ইহাকেই বিধাতার ইচ্ছা বলিয়া নিজেরা সন্তোষ মানিয়াছেন এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আশ্রম পরিচালনা করিবেন স্থির করিয়াছেন।

মহাত্মাজী আগামী ১২ই তারিখ প্রাতঃকালে তাঁহার পদব্রজে যাত্রা সম্পর্কে একটী সাময়িক কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাত্মাজী ও তাঁহার দল কায়রা জেলার প্রধান প্রধান নদ নদী অতিক্রম করিবেন এবং তৎপরে বরোদা জেলায় প্রবেশ করিবেন। অতঃপর তাঁহারা সুরাট জিলা অভিমুখে অগ্রসর হইবেন ও জলালপুর তালুকে প্রবেশ করিবেন। প্রকাশ জলালপুর তালুকই তাঁহাদের গন্তব্য স্থল। ভ্রমণকালে তাঁহারা প্রধান প্রধান গ্রাম ও সহরে অবস্থান করিবেন এবং মহাত্মাজী গ্রামবাসীদিগের নিকট সংগ্রামের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রচার কার্য্য করিবেন। এইরূপ আশা করা যাইতেছে যে, পদব্রজে জলালপুর তালুকে পৌঁছিতে প্রায় ২০ দিন লাগিবে এবং তৎপরে লবন উৎপন্ন করিবার জন্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। মহাত্মাজী কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা এখনো জানা যায় নাই।

বড়লাট লর্ড আরউইনের পক্ষ হইতে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাত্মা গান্ধীর চরম লিপির নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করিয়াছেন :—

প্রিয় মিঃ গান্ধী,—

বড়লাট বাহাদুর আপনার ২রা মার্চ্চ তারিখের পত্র প্রাপ্তি স্বীকার করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। বড়লাট বাহাদুর একান্ত দুঃখের সহিত বলিতেছেন যে, আপনি এমন এক কার্য্যপদ্ধতির কথা চিন্তা করিতেছেন, যাহা দ্বারা আইন অমান্যের এবং জনসাধারণের শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

ভবদীয় একান্ত

বড় লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী

বোরসাদ হইতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ যে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বোরসাদ তালুকের রাসগ্রামে কোন বক্তৃতা প্রদান নিষেধ করিয়া তাঁহার উপর একটী আদেশ প্রদান করেন; তিনি ঐ আদেশ অমান্য করাতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সর্দ্দারজী শ্রীযুক্ত মোহন লাল পাণ্ড্যা নামক একজন কর্ম্মীকে সঙ্গে লইয়া বোরসাদ তালুকে প্রচার কার্য্য চালাইতে গমন করেন। সংবাদে আরও প্রকাশ যে বোরসাদে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাঁহার বিচার হয় এবং তাঁহার প্রতি ৩ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। রাত্রি প্রায় ৯॥ ঘটিকার সময় তাঁহাকে আমেদাবাদে আনয়ন করা হয় এবং সবরমতি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। রাত্রিকালে যখন তাঁহাকে সবরমতিতে আনয়ন করা হয় তিনি এক মিনিটের জন্য মহাত্মাজীর সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন। মহাত্মা গান্ধী গুজরাটবাসীদের প্রতি, বিশেষ ভাবে আমেদাবাদের অধিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া একটী নিবেদন পত্র প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, সর্দ্দারজীর এই গ্রেপ্তার এবং কারাবরণ একটী শুভ লক্ষণ। এই শুভ ব্যাপারটীর আমরা কিরূপ ভাবে সদ্ব্যবহার করিতে পারি এখনও তাহা দেখিবার বিষয়। যে সংগ্রাম এখন আরম্ভ হইল, তাহা শেষ পর্য্যন্ত চলিবে।

সর্দ্দারবল্লভ ভাই প্যাটেলের এই কারাবরণ উপলক্ষে গুজরাটে সর্ব্বত্র হরতাল হইবে। মহাত্মাজী মিলওয়ালাদিগকে তাঁহাদের মিলগুলি বন্ধ করিতে এবং ছাত্রদিগকে স্কুল কলেজে না যাইতে এবং দোকানদারদিগকে তাহাদের দোকান পাট বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন তিনি বলেন, গুজরাটকে নিরুপদ্রব থাকিতে বলা আমার আবশ্যক বোধ হয় না—আমাদের সংগ্রাম আগাগোড়া অহিংস সংগ্রাম হইবে।

বড় লাটের নিকট মহাত্মা গান্ধীর চরম পত্র

মহাত্মা গান্ধী বড় লাটের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন। এই চিঠিতে তিনি বলিতেছেন :—

"সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার এবং এ কয় বৎসর যাবৎ আমি যে দায়িত্ব লইতে ইতস্ততঃ করিয়াছি, সেই দায়িত্ব লইবার পূর্ব্বে আমি আপনার সমীপস্থ হইয়া প্রতীকারের উপায় প্রার্থনা করিতেছি। উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল শোষণনীতি এবং দেশের পক্ষে দুর্ব্বিষহ সাঙ্ঘাতিক ব্যয়সাধ্য সৈন্যবিভাগ পোষণের ফলে ব্রিটিশ-শাসন ভারতের লক্ষ লক্ষ মূক জনসাধারণকে একবারে দরিদ্র করিয়া ফেলিয়াছে।

নতজানু হইয়া আমি আপনাকে অনুনয় করিতেছি যে, এই কথাটী একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

"বর্ত্তমানে যতই অসংহত এবং সামান্য হউক না কেন, দলবদ্ধ হিংসানীতি প্রসার লাভ করিতেছে এবং নিজ অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। অহিংসার শক্তিতে আমার বিশ্বাস অটল অচল, এবম্ভাবস্থায় আর প্রতীক্ষা করা আমার পক্ষে পাপজনক। এই অহিংসা-নীতি সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়া আমি প্রকট করিব এবং বর্ত্তমানে উহা সত্যাগ্রহ আশ্রমের অধিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে; কিন্তু যাঁহারা এই নীতি মানিয়া আন্দোলনে যোগ দিবার ইচ্ছা করিবেন শেষকালে তাঁহাদিগকেও লওয়া হইবে।

"আমার চিঠি যদি আপনার হৃদয় গলাইতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে আমি আশ্রমের যে কয়জন সহকর্ম্মী লইতে পারি সে কয়জন সহ লবণ-কর অমান্য করিতে আরম্ভ করিব।

"আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া আমার সঙ্কল্প নষ্ট করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু আমার ভরসা আছে যে, তাহার পর সহস্র সহস্র লোক এই কার্য্যে যোগ দিবে।"

(বিস্তৃত পত্র পরে প্রকাশিত হইবে)

'আমার গ্রেপ্তারের পর'

(মহাত্মা গান্ধী)

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আরম্ভ হওয়ার পর আমার গ্রেপ্তার হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী তাহা ধরিয়াই লইতে হইবে। সুতরাং সে অবস্থায় করণীয় কি তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

১৯২২ সালে আমার গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে আমি আমার সহকর্ম্মীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম যে, তাঁহারা যেন নীরব এবং সম্পূর্ণ অহিংস থাকেন, কোন প্রকার উত্তেজনামূলক কার্য্য প্রদর্শন না করেন। আমি তাঁহাদিগকে আরো বলিয়াছিলাম যে, একমাত্র সংগঠন কার্য্যের দ্বারাই দেশকে নিরুপদ্রব প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাঁহারা যেন সেই সংগঠন কার্য্যেই একাগ্রতা সহকারে মনোনিবেশ করেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমার প্রথম অনুরোধ সম্পূর্ণভাবে পালিত হইয়াছিল—এত সম্পূর্ণভাবে পালিত হইয়াছিল যে, তাহা লক্ষ্য করিয়া অনেক অভিজাত ইংরাজ ঘৃণাসহকারে বলিয়াছেন, "একটা কুকুরও শব্দ করে নাই।" জেলে বসিয়া আমি যখন শুনিলাম যে, দেশ সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব রহিয়াছে তখন আমি বুঝিলাম যে, অহিংসার প্রচারের ফল ফলিয়াছে এবং বারদোলীর সিদ্ধান্ত অতীব সমীচীন হইয়াছে। আমার গ্রেপ্তারের পর 'কুকুরেরা' যদি চেঁচাইত এবং উপদ্রব আরম্ভ হইত তবে কি হইত তাহার পর্য্যালোচনা করিয়া লাভ নাই। তবে একটা কথা ঠিক যে, তাহা হইলে লাহোরে স্বাধীনতার প্রস্তাবও হইত না এবং যাহা কল্পনা করা যায় না সেরূপ এক বিরাট দায়িত্ব লইবার মত অহিংসার শক্তিতে একান্ত বিশ্বাসী কোন গান্ধীও অবশিষ্ট থাকিত না।

এক্ষণে সমীপ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা যাউক এবার আমার গ্রেপ্তারের পর কোন প্রকার নিষ্ক্রিয় নীরব অহিংসা চলিবে না, এবার প্রবলতম সক্রিয় অহিংসাকে কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইবে—অহিংসাই যাঁহাদের মূল আদর্শ তাঁহাদের মধ্যে এমন একজনও যেন সংগ্রামের পর মুক্ত বা জীবিত না থাকে যে, দাসত্বের নিকট মস্তক অবনত করিবে। তখন আমার পরবর্ত্তী নেতা যে ভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ করিতে পরামর্শ দিবেন বা প্রবর্ত্তন করিবেন অথবা কংগ্রেস যেরূপ নির্দ্দেশ দিবেন সকলেরই তাহা অবশ্য অবলম্বনীয় হইবে। এখন পর্য্যন্ত আমি কোন নিখিল ভারতীয় নেতা স্থির করি নাই। তবে আমার সহকর্ম্মীদের উপর এবং ব্রতের উপর এই বিশ্বাস আছে যে, অবস্থানুযায়ী নেতার উদ্ভব হইবেই হইবে। একটা অপরিত্যাজ্য সর্ত্ত সকলকে মনে রাখিতে হইবে যে, আদর্শ লাভের জন্য তাহাদিগকে অহিংসার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতে হইবে। কারণ সেই জীবন্ত বিশ্বাস না থাকিলে সঙ্কটকালে সে কোন নিরুপদ্রব উপায় বাহির করিতে পারিবে না।

প্রসঙ্গক্রমে ইহা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, আমি এখানে যাহা বলিতেছি কংগ্রেস যে ভবিষ্যতে তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন তাহা নহে, কংগ্রেস ভবিষ্যতে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিবেন। এখানে যে সমস্ত কথা বলা হইল তাহার মধ্যে যেগুলি সাধারণতঃ কংগ্রেস-সেবীদের মনঃপূত হইবে কংগ্রেস সেগুলিই অবলম্বন করিবেন। এই সমস্ত কথার স্বরূপ যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে ওয়ার্কিং কমিটি আমাকে যে পূর্ণ স্বাধীনতার সনদ দিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অহিংসা যেমন নিজের স্বাধীনতায় কোন বাধা

মানে না, সেরূপ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় যে সর্ত্ত মানিয়া লয় তদ্ব্যতীত কোন সর্ত্তে তাহাদিগকে বাধ্য করে না। যত দিন পর্য্যন্ত অত্যধিক সংখ্যক কংগ্রেস-সেবী বর্ত্তমান অবস্থায় অহিংসাকেই একমাত্র অবলম্বনীয় পন্থা বলিয়া বিশ্বাস করিবেন এবং আমার পরবর্ত্তী নেতা ও অহিংসাকে যাঁহারা মূলনীতি হিসাবে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের উপর আস্থা রাখিবেন—শুধু তাহাই নহে আমার পরবর্ত্তী নেতা যে এই আন্দোলন যোগ্যতা সহকারে পরিচালনা করিতে পারিবেন তাহা বিশ্বাস করিবেন—ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস সেই নেতাকে এবং একমাত্র অহিংসায় বিশ্বাসী কর্ম্মীদিগকে সহায়তা করিবার নিমিত্ত এই সমস্ত উপদেশ এবং আমার পরবর্ত্তী নেতার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবেন।

আমার সম্বন্ধে আমি এই বলিতে পারি যে, আশ্রমবাসীদিগকে লইয়া এবং যাহারা আশ্রমের শৃঙ্খলাধীন থাকিয়া আশ্রমের প্রকৃত ভাবধারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাদিগকে লইয়া আমি এই আন্দোলন আরম্ভ করিবার বাসনা করিয়াছি, সুতরাং যাহারা প্রারম্ভেই সমরে যোগ দিতেছে তাহারা খ্যাতনামা নহে। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিয়াই আশ্রমটিকে স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে, উদ্দেশ্য এই ছিল যে দীর্ঘকালের সংযমের ফলে ইহা শক্তি সঞ্চয় করিবে। সত্যাগ্রহ আশ্রমের প্রতি এতকাল পর্য্যন্ত সকলে যে বিশ্বাস এবং অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন আশ্রম যে সেই বিশ্বাস এবং অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য, তাহা দেখাইতে হইলে আমি মনে করি যে, সত্যাগ্রহ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহা আশ্রমের পক্ষে দেখাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের স্বেচ্ছাবৃত সংযম অলক্ষ্যে অন্যায় প্রশ্রয় পাইয়াছে, আমরা যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছি তাহার ফলে আমরা এমন কতকগুলি সুযোগ সুবিধা পাইতেছি, হয়তো আমরা সে সমস্ত সুযোগ সুবিধার যোগ্য নহি। সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়া একদিন আমরা আমাদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিব, এই ভরসায় আমরা এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিয়াছি। যদি ১৫ বৎসর অস্তিত্বের পরও আশ্রম এই যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারে তবে আশ্রম এবং আমার বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াই ভাল, তাহাতে জাতির মঙ্গল, আশ্রমের মঙ্গল, আমার মঙ্গল।

অকপট নিষ্ঠা সহকারে কার্য্য আরম্ভ করার পর আমি দেশের সকল দিক হইতে সাড়া পাইব বলিয়া ভরসা করি। যাঁহারা এই আন্দোলনের সাফল্য ইচ্ছা করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে এই আন্দোলনকে অহিংস এবং সুনিয়ন্ত্রিত রাখা। নেতার আহ্বানের জন্য সকলকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যদি সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে স্বতঃই সাড়া পাওয়া যায়—পাওয়া যাইবে বলিয়াই আমি আশা করি,—তাহা হইলে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে আমি আশা করিতে পারি যে, উহা অনেকটা সুনিয়ন্ত্রিত হইবে। তথাপি যাহারা মূলনীতি হিসাবেই হউক, সমচীন নীতি হিসাবেই হউক, অহিংসায় বিশ্বাসী তাহাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হইবে সেই সার্ব্বজনীন আন্দোলনের সাহায্য করা। সার্ব্বজনীন আন্দোলনের ফলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অপ্রত্যাশিতরূপে নেতার আবির্ভাব হইয়াছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। সুতরাং হিংসাকে সংযত করিবার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত একজনও সত্যাগ্রাহী মুক্ত বা জীবিত থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বন্ধ করা হইবে না। সত্যাগ্রহের উপাসককে নিম্নলিখিত যে কোন একটা অবস্থায় থাকিতে হইবে :—

(১) বন্দী অবস্থায় বা তদনুরূপ কোন অবস্থায়; বা

(২) স সত্যাগ্রহে ব্রতী অবস্থায় অথবা,

(৩) চরকার বা স্বরাজ লাভের সহায়ক কোন কার্য্যে ব্রতী।

—ইয়ং ইণ্ডিয়া—২৭-২-৩০

স্বাগতম্

(৬ই মার্চ্চের বিশেষ সংখ্যা "মুক্তি" হইতে পুনর্মুদ্রিত)।

"মুক্তি"র প্রতিষ্ঠাতা দেশহিতব্রত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত আজ দীর্ঘ একবৎসর কাল কারাবাসের পর তাঁহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। মুক্তি-মন্ত্রের সাধক, দেশ-জননীর একনিষ্ঠ সেবক মানভূমের পূজ্য নেতাকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াও আজ আনন্দ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, কারণ এ কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, মুক্ত ভারতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য আমাদের হয় নাই।

পরাধীন দেশের একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কারস্বরূপ দীর্ঘ দ্বাদশ মাস ব্যাপী নির্ম্মম কারাযন্ত্রণার অবসানে আজ তিনি কত আশা লইয়াই ফিরিয়া আসিতেছেন! জানি না, দেশের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরটিতে তিনি আমাদিগকে যতটা প্রস্তুত ও অগ্রসর দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ততটা প্রস্তুত বা অগ্রসর হইতে আমরা পারিয়াছি কিনা। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও স্বল্প সামর্থ্য অনুসারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং এই সারাটা বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন যথাসম্ভব যোগাইয়াছি।

তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর সত্যকিঙ্কর বুকের রক্ত দিয়া নিস্পন্দ ঝালদার বুকে নবজীবনের স্পন্দন জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই তরুণ সাধকের আরব্ধ কার্য্যকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিতে যাইয়া বিভূতি ভূষণ, বীররাঘব, শিবশরণ ও মোহনদাস আজ সরকারের কারাকক্ষে অবরুদ্ধ।

"স্বাধীনতা দিবসে" জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে জেলার সর্ব্বত্র শাসকের উদ্যত রোষ অগ্রাহ্য করিয়া যে উৎসাহের প্রবাহ বহিতে দেখিয়াছি এবং আজ মানভূমের দিকে দিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে যে জাগরণের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মনে হয়, আমাদের মহাপ্রাণ নেতার আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

আমরা যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, তাহার কারণ আমাদের উৎসাহের বা অগ্রসর হইবার ইচ্ছার অভাব নহে—অধিকতর শক্তিরই অভাব। আজ মানভূমের শক্তিশালী কর্ম্মবীর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি তাঁহার শূন্য স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে সেই অধিকতর শক্তির সন্ধান দিবেন। এই জন্যই আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

আমরা জানি আমাদের আশা সফল হইবে—মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির সন্ধান দিয়া আজ মানভূমের নেতা মানভূমবাসীকে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে বিজয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাই স্বপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরের প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি—

স্বাগতম্! সজ্জনায়ক, স্বাগতম্!!

—নোটীশ—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে জেলা মানভূম সদর লোকেল বোর্ডের অধীন নিম্নলিখিত খোয়াড়গুলি ১৯৩০।৩১ সালের জন্য ডাক নিলামে আগামী ২৬শে মার্চ্চ তারিখে বন্দোবস্ত করা হইবে এবং যাহার ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে এবং নিলাম খতম হইলে ও জামিনের অর্দ্ধেক টাকা দাখিল হইলে পর ৭ দিনের মধ্যে রেজেষ্টারী করা কবুলতি দিতে হইবে। কবুলতি না দিলে উক্ত খোয়াড়ে দখল দেওয়া হইবে না। ৭ দিনের মধ্যে কবুলতি না দিলে ছানি বন্দোবস্ত করা হইবে। নিলাম ডাক লোকেল বোর্ডের অধিনে জুবিলী টাউন হলের হাতার মধ্যে বেলা ২টা হইতে আরম্ভ হইবে। নিলামে ডাকিবার কালীন পাউণ্ড গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে স্বক্ষমতার প্রমাণস্বরূপ দলিল অথবা খতিয়ান দেখাইতে হইবে। যাহাদের এরূপ কোন দলিলাদি নাই তাহাদের টাকা দিবার ক্ষমতা আছে এই বলিয়া জানি-চিনি লোকের সন্তোষজনক সাক্ষ্য চাই। পরিচিত ও সক্ষম লোক দিগের বিষয় অগ্রে বিবেচনা করা যাইবে:—

বাগমুণ্ডি	পটমদা
বরাবাজার	উন্দমা
ঝুইরাণী	রাইবান্দ
রেগুনকোদর	সিন্দ্রি
বেরো	বান্দোয়ান
চাণ্ডিল	কটরা
ইছাগড়	সিরুম
কান্টাডি	ইলু
চেলীমা	ডাভা
ব্রজপুর	ভালগোড়িয়া
হেঁসলা	কুরুম্মাডি
মনিহারা	মানগো
মালসী	অযোধ্যা

Sd. S. C. Chattoraj
Vice-Chairman
Sadr Local Board
Manbhum.

NOTICE NO. 2 OF 1930-1931.

1. Tenders are invited for the execution of undermentioned work under the District Board, Manbhum.

2. Each work must be separately tendered for.

3. Tenders should be in form No. 1 to be had on application from the District Engineer's Office.

4. Earnest money in proper amount should be deposited in any local treasury and a copy of the challan submitted with the tender.

5. All tenders must be sent in sealed covers to the undersigned within the 18th instant. No tenders will be received after 4½ P. M. on that date. Tenders will be opened by the Chairman or in his absence by the Vice-Chairman, District Board at 11 A. M. on the 19th instant.

No.	Name of works.	Amount excluding T. W. E and contingencies.	Date of completion.
1.	Spraying one coat of tar on the old metal surface on different roads of Purulia Town.	Rs. 4000/-	31. 5. 30.
2.	Do Do Do on different roads in Dhanbad Sub-Division	Rs. 13503/-	30. 6. 30.
3.	Extension of the existing roller shed at Purulia.	Rs. 654/-	31. 8. 30.

Sd. N. K. Chatterji,
Chairman, District Board
Manbhum.

Sd. S. N. Bose,
District Engineer,
Manbhum.

That Progress Proves Popularity
is strikingly exemplified by the present day position of the

ORIENTAL

INDIA'S GREATEST LIFE ASSURANCE COMPANY.

PROGRESS

NEW BUSINESS		PREMIUM INCOME	
1925	Rs. 296 Lakhs	1925	Rs. 93 Lakhs
1926	„ 391 „	1926	„ 106 „
1927	„ 468 „	1927	„ 122 „
1928	„ 585 „	1928	„ 140 „

POPULRITY PROVIDES PROGRESSIVE PROFITS

Bonuses Declared on Whole Life Assurance Policies

1921 Rs. 10 { per Rs. 1000 per Annum | 1924—Rs. 22½ } per Rs. 1000 ; 1927 „ 25 } per Annum

THEREFORE

WHEN SELECTING YOUR LIFE ASSURANCE COMPANY FOR A FIRST OR AN ADDITIONAL POLICY

IT WILL PAY YOU

To come to this Popular and Progressive Office.
For full particulars apply to :—
The Branch Secretary, Oriental Assurance Buildings, 2 & 3, Clive Row, Calcutta
or
The Sub-Brnch Secretary Oriental Life Office, Exhibition Road, Patna
or The Organiser Oriental Life Office Kachhery Road, Ranchi
or Mr. S. L. Roy, Organiser of Agencies, Rangpur.

শ্রীযুক্ত চণ্ডী কবের সুবিখ্যাত সন্ন্যাসী প্রদত্ত

চণ্ডিকা তৈল

এই তৈলের বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই টুকু বলিলেই হইবে যে ইহাতে সকল রকমের ঘা, নালি ঘা, কারবাঙ্কল, উপদংশ, কাটা ঘা, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। পোড়া ঘা যেমনই হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিতই আরোগ্যলাভ করিবে। ইহা আমরা গ্যারেণ্টি দিতে পারি। আপনি একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন না কেন।

মূল্য ছোট শিশি ।০ বড় শিশি ৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—ইয়ং কমরেডস্, দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

জানিবার কথা

সস্তা দরে উৎকৃষ্ট সাবান—

প্রস্তুতই আমাদের বিশেষত্ব। সেই জন্যই আজ দুই বৎসর হইতে এই কারখানায় প্রস্তুত **সুশ্রী, নির্ম্মল, অলকাউজ্জ্বল, প্রোবীরাজ** ইত্যাদী সাবানগুলি সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।

অতএব আপনারা ভেজালযুক্ত বাজে সাবান ব্যবহার না করিয়া, আমাদের প্রস্তুত সাবানগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমাদের সুশ্রী টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আপনার শরীরের চর্ম্মরোগ দূর করুন, ও ঘ্রাণে মুগ্ধ, ব্যবহারে তৃপ্ত ও স্নানান্তে পবিত্র হউন। ইহাতে অন্য সাবানের মত চর্ব্বি নাই ও সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক, বিস্তৃত সংবাদের জন্য পত্র লিখুন।

Youngmen's Scientific & Indnstrial Works
P. O. Tulin. (Manbhum)

স্বত্বাধিকারী—শ্রীস্বস্তিধর গোস্বামী

Bengal-Nagpur Railway Co., Ltd.

(Incorporated in England.)

NOTICE

Is hereby given that 320 bags cement marked 46 booked under Invoice No. 1 RR. No. 46/3598 of 15. 7.29 Ex Kymore Siding Jukehi to Lohardaga consigned by T. L. Dunla to C. Lall & Rai now lying undelivered at Lohardaga will be sold by public auction under the provisions of the Indian Railways Act IX of 1890 if not taken delivery of and removed on or before 25. 3. 30. paying all charges due thereon.

Terms—Payment in cash

Coml. Traffic Manager's Office, B. N. Ry House, Calcutta. Dated 27th February 1930.

E. C. J. GAHAN,
Commercial Traffic Manager.

CALCUTTA ENGINEERING COLLEGE

62, Debendra Ghose Road.
CALCUTTA.

Industrialised India, with her existing and future Railways, Factories, Workshops big and small, Water Works, Power Houses, Mills and Mechanicised Army, is in need of youngmen with expert technical knowledge. CALCUTT ENGINEERING College offers three years' Diploma Courses in Mechanical and Electrical Engineering. For Matrics the session commences in July. Non-matrics will be given four months' preliminary training and will be admitted in March. For prospectus apply to the Secretary, 217 Gopal Lall Tagore Road, Baranagar, Calcutta.

Dated the 23rd Feb. '30

অপূর্ব্ব সুযোগ!

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত **"কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"**

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল। উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নিৰ্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—**শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার**
পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

সঙ্গীতে যুগান্তর

গান শিখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। অনেকে মনে করেন যে, গান করিবার শক্তিটা বুঝি ভগবৎ দত্ত কিন্তু এ বিশ্বাস ভুল আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চেষ্টা করিলে প্রত্যেকেই ভাল গায়ক হইতে পারিবেন।

এই উদ্দেশ্যে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। আপনার কণ্ঠস্বর কর্কশ থাকিলে আমরা সুমিষ্ট করিয়া দিতে পারি। আপনার স্বর ক্ষীণ থাকিলে তাহা জোয়াল করিয়া দিতে পারি। এ সম্বন্ধে জানিতে হইলে (Secy, Music and Voice culture Institute.) এই ঠিকানায় পত্র লিখুন অথবা নিজে আসিয়া দেখা করুন। ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এই সর্ব্বপ্রথম। এখানে সর্ব্বপ্রকারের বিশুদ্ধ বাংলা, হিন্দি, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, ভজন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা মফঃস্বলে যাইয়া শিখাইবার বন্দোবস্তও করিয়াছি। আমাদের প্রণালীতে গান শিখিতে আরম্ভ করিলে আপনি ৮।১০ দিনের মধ্যেই আপনার কণ্ঠের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন এবং ৭।৮ বৎসরের বালক বালিকা হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। আমরা ইহার গ্যারাণ্টি দিতে পারি।

পুরুলিয়া সহরে বাড়ীর মেয়েদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া গান শিখাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করুন

MUSIC & VOICE CULTURE INSTITUTE.
পুরুলিয়া

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া **ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড**

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নিৰ্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী
রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ৩রা চৈত্র ১৩৩৬, ইং ১৭ই মার্চ্চ ১৯৩০ | ১১শ সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র রসায়ন
শিশি ১॥০

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২) ১৮৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৫২ রসা রোড (ভবানীপুর), ৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) নারায়ণগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) রাঁচি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘন্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২॥০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য—১॥০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—৴০ আনা

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভুতি

প্রার্থনা করে কেন ?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের জন্য ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ
সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ

কর্ম্ম সঙ্গীত—	৷১০
বিলাতী বর্জ্জন করিব কেন ? (জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী)—	৴০
ভক্তরাজ তুলসীদাস— (ক্ষিতীশ বসু)—	৶০
যৌবন ও বিবাহিত জীবন—	৶০
সাধুবাণী—	৶০
মাতৃপূজা —	৷৶০
শ্রী শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন—	৴১০
নবীনে প্রাচীনে (নিবারণ দাসগুপ্ত)	৶০
যতীন দাসের ছবি—	৫

প্রাপ্তিস্থান—

দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া
ও
ব্রজেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, আদ্রা।

শ্রীশ্রী৺শীতলা মাতার অক্ষয় কবচ

ধারণ করিয়া মায়ের কৃপায় নির্ভয় হউন।

এই কবচ ধারণ করিলে বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না এবং যাহাদের হইয়াছে তাহাদেরও মাতার কৃপায় প্রাণের কোনও ভয় থাকে না। এই কবচ বালক, বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকলেই ধারণ করিতে পারেন। মাতার পূজার খরচ মাত্র কবচ প্রতি ।৴৫ সওয়া পাঁচ আনা লওয়া হয়। একত্রে ৬টী লইলে ১টী এবং ১২টী লইলে ২টী কবচ বেশী দেওয়া হয়। পার্শেল খরচ স্বতন্ত্র ।৴০ লাগে। ইহাতে ২৮টী পর্য্যন্ত কবচ পাঠান যায়, কবচ ধারণের নিয়ম কবচের সঙ্গে দেওয়া হয়। আমরা এই কবচের সাহায্যেই বসন্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি।

এই কবচ বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সুখ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে ও ইহার অসংখ্য প্রশংসা-পত্র আছে।

কবচ প্রাপ্তির স্থান—
শ্রীশ্রীশীতলামাতার সেবাইত
শ্রীকামাক্ষ্যা চরণ আচার্য্য
শ্রীশ্রী৺শীতলা আশ্রম
পুরুলিয়া, নডীহা

নোটিশ।

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, সাধারণের সুবিধার জন্য পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত নডিহা মৌজা মধ্যে "সুরেশ চন্দ্র মিত্রের লেন" নামক রাস্তাটীতে গরুর ও কাড়ার গাড়ী যাতায়াতের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা গেল। অদ্যকার তারিখ হইতে ঐ রাস্তায় কোনও গরু বা কাড়ার গাড়ী যাতায়াত করিতে পারিবে না। এই হুকুম অমান্য করিলে আইনানুসারে কার্য্য করা যাইবে।

মিউনিসিপ্যাল আফিস পুরুলিয়া ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩০।	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায় ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস :—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—	৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নূতন বীমা	১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয়	২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে	৬২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান	১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

ফর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এ-আই (লণ্ডন)
কলিয়ারী ডিষ্ট্রিক্ট সমূহের চীফ এজেন্ট,
আসানসোল, E. I. R.

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার।"

সন ১৩৩৬ সাল, ৩রা চৈত্র সোমবার।

সত্যাগ্রহ সংগ্রাম

মহাত্মা গান্ধী গত ১২ই মার্চ্চ ৭৯ জন শিষ্য সহ সাবরমতী আশ্রম হইতে সত্যাগ্রহ অভিযানে বাহির হইয়াছেন। তিনি গুজরাট প্রদেশের বিভিন্ন নগর ও গ্রাম অতিক্রম করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হইবেন। সেখানে সরকারের লবণ কর সম্পর্কীয় আইন অমান্য করিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যগণ সহ লবণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবেন। এই আইন অমান্যের ফলে তাঁহাকে সদলবলে গ্রেপ্তার হইতে হইবে এমন কি লবণ প্রস্তুত করিতে বিরত করিবার জন্য ইহাঁদের উপর উপকূল রক্ষীদের পক্ষ হইতে গুলি বর্ষণ হওয়াও অসম্ভব নয়। পথিমধ্যে গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনাও যথেষ্টই ছিল কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই দেখিয়া মনে হইতেছে, উপকূল পর্য্যন্ত তাঁহাকে সদল বলে যাইতে দেওয়া হইবে। তারপর সরকার অন্যরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। সরকার যে উপায়ই অবলম্ব করুন না কেন, ইহা স্থির যে, মহাত্মা তাঁহার অভিযানে বাহির হওয়ার পর হইতে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ ভারতের জড়ত্বকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার শক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা শাসকের নাই। মহাত্মা আশ্রম হইতে যাত্রা করিবার প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন—হয় আমরা সিদ্ধিলাভ করিব, না হইলে আর ফিরিয়া আসিব না। মহাত্মা সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিবেন কি না তাহা অবশ্যই বহুল পরিমাণে সরকারের অদূর ভবিষ্যৎ কার্য্য-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসুন আর না আসুন তাঁহার অভিযান যে সার্থক হইবে তাহার লক্ষণ দেশের চারিদিকে সুস্পষ্ট ভাবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দেশব্যাপী জাগরণের সম্ভাবনার উপরে নির্ভর করিয়াই মহাত্মা এই বন্ধুর পথে যাত্রা সুরু করিয়াছেন, দেশের জাগ্রত মনুষ্যত্ব তাঁহার সহায় হইবে—তিনি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করিবেন।

গুজরাটের যে পথে তিনি অগ্রসর হইতেছেন তাহার উভয় পার্শ্বে সহস্র সহস্র গ্রামবাসী সমবেত হইয়া তাঁহার বাণী শ্রবণের জন্য যে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে তাহা হইতে মনে হয়, অনতিবিলম্বে মহাত্মার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইবার জন্য ইহারা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রাগ ইহাদের আকুল হইয়াছে, তাঁহার আদেশ অথবা তাঁহার গ্রেপ্তারের কিংবা অন্য প্রকার নির্য্যাতনের সংবাদ পাইবা মাত্র ইহাদের অভিযান আরম্ভ হইবে। অন্যান্য প্রদেশেও অদৃষ্টপূর্ব্ব উৎসাহের মধ্যে প্রদেশের বিশেষ অবস্থানুযায়ী সত্যাগ্রহ করিবার আয়োজন হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশার কথা এই যে, বিভিন্ন মতাবলম্বী দেশ-কর্ম্মীরাও অনেকে আজ তাঁহাদের মতবিরোধ ভুলিয়া মহাত্মার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা এতদিন কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া দেশবাসীর দৃষ্টি বিভ্রান্ত করিতেছিলেন তাঁহারাও যে আজ ব্যর্থ সমালোচনের পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সমগ্র শক্তি এই সত্যাগ্রহে নিয়োজিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অতি বড় নৈরাশ্যবাদীর প্রাণেও আশার সঞ্চার না হইয়া পারে না।

দেশের বর্ত্তমান পদদলিত অবস্থার মূলগত কারণ সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুও ধারণা আছে তাঁহারাই বুঝিয়াছেন—বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্যাপক ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত করিতে পারিলেই আমাদের পরাধীনতার অবসান সম্ভব হইবে; এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যেই বর্ত্তমান শোষণ মূলক শাসনতন্ত্রের ধ্বংসের বীজ নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং মহাত্মার অভিযানের পর হইতে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সম্বন্ধে দেশব্যাপী যে উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই কারণ নাই।

বর্ত্তমান শাসনের প্রতি দেশের দুই একজন জমিদার, মহাজন ব্যতীত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহারও বিন্দুমাত্র প্রীতি নাই। তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে—এই শাসনই তাহাদের সকল প্রকার দুর্দ্দশার মূল কারণ; তাহাদের নিঃশেষে শোষণ করিয়া বিলাতের বণিককুলের ধনবৃদ্ধিই এই শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা বুঝিয়াও এত দিন তাহারা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, কারণ তাহারা মনে করিত—এই শাসন পদ্ধতির মূলোচ্ছেদ করিবার তাহাদের শক্তি নাই। আজ ঘটনাপরম্পরায় তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, এই শাসন যন্ত্রের ভিত্তি তাহাদেরই নিশ্চেষ্ট সম্মতির উপরে গঠিত—ইহার প্রধান শক্তি তাহাদেরই ভীতিবিহ্বলতায় নিহিত। আজ যদি তাহারা তাহাদের ভয় ছাড়িয়া, তাহাদের নিশ্চেষ্টতা ত্যাগ করিয়া সচেষ্ট অসম্মতির পথ গ্রহণ করে তবে এই শোষণের আসন অচিরেই টলিয়া উঠিবে।

ভয়ে ভয়ে এত দিন জীবন যাপন করিয়া দেশ ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে মৃত্যুর দিক্‌ট অগ্রসর হইতেছিল তাই আজ দেশের জনমণ্ডলী ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে—জীবনটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়াও এত দিন সুখ ও শান্তির আস্বাদন তো পাইলাম না; একবার

নির্ভীক ভাবেই চলিয়া দেখি না কেন, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় কি না। এইরূপ আচরণে ক্ষতির সম্ভাবনা কিছুই নাই, কারণ বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা হীনতর অবস্থার কল্পনা তাহারা করিতে পারে না। তাহাদের প্রাণে এই চাঞ্চল্যের ভাব এতদিন গুমরিয়া মরিতেছিল।

এই সন্ধিক্ষণে মহাত্মা গান্ধী লবণকর সম্পর্কীয় আইন অমান্যের আয়োজন করিয়া তাহাদের এই চাঞ্চল্যকে সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মের পথে পরিচালিত করিবার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শাসকের শোষণ নীতির প্রতীক এই লবণ কর সম্পর্কীয় আইন অমান্যের উদ্যোগের মধ্যে দেশের জনমণ্ডলী তাহাদের নিরন্ন অবনত অবস্থার অবসানের সম্ভাবনা দেখিয়া আজ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—দেশের স্বাধীনতা যাহাদের জন্য বিশেষ ভাবে আবশ্যক, দেশের সেই জনমণ্ডলীকে এই স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিবে। আসন্ন সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়া সেই স্বাধীনতার আভাস সুপরিস্ফুট দেখিয়া এই সত্যাগ্রহকে জয়যুক্ত করিবার জন্য তাহারা ব্যাকুল হইয়াছে।

দেশের সর্ব্বত্রই লবণ কর সম্পর্কীয় আইন অমান্যের সুবিধা না হইতে পারে। কিন্তু লবণ করের ন্যায় অসঙ্গত আরও নানাপ্রকার কর দরিদ্র প্রজাকুলের নিকট হইতে সংগৃহীত হয় এবং লবণ কর অপেক্ষা অধিক অসঙ্গত না হইলেও তুল্যরূপে অসঙ্গত আরও বহু আইন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। মহাত্মা তাঁহার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অন্যায্য বিধি-ব্যবস্থার প্রতি জনমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই ঐ সকল বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কেও দেশের সর্ব্বত্র স্বতঃই সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়া যাইবে। যাহাতে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কার্য্য অগ্রসর হইতে পারে কেবল সেই সম্বন্ধে অবহিত হইলেই চলিবে।

ভারতের তেত্রিশ কোটী নরনারীর পরোক্ষ সম্মতির উপরেই এই দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। আজ যদি দেশের জনমণ্ডলী এই বিদেশী সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব অস্বীকার করিবার মত সাহস সঞ্চয় করিয়া উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া সমকণ্ঠে বলিতে পারে—তোমার ঔদ্ধত্য আর আমরা স্বীকার করিব না; তোমার কামান-বন্দুক, আইন-আদালত আমাদের দেহটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে, আমাদের কণ্ঠ রোধ করিতে পারে কিন্তু তোমার ঔদ্ধত্যকে স্বীকার করাইতে পারিবে না। আজ দেশে এই মনোভাবেরই সৃষ্টি হইতেছে।—ইন্ধন প্রস্তুত হইয়াছে, মহাত্মা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবা মাত্র ইহাতে অগ্নি সংযোগ হইবে। দেশের সর্ব্বত্র এই আগুন জ্বলিয়া উঠিলে সেই হোমানলেই জাতির নবজীবনের উদ্বোধন হইবে।

মানভূমে দমন নীতি—

মানভূমে দমন নীতি পূরা দমেই চালাইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। কর্ম্মীদের উপরে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে যে নির্য্যাতন আরম্ভ হইয়াছে তাহার সংবাদ পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। বর্ত্তমান সপ্তাহেও আর একজন কর্ম্মীর গ্রেপ্তারের সংবাদ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায় বরাবাজার এবং বাঁদোয়ান অঞ্চলে কংগ্রেসের প্রচার কার্য্যে কিছু দিন হইতে ব্যাপৃত ছিলেন। বাঁদোয়ানের স্থানীয় কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কিশোরী সিং সর্দ্দার, শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং অপর কয়েকজন কংগ্রেস-কর্ম্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীবর্গের মধ্যে এবং বিশেষ করিয়া খেড়িয়াদের মধ্যে একটা স্বাবলম্বন, আত্মসম্মান-বোধ ও সংহতির ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষের তাহা সহ্য হইল না। তাঁহারা কংগ্রেস-কর্ম্মিগণের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। পূর্ব্ব সপ্তাহে চুরির অভিযোগে কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত গুণীরাম মোদকের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। রেবতী বাবুর বিরুদ্ধে যে চুরী ডাকাতির অভিযোগ না আনিয়া রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগ আনিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তবে এ কথাটা বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিতেছি যে, চুরি ডাকাতির অভিযোগই আন বা শান্তি ভঙ্গের অজুহাতই দেখাও, দেশের জাগ্রত দেশাত্মবোধের কণ্ঠরোধ করিবার শক্তি কোনও দিন কাহারও হয় নাই, মানভূমেও হইবে না।

তুলাদণ্ড—

চুরীর দায়ে যাহারা ধরা পড়ে তাহাদের অনেক জামিন বরাবরই পাওয়া যায়। তাহার জন্য কাঠখড় বিশেষ কিছু পোড়াইতে হয় না। হাকিমের মর্জ্জি সে ক্ষেত্রে প্রসন্ন।

সম্প্রতি বাঁদোয়ান হইতে কয়েকজন খেড়িয়া কংগ্রেস কর্ম্মীকে চালান দেওয়া হইয়াছে—চুরীর অপরাধে। যথারীতি জামিনের প্রার্থনা হইল। কিন্তু জামিন মিলে নাই। কারণ ভিতরে নাকি "কিন্তু" আছে। কিন্তু "কিন্তু"ই যদি থাকিল তবে চার্জ্জটা সেই "কিন্তু" মোতাবিক হইলে দেখিতে ভাল হইত না কি? আর যদি ব্যাপারটা নির্জ্জলা চুরীই হয় তবে জামিন না দিবার অর্থ কি?

নির্য্যাতিত কর্ম্মীদের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন

জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাতেই এই জেলার কর্ত্তৃপক্ষ জাতীয় আন্দোলনের কর্ম্মিগণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নির্য্যাতিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার ফলে ইতিমধ্যেই এই জেলার বহু কর্ম্মী আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছেন এবং অনেককে হাজতে বাস করিতে হইতেছে। ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে, আন্দোলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্য্যাতনের মাত্রাও বাড়িয়া চলিবে। এতদর্থে নানাভাবে বহু অর্থের প্রয়োজন এবং এজন্য একটি সাহায্যভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য মানভুম জেলা-কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে আমি জাতীয় আন্দোলনের প্রতি

সহানুভূতিসম্পন্ন দেশবাসীগণের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি। আশা করি সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে সাহায্য ও জয়যুক্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। সাহায্যকারীদের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ "মুক্তি"তে প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হইবে না। আয়ব্যয়ের হিসাব যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

"সেনকুটীর" পুরুলিয়া
১১-৩-৩০
} শ্রীজীমূতবাহন সেন

স্থানীয় সংবাদ

'গত ১২ই মার্চ্চ মহাত্মাজী বিরাট অভিযানের সাফল্য কামনা ও আইন অমান্যের উদ্যোগ করিবার জন্য সমগ্র ভারতে সভা সমিতি হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হইতেছে।'

গত ২৮শে ফাল্গুন বৈকালে দেশসেবক কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে বরাবাজারে দুই জন কনেষ্টবল সহ দারোগা গ্রেপ্তার করে। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারার বিধান অনুসারেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সময় সেখানে প্রায় শতাধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। রেবতী বাবুকে যখন বরাবাজার থানায় আনা হয় তখন সেখানে অসংখ্য জনসমাগম হইয়াছিল। যখন রেবতী বাবুকে মোটরে করিয়া পুরুলিয়া লইয়া যাওয়া হয় তখন উপস্থিত জনমণ্ডলী বারংবার "বন্দেমাতরম্", "মহাত্মা গান্ধীর জয়" শব্দে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া রেবতী বাবুকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। রেবতী বাবু সমাগত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ভাই সব, তোমরা মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে প্রাণপণ চেষ্টা কর। রেবতী বাবুকে সেই দিন রাত্রি ৯ টার পর হাজতে লইয়া যাওয়া হয়। তদবধি তাঁহার সহকর্ম্মী অন্যান্য কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহিত পুরুলিয়া জেলে আবদ্ধ আছেন। অদ্য তাঁহার মোকদ্দমার দিন।

গত মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন কয়েকজন কংগ্রেস কর্ম্মী সহ ঝালদায় গমন করেন। এতদুপলক্ষে ঝালদা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু লোক অনেক স্বেচ্ছাসেবক সহ ঝালদা ষ্টেশনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। ট্রেন হইতে অবতরণ করিলে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়। সমবেত জনমণ্ডলী শোভাযাত্রা করিয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া শিবশরণ বাবুর বাড়ীতে তাঁহাকে লইয়া যায়। এখানে অসংখ্য লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে আগমন করেন। অপরাহ্নে ডাকবাংলার সম্মুখের প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয় এবং ঝালদাবাসীরা তাঁহাকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। তিনি অভিনন্দনের উত্তরে বলেন—"সত্য মরে নাই, সে ঝালদাবাসীর প্রাণে প্রাণে বিরাজ করিতেছে। তাহার আদর্শ বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেই সে অমর হইয়া থাকিবে।" পরে তিনি মহাত্মা গান্ধীর আগামী দিবসের সংগ্রামের বিষয় গ্রামবাসীগণকে বুঝাইয়া দিয়া সকলকে আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন।

পরদিন প্রাতে প্রায় ৮ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্তের গত কল্যকার মিটিংএর নির্দ্দেশ অনুযায়ী "সত্যকিঙ্কর মেলা প্রাঙ্গণে" যুবসঙ্ঘের সমুদয় স্বেচ্ছাসেবক এবং গ্রামবাসী কর্ম্মীদের বিপুল সমাগম হয়। তিনি ঐ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও জনসঙ্ঘকে তাহাদের অধুনা কর্ম্মপদ্ধতি ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ও মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য বিষয়ে উপদেশ দেন।

গ্রামের উন্নতিকল্পে সেবা কার্য্য, শালিশ দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি এবং মাদক দ্রব্য ও বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য পঞ্চায়েৎ কমিটী ও গ্রাম্য সেবা-সমিতি গঠন করিতে প্রতি গ্রামের উপস্থিত জনগণকে তিনি আহ্বান করেন ও সমস্ত বিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া তাহা নির্ভীকভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে তাহারা প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করেন। কংগ্রেস হইতে আদেশ পাইলে যে কোনও সময়ে যে কোনও অহিংস কার্য্য নির্ভীকভাবে সম্পাদন করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁহারা প্রকাশ করেন।

তৎপরে তিনি "জাতীয় পতাকার" মূল্য সরলভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন এবং কংগ্রেস কর্ম্মী, গ্রাম্য কর্ম্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতিনিধির হস্তে জাতীয় পতাকা সমর্পণ করিয়া তাহাদিগকে পতাকার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে উপদেশ দেন।

তারপর শ্রদ্ধেয় নিবারণ বাবু শিবশরণ বাবুর গৃহে পৌঁছিবার পর হইতে বৈকাল প্রায় ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত গ্রাম গ্রামান্তর হইতে শত শত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তিনি বিশ্রাম করিবারও অবসর পান নাই—মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্যের বিষয় এবং পঞ্চায়েৎ কমিটি গঠন সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দেন এবং প্রস্তুত হইবার প্রতিশ্রুতি সকলের নিকট হইতে গ্রহণ করেন।

তারপর তিনি বৈকাল ৫ ঘটিকার সময় মোটরে সিলিতে গমন করিলেন। ঝালদা যুবসঙ্ঘের সিলি শাখার সেক্রেটারী স্বয়ং মোটরে আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

সিলিতে বহু পল্লীবাসীর এক বিরাট জনসভায় তিনি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন।

ঝালদা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান—ঝালদার "রাজা" রায় বাহাদুর উদ্ধবচন্দ্র সিংহ। এই মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনরগণ কতকগুলি "বাই-ল" তৈয়ারী করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ ঐ "বাই-ল"গুলি কি ভাবে কাজে লাগান যায় সে বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। সত্যহাটের সহিত যে সকল ব্যক্তির কোনও প্রকার সম্বন্ধ আছে তাহাদের উপর দিয়াই এই পরীক্ষাটা আরম্ভ হইয়াছে। পরীক্ষার চাপে বেচারারা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। এত দিন দমন ঝালদায় দুই রূপেই বিরাজ করিতেছিল কিন্তু সম্প্রতি তাহার ত্রিরূপে অবির্ভাব হইল দেখিতেছি। যত রূপেই আবির্ভাব হউক না কেন, আমরা জানি—সত্যকিঙ্কর তার বুকের রক্ত দিয়া ঝালদায় যে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়া গিয়াছে তাহাকে পিষিয়া মারিবার শক্তি তাহার নাই।

বিবিধ সংবাদ

গত বুধবার পূর্ব্বাহ্ন সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরাট অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মহাত্মা ২০ মিনিট কাল উপাসনা করেন। ৭৯জন সত্যাগ্রহী মহাত্মাকে পুরোভাগে রাখিয়া যাত্রা সুরু করেন। প্রায় লক্ষ লোক এই সময় আশ্রমে সমবেত হইয়াছিলেন। বিদায়কালে মহাত্মা আশ্রমবাসীদের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সত্যাগ্রহীর সঙ্গে একটী ব্যাগ ও একটী লাঠি ছিল। ব্যাগে তাঁহাদের অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ রাখা হইয়াছে। ইহারা আশ্রম হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী আসলালী গ্রামে দশটার সময় উপস্থিত হন। ঐ গ্রামের বহুলোক জাতীয় পতাকা, পুষ্প ও বস্ত্রাদি সহ সত্যাগ্রহীদিগকে অভিনন্দিত করেন। মহাত্মা সদল বলে ঐ দিন ঐ গ্রামেই ছিলেন, অপরাহ্ণে তথায় এক সভায় বক্তৃতা দেন। গ্রামবাসীরা অনেকে ও পথিমধ্যে বহুলোক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিবার উৎসাহ দেখাইয়া ছলেন।

বৃহস্পতিবার প্রাতে ৬॥ টায় আসলালী গ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া ১০টার সময় বারেজা গ্রামে উপস্থিত হন এবং নবগাঁও গ্রামে রাত্রি যাপন করেন।

এইরূপে জালালপুর তালুকে মন্দীগ্রামে যাইতে তাঁহার কুড়ি দিন সময় লাগিবে। ঐ মন্দিগ্রামে লবণ প্রস্তুত করিয়া তিনি আইন অমান্য করিবেন। একদল গ্রেপ্তার হইলে আর একদল আসিয়া তাঁহাদের শূন্য স্থান পূরণ করিয়া সংগ্রাম চালাইতে থাকিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। সমগ্র দেশবাসী এই সংগ্রাম চালাইতে কৃতসংকল্প। বিদ্যাপীঠে অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক কলেজ ছাড়িয়া এই মুক্তি যুদ্ধে যোগ দিতেছেন। ৫০০০ আকালী স্বেচ্ছাসেবক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশের আবালবৃদ্ধ সকলে এই বিরাট সংগ্রামের সাফল্যের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন। বরোদা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বৃদ্ধ আব্বাস তয়াবজী এইজন্য আশ্রমে আসিয়াছেন। প্রথম দলে যাইবার জন্য তিনি মহাত্মাকে ধরিয়া বসেন। তিনি দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব করিবেন স্থির হয়।

মহাত্মা গান্ধী সদলবলে তৃতীয় দিবসে বাজেরায় পৌঁছিয়াছেন। এখানে সভায় তিনি গ্রামবাসিগণকে ধর্ম্মগত বা জাতিগত বিদ্বেষ পরিহার করিয়া গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে একযোগে কাজ করিতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন, নিজের গ্রামের উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে কেহ স্বাধীনতা ভোগ করিবর যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না। তিনি সকলকে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেন। পরিশেষে তিনি বলেন, এখন সকলের চোখ খোলা উচিত। অলস লোকের পরাধীন হওয়া সুনিশ্চিত। পরে তাহাকে শোষণ করিবেই করিবে। গ্রামবাসীদের জাগ্রত হইয়া নেতাদের আদেশ অনুসারে কাজ করা উচিত।

ঐ দিন বৈকালে তিনি কয়রা জেলায় নবগাঁয়ে গিয়া বিশ্রাম করেন। বক্তৃতা দিবার নিষেধাজ্ঞা জারী হইলে তিনি তাহা মানিবেন না বলিয়াছেন। মহাত্মার কথামত অনেক গ্রামের পাটেলেরা পদত্যাগ করিতেছেন। তিনি বাতগ্রস্ত হওয়ায় কষ্ট পাইতেছেন। কিন্তু তথাপি তিনি পূর্ব্ববৎ পদব্রজেই চলিতেছেন। পথিমধ্যে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম লন নাই।

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে বাংলার সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত রেঙ্গুণে রাজদ্রোহ মূলক বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে পুলিশের হাতে বন্দী হন। তিনি জামীন দিয়া মুক্ত হইতে অস্বীকৃত হওয়ায় অথবা কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় ঐ দিন পুলিশের তত্বাবধানে নিজ গৃহেই তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে জাহাজে করিয়া তাঁহাকে রেঙ্গুণে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহার গ্রেপ্তারে কলিকাতায় হরতাল হইয়াছিল এবং সহরে বিশেষ চাঞ্চল্য ও উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। বহু সহস্র নগরবাসী বিপুল অভিনন্দন করিয়া তাঁহাদের প্রিয়তম নেতাকে বিদায় দিয়াছিলেন। "সত্যাগ্রহ সংগ্রামে বাঙ্গলা হইতে অন্ততঃ দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক অবতীর্ণ হয় এই আমার শেষ ইচ্ছা"—ইহাই তাঁহার বিদায় বাণী। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় আলবার্ট হলে এক মহিলাদের সভা বসিয়াছিল। সভায় বহু মহিলা যোগ দিয়াছিলেন। সেখানে মুক্তি সংগ্রামে নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হইবার পর নারী সত্যাগ্রহ সমিতি গঠিত হইয়াছে।

প্রকাশ বোম্বাইয়ের সৈন্যাবাসে ছইদল সৈন্য সুসজ্জিত রাখা হইয়াছে। ইহাদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলেই তাহারা আমেদাবাদের দিকে যাত্রা করিবে।

আমেরিকা প্রবাসী মুসলমানদের তরফ হইতে নিম্নলিখিত তার ভারতীয় কংগ্রেস সভাপতির নিকট প্রেরিত হইয়াছে:—আমরা আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় মুসলমানগণ আইন অমান্য আন্দোলন আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করিতেছি। আমরা মনে প্রাণে কামনা করি—মুসলমান, হিন্দু অথবা শিখ যে কেউ হউক না কেন সকল ভারতবাসী আপন আপন সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ বিস্মৃত হইয়া এই মহৎ আন্দোলনের সাফল্যের জন্য একযোগে কাজ করিবেন।

কলিকাতার সুবিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার কংগ্রেস সংখ্যা আনন্দবাজারে রাজদ্রোহ মূলক কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে কলিকাতা চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, সত্যেন বাবু হাইকোর্টের হুকুম অনুসারে জামীনে মুক্ত আছেন।

'স্বাধীনতা' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসের সময় বিশেষসংখ্যা স্বাধীনতায় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে কলিকাতা চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ছাত্র ধর্ম্মঘটের ফলে কৃষ্ণনগর কলেজ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ১২ই মার্চ্চ হইতে বন্ধ হইয়াছে। ছাত্রগণকে আত্মসম্মান বজায় রাখিতে কৃতসংকল্প দেখিয়া জেদের বশে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ রাখিলেন।

কলিকাতায় আইন অমান্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় বিভিন্ন জেলার ৪০ জন সদস্য লইয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইতি মধ্যে বহুশত লোক আইন অমান্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লেখাইয়াছেন।

বড়লাটের নিকট মহাত্মা গান্ধীর চরম পত্র

প্রিয় বন্ধু,

এই কয় বৎসর ধরিয়া যে দায়িত্ব লইতে ভয় পাইয়াছি সেই দায়িত্বপূর্ণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একটা প্রতীকারের জন্য আপনার সমীপস্থ হইতেছি। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমি স্বেচ্ছায় কোনও প্রাণীর অনিষ্ট করিতে পারি না, মানুষের ত নহেই; আমার প্রতি শত অন্যায় করিলেও আমি মানুষের অনিষ্ট করিতে পারি না। সুতরাং আমি যদিও ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের প্রতি একটা অভিশাপ বলিয়া মনে করি তথাপি আমি একজন ইংরাজেরও অথবা ভারতবর্ষে যদি তাহার ন্যায়সঙ্গত কোনও অধিকার থাকে তবে সেই অধিকারের কোনও ক্ষতি করিতে চাই না।

আমাকে ভুল বুঝিবেন না। যদিও আমি ব্রিটিশ শাসনকে একটা অভিশাপ বলিয়া মনে করি তথাপি আমি ইংরাজ জাতিকে পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির অপেক্ষা হীন মনে করি না। অনেক ইংরাজের বন্ধুত্ব লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে যে সমস্ত সাহসী ও অকপট ইংরাজ ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে দ্বিধা করেন নাই তাঁহাদেরই লেখনী হইতে ব্রিটিশ রাজত্বের অন্যায় বুঝিতে পারিয়াছি। আমি ব্রিটিশ শাসনকে অভিশাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি কেন? ইহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল শোষণ দ্বারা এবং দেশের পক্ষে দুর্ব্বিসহ সমর ও শাসন বিভাগের সাংঘাতিক ব্যয় দ্বারা লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে দরিদ্র করিয়াছে। ইহা আমাদিগকে রাজনৈতিক ভাবে ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছে। ইহা আমাদের সভ্যতার ভিত্তি নষ্ট করিয়াছে। অস্ত্রহীন করিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বহীন করিয়া ফেলিয়াছে এবং এই ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণের ফলে আমরা অন্তরের সাহসের অভাবে, কাপুরুষের মত অসহায় হইয়া পড়িতেছি।

রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স

দেশের বহু লোকের মত আমিও এই আশা করিয়াছিলাম যে, প্রস্তাবিত রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে একটা কিছু প্রতীকার হইবে। কিন্তু যখন আপনি স্পষ্টই বলিলেন যে, আপনি বা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব সমর্থন করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না, তখনই বুঝিতে পারা গেল—ভাব প্রকাশক্ষম ভারতবাসীরা জ্ঞাতসারে ও লক্ষ লক্ষ মূক ভারতবাসী অজ্ঞাতসারে যে প্রতীকারের জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে, রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স হইতে সে প্রতীকার পাওয়া যাইবে না। এখানে একথা বলা আবশ্যক যে, পার্লামেণ্ট কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে, সে কথা এক্ষেত্রে উত্থাপিত হয় নাই। তবে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, পার্লামেণ্ট কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা একটা বিশেষ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। দিল্লীতে আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাতের কোনও ফল না হওয়ায় পণ্ডিত মতিলাল ও আমার পক্ষে ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু আপনার ঘোষণায় 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসন' কথাটা যদি প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তবে স্বাধীনতার প্রস্তাবে ভীতির কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সুযোগ্য দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ইংরাজ রাজনীতিকেরাই কি বলেন নাই যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ও স্বাধীনতার মধ্যে কার্য্যতঃ কোনও পার্থক্য নাই? কিন্তু আমার আশঙ্কা এই যে ঐরূপ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন ভারতবর্ষকে দিবার আশু সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, বিগত কথার আলোচনা করিয়া লাভ নাই।

আপনার ঘোষণার পর এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা হইতে ব্রিটিশ রাজনীতির ভাবগতিক বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। যাহাই না ভারতে, ব্রিটেনের ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনও রকম ক্ষতি হয় অথবা তাহার সহিত ভারতের দেনা-পাওনার একটা নিরপেক্ষ বিচার হইয়া যায় এই জন্যই যে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ তাঁহাদের শাসননীতির কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক নন, একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এই শোষণনীতি বন্ধ করার জন্য যদি কিছুই না করা হয়, তবে ভারতের রক্ত মোক্ষণ আরও দ্রুত গতিতে চলিবে। এই যে এক কলমের খোঁচায় টাকার মূল্য ১৮ পেনী ধার্য্য করিয়া ভারতবর্ষ হইতে কয়েক কোটি টাকা শুষিয়া লওয়া হইতেছে, অর্থসচিব মহাশয় তাহাকে অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া মনে করেন; এবং অন্যান্য অন্যায়ের মধ্যে নিরুপদ্রব কার্য্যের দ্বারা এই অন্যায়ের প্রতীকার করার চেষ্টা হইলে সেই চেষ্টাকে বাধা করার জন্য শৃঙ্খলার দোহাই দিয়া আপনি যদি এবং জমিদারদের সাহায্য লইতে কুণ্ঠিত নহেন—এই তথাকথিত শৃঙ্খলার জন্য ভারতবর্ষ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জাতির নামে

যাঁহারা কাজ করিতেছেন তাঁহারা "স্বাধীনতা-প্রাপ্তি-আকাঙ্ক্ষার" মূলগত উদ্দেশ্য যদি না বুঝেন অথবা দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করিয়া না বলেন, তাহা হইলে স্বাধীনতা আমাদের নিকট এমনভাবে আসিয়া পৌঁছিতে পারে যাহাতে লক্ষ লক্ষ মূক শ্রমরত দরিদ্র দেশবাসী আদৌ উপকৃত হইবে না, অথচ তাহাদের জন্যই স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করা হইতেছে এবং একমাত্র তাহাদের জন্যই স্বাধীনতা লাভের স্বার্থকতা আছে। এই কারণেই আমি কিছুদিন হইতে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কি হওয়া উচিত জনসাধারণের নিকট তাহা বলিয়া আসিতেছি।

রাজস্ব—এই সম্বন্ধে কয়েকটা প্রধান প্রধান কথা আমি আপনার নিকট উপস্থিত করিতেছি। মোট রাজস্বের একটা প্রধান অংশ ভূমি রাজস্ব। এই রাজস্বের গুরুত্ব অতি ভীষণ, স্বাধীন ভারতে ইহার বিশেষরূপ সংস্কার সাধন করিতে হইবে। উচ্চ প্রশংসিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে শুধু কয়েকজন ধনী জমিদারেরই উপকার করা হইয়াছে; রায়ত পূর্ব্বের ন্যায় অসহায় অবস্থায়ই রহিয়াছে। সে জমিদারের সম্পূর্ণ অধীন তুচ্ছ প্রজামাত্র। স্বাধীন ভারতে কেবল যে ভূমি-রাজস্বই যথেষ্টরূপে হ্রাস করাইতে হইবে তাহা নহে, রায়তের যাহাতে সমগ্র কল্যাণ সাধন হয়, তদ্রূপভাবে সমগ্র রাজস্বনীতির সংস্কার সাধন করিতে হইবে।

লবণ শুল্ক—কিন্তু ব্রিটিশনীতি তাহার জীবনীশক্তিকে পিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়। যে লবণ তাহার জীবন ধারণের সম্বল, তাহার উপরও এমন শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে যে, তাহার চাপে সে নিষ্পিষ্ট। যেরূপ হৃদয়হীন নির্ব্বিচার সহকারে এই কর ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহাতে দরিদ্রের উপরই ইহার বোঝা অধিক পরিমাণে পতিত হইয়াছে। কারণ ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ভাবে দারিদ্রকেই ধনী অপেক্ষা লবণ অধিক ব্যবহার করিতে হয়। সুরা ও মাদকদ্রব্যের করও দরিদ্রদের নিকট হইতে আদায় হইয়া থাকে। ইহা তাহাদের স্বাস্থ্য ও নীতির ভিত্তি নষ্ট করিতেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মিথ্যা অজুহাতে ইহাকে সমর্থন করা হইতেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে করগ্রহণই হইল উদ্দেশ্য। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারের প্রণেতৃগণের চাতুর্য্যক্রমে এই রাজস্ব দ্বৈতশাসনের তথাকথিত দায়িত্বপূর্ণ বিভাগে হস্তান্তরিত করা হইল; এই ভাবে আদি হইতেই ঐ শাসন-সংস্কারকে কল্যাণ-শক্তি রহিত করা হইয়াছে, হতভাগ্য মন্ত্রী যদি এই রাজস্ব বন্ধ করিয়া দেন তাহা হইলে শিক্ষা বিভাগের জন্য তাঁহার টাকা জুটিবে না, কারণ বর্তমান অবস্থায় ঐ রাজস্ব অন্য কোনও নূতন ক্ষেত্র হইতে পাইবার উপায় তাঁহার নাই। উপর হইতে গুরুতরভাবে এইভাবে দারিদ্রকে যেমন পিষ্ট করা হইতেছে, আবার তেমনি তাহার অতিরিক্ত উপজীবিকা—চরকা ধ্বংস হওয়াতে, অর্থাগমের শক্তিও তাহার নষ্ট হইয়াছে।

ভারতের ঋণের দায়িত্ব—ভারতের নামে যে ঋণ করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ না করিলে ভারতের সর্ব্বনাশের কাহিনী পূর্ণ হয় না। সংবাদপত্র সমূহে এই বিষয়ে সম্প্রতি যথেষ্ট বলা হইয়াছে। কড়াকড়ি ভাবে সমগ্র ঋণের তদন্ত করিয়া একটা নিরপেক্ষ ট্রিবিউন্যাল যে সব ঋণ অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন, স্বাধীন ভারতকে সে ঋণের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে হইবে। যে সব অন্যায় অবিচারের নমুনা উপরে উল্লেখ করা হইল, জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল একটি বৈদেশিক শাসন চালাইবার নিমিত্ত ঐগুলি বজায় রাখা হইতেছে। আপনার নিজের বেতনটাই ধরুন, উহা মাসিক ২২ হাজার টাকারও অধিক; উহা ছাড়া পরোক্ষভাবে এ সঙ্গে আরও অনেক সুবিধা আছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বৎসরে ৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ মাসে ৫৪০০৲ টাকার কিছু অধিক পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান বাটার হারে আপনি দৈনিক ৭০০৲ টাকার অধিক পাইতেছেন অথচ ভারতবাসীর গড়ে আয় দৈনিক দুই আনারও কম। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী দৈনিক ১৮০৲ টাকা পাইয়া থাকেন অথচ ইংলণ্ডের অধিবাসীদের দৈনিক আয় গড়ে ২৲ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে আপনি ভারতবাসীদের গড় আয়ের ৫০০০ গুণেরও অধিক পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্রেট বৃটেনের অধিবাসীদের গড় আয়ের মাত্র ৯০ গুণ বেশী পাইয়া থাকেন। নতজানু হইয়া আমি আপনাকে এই ব্যাপারটা ভাবিয়া দেখিতে বলিতেছি। এই দুঃসহ সত্য উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে আমি আপনার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিলাম! মানুষ হিসাবে আপনার প্রতি আমার খুবই শ্রদ্ধা আছে; আমি আপনাকে কষ্ট দিবার জন্য একথা বলি নাই। আমি জানি আপনি যে বেতন পাইয়া থাকেন, আপনার তাহা দরকার হয় না। সম্ভবতঃ আপনার সমস্ত বেতনই আপনি কল্যাণ কর্ম্মে ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু যে শাসননীতি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে তাহার ধ্বংস অবশ্য করণীয়। বড় লাটের বেতন সম্বন্ধে যাহা সত্য সমগ্র শাসন বিভাগ সম্বন্ধেও সেই সত্য প্রযোজ্য। সুতরাং রাজস্ব হ্রাস করিবার জন্য শাসন ব্যয়েরও সঙ্কোচের প্রয়োজন। ইহা করিতে হইলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। স্বাধীনতা ভিন্ন এই পরিবর্ত্তন অসম্ভব। আমার মনে হয়, সেই জন্যই ২৬শে জানুয়ারীর ব্যাপারটা স্বতঃপ্রবৃত্ত নরনারী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; এবং এই অনুষ্ঠানে যে লক্ষ লক্ষ গ্রাম্য নরনারী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যোগ দিয়াছিল, তাহাদের নিকট

স্বাধীনতার অর্থ ঐ মারাত্মক নিষ্পেষণ হইতে মুক্তি। ভারতবর্ষের সকল লোকের আপত্তি সত্ত্বেও গ্রেট ব্রিটেন দিনের পর দিন যেরূপ ভাবে ভারতবর্ষ শোষণ করিতেছে, সেই শোষণ পরিত্যাগ করিতে ব্রিটিশ রাজ নৈতিক দলের কোনও দলই সম্মত নহেন। ভারতবর্ষকে যদি জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, অনশনে ধীরে ধীরে মৃত্যুর হস্ত হইতে যদি ভারতবাসীকে রক্ষা করিতে হয় তবে আশু কোনও প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রস্তাবিত কনফারেন্স নিশ্চয়ই সে প্রতীকার নহে। ইহা যুক্তি দ্বারা বিশ্বাস করাইবার বিষয় নহে, ইহা শক্তি পরীক্ষার বিষয়। বুঝুক বা না বুঝুক গ্রেট ব্রিটেন তাহার ভারতীয় বাণিজ্য এবং স্বার্থ সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া রক্ষা করিবে। সুতরাং ভারতবর্ষকেও এই মরণালিঙ্গন হইতে মুক্ত হইবার জন্য শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে।

অহিংস নীতি—এ কথা সর্ব্বজনবিদিত যে, বর্ত্তমানে দলবদ্ধ হিংসানীতি, তাহা যতই অনিয়ন্ত্রিত হউক অথবা সামান্য হউক, ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে এবং নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। আমার উদ্দেশ্য ও হিংসাবাদীদের উদ্দেশ্য একই। কিন্তু আমি ঠিক বুঝিয়াছি যে, হিংসানীতি লক্ষ লক্ষ মূক জনসাধারণের অভিপ্রেত প্রতীকার দান করিতে সমর্থ হইবে না। আমার মনে এই ধারণা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে যে, একমাত্র অনাবিল অহিংসা ব্যতীত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সংহত হিংসা রোধ করিবার অন্য উপায় নাই। অনেকে মনে করেন, অহিংসা সক্রিয় শক্তি নহে। কিন্তু আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, অহিংসা অতীব ক্রিয়াশীল শক্তি। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সংহত হিংসা-শক্তির বিরুদ্ধে এবং হিংসাবাদীদের অনিয়ন্ত্রিত শক্তির বিরুদ্ধে এই অহিংস শক্তিকে প্রয়োগ করাই আমার অভিপ্রায়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, উপরোক্ত উভয় শক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। অহিংসার শক্তির উপর অটল বিশ্বাস লইয়া আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমার পক্ষে পাপ! সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়া আমি এই অহিংসনীতি প্রয়োগ করিব। বর্ত্তমানে উহা সত্যাগ্রহ আশ্রমের অধিবাসীদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু আন্দোলনের নিয়মাবলী যাঁহারা মানিয়া লইবেন তাঁহারা সকলেই পরে এ আন্দোলনে যোগ দিতে পারিবেন। আমি জানি, এই অহিংস সংগ্রাম আরম্ভ করিতে যাইয়া আমি এক ভীষণ বিপদকে বরণ করিয়া লইতেছি। কিন্তু বিপদকে বরণ করিয়া না লইলে কখনও সত্যের জয় লাভ হয় না। যে জাতি জ্ঞাতসারে হউক অথবা অজ্ঞাতসারে হউক, আর একটী অতি প্রাচীন, বৃহত্তর ও সমসভ্য জাতির স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া আছে সে জাতির মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনের জন্য যে কোনও বিপদকে বরণ করা যাইতে পারে। আমি ইচ্ছা করিয়াই মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন কথাটা ব্যবহার করিয়াছি; অহিংসার সাহায্যে ব্রিটিশ জাতির মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিব আমি এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছি; তাহারা যেন দেখিতে পায় ভারতের প্রতি তাহারা কি অন্যায় আচরণ করিয়াছে। আমি আপনার দেশের লোকের অনিষ্ট করিতে চাহি না। আমার দেশবাসী ও অন্য দেশীয় লোক উভয়কেই আমি সমভাবে সেবা করিতে ইচ্ছুক। আমার বিশ্বাস আমি বিদেশীয়দিগের সেবা করিয়াছি। ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগকে অন্ধভাবে সেবা করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন আমার চক্ষু উন্মেষিত হইল এবং অসহযোগের কল্পনা করিলাম, তখনও তাহাদের সেবা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

আমি আমার প্রিয়তম পরিজনের বিরুদ্ধে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে যে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি সেই অস্ত্রই তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছিলাম। যদি নিজের দেশের লোকের প্রতি ও আপনার দেশের লোকের প্রতি আমার ভালবাসা সমান থাকিয়া থাকে তবে সে কথা বেশী দিন গোপন থাকিবে না। আমার পরিজনবৃন্দ আমাকে বহু বৎসর পরীক্ষা করিয়া যে কথা স্বীকার করিয়াছেন আপনার দেশের লোকেরাও তাহা স্বীকার করিবেন। যদি দেশের লোক আমার সঙ্গে যোগ দেয়,—আমি আশা করি যে, তাহারা আমার সহিত যোগ দিবে—এবং ব্রিটিশ জাতি যদি তাহাদের নীতি শীঘ্রই পরিবর্ত্তন না করে তবে দেশের লোককে যে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে তাহাতে অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইবে। উপরে যে সমস্ত অন্যায়ের কথা লিখিত হইল সে সমস্ত অন্যায়ের সহিত যুঝিবার জন্যই সত্যাগ্রহ আন্দোলন। আমরা যদি ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চাহিয়া থাকি তবে তাহা শুধু উপরোক্ত অন্যায়ের জন্যই। যদি সমস্ত অন্যায় দূর হইয়া যায় তবেই পথ সুগম হইবে। তখনই মিত্রভাবে আলোচনার পথ উন্মুক্ত হইবে। ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া যদি ইংরাজগণ ধনলিপ্সা পরিত্যাগ করিতে পারেন তবেই, আপনার পক্ষে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা স্বীকার করা কষ্টকর হইবে না। সুতরাং আমি সবিনয়ে আপনাকে সত্বর এই সমস্ত অন্যায় দূর করিবার পথ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিতেছি; তাহা হইলেই প্রকৃত আলোচনা সভার অধিবেশন হইবে এবং সম-পদস্থ লোকের মধ্যে আলোচনা চলিতে পারিবে, তখনই উভয় জাতি স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা দ্বারা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইবে ও পরস্পরের সুবিধাজনক বাণিজ্য সর্ত্তের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা—দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দেশে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি বর্ত্তমান তাহাদের উপর আপনি অনাবশ্যকভাবে অধিক মনোযোগ দিতেছেন। কোন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বিবেচনাকালে ঐ সমস্যাগুলির বিচার প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে সমস্ত সমস্যা অধিক গুরুতর, তাহাদের সহিত সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনও সম্পর্ক নাই; কারণ এদেশে সকলেই সমভাবে উহাদের ফলভোগী। আপনি যদি উক্ত সব অন্যায়ের প্রতীকার সাধন না করেন এবং আমার উক্তি যদি আপনার মর্ম্মস্পর্শ না করে তাহা হইলে এই মাসের দ্বাদশ দিবসে আমি আশ্রমের যে সমস্ত সহকর্ম্মীগণকে সঙ্গে লইতে পারিব, তাহাদের সহিত লবণ-সম্পর্কীয় বিধি-বিধান অমান্য করিতে অগ্রসর হইব। দরিদ্রদের দিক হইতে বিচার করিয়া, লবণ-শুল্ককে আমার সর্ব্বাপেক্ষা অন্যায্য শুল্ক বলিয়া মনে হয়। যেহেতু দরিদ্র দেশবাসীদের জন্যই স্বাধীনতা-আন্দোলন একান্ত প্রয়োজন সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমে এই অন্যায়কেই আক্রমণ করিয়া এই আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা এতকাল এই নির্ম্মম একচেটিয়া কারবার মানিয়া আসিয়াছি। আমি জানি, আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া আমার কল্পিত কার্য্য নষ্ট করিবার ক্ষমতা আপনার আছে কিন্তু আমি আশা করি, আমার পরে ঐ কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চালাইবার জন্য সহস্র সহস্র সুসংযত লোক প্রস্তুত হইয়া থাকিবে; এবং এই লবণ সম্পর্কীয় বিধি-বিধান অমান্য করিতে গিয়া সেই বিধি অনুযায়ী শাস্তি বরণ করিয়া লইবে। এই বিধান দ্বারা দণ্ডবিধির পুস্তক কলঙ্কিত করা কোন মতেই উচিত হয় নাই।

আপনাকে অনাবশ্যকভাবে উত্যক্ত করিবার ইচ্ছা আমার নাই; যথাসাধ্য আমি উহা করিতে চাহি না। যদি আপনি আমার চিঠির কোনও গুরুত্ব অনুভব করেন, এবং আপনি যদি এ বিষয়ে আমার সহিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে মনে করেন এবং এই জন্য যদি এই চিঠি এখন প্রকাশিত না করা উচিত মনে করেন, তাহা হইলে এই চিঠি পাইয়া আপনি যদি তৎক্ষণাৎ আমাকে একটি টেলিগ্রাম করেন তবে আমি সানন্দচিত্তে এই চিঠি এখন অপ্রকাশিত রাখিব। এই চিঠির মর্ম্মাংশে যদি আপনার সম্মতি না থাকে তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে আমার কর্ম্মপন্থা হইতে বিচ্যুত করিবেন না। আপনাকে কোনও প্রকার ভয় দেখাইবার জন্য এই চিঠি লিখিত হয় নাই। নিরুপদ্রব প্রতিরোধকারীর প্রধানতম পবিত্র কর্ত্তব্য হিসাবে এই পত্র প্রেরিত হইল। সেইজন্য আমি ইহা আমার একজন যুবা ইংরাজ বন্ধুর হাতে প্রেরণ করিলাম। তিনি অহিংসানীতিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন এবং ভারতবর্ষের ন্যায্য দাবীতে আস্থাবান; ভগবান যেন তাঁহাকে এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

ভবদীয় বিশ্বস্ত বন্ধু—
এম, কে, গান্ধী

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি যে লোকপ্রিয়তার নিদর্শন তাহা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনবীমা কোম্পানী

ওরিয়েন্টালের

বর্ত্তমান সমৃদ্ধিতেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়।

ক্রমোন্নতি

নূতন বীমা

১৯২৫	২৯৬ লক্ষ টাকা
১৯২৬	৩৯১ ,,
১৯২৭	৪৬৮ ,,
১৯২৮	৫৮৫ ,,

প্রিমিয়ম হইতে আয়

১৯২৫	৯৩ লক্ষ টাকা
১৯২৬	১০৬ ,,
১৯২৭	১২২ ,,
১৯২৮	১৪০ ,,

লোকপ্রিয়তাই লভ্যাংশের ক্রমবৃদ্ধি সূচনা করে।
সমগ্র জীবনবীমা পলিশিতে ঘোষিত বোনাসের হার।

১৯২১	প্রতি হাজার টাকায় বার্ষিক	১০ টাকা
১৯২৪	,, ,,	২২॥০ ,,
১৯২৭	,, ,,	২৫৲ ,,

অতএব এই উন্নতিশীল কোম্পানীতে বীমা করিলে আপনার সংস্থানের সুব্যবস্থা হইবে।

কোম্পানীর প্রতিনিধি সর্ব্বত্র আছেন।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কোম্পানীর অফিস আছে :—

হেড অফিস :—ওরিয়েন্টাল বিল্ডিংস্, বোম্বাই।

আগ্রা, কলিকাতা, করাচি, মান্দালয়, পুনা, সিঙ্গাপুর, আজমীর, কলম্বো, কুয়ালালুম্পুর, ম্যাঙ্গালোর, কোয়েটা, সুক্কুর, আমেদাবাদ, ঢাকা, লাহোর, মোম্বাসা, রেঙ্গুন, ত্রিবান্দ্রম, এলাহাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, রাঁচি, ত্রিচিনপল্লী, ব্যাঙ্গালোর, কাণ্ডি, মান্দ্রাজ, পাটনা, রাওলপিণ্ডি, ভিজাগপাটম।

বশেষ বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন :—

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েন্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্
পোষ্ট বক্স নং ২১ কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েন্টাল লাইফ অফিস
৪ সিম্পসন রোড, ঢাকা।

সব্ ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েন্টাল লাইফ অফিস
এক্জিবিসন রোড, পাটনা।

অরগানাইজার, ওরিয়েন্টাল লাইফ অফিস,
কাচারি রোড, রাঁচি।

অথবা মিঃ এস, এল, রায়,
অরগানাইজার, রঙ্গপুর।

জানিবার কথা

সস্তাদরে উৎকৃষ্ট সাবান—

প্রস্তুতই আমাদের বিশেষত্ব। সেই জন্যই আজ দুই বৎসর হইতে এই কারখানায় প্রস্তুত **সুশ্রী, নির্ম্মল, সমুজ্জ্বল, ধোবীরাজ** ইত্যাদী সাবানগুলি সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।

অতএব আপনারা ভেজালযুক্ত বাজে সাবান ব্যবহার না করিয়া, আমাদের প্রস্তুত সাবানগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমাদের সুশ্রী টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আপনার শরীরের চর্ম্মরোগ দূর করুন, ও ঘ্রাণে মুগ্ধ, ব্যবহারে তৃপ্ত ও স্নানান্তে পবিত্র হউন। ইহাতে অন্য সাবানের মত চর্ব্বি নাই ও সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক, বিস্তৃত সংবাদের জন্য পত্র লিখুন।

Youngmen's Scientific & Indnstrial Works
P. O. Tulin. (Manbhum)

স্বত্বাধিকারী—শ্রীস্থবির গোস্বামী

NOTICE NO. 1 P. OF 1930–1931.

1. Tenders are invited for the execution of undermentioned work under the District Board, Manbhum. repair

2. Each work must be separately tendered for. repair

3. Tenders should be in form No. 1 to be had on application from the District Engineer's Office.

4. Earnest money in proper amount should be deposited in any local treasury and a copy of the challan submitted with the tender.

5. All tenders must be sent in sealed covers to the undersigned within the 20th instant. No tenders will be received after 4½ P. M. on that date. Tenders will be opened by the Chairman or in his absence by the Vice-Chairman, District Board at 11 A. M. on the 21st instant.

No.	Name of works.	Amount excluding T W E and contingencies.	Date of completion.
1	Maintaining Barakar Purulia road 1st Section.	Rs. 3000/-	30. 11. 30.
2.	Do Do 2nd Section.	Rs. 3500/-	
3.	Collection of stone metal on Barakar Purulia 1st. Section. 7920 Cft. in mile 5 & 7870 Cft. in mile 6 & 10360 Cft. in mile 9. ...	Rs. 3000/-	31. 7. 30.
4.	Do Do 2nd section. 5280 Cft. in mile 28, 10560 Cft. in mile 30, 2640 Cft. in mile 33 & 7920 Cft. in mile 39.	Rs. 3000/-	

Sd. N. K. Chatterji,
Chairman, District Board
Manbhum.

Sd. S. N. Bose,
District Engineer,
Manbhum.

অপূর্ব্ব সুযোগ!

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত **"কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"**

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—**শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার**

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

CALCUTTA ENGINEERING COLLEGE

62, Debendra Ghose Road.

CALCUTTA.

Industrialised India, with her existing and future Railways, Factories, Workshops big and small, Water Works, Power Houses, Mills and Mechanicised Army, is in need of youngmen with expert technical knowledge. CALCUTT ENGINEERING College offers three years' Diploma Courses in Mechanical and Electrical Engineering. For Matrics the session commences in July. Non-matrics will be given four months' preliminary training and will be admitted in March. For prospectus apply to the Secretary, 217 Gopal Lall Tagore Road, Baranagar, Calcutta.

Dated the 23rd Feb. '30

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে মফস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার ১০ই চৈত্র ১৩৩৬, ইং ২৪শে মার্চ্চ ১৯৩০ { ১২শ সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

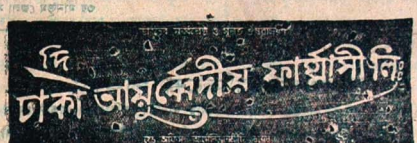

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র রসায়ন
শিশি ১॥০

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৭৯ রসা রোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুমিল্লা, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) রাঁচি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ. ✓০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্‌এর এ, বি, সি, ডি. "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘন্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবানুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিস্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২॥০ টাকা, ষান্মাসিক মূল্য—১॥০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—✓০ আনা

বিজ্ঞাপন

আগামী ৬ই ও ৭ই এপ্রিল দিবসদ্বয় ধানবাদে মানভূম জেলা সম্মেলনীর বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সম্মেলনীর কার্য্য সফল করিবার জন্য মানভূম বাসী সকলের উপস্থিতি ও সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক। এই জেলার অধিবাসী পূর্ণ বয়স্ক যে কেহ দুই টাকা চাঁদা দিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে পারেন। মানভূম বাসীগণের নিকট বিনীত নিবেদন যেন সকলে উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়া সম্মেলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সাহায্য করিবেন।

শ্রীরমেশ চন্দ্র সরকার
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি
৩য় মানভূম জেলা সম্মেলন

"চরকা প্রতিযোগিতা"

এ বৎসর ৬ই ও ৭ই এপ্রিল মানভূম জেলা সম্মেলনীর ধানবাদ অধিবেশনে একটি চরকা প্রতিযোগিতা হইবে। মতিলাল রোশন লাল কোল কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত টিকম চাঁদ চৌধুরী মহাশয় প্রতিযোগী গণের উৎসাহের জন্য নিম্নলিখিত রূপ পুরস্কার বিতরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

(১) নিখিল ভারত চরখা প্রতিযোগিতা—

প্রথম পুরস্কার ১টী স্বর্ণ পদক এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এক একটি রৌপ্য পদক।

(২) বাঙ্গলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা চরকা প্রতিযোগিতা—

প্রথম পুরস্কার ১টী স্বর্ণ পদক এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এক একটি রৌপ্য পদক।

(৩) বিহার ও উড়িষ্যা চরকা প্রতিযোগিতা—

প্রথম পুরস্কার ১টী স্বর্ণ পদক এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এক একটি রৌপ্য পদক।

(৪) মানভূম জেলা চরকা প্রতিযোগিতা—

প্রথম পুরস্কার ১টী স্বর্ণ পদক এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এক একটি রৌপ্য পদক।

উপরোক্ত প্রত্যেক প্রতিযোগিতার প্রথম স্থলে অধিকারীকে তৃতীয় শ্রেণীর বাতায়াতের রেল ভাড়া দেওয়া হইবে। তুলার পাঁজ শ্রীযুক্ত টিকম চাঁদ বাবু দিবেন এবং প্রতিযোগী গণের প্রস্তুত সমস্ত সুতা গ্রহণ করিবেন।

প্রতিযোগী গণের আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত কংগ্রেস কমিটি হইতে করা হইবে। প্রতিযোগিগণ স্ব স্ব চরকা সঙ্গে আনিবেন।

শ্রীরমেশ চন্দ্র সরকার
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি
৩য় মানভূম জেলা সম্মেলন

জানিবার কথা

সস্তাদরে উৎকৃষ্ট সাবান—

প্রস্তুতই আমাদের বিশেষত্ব। সেই জন্যই আজ দুই বৎসর হইতে এই কারখানায় প্রস্তুত সুশ্রী, নির্ম্মল, সমুজ্জ্বল, প্রোবীরাজ ইত্যাদী সাবানগুলি সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।

অতএব আপনারা ভেজালযুক্ত বাজে সাবান ব্যবহার না করিয়া, আমাদের প্রস্তুত সাবানগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমাদের সুশ্রী টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আপনার শরীরের চর্ম্মরোগ দূর করুন, ও ঘ্রাণে মুগ্ধ, ব্যবহারে তৃপ্ত ও স্নানান্তে পবিত্র হউন। ইহাতে অন্য সাবানের মত চর্ব্বি নাই ও সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক, বিস্তৃত সংবাদের জন্য পত্র লিখুন।

Youngmen's Scientific & Indnstrial Works
P. O. Tulin. (Manbhum)

স্বত্বাধিকারী—শ্রীসৃষ্টিধর গোস্বামী

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার।"

সন ১৩৩৬ সাল, ১০ই চৈত্র সোমবার।

মহাত্মা গান্ধীর অভিযান

সসৈন্যে দশদিক প্লাবিত করিয়া, মৃত্যু পণ করিয়া অমৃতের সন্ধানে মহাত্মা গান্ধী দিনের পর দিন মুক্তি সংগ্রাম আরম্ভ করিতে সাগরের দিকে চলিয়াছেন। পরিশ্রমে তাঁহার ক্লান্তি নাই, শারীরিক ব্যাধি তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিতেছে না, স্থির সঙ্কল্পে অনাড়ম্বরভাবেই তিনি অগ্রসর হইতেছেন। হৃদয়ে তাঁহার হিংসা নাই, কাহারও প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষভাব নাই, হাতে তাঁহার কোনরূপ মানুষ-মারা অস্ত্র নাই, মাত্র উন-আশীজন সঙ্গী লইয়া তিনি এই অভিনব সংগ্রাম করিতে চলিয়াছেন। এই দৃশ্য যাহার দেখিবার সৌভাগ্য হইতেছে সে সকল মায়া, সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়া মহাত্মার পদানুসরণ করিতেছে। তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ যাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে সে মৃত্যুভয়, কারাভয় ত্যাগ করিয়া এই মুক্তি যুদ্ধের সৈনিকত্ব গ্রহণ করিতেছে। তাই দেখা যাইতেছে গুজরাট, কায়রা, বরসাদের গ্রাম্য পুলিশ, তহশীলদারগণ হাজারে হাজারে চাকুরীর মায়া, যশের আকাঙ্ক্ষা, প্রতিপত্তির মোহ অনায়াসে বিসর্জ্জন দিয়া আইন অমান্য করিতে প্রস্তুত হইতেছে—নিরক্ষর জনগণ কারাদণ্ড, অত্যাচার উৎপীড়ন প্রভৃতির বিভীষিকায় ভীত না হইয়া স্বরাজ সংগ্রামে যোগ দিতে চলিয়াছে। বিলাসিতা বিলাসীকে মুগ্ধ করিতে পারিতেছে না, ধন ধনীকে আটক করিতে পারিতেছে না, প্রতিপত্তি বা যশোলাভ কাহাকেও ভুলাইতে পারিতেছে না। যাহার বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে, যাহার প্রাণে এতটুকু দেশাত্মবোধ আছে সেই এই মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমিক ধনিক, ছাত্র শিক্ষক, মূর্খ পণ্ডিত, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলের প্রাণে এই অভূতপূর্ব্ব সংগ্রামের সাফল্যের জন্য ব্যগ্রতা দেখা দিয়াছে। এই সংগ্রামে অস্ত্র শস্ত্রের ঝনঝনা নাই, নর-রক্তপাতের কোন আয়োজন নাই। "পশু বলদৃপ্ত শাসক, নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য আমার রক্ত, পাত কর আমি রক্ত দিব। কিন্তু তোমার রক্ত লইবার কোন চেষ্টাই করিব না, তুমি যত নির্য্যাতনই কর না কেন, আমি অঙ্গুলি উত্তোলনও করিব না। তবুও আমি জয়ী হইব, তবু তোমার পশুবল আমার কাছে হারিয়া যাইবে, আমি এদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব—তুমি কিছুতেই ইহার অন্যথা করিতে পারিবে না।" সকলের মনেই এই পণ, সকলে আজ এই ব্রত লইয়াই সংগ্রামে নামিয়াছে। কে এই প্লাবনের গতি রোধ করিবে? ভারতের এই মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যে কে বাধা দিবে? ভারতের সর্ব্বত্রই এই দৃশ্য—ভারত আজ মহা সমরক্ষেত্র।

শাসকও শেষ চেষ্টা করিয়া এই মুক্তি-সংগ্রামে বাধা দিবার ত্রুটী করিতেছে না। দেশের পল্লীতে পল্লীতে, সহরে সহরে, ঘরে ঘরে কর্ম্মীরা নির্য্যাতিত হইতেছেন। আইনের মুখোস পরিয়া সরকার যতদূর সম্ভব লোককে দমন করিতে চাহিতেছেন। লোক চক্ষে তাঁহাদিগকে হেয় করিবার নানা আয়োজন চলিতেছে। যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র, বল্লভভাই হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ গ্রাম্য কর্ম্মীরা সরকারের অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইতেছেন না। কিন্তু সরকারের এই প্রচেষ্টা কর্ম্মীদিগকে লোকচক্ষে হেয় করিতে পারিতেছে না। গণদেবতা নির্য্যাতিত কর্ম্মীকে মাথায় তুলিয়া লইয়া পূজা করিতেছে—তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য সফল করিতে আত্মনিয়োগ করিতেছে। তাঁহাদের ত্যাগ লোকের প্রাণে নূতন-বল আনিয়া দিতেছে। একজনের ত্যক্ত স্থান এক শত জনে আসিয়া পূরণ করিয়া দিতেছে। আর যাঁহারা দণ্ডিত হইতেছেন—দণ্ড তাঁহাদিগকে ভীত করিতে পারিতেছে না। হাসি মুখে দণ্ড গ্রহণ করিয়া হাসি মুখেই তাঁহারা জেলে যাইতেছেন। এইরূপে সকলদিক হইতে সরকারের দমন নীতি ব্যর্থ হইতেছে। এই ত আশার কথা। এই আলোক দেখিয়া দেশের যে অন্ধকার তাহার দিকে দৃকপাত করিতে ইচ্ছা হয় না। যাহারা এখনও স্বার্থের মোহে সহযোগিতা করিতেছেন, সরকারের পদ লেহন করিয়া ঐহিক সুখের বৃথা আশায় আশান্বিত হইয়া ঘরভেদী বিভীষণের কার্য্য করিতেছেন এই আলোক অচিরে তাহাদিগকেও আলোকিত করিবে। তখন তেত্রিশ কোটী মুক্তিকামীর সমবেত প্রচেষ্টা রোধ করিতে সরকারের আইন বা অস্ত্র শস্ত্র কার্য্যকর হইবে না। সেই দিন আগতপ্রায়।

আদর্শ মহিলা :—

ঝালদার সত্যঘাট মেলায় ৬৫ বৎসর বয়স্কা পাতুয়া কন্দুয়ানী নাম্নী এক কান্দু রমণী নির্য্যাতিত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে অভিনন্দিত করিতে আসিয়া বলেন—'বাবা আমরাও প্রস্তুত, দেশের কাজে—শিবশরণ বাবুরা যে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন সেই কাজে—নিযুক্ত হইতে আমি, আরও ২৫।৩০ জন মেয়ে

মানুষ প্রস্তুত আছি। জেলে যাইতে আমরাও পারিব। এই অশিক্ষিতা বর্ষিয়সী মহিলার সৎ-সাহস সত্যই প্রশংসনীয় এবং সকলের অনুসরণযোগ্য। দিন আসিতেছে, যখন আমাদের মা-ভগিনীদের সকলকেই এইরূপ প্রস্তুত হইয়া দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিতে হইবে। ভয় বা কুসংস্কারের বাধা তাঁহারা অতি সহজেই অতিক্রম করিবেন।

শ্রীযুক্ত জে, এম্ সেনগুপ্তের কারাদণ্ড :—

রেঙ্গুণের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মেজর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার উপর ১০ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দিয়াছেন। এক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট চিরন্তন ধারার ব্যতিক্রম করিয়া শুধু পুলিশের সাক্ষ্যে নির্ভর না করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জনসাধারণের মধ্য হইতে কয়েকজন সাক্ষীর এজাহার লইয়াছিলেন। দণ্ডের পরিমাণ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে রাজদ্রোহ অপরাধে এরূপ লঘু দণ্ড দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কখনও শুনা যায় নাই। ইহার মধ্যে কি রহস্য নিহিত আছে তাহা এখনও জনসাধারণ জানিতে পারে নাই। যাহা হউক আমরা জননায়ক যতীন্দ্রমোহনের দেশসেবার পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিতেছি।

অভিনন্দনে বাধা :—

বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেনকে মেদিনীপুর জেলে আনা হইতেছে শুনিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য প্রায় দুই সহস্র লোক ষ্টেশনের দিকে গমন করেন। তাঁহারা ষ্টেশনে গিয়া দেখেন তাঁহাকে ট্রেণে আনা হয় নাই, খড়্গপুর হইতে মোটরে করিয়া অতি গোপনে জেলের ভিতরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য যাহাতে দেশবাসী এই নির্য্যাতিত কর্ম্মীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে না পারেন সেই জন্যই তাঁহাকে এইরূপ গোপনভাবে আনা হইয়াছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই চেষ্টা কি সফল হইয়াছে?

বাঙ্গালী প্রস্তুত হও

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সেক্রেটারী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নিকট হইতে নিম্নলিখিত বার্ত্তা পাইয়াছেন :—

প্রিয় সহকর্ম্মী! আমরা অদ্য নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি এবং কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য আমেদাবাদ রওনা হইতেছি। আমরা যথাসম্ভব সত্বর এই সব সমিতির সিদ্ধান্তের কথা আপনাদের গোচরীভূত করিব। ইত্যবসরে, যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমরা আপনাদিগকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি আপনাদের কমিটিকে অবিলম্বে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে ও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা একটা সংগ্রামের মধ্যে রহিয়াছি, এই সংগ্রাম ক্রমেই ছড়াইয়া পড়িতেছে, এইরূপ সংগ্রামে কোন সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র আমাদিগকে ইহা গ্রহণ করিতে হইবে এবং উপযুক্ত সময়ের সুবিধা গ্রহণ করিতে হইবে। যদি আমরা প্রস্তুত না থাকি, ঐরূপ সময় আসিলে আমরা একটা বড় সুযোগ হারাইব এবং আমাদের পক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি ঘটিবে। এই যে সুবিধা কখন দেখা দিবে নিশ্চিত করিয়া কেহ বলিতে পারে না। আমরা শুধু উহার জন্য প্রস্তুত থাকিতেই পারি।

গান্ধীজী যদি গ্রেপ্তার হন, তবে একটা সুযোগ আসিতে পারে। সম্ভবতঃ তিনি ১লা এপ্রিল তারিখে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন। উহার অনতিকাল পরে তিনি গ্রেপ্তার হইতে পারেন। সুতরাং আমাদিগকে ঐ দিবস কার্য্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যদি তিনি গ্রেপ্তার না হন, তাহা হইলেও সম্ভবতঃ এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে অন্যান্য প্রদেশে আমাদের সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিতে হইবে। সত্যাগ্রহ সংগ্রামের সমস্তটা বোঝা আমরা মহাত্মার স্কন্ধে ফেলিয়া রাখিতে পারি না। সুতরাং যে হিসাবেই হউক না কেন এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগটা খুব প্রয়োজনীয়।

২রা এপ্রিল আমাদের জাতীয় সপ্তাহ। আমাদের সংগ্রামের তীব্রতা সাধনাই উহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। ঐ সপ্তাহ প্রতিপালনের বিস্তৃত নির্দ্দেশ পরে আপনাদিগকে জানান হইবে।

সত্যাগ্রহী শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আহ্বান

ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল [ছিন্ন] করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য কংগ্রেস অহিংসভাবে সরকারের আইন অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদনুসারে মহাত্মা গান্ধী ডাণ্ডীগ্রামের সমুদ্রকূলে গিয়া সরকারের লবণ আইন ভঙ্গ করিবারজন্য গত ১২ই মার্চ্চ ৭৯জন শিষ্য সত্যাগ্রহী সৈনিক সহ পদব্রজে সমুদ্র তটাভিমুখে অভিযাত্রা করিয়াছেন ও এই বলিয়া বাহির হইয়াছেন যে "স্বরাজ লাভ না করিয়া ফিরিব না। হয় স্বাধীনতা লাভ করিব, নয় মরিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিব" নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটি বিভিন্ন প্রদেশ সমূহকে আইন অমান্যের জন্য এরূপ প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছেন যেন মহাত্মা গান্ধীর আদেশ আসিলেই অথবা মহাত্মা গ্রেপ্তার হইলেই যেন প্রদেশ সমূহে বিশেষ বিশেষ প্রদেশের অবস্থানুযায়ী আইন অমান্য আরম্ভ হইয়া যায়। যে প্রকারেই হউক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্মদিন ৬ই এপ্রেল—২৩শে চৈত্র তারিখে ভারতের সর্ব্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে আইন অমান্য আরম্ভ করিতেই হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলাতেই সত্যাগ্রহী দল সংগৃহীত হইতেছে। জাতির শৃঙ্খল খুলিবার জন্য স্বাধীনতার জীবনমরণ-পণ ডাক আসিয়াছে। এ সময়ে স্ত্রীলোকেরাও সত্যাগ্রহী দলভুক্ত হইতেছেন। আর এই জেলাবাসী পুরুষ বিশেষতঃ যুবকগণ কি ঘরের কোণে বসিয়া থাকিবে? এই জেলার জন্য অন্ততঃ এক হাজার সত্যাগ্রহীর আবশ্যক। এই জেলাবাসী স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিগণকে অবিলম্বে কংগ্রেস অফিসে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া সত্যাগ্রহী শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। আশাকরি এই জীবনমরণ সংগ্রামে নিজ নিজ অংশ গ্রহণের গৌরব ও সৌভাগ্য লাভ করিতে কেহই পশ্চাৎপদ হইবেন না। ইতি ২৩শে মার্চ্চ ১৯৩০। ৯ই চৈত্র ১৩৩৬।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ
সেক্রেটারী জেলা কংগ্রেস কমিটী
পুরুলিয়া।

স্থানীয় ও বিবিধ সংবাদ

মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহর লাল নেহেরু নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীতে প্রস্তাব করিয়াছেন যে আগামী ৬ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে ভারতময় আইন অমান্য আরম্ভ করিতে হইবে; তৎপূর্ব্বে মহাত্মা লবণ আইন অমান্য আরম্ভ করিবেন।

আগামী ২৯শে ও ৩০শে মার্চ্চ ঝরিয়া কোলফিল্ডস্ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনের দিন ধার্য্য হইয়াছে।

গত ১৬ই মার্চ্চ ঝরিয়ায় শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের পদার্পণ উপলক্ষে এক বিরাট শোভাযাত্রা হইয়াছিল। বিকালে তিলকভবনে এক বিরাট জনসভায় শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে আসন্ন সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদান করিয়া ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভের জন্য অগ্রসর হইতে আহ্বান করেন।

গত ১৮ই মার্চ্চ কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত গুহিরাম মোদক, মরিয়া খেড়ে বিশু খেড়ে ও দেবু খেড়ের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী মোকদ্দমায় এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। পুরুলিয়া মহকুমা হাকিমের আদালতে এই বিচার চলিতেছে। হাকিম সরাসরি বিচার করিতে চাহিলে আসামীদের পক্ষ হইতে উহাতে আপত্তি করা হয়। তিনি আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বিচার আরম্ভ করেন প্রথম দিন বৈকুণ্ঠ মণ্ডল, পটমদার দারোগা প্রভৃতির এজাহার হয়। মোকদ্দমার বিষয় কিছুমাত্র না জানায় আসামীদের উকিলেরা ঐ দিন জেরা করিতে অসমর্থ হন। মহকুমা হাকিম পরদিন জেরার জন্য রাখেন এবং যাহাতে আসামীরা শীঘ্র প্রয়োজনীয় কাগজের নকল পান তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। প্রথম দিন নানা কারণে তিনি আসামীদের উকিলদের উপর অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় দিনে দর্শক ও উকিলদের উপর বেশ ভাল ব্যবহারই করিয়াছিলেন। ঐ দিন সুপ্রসিদ্ধ এডভোকেট শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিশেষ নিপুনতার সহিত মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছিলেন। জেরায় প্রকাশ পায় আসামীরা সকলেই কংগ্রেসের লোক এবং মুরুকুড়ি গ্রামে কংগ্রেসের জন্য একটী গৃহ প্রস্তুত হইতেছে; সকলে উক্ত গৃহ নির্ম্মাণ জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দান করিতেছে। আসামীদের স্বভাব খুব ভাল—তাঁহারা চোর ডাকাত নহেন। দুইজন সাক্ষী বলে দারোগা তদন্তকালে তাহাদের কোন এজাহারই লন নাই, দারোগা বলে তাহাদের এজাহার সে লইয়াছিল। আগামী ২রা এপ্রিল মোকদ্দমার সাফাই সাক্ষীদের এজাহার লওয়া হইবে। বহু চেষ্টাতেও আসামীরা জামীনে মুক্তি পাইবার হুকুম পান নাই।

রাজদ্রোহ জনক বক্তৃতা করিয়া বেড়ানর অভিযোগে কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্ত, নীরদবরণ আচার্য্য, শিবশরণ লাল বর্ণোয়াল ও সাধু মোহন দাস ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। বান্দোয়ান পটকার কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও ঐ অভিযোগ আনা হইয়াছে। প্রথমোক্ত মোকদ্দমার গত ১৮ই, ১৯শে মার্চ্চ তারিখে শুনানী হইয়াছে—ঐ দিন সরকারী সাক্ষীদের এজাহার ও জেরা হয়। আগামী ৩১শে মার্চ্চ সাফাই সাক্ষীদের এজাহার লওয়া হইবে। অন্য মোকদ্দমায় সাক্ষ্য না থাকায় ১৭ই মার্চ্চ শুনানী হয় নাই—সরকারের তরফ দরখাস্ত করিলে আগামী ২১শে মার্চ্চ দিন স্থির হয়।

মানহানী মোকদ্দমা স্থানান্তরিত করিবার জন্য উকিল শ্রীযুক্ত ভবতোষ সেন গুপ্ত পাটনা গিয়াছেন। জানা গেল গত শুক্রবার হাইকোর্টে দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে। অদ্য উক্ত দরখাস্তের শুনানী হইবে। অদ্য এখানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উক্ত মোকদ্দমার দিন আছে।

ঝালদার জমিদারের কর্ম্মচারী দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তীর আনীত কংগ্রেসকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার মোকদ্দমায় গত ২২শে মার্চ্চ স্থানীয় এস্ ডি, ওর আদালতে ডাক হইয়াছিল প্রায় ২টার সময় দেখা গেল প্রথম পক্ষ আদালতে হাজির নাই। এবং তাহার তরফ কোন দরখাস্তও দাখিল হয় নাই। অনেকক্ষণ পরে তাহার মোক্তার হাজির হন এবং পরে সাক্ষী আনিবার জন্য দরখাস্ত করা হয়। হাকিম আইন অনুসারে কাজ করিবার নয় দেখাইয়া মোকদ্দমা দিনান্তরিত করেন। দ্বিতীয় পক্ষের উকিল শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার মক্কেলের হায়রাণী এবং অর্থ ব্যয়ের কথা হাকিমের কর্ণগোচর করিলে গত ২৬ বৎসরের মধ্যে তিনি মামলা স্থগিত রাখার জন্য কোন খরচা দেন নাই বলিয়া অত্র তিনি কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না—বলেন। আগামী ৫ই এপ্রিল মোকর্দ্দমার শুনানী হইবে।

ঝালদার অন্তর্গত পাড়রির বাছু ঘাটোয়াল প্রভৃতির নামে ঝালদার জমিদারের পক্ষ হইতে কাঠ চুরির অভিযোগ আনা হয়। মহকুমা হাকিম তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া হাজতে পাঠান—জামীনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই। দায়রা জজের আদালতে গত শনিবারে জামীনের জন্য দরখাস্ত করা হয়। আগামী কল্য ঐ দরখাস্তের বিচার হইবে।

গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে সতনপুর গ্রামে নিবারণ বাবুর মুক্তিতে আনন্দ সূচক নিবারণ দিবস পালিত হইয়াছিল। তাহার কার্য্য তালিকা যথা :—[১] বেলা ৪টার সময় বালক সমিতির কার্য্যালয় হইতে এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়া গ্রামের সদর পল্লী পরিভ্রমণ করে। [২] গ্রামের মধ্যস্থলে বালকগণ উৎসুকের সহিত লাঠি খেলা ও ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করে। অনিলচন্দ্র মল্লিক নামক একটী বালক লাঠি খেলায় উপস্থিত সকলকে চমৎকৃত করে। অনেক অল্প বয়স্ক [৪।৫] ছেলে যুযুৎসু প্রভৃতি দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করে। [৩] তৎপরে গ্রামের শ্রীযুক্ত প্রয়াগ চন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে—এক

সভার অধিবেশন হয়। সভায় বক্তৃতাদি কিছু হয় নাই। মাত্র নিবারণ বাবুকে অভিনন্দিত করিবার জন্য একটী অতি মধুর গান গাওয়া হয়। পরে উঁশুলিয়ামের তাপসীর নিবারণ চন্দ্র নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ হয়। এই প্রবন্ধ শুনিয়া উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সত্যাগ্রহী দলের প্রতি

শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই জনসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছেন :—

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যদিও বেশ স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, প্রথম সত্যাগ্রহী দল আশ্রম হইতেই বাছাই করা হইবে, তথাপি আমি এখন বহুস্থান হইতে তার ও পত্র পাইতেছি যাহাতে জানা যায় কোন কোন স্থান হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ সবরমতী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন বা করিতেছেন। এইরূপ প্রায় ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক ইতিমধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইহাদের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আমাকে অনেক বেগ পাইতে হইতেছে। যাঁহারা এই সবরমতী আশ্রমে আসিতে চান তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহাদিগকে আশ্রমে গ্রহণ করা হইবে না এবং আমি তাঁহাদিগকে তখনই নিজ নিজ প্রদেশে পাঠাইয়া দিব। প্রত্যেক প্রদেশেই সত্যাগ্রহের যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে, সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদানেচ্ছু স্মরণ রাখিবেন যে, তাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশ হইতে চলিয়া আসায় তাঁহাদের শক্তিই খর্ব্ব হইবে। প্রত্যেক প্রদেশ নিজ নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সংগ্রাম চালাইবেন এবং বাহির হইতে কোন স্বেচ্ছাসেবক লইবেন না—ইহাই মহাত্মার স্পষ্ট নির্দ্দেশ। আশ্রমকে বিভিন্ন প্রদেশের স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়া তোলা মহাত্মার অভিপ্রায় নয়। ঐরূপ কিছু করা আশ্রমের পক্ষে অসম্ভব। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীগণের দৃষ্টি এতৎ প্রতি আকৃষ্ট করা যাইতেছে এবং যাহাতে তাঁহাদের প্রদেশ হইতে আর কেহ সবরমতী অভিমুখে যাত্রা না করেন তাহার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

সারণের কংগ্রেস কর্ম্মী ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়া ছিলেন। বিচারে তাঁহার উপরে ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছে।

রেঙ্গুণ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বাংলার জননায়ক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্তের রাজদ্রোহ অপরাধের বিচার শেষ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বহু সহস্র উৎসুক নরনারী আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল এবং পুলিশ শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়াছিল। মারামারিতে বহুলোক আহত হইয়াছিল—পুলিশের লোকেও অল্প বিস্তর আঘাত পাইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত আদালতে কোনরূপ আত্মসমর্থন করেন নাই এবং বিচারের সহিত কোনরূপে সংশ্লিষ্ট হইতে অস্বীকৃত হন; নীরব দর্শকের ন্যায় সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবেই তিনি আদালতে উপবিষ্ট ছিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ৩০০৲ টাকার মুচলেকা দিয়া খালাস দিতে চাহেন—প্রকৃত সত্যাগ্রহী যতীন্দ্রমোহন তাহাতেও স্বীকৃত হন নাই। কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারীর যথারীতি এজাহার লওয়া হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাধারণের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সাক্ষীর এজাহার লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে পরের দিন জন কয়েক সম্ভ্রান্ত নাগরিকের এজাহার লওয়া হয়। তাঁহারা এজাহারে প্রায় সকলে বলেন বক্তৃতার মধ্যে তাঁহারা রাজদ্রোহের গন্ধ পান নাই। ২০শে মার্চ্চ সরকারী উকিল বক্তৃতা দিয়া আসামীর পদমর্য্যাদা বা ব্যক্তিত্বের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আদালতকে আসামীকে দণ্ডিত করিতে বলেন।

২২শের রেঙ্গুণের খবরে জানা যায় উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সেন গুপ্তকে মাত্র দশ দিনের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মেদিনীপুরের কর্ম্মী সম্মেলন

১৯শে মার্চ্চ নাড়াজোল কাছারী বাড়ীতে পুরুলিয়ার "মুক্তি" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্তের সভাপতিত্বে মেদিনীপুর জেলা কর্ম্মীসম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল।

সম্মেলনে যোগ দিবার নিমিত্ত ঘাটাল এবং অন্যান্য স্থান হইতে পায়ে হাঁটিয়া বহু স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াছিল।

সভায় ৫০০ দর্শক, ২০০ স্বেচ্ছাসেবক এবং ৩০০ কর্ম্মী উপস্থিত ছিল। সম্মেলন আরম্ভ হইবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে নাড়াজোল কাছারি হইতে কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে একটি বিরাট মিছিল সহরের রাস্তা পরিভ্রমণ করে। রাস্তাগুলি মনোরম-ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। মিছিল জাতীয়-পতাকা এবং পোষ্টারাদি সহ অগ্রসর হইতে থাকিলে সহস্র সহস্র দর্শক কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইতে থাকে। বহু লোক রাস্তার ধারে এবং ছাদের উপর সমবেত হইয়াছিল। সহরের রাস্তা ঘুরিয়া মিছিল রাত্রি ৭টার সময় কাছারি বাড়ীতে পৌঁছে।

সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ সমাগত সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন যে, সম্প্রতি ভারতবাসীরা অহিংস অসহযোগ দ্বারা তাহাদের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ সময় বক্তৃতা করার সময় নহে। বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম ঋষি মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, একমাত্র নিরুপদ্রব প্রতিরোধের দ্বারাই আমাদের স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব। বক্তা সকলকে ফলাফলের বিচার না করিয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য মহাত্মা নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিতে বলেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া কর্ম্মীদিগকে মহাত্মার অনুসরণ করিতে এবং দৃঢ় ও একনিষ্ঠ ভাবে মহাত্মা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি পালন করিতে বলেন।

"...সরকারী কর্ম্মচারীদের কাজ করিও না"

নাপিত ধোপা ও মজুরদের প্রতি

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ

সয়াজিগঞ্জের কংগ্রেসের নেতা মহাত্মাকে জানান যে স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট ডেপুটি কালেক্টর মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছেন যে গ্রাম্য জলবাহীরা টালাটিদের (পুলিশ তহশীলদার) হুকুমেই তাহাদিগকে জল আনিয়া দিতে বাধ্য।—ইহাতে মহাত্মাজি উত্তর দেন, যে যতদিন পর্য্যন্ত টালাটিগণ সরকারের বর্ত্তমান পদ্ধতির সহায়তা করিবে ততদিন পর্য্যন্ত জলবাহীরা টালাটিদিগকে এমন কি জেলার কলেক্টরকেও জল আনিয়া দিবে না। ধোপা, নাপিত, মজুরগণও সরকারী কর্ম্মচারিগণের কোনও কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইবে না। তবে তাহারা পীড়িত হইলে যথাবিধি সেবা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণ নিজের জল নিজে আনিতে গেলে তাহাতেও কোনরূপ বাধা দিবে না। এ, পি,

আগামী ২৯শে, ৩০শে মার্চ্চে, ১৫ই, ১৬ই চৈত্র ১৩৩৬ শনি ও রবিবার বড় ডোঙ্গল গ্রামে হুগলী জেলা সম্মেলনের ৪র্থ অধিবেশন হইবে ইহা পাঠকগণ অবগত আছেন। সম্মেলনের সঙ্গে একটি কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রদর্শনী হইবে। প্রদর্শনীতে কুটীর-শিল্প বা কৃষিজাত দ্রব্য, তুলা, কেটে, রেশম ও পাটের বস্ত্রাদি, লৌহ, পিত্তল, কাঁসা বা অন্য কোন ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য; বাঁশ, বেত, তাল ও খেজুর পাতার তৈরী জিনিষ, মাটির দ্রব্য, কাঠের জিনিস, হাতের তৈরী কাগজ শাঁখের কাজ, কাপড়ের উপর সূক্ষ্ম কাজ ও অন্যান্য নারী শিল্প অর্থাৎ হুগলী জেলার যেখানে যা কিছু গ্রামের তৈরী সবই প্রদর্শনীতে রক্ষিত হইবে।

কায়রা জেলার আনন্দ গ্রামে বক্তৃতাকালে মহাত্মা গান্ধী বলেন—"আপনারা স্থির জানিবেন যে; আমার কার্য্যপদ্ধতি একটা নাটকীয় ব্যাপার নহে। যে সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে সেই সঙ্কল্পে আমাদিগকে অটল থাকিতে হইবে। যদি আমরা বাঁচিয়া থাকি, তবে গবর্ণমেণ্টকে দেখাইব যে আমরা সত্য এবং অহিংসার উপাসক। আমি জানি কায়রা জিলার পাটেলেরা সাহসী, আশাকরি তাঁহারা এই আন্দোলনে যোগ দিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা এ সময় পাঠ ত্যাগ করিয়া এই আন্দোলনে যোগ দিবে কি না? তিনি প্যাটেলদিগকে কোমর বাঁধিয়া নামিয়া পড়িতে এবং জগৎকে তাঁহাদের সাহস দেখাইতে বলেন। যদি কায়রা জেলা এই আন্দোলনে যোগ দেয়, তবে তিনি আশা করেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ যোগ দিবে।

অতঃপর মহাত্মা গান্ধী বলেন—"কায়রা জিলা এবং গুজরাট সমগ্র ভারতকে শিক্ষা দান করুক। এতদিন পর্য্যন্ত আমি সত্যাগ্রহ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলাম। এখন আর আমি কোন সঙ্কীর্ণতা রাখিতেছি না। আপনারা যেখানে খুসী সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিতে পারেন। হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারী পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার শুভ কাল সমুপস্থিত। বর্ত্তমান অবস্থাও সত্যাগ্রহের অনুকূল। এখন যদি আপনাদের শক্তি না থাকে, তবে কোন দিনও সে শক্তি আসিবে না।"

আমি সকলকে সকল কাজ ত্যাগ করিতে বলি। বর্ত্তমানে একমাত্র কাজ হইতেছে এই আন্দোলনে যোগ দিয়া লবণ তৈয়ারী করা। এই কার্য্যে সমগ্র ভারতের যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি তাহারা তাহা করে, তবে তাহারা অবিলম্বে সাফল্য অর্জ্জন করিবে। আমার কার্য্য যদি আপনাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারে, তবে পৃথিবীতে কিছুই আপনাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং আপনাদের নিকট আমার পক্ষে বক্তৃতা করা বৃথা।"

গত সোমবার করাচীতে এক বিরাট জনসভায় ডাঃ কিচলু একটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। প্রায় ২৫ হাজার লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ কিচলু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, গান্ধীজী ভারতের এক নূতন ইতিহাস রচনা করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক এবং এই বাহিনী লইয়া তিনি শক্তিমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম এবং তাহার পরিণাম আমি আশা করি যে, এই সংগ্রামে মহাত্মাই জয়ী হইবেন। গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ সংগ্রাম—এই সংগ্রামে জয় করিয়া তিনি জয়ী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, কিম্বা সত্যাগ্রহের রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন; সুতরাং তিনি অনুরোধ করিতেছেন যে, হিন্দু, মুস্লিম, শিখ, পার্শী এবং সকলেই তাঁহার সেনাদলে যোগদান করুন।

তিনি দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন যে, কয়েকজন মুসলমান নায়ক তাঁহাদের সহকর্ম্মীকে স্বাধীনতার এই আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে প্ররোচিত করিতেছেন এবং ইসলাম বিপন্ন বলিয়া চীৎকার তুলিয়াছেন। ডাঃ কিচলু বলেন যে, কোন ধর্ম্মই এমন কথা শিক্ষা দেয় না, স্বজাতির ও স্বদেশের বিরুদ্ধে যাহারা অত্যাচার করে, তাহাদিগকে সাহায্য করিতে কিংবা সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত স্বদেশ-প্রেমিক যুদ্ধ করেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে লড়িতে। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, করাচীর কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান কর্ম্মী হিন্দু স্বদেশ-প্রেমিকদিগের সহিত একত্র হইয়া সিন্ধুর প্রথম সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে সাহিত সংযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আশা করেন যে, সমগ্র সিন্ধু দেশের মুসলমানগণ হিন্দু ভ্রাতাদিগের সহিত একত্র হইয়া এই জাতীয় সংগ্রামে যোগদান করিবেন।

মুসলমানদিগের উৎসাহ

ডাঃ কিচলু মঙ্গলবার সকালে হায়দ্রাবাদে পৌঁছেন। বিশিষ্ট নাগরিক এবং কংগ্রেস সদস্যগণ তাঁহাকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

ডাঃ কিচলু স্থানীয় মুসলমান নেতাদিগের সহিত খুব খোলাখুলি ভাবে এবং আন্তরিকতার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। তাঁহারা ডাঃ কিচলুকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, মুসলমান জনসাধারণ জাতীয় সংগ্রামে যোগদান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু হায়দ্রাবাদ কংগ্রেস নায়কদিগের প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস নাই, কারণ তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহাদের সন্দেহ হইতেছে। তবে তাঁহারা ডাঃ কিচলুকে বলেন যে, তাঁহারা হিন্দু ভ্রাতাদিগের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন না।

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র নাথ সেন জেলে মারামারি করার অভিযোগে বরিশালের সদর মহকুমা আদালতের হাকিমের বিচারে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তিনি গত ১৮ই মার্চ্চ সবরমতী আশ্রম হইতে বরিশালে পদার্পণ করেন। সহস্র সহস্র নরনারী ষ্টীমার ঘাটে সমবেত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। ঐ দিন তিনি দণ্ডাদেশ শুনিবার জন্য এস, ডি, ওর আদালতে আগমন করেন এবং হাকিমের হুকুম হইবামাত্র তাঁহাকে জেলে লইয়া যাওয়া হয়। পর দিন সকাল বেলায় খুলনা জেলে তাঁহাকে মেদিনিপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। বরিশাল হইতে বিদায় লইবার সময় তিনি বলেন—কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে, এতদনুসারে দেশের সর্ব্বত্র সত্যাগ্রহ সংগ্রামের বন্দোবস্ত চলিতেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী আজ জয় অথবা মৃত্যুপণ করিয়া কাজে নামিয়াছেন। বরিশালের নরনারী এই বিরাট সংগ্রামে যেন পিছাইয়া না পড়েন ইহাই আমার অনুরোধ। কর্ম্মিগণ হাসিমুখে মৃত্যু অথবা কারাবরণ করিবেন, দেশবাসীর নিকট অনুরোধ তাঁহারা অর্থ সংগ্রহের ভার লইয়া কর্ম্মীদের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন।

স্থানীয় সংবাদ

৩০শে ফাল্গুন বুড়দা অরিপুর আশ্রমে সনাতন সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। সেখানে প্রায় ২০০০ হাজারের অধিক লোক হইয়াছিল। সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ খুল্লককে সভাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন। এখানে সনাতন ধর্ম্মের এক বক্তৃতা ও দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা আলোচিত হইয়াছিল ও লাঠিখেলা হইয়াছিল। এই সভা ভর্ষোধন সিং মুণ্ডা ও হরিদাস মহাতর পরিশ্রমের হওয়ায় হইয়াছিল।

কয়েক দিবস হইল গড়ুজয়পুরে একটি ভারি মজার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামের জনৈক ভদ্রলোকের চার মাস সাত দিনের কন্যার সহিত জনৈক ভদ্রলোকের আড়াই বৎসরের পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহের মজার সংবাদ হইতেছে যে, কণের বিবাহের দিনই তাহার অন্নপ্রাশন হইয়াছে।

নির্য্যাতিত কর্ম্মীদের জন্য অর্থ সাহায্য

আত্রার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মারফতে নিম্নলিখিত দান লওয়া গিয়াছে।

মনোরঞ্জন রায় ১৲, জনৈক বন্ধু ৫৲, মনীন্দ্র দাশ গুপ্ত ১৲, এন্, কে, রায়, ১৲, এস্, এন্, লাল ৩৲, বি, এম্, পটবর্দ্ধন ৫৲, এস, শঙ্কর ২৲, পি, ভি, শ্রীখণ্ডী ২৲, মাখন লাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, বরাট ১৲, এস, এন, চেট্টী ৫৲, X, Y, Z ২৲, টি, ভেনুগোপাল ৩৲, শিবকালী মুখার্জ্জী ১৲।

প্রেরিত পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মাননীয় "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

শ্রীমান বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত প্রভৃতির বিরুদ্ধে ঝালিদার জমাদার কর্ত্তৃক আনীত মানহানির মোকদ্দমা পুরুলিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আজিজ সাহেবের আদালত হইতে অন্যত্র বিচারার্থ স্থানান্তরিত করিবার জন্য আসামীদের পক্ষে হাইকোর্টে আবেদন করা হইতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। ইতিপূর্ব্বে জেলার ডেপুটী কমিশনার সাহেবের নিকটও এই জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। উক্ত আবেদনে অন্যান্য কথার মধ্যে এই উক্তি ছিল যে গত ধার্য্য দিনে শুনানীর পরে আসামীদের উকিল বাবু দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মোকদ্দমার "অর্ডার সিট" দেখিতে চাহিলে হাকিম দেখিতে না দিয়া বলিয়াছিলেন "ইহাতে ছবি নাই"। ডেপুটি কমিশনার সাহেব এতৎ সম্বন্ধে আজিজ সাহেবের বক্তব্য তলব করিলে তিনি তাঁহার বাঙ্গলা ভাষা ও পৌরাণিক উপাখ্যান বুঝিবার শক্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে দেবেন বাবুর নথী দেখিবার প্রার্থনার কথা ও ছবি না থাকার কথা দুইই অস্বীকার করিয়াছিলেন। যে সময়ে দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে হাকিমের বাকযুদ্ধ হইতেছিল তৎকালে আমি স্বয়ং আদালত গৃহের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম এবং স্বকর্ণে উভয়ের কথা কাটাকাটি শুনিয়াছিলাম। তখন আপনিও আদালতগৃহের মধ্যেই ছিলেন এবং আরও কয়েকজন ছিলেন কিন্তু কে কে ছিলেন লক্ষ্য করি নাই। কাহারও অসাক্ষাতে হইলে কি হইত বলা যায় না কিন্তু আমাদের সাক্ষাতে হাকিম দেবেন্দ্র বাবুকে ছবি দেখিবার প্রত্যাশী বালক মাত্র জ্ঞান করায় দেবেন্দ্র বাবু লজ্জায় ও ক্ষোভে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, তাহা আমি জানি না। আমি অর্ডার সিট দেখিতে চাহিতেছি এবং আপনি দেখাইতে অস্বীকার করিতেছেন। হাকিম উত্তরে "হাঁ" বলিলে, দেবেন বাবু আমাদিগকে যেন দেখাইয়াই কড়া উত্তর দিলেন, বলিলেন—All right (বেশ আচ্ছা)। Then I have nothing to say (আর আমার বলিবার কিছু নাই)। এই স্বাধীনতার যুগেও যে আমাদের শিক্ষিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও উপযুক্ত উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হন ইহাই সর্ব্বাধিক আক্ষেপের বিষয়।

বহু দিন পূর্ব্বের একটা কথা মনে পড়িল—যে দিন কলিকাতাবাসীগণ ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে টাউন হলে সভা করিয়া লর্ড কার্জ্জনের দাম্ভিকতাপূর্ণ প্রগলভার উত্তর দিয়াছিল। কিন্তু হায়রে! আজ লর্ড কার্জ্জনের প্রেতাত্মার নিকট ভারতবাসীর মাথা হেঁট না হইয়া উপায় নাই। হাত ১৮ই মার্চ্চ, ১৯৩০।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ।

সত্যাগ্রহের জন্য আহ্বান।

(প্রাপ্ত)

আয়রে তোরা আয়,
(তোরা) মাভৈঃ ব'লে চলে আয়।
ঘরের কোণে জড়ের মত (ও)
রইলি ব'সে অনেক দিন ত (ও),
এখন মায়ের ডাকে দে রে সাড়া
মা যে এবার তোদের চায়॥
ভয় ভীতি সব দূরে ফেলে
মিল রে সবাই দলে দলে,
দাঁড়ালে ভাই ভায়ের পাশে
বাঁধন তোদের খুলে যায়।
বীরের ছেলে হোস রে তোরা
মরণ ভয় কি তোদের ধারা,
তোরা প্রাণে প্রাণে মিল্লে পরে
তোদের নাগাল কেবা পায়।
দাঁড়ালে তোরা সাহস ভরে
কেউ কি পারে জগৎ 'পরে
(তোরা) টানতে পারিস (ভাই) আকাশখানা
তোদের ভয়ে সাগর শুকায়।
বাজ্‌ল ঐ শুন 'পাঞ্চজন্য'
তোদের গেল দৈন্য—হবি ধন্য
হুঙ্কারে তোদের কাঁপবে ধরা
(এখন) লুটাবে বিশ্ব তোদের পায়।
শিখুক জগৎ তোদের কাছে,
হুঙ্কারকি হেতার মিছে
জয় করা যায় প্রেমেই বিশ্ব
শুধু ধৈর্য্য দয়া অহিংসায়।

জেলের পর

(শ্রীলালগোপাল মজুমদার)

এক।

ছেলেটির বয়স একুশ বাইশ হ'বে। একটা জীবন্ত মানুষ। চওড়া বুক উজ্জ্বল স্বপ্নভরা চোখ, দৃঢ় উন্নত শরীর। রাস্তা দিয়ে চ'লেছে যেন দুনিয়াকে লড়াইয়ে ডাক্‌ছে।

সকলে বলে, ধন্য সাহস, অপূর্ব্ব দেশভক্তি, ত্যাগের পরাকাষ্ঠা; ইত্যাদি মন্তব্যের দ্বারা তাকে মানুষের কোঠা হ'তে মহাপুরুষের দেবতার আসনে উঠিয়ে দিয়ে তারা নিজ নিজ কর্ত্তব্যের শেষ করে।

জনতা আদালত হতে জয়ধ্বনি দিয়ে, গলায় মালা পরিয়ে, জেলের দুয়ার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে তাদের শেষ ভক্তি ভালবাসা জানাল। কোন একটা রাজনৈতিক অপরাধে ছেলেটির জেল হয়েছে।

অবাধ মুক্ত আকাশের তল হতে সরিয়ে জেলের কঠোর বন্ধন শৃঙ্খলে বেঁধে, লৌহ কারার ক্ষুদ্র আবেষ্টনির মধ্যে রেখে, শাসক তার মুক্তির ইচ্ছাকে, অবাধ উচ্ছৃঙ্খল গতিকে টুঁটি টিপে নিষ্পিষ্ট করতে চায়। কতদূর সাফল্য লাভ ক'রবে কে ব'লতে পারে!

দুই।

আশাহীন কেরাণীর বাড়ী, সেখানে প্রাণ শক্তির অভাব। সংসারটি ভাবে অভাবে, কষ্টে সুখে, ধনে দারিদ্র্যে কোন প্রকারে সামঞ্জস্য ক'রে ধীর মন্থর গতিতে কোন এক অজানা উদ্দেশে চ'লেছে।

ছোট ভাই বাড়ী এসে তার জেলের খবর দিল। মা একেবারে স্তব্ধ হয়ে পাগলের মত শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে বসে পড়লো। বুড়ো পিসি চীৎকার ক'রে পাড়া মুখরিত ক'রল।

বড় ভাই এসে বল্ল, "আমি তখনই বলেছিলাম" যত সব ছন্নছাড়া স্বদেশীর সঙ্গে মিশে একবারে গোল্লায় যাচ্ছে। বেশ হ'য়েছে, এবার ঠেলা সামলাও। নিজেত উচ্ছন্ন গেলই, আমাদেরও লোক সমাজে মুখ দেখান বন্ধ কল্ল।"

বুড়ো বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর মনে পুত্রস্নেহ ও চাকরীর টানে দ্বন্দ্ব চ'লছে। তিনি বল্লেন, তাইতো এই বুড়ো বয়সে হতভাগা একেবারে পথে বসিয়ে গেল। কোন রকমে সরকারী চাকরী ক'রে কষ্টে স্রেষ্টে সংসার চালাচ্ছিলাম, এরপর বুঝি চাকরীও যায়। বুড়ো বয়সে কপালে এত দুঃখই ছিল।

পাড়ার বৃদ্ধ হরিকাকা, রাম জেঠার, দল আসে। সান্ত্বনা দেয়; বলে, অদৃষ্ট ভায়া, অদৃষ্ট, তা নইলে যো'য়ান ছেলে কোথায় চাকরী ক'রে বুড়ো বয়সে একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ দেবে—না মহা সর্ব্বনাশ রাজবন্দী। ছেলেটা বড় ভাল ছিল, কিন্তু কি করবে? মহা প্রতাপশালী রাজা; নির্ব্বিচারে দণ্ড মাথায় পেতে নিতেই হবে। উত্তর না পেয়ে ধীরে ধীরে চ'লে যায়। ভগ্ন হৃদয় মরণকূলের যাত্রী এরা। কি তার বেশী আশা করা যায়।

ছোট ভাইয়ের বাল্য হ'তে কোন রকমে সংসারে বেঁচে থাকবার যে আয়োজন চ'লছিল, তা অকস্মাৎ থেমে যায়।

সে মনে মনে অনুভব করে পৃথিবীতে কেবলমাত্র কোন রকমে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য মানুষের নয়; পশুর। প্রাণে আলোছায়ার দ্বন্দ্ব চলে।

তিন।

কতকগুলি কিশোর রাস্তাদিয়ে যায়।

প্রাণ মাতান অশান্ত সৌন্দর্য্যের বাসনার মধ্য দিয়ে তাদের পুষ্টি ও বিকাশ। সেখানে প্রাণ শক্তি নবীন, চঞ্চল কিন্তু বন্ধনের চাপে রুদ্ধ।

মুখে তাদের ফুটে উঠেছে বিশ্ব জয়ের দুরন্ত আশা। মনে তাদের অজানা পথের রঙ্গীন স্বপ্ন, তারা চায় বিশ্বের সব কিছু সৌন্দর্য্য ধন-দৌলত, মান, যশ, জয় করে ভোগ করতে, সবার মাঝে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে।

কিন্তু মাঝে মাঝে বন্ধনের মালিকের কঠোর আঘাতে তাদের রঙ্গীন স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। মুখে ফুটে উঠে বুকের নিরাশা। ফুটবার আগেই ঝরে যাবার প্রবল তাগিদ।

চল্‌তে চল্‌তে শোনে 'দাদা'র জেলের খবর। চলার গতি সহসা থেমে যায়। দাদার বিদায় বেলার শেষ কথা মনে পড়ে—চিরকাল কি এমনি শৃঙ্খলিত বন্দীর মত, পরদাসের মত অসহায়ভাবে কাটাতে হবে? অধীনতার বদ্ধ বাতাসে জীবনটাকে কি এমনি করেই চিরকাল আঁকড়ে থাকবে? ত্রিশকোটী শৃঙ্খলিত আত্মার বুক ফাটা রুদ্ধ ক্রন্দন কি শুনতে পাও না?" সব ওলট পালট হয়ে যায়। চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে। দাদার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠে। চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে এক বিরাট লৌহ কারার মধ্যে অগণিত প্রাণীর পেষণ দৃশ্য। ত্রিশকোটী আত্মার প্রাণশক্তির হত্যা। মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কৈশোরের ভোগের ইচ্ছা, ধন দৌলত, গাড়ীঘোড়া, অট্টালিকার মোহ উড়ে যায়।

দেখ্‌তে পায়, শৃঙ্খলিত মানবদলের বুকফাটা আর্ত্তনাদের মাঝে, টাকা কড়ি, মান যশ, খেতাব, বড় চাকরী ইত্যাদির ভোগে এক ফোঁটা তৃপ্তির আনন্দের স্থলে হৃদয়ের তীব্র জ্বালাই বেড়ে যায়।

প্রার্থনা করে—প্রাণ দাও! বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র স্বার্থ, ভোগ বিলাস ত্যাগ ক'রে কৈশোরের রঙ্গীন, অনাগত, অনিশ্চিত পথের আনন্দটুকু সঞ্চয় ক'রব।

চার।

জেলের লৌহ কবাট খুলে যায়।

ছেলেটির মুখে মুহূর্ত্তের জন্য একটা কালো ছায়া পড়ে, আবার তখনই উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। বাড়ীতে মায়ের কথা মনে পড়ে ছিল।

ধীর ও দৃঢ়পদে ভিতরে প্রবেশ করলো, লৌহ কপাট বন্ধ হ'ল। চিরকালের জন্য কি না তা কে ব'লবে?

জেলে আমার যৌবন তখন তার কাছে কিছুই নেই। বাইরের জয় চিৎকার তার কানে বিষের মত কটু লাগ্‌ছে। ভবিষ্যৎ উন্নতির কল্পনাও তার মনে ওঠে নাই।

ত্রিশকোটি রুদ্ধ মানবাত্মার চরম দুঃখের নিষ্পেষনের বন্ধন বেদনার একবিন্দু ভাগ নিয়ে, তাদের কঠোর অবরোধ ঘুচিয়ে জীবনের জয় যাত্রার পথে গতি দিতে গিয়ে ও জীবনের চরম পাওয়ার জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের বলি দিয়ে তার মন প্রাণ তখন কঠোর লৌহ শৃঙ্খল, বদ্ধ প্রাচীরকে উপেক্ষা ক'রে এক মহান্ অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ। মুক্ত বাতাস উদাস সুরে লৌহ কপাটে আঘাত দিয়ে অ-জানা দেশের দিকে ডেকে গেল।

এই গ্রীষ্মে কোথায় খাইবেন?

যদি খাইয়া তৃপ্তি ও থাকিয়া আনন্দ পাইতে চান তবে

হোটেল ওরিয়েণ্ট্যালে আসুন।

স্নানের সুবন্দোবস্ত আছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত S. D. O, শ্রীযুক্ত গোপেশ চন্দ্র অধিকারী, অনারেরী Deputy Magistrate, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত অবসর প্রাপ্ত D. S. P ও শ্রীযুক্ত দেশ·চন্দ্র সরকার অবসর প্রাপ্ত District Inspector of Schools এই হোটেলে খাইয়া বলিয়াছেন—"পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাই এই হোটেলের বিশেষত্ব। খাইবার সময় বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।"

প্রতি বেলা— ।০ মাসিক ১২৲

" " ।৶০ " ১৫৲

নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

জমী ভাড়া

জুবিলি কম্পাউণ্ডের সম্মুখে "কাতরাস রাজার বেড়" নামে পরিচিত (অধুনা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ক্রীত) জমী মাসিক ভাড়ায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। জমীর পরিমাণ তিন বিঘা, বড় রাস্তার উপরে সাহেব বাঁধের অতি নিকটে ভদ্রপল্লার মধ্যে অবস্থিত, চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সহরের মধ্যে এইরূপ সুন্দর জায়গা দুর্লভ। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীহরিবিলাস মুখোপাধ্যায়, বি, এ,

(শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকিলের বাড়ী)

মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

That Progress Proves Popularity

is strikingly exemplified by the present day position of the

ORIENTAL

INDIA'S GREATEST LIFE ASSURANCE COMPANY.

PROGRESS

NEW BUSINESS		PREMIUM INCOME	
1925	Rs. 296 Lakhs	1925	Rs. 93 Lakhs
1926	" 391 "	1926	" 106 "
1927	" 468 "	1927	" 122 "
1928	" 585 "	1928	" 140 "

POPULRITY PROVIDES PROGRESSIVE PROFITS

Bonuses Declared on Whole Life Assurance Policies

1921 Rs. 10 { per Rs. 1000 per Annum   1924—Rs. 22½ / 1927 " 25 } per Rs. 1000 per Annum

THEREFORE

WHEN SELECTING YOUR LIFE ASSURANCE COMPANY FOR A FIRST OR AN ADDITIONAL POLICY

IT WILL PAY YOU

To come to this Popular and Progressive Office.

For full particulars apply to :—

The Branch Secretary, Oriental Assurance Buildings. 2, Clive Row, Calcutta

or

The Sub-Brach Secretary Oriental Life Office, Exhibition Road, Patna   or The Organiser Oriental Life Office Kachhery Road, Ranchi

or Mr. S. L. Roy, Organiser of Agencies, Rangpur.

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করে কেন?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের জন্য ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ

কর্ম্ম সঙ্গীত— ৫০

বিলাতী বর্জ্জন করিব কেন?
(জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী)— ।০

ভক্তরাজ তুলসীদাস—
(ক্ষিতীশ বসু)— ৶০

যৌবন ও বিবাহিত জীবন— ৶০

সাধুবাণী— ৶০

মাতৃপূজা— ।৶০

শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন— ৴১০

নবীনে প্রাচীনে (নিবারণ দাসগুপ্ত) ৶০

যতীন দাসের ছবি— ৫

প্রাপ্তিস্থান—

দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া

ও

ব্রজেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, আদ্রা।

শ্রীশ্রী৺শীতলা মাতার অক্ষয় কবচ

ধারণ করিয়া মায়ের কৃপায় নির্ভয় হউন।

এই কবচ ধারণ করিলে বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না এবং যাহাদের হইয়াছে তাহাদেরও মাতার কৃপায় প্রাণের কোনও ভয় থাকে না। এই কবচ বালক, বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকলেই ধারণ করিতে পারেন। মাতার পূজার খরচ মাত্র কবচ প্রতি ।৴৫ সওয়া পাঁচ আনা লওয়া হয়। একত্রে ৬টী লইলে ১টী এবং ১২টী লইলে ২টী কবচ বেশী দেওয়া হয়। পার্শেল খরচ স্বতন্ত্র ।৴০ লাগে। ইহাতে ২৮টী পর্য্যন্ত কবচ পাঠান যায়, কবচ ধারণের নিয়ম কবচের সঙ্গে দেওয়া হয়। আমরা এই কবচের সাহায্যেই বসন্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি।

এই কবচ বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সুখ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে ও ইহার অসংখ্য প্রশংসা-পত্র আছে।

কবচ প্রাপ্তির স্থান—

শ্রীশ্রীশীতলামাতার সেবাইত

শ্রীকামাক্ষ্যা চরণ আচার্য্য

শ্রীশ্রী৺শীতলা আশ্রম

পুরুলিয়া, নডীহা

বাড়ী বিক্রয়

পুরুলিয়ায় মুনসেফডাঙ্গায় বাবু জ্ঞানদা প্রসাদ চক্রবর্ত্তীর গলিতে একটী একতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। মূল্য ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য মুনসেফ ডাঙ্গায় বাবু কিশোরী মোহন দত্তের নিকট বা আমার নিকট ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসে সত্বর সংবাদ লউন।

ননীগোপাল সরকার

ডিঃ বিঃ অফিস

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস :—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য :—

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর

১৯২৮ সালে নূতন বীমা ১,০০,৩৪,৫০০ টাকা

১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয় ২৫,৫০,৫৭০ টাকা

মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে ৬২,০০,০০০ টাকার উপর

মোট স্থিত ও সংস্থান ১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

ফর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এ-আই (লণ্ডন)

কলিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট সমূহের চীফ এজেণ্ট,

আসনসোল, E. I. Ry.

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অক্ষয়তৃতীয়া

মেলা ও প্রদর্শিনী, চন্দন নগর

অষ্টম বর্ষ

মেলা আরম্ভ—১লা মে বা ১৮ই বৈশাখ।

জন সাধারণের অনুরোধে মেলার দ্বারে কোন ও প্রবেশ মূল্য লওয়া হইবে না। ইহা ছাড়া ষ্টল যাঁহারা লইবেন, তাঁহাদেরও নিকট হইতে কোনওরূপ ভাড়া লওয়া হইবে না। তাই স্বদেশী দ্রব্য নির্ম্মাতা ও বিক্রেতাগণের অপূর্ব্ব সুযোগ! যাঁহারা এই সুযোগ ছাড়িতে চাহেন না, তাঁহাদের অবিলম্বেই আবেদন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বদেশী জিনিষের শিল্পিগণ বিশেষতঃ হস্তীদন্ত, অলঙ্কার গন্ধদ্রব্য, বাসন পত্র, কাঁচ, পুতুল, পিতল, কাঁসার জিনিষ, ষ্টিল ট্রাঙ্ক, সুটকেস, ছুরি, কাঁচি, বিস্কুট, রেশম, খাদি প্রভৃতির শিল্পগণকে অবিলম্বে ষ্টল ভাড়া করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, চন্দন নগর এই ঠিকানায় মেলা ও প্রদর্শনীর সম্মেলনের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

অপূর্ব্ব সুযোগ !

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটি গিনি সোনার অলঙ্কার চান ?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত "কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—**শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার**

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

CALCUTTA ENGINEERING COLLEGE

62, Debendra Ghose Road.

CALCUTTA.

Industrialised India, with her existing and future Railways, Factories, Workshops big and small, Water Works, Power Houses, Mills and Mechanicised Army, is in need of youngmen with expert technical knowledge. CALCUTT ENGINEERING College offers three years' Diploma Courses in Mechanical and Electrical Engineering. For Matrics the session commences in July. Non-matrics will be given four months' preliminary training and will be admitted in March. For prospectus apply to the Secretary, 217 Gopal Lall Tagore Road, Baranagar, Calcutta.

Dated the 23rd Feb. '30

স্বর্ণ সুযোগ ! স্বর্ণ সুযোগ !! স্বর্ণ সুযোগ !!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে মফস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ১৭ই চৈত্র ১৩৩৬, ইং ৩১শে মার্চ ১৯৩০ | ১৩শ সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

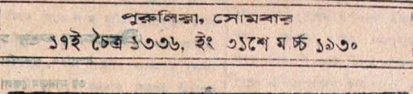

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র রসায়ন
শিশি ১৷৷০

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৭৯ রসা রোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মানিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) হাজারিবাগ, (২৬) রাঁচি ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২৷৷০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য—১৷৷০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—৴০ আনা।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৬ই ও ৭ই এপ্রিল দিবসদ্বয় ধানবাদে মানভূম জেলা সম্মেলনীর বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সম্মেলনীর কার্য্য সফল করিবার জন্য মানভূম বাসী সকলের উপস্থিতি ও সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক। এই জেলার অধিবাসী পূর্ণ বয়স্ক যে কেহ দুই টাকা চাঁদা দিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে পারেন। মানভূম বাসীগণের নিকট বিনীত নিবেদন যেন সকলে উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়া সম্মেলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সাহায্য করিবেন।

শ্রীরমেশ চন্দ্র সরকার
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি
৩য় মানভূম জেলা সম্মেলন

জানিবার কথা

সস্তাদরে উৎকৃষ্ট সাবান—

প্রস্তুতই আমাদের বিশেষত্ব। সেই জন্যই আজ দুই বৎসর হইতে এই কারখানায় প্রস্তুত সুশ্রী, নির্ম্মল, অন্নাজলবল, গোলাবীন্নাজ ইত্যাদী সাবানগুলি সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।

অতএব আপনারা ভেজালযুক্ত বাজে সাবান ব্যবহার না করিয়া, আমাদের প্রস্তুত সাবানগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমাদের সুশ্রী টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আপনার শরীরের চর্ম্মরোগ দূর করুন, ও ঘ্রাণে মুগ্ধ, ব্যবহারে তৃপ্ত ও স্নানান্তে পবিত্র হউন। ইহাতে অন্য সাবানের মত চর্বি নাই ও সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক, বিস্তৃত সংবাদের জন্য পত্র লিখুন।

Youngmen's Scientific & Indnstrial Works
P. O. Tulin. (Manbhum)

স্বত্বাধিকারী—শ্রীস্থিরেশ্বর গোস্বামী

Bengal-Nagpur Railway Co., Ltd.
(Incorporated in England)

NOTICE

Is hereby given that 41 bags wheat due to Invoice No. 2 of 18. 2. 30 Ex Shamli S. S. Light Railway to Lohardaga B. N. Railway consigned by Sobha Ram Gopalrai to self will be disposed of under the provisions of Indian Railway Act IX of 1890 if not removed within 21. 4. 30 paying all charges due thereon.

Terms—Payment in cash.

Coml Trf. Manager's Office, B. N. Ry. House Calcutta Dated the 27. 3. 3o. } E. C. J. Gahan, Commercial Traffic Manager.

Bengal-Nagpur Railway Co., Ltd.
(Incorporated in England.)

NOTICE

Is hereby given that 196 bags paddy booked by Mr. M. N. Banerjee to Messrs. Narain Bros. under Delang to Ranchi Invoice No. 1 of 20. 1. 30 lying unremoved at destination will be sold under the provisions of the Indian Railways Act IX of 1890 if not removed from the railway premises on or before the 15th. April 1930 on payment of all charges due thereon.

Terms—Payment in cash

Coml. Traffic Manager's Office, B. N. Ry House, Calcutta. Dated 20th March 1930. } E. C. J. Gahan, Commercial Traffic Manager.

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার।"

সন ১৩৩৬ সাল, ১৭ই চৈত্র সোমবার।

"ওরে মন হবেই হবে!"

ভারতের দিকে দিকে আজ মুক্তি-কামীর দল জীবন মরণ পণ করিয়া মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য আয়োজন আরম্ভ করিয়াছে। এই সংগ্রামে ভারতের সেনাপতি মহাত্মা গান্ধী দেশের বর্ত্তমান অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া আশায় উৎফুল্ল হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—লাহোর কংগ্রেসের সময়ও আমি স্থির করিতে পারি নাই, ব্যাপক ভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আরম্ভ করিবার উপযোগী অবস্থা দেশের হইয়াছে কি না। কিন্তু আজ আর সে সন্দেহ নাই—আজ তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, জাতীয় জীবনে যে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। তাই তিনি প্রকৃত সত্যাগ্রহী সৈনিকের ন্যায় নিজেকে পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া সত্যাগ্রহ সমরে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার যাত্রা-পথে সমবেত জনমণ্ডলীকে এবং তাহাদের উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র দেশের নরনারীকে এই বাণী প্রদান করিয়া চলিয়াছেন—তোমরা প্রস্তুত হও, সত্যের আশ্রয় লইয়া অসত্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ কর—দেশ স্বাধীন হইবেই।

তিনি আশা করেন, দেশের নিপীড়িত নির্য্যাতিত অসংখ্য নরনারীর সত্যাশ্রয়ী সংহত শক্তি তাঁহার আরব্ধ সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিবে—তাহাদের শক্তিই তাঁহার শক্তি। এই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্যই তিনি লবণ-কর সম্পর্কীয় আইন অমান্য করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। যে শাসনতন্ত্র দরিদ্রের খাদ্যের একমাত্র উপকরণ লবণের উপর পর্য্যন্ত ট্যাক্স বসাইয়া ব্যয়বাহুল্যের দ্বারা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহার অস্তিত্বের কোনওরূপ সার্থকতা নাই। অথচ অন্যায় ও অসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও এই শাসনতন্ত্র আমাদের ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্টতার সুযোগ লইয়া আমাদের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। মহাত্মা গান্ধী লবণ-আইন অমান্য করিবার আয়োজন দ্বারা ঐ ব্যবস্থার অসঙ্গতির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেশের মিলিত শক্তিকে এই অসত্যের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। জাতিগতভাবে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়াই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে—সেই বিশ্বাস ফিরাইয়া পাইবার পন্থাই জাতির দুরবস্থা অপনোদনের একমাত্র পথ। মহাত্মার আরব্ধ সংগ্রামে সেই পথের নির্দ্দেশ দিয়া তিনি দেশের জনমণ্ডলীকে ধীরভাবে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

তিনি এই কার্য্যে দেশের সকলেরই সাহায্য চাহিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই লবণ-আইন অমান্যের কথা বলেন নাই কারণ তাহা সম্ভব নয়। যেখানে যেখানে সম্ভব লবণ-আইন অগ্রাহ্য করিয়া লবণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু দেশের যে অংশে তাহা সম্ভব নয়, সেখানে অন্য অসঙ্গত আইন অমান্যের ব্যবস্থা দ্বারা সমগ্র দেশব্যাপী একটা বিরুদ্ধ শক্তির সৃষ্টি করিয়া শাসন-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা খর্ব্বের জন্য তাহা প্রযুক্ত করিতে হইবে। ইহাতে বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রের সহিত জনমণ্ডলীর যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে তাহাতে দেশবাসী হিংসার আশ্রয় লইবে না, নিজেদের অসঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণের শেষ উপায় স্বরূপ শাসকই হিংসার পথ বাছিয়া লইবে। সকল প্রকার জাতীয় প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেই শাসক সেই পথ অবলম্বন করিয়াছে—বর্ত্তমানে আরও নৃশংস মূর্ত্তিতে সে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। অত্যাচার ও পীড়নের প্লাবনে শাসক এই বিরুদ্ধ শক্তিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবে কিন্তু দেশের জনমণ্ডলী যদি তাহাতে ভীত না হইয়া একান্তভাবে আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া অহিংসভাবে অগ্রসর হইতে পারে, এই অত্যাচারের প্লাবন অত্যাচারীর অস্তিত্বেরই বিলোপ সাধন করিয়া নবজাগ্রত জাতীয় শক্তিকে জয়যুক্ত করিবে।

ইহা বাতুলের কল্পনা নয়। আমরা যদি স্মরণ রাখি যে, ভারতের তেত্রিশ কোটী নরনারীকে একটা ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন করিয়াই বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব—নিরুপদ্রব প্রতিরোধের ভিতর দিয়া আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিরাইয়া পাইলে এই ঐন্দ্রজালিক প্রভাব সহজেই ছিন্ন হইতে পারে। এই ঐন্দ্রজালিক প্রভাব হইতেই জাতীয় জীবনকে এখন মুক্ত করিতে হইবে এবং দেশব্যাপী নিরুপদ্রব প্রতিরোধই তাহার একমাত্র পথ। অধিকন্তু এ কথাটাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে—শাসন-তন্ত্র যে শক্তির গর্ব্বে গর্ব্বিত সেই শক্তি আমাদেরই জনবল ও শ্রমবলের উপরে কতটা নির্ভর করে। আজ যদি দেশের মধ্যে শাসন-তন্ত্রের সহিত দেশবাসীর সংঘর্ষে শাসন-তন্ত্রের বিদেশী পরিচালকগণ দেশবাসীর মিলিত শক্তিকে ব্যাহত করিবার জন্য ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে অমানুষিক পীড়ন কার্য্যে নিয়োগ করিতে চায়, কিছুদিন পর্য্যন্ত সে পীড়ন চলিলেও শেষ পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মচারিগণের দ্বারা তাহা অনুষ্ঠিত করা আর সম্ভব হইবে কি? তাহারাও

এই দেশেরই মানুষ—তাহারা যখন দেখিবে দেশের কল্যাণের জন্য দলে দলে দেশবাসী প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই তাহাদের প্রাণের টান অর্থের মোহকে ছাড়াইয়া উঠিবেই। গুজরাটের সরকারী গ্রাম্য কর্ম্মচারিগণ এখন হইতেই দলে দলে কার্য্য ত্যাগ করিয়া এই কথারই প্রমাণ যোগাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহাদের অর্থের মোহ জাতির এই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে তাহাদিগকে জাতির অহিত সাধনে নিয়োজিত রাখিবে, সমাজই তাহাদের সেই মোহ ছেদনের ব্যবস্থা করিবে। তখন এই বলদর্পী শাসন তন্ত্রের বলের দর্প থাকিবে কোথায়?

শান্তিকামী, তুমি মনে করিতেছ উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া তোমার বড় আদরের শান্তিটুকুকে নষ্ট করিবার আয়োজন হইতেছে—তাই তুমি বিরূপ হইয়াছ। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছ কি—তোমার এই শান্তি ও মৃত্যুর শান্তিতে কতটুকু পার্থক্য? শ্মশানের শান্তিকে জীবনের শান্তি বলিয়া আর কত দিন ভুল করিবে? যদি প্রকৃত শান্তি চাও মোহ কাটাইয়া এই সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়, দেশে শান্তি আসিবে। বিজ্ঞ, তুমি ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য প্রকাশে ব্যগ্র হইয়া বলিতেছ—এও কি কখনও সম্ভব হয়? "পলাশীর যুদ্ধের" ন্যায় ব্যাপারটাকে ভিত্তি করিয়া এত বড় একটা সাম্রাজ্যের পত্তন আর কোনও দেশের ইতিহাসে দেখিয়াছ কি? দেখ নাই; কিন্তু তাহাও ত সম্ভব হইয়াছিল। সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া তাহার মূলগত কারণগুলি বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা কর; বুঝিবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধে এই ঐন্দ্রজালিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া দেওয়া অসম্ভব নয়।

বিজ্ঞতা চাই না, অতি-হিসাব চাই না—চাই দেশের গৌরবমণ্ডিত ভবিষ্যতে বিশ্বাস, আত্মশক্তিতে নির্ভর। এস দেশবাসী যার প্রাণে আশা আছে, ত্রেত্রিশ কোটী নরনারীর মিলিত সত্যাশ্রয়ী শক্তিতে যার বিশ্বাস আছে, এস এ আরব্ধ সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়। সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বাস কর—"ওরে মন হবেই হবে!"—দেখিবে, আমাদের বিজয়-যাত্রার পথ কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

ধানবাদে জেলা সম্মিলনী

আর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ধানবাদে মানভূম জেলা সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইবে। অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাগণ অধিবেশনের সাফল্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, আমরা আশা করি তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা সার্থক হইবে। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে সম্মিলনীর যে অধিবেশন হইতেছে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া জেলার বিভিন্ন অংশের কর্ম্মিগণ একত্র মিলিত হইয়া অদূর ভবিষ্যৎ সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সম্বন্ধে যাহাতে একটা সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিতে পারেন সে-দিকে দেশের হিতকামী প্রত্যেকেরই মনোযোগ দান করা আবশ্যক। অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাগণের নিকট আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন সম্মিলনীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম না করিয়া যাহাতে কর্ম্মিগণের মধ্যে আলোচনার সুব্যবস্থা হয় সে বিষয়েই অবহিত হন। সমগ্র জেলার অধিবাসিবৃন্দকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বর্ত্তমান অধিবেশনে নির্দ্ধারিত কার্য্যপদ্ধতির উপরেই মানভূমের ভবিষ্যৎ মঙ্গল নির্ভর করিতেছে—সুতরাং জেলার বিভিন্ন অংশ হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ ধানবাদে উপস্থিত হইয়া যাহাতে ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন—তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করা কর্ত্তব্য।

স্থানীয় সংবাদ

গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করিয়াছেন। ডাঃ মুখার্জ্জীর বৃদ্ধ বয়সে পত্নীবিয়োগ হওয়ায় আমরা তাঁহার গভীর শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র, শ্রীযুক্ত আর্দ্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ অশোক গত মঙ্গলবার ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছে। আমরা তাহার শোকার্ত্ত মাতাপিতা ও আত্মীয়স্বজনের এই গভীর দুঃখে বড়ই ব্যথিত হইয়াছি।

গত ২১শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত রাঁচি গিয়াছিলেন। রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ এবং টানা ভকত ওরাঁওরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ওরাঁওদের মধ্য হইতে প্রায় ১ লক্ষ লোক সত্যাগ্রহী হইবার জন্য প্রতিশ্রুতি নিবারণ বাবুকে দিয়াছেন।

পটমদা থানার মুরুক্কাভি গ্রামে কংগ্রেস গৃহ নির্ম্মাণ সম্পর্কে কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত গুহিরাম মোদক প্রভৃতির নামে চুরির অভিযোগ আনা হইয়াছে। সদর মহকুমা হাকিম তাঁহাদিগকে জামীনে খালাস করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। দায়রা জজের আদালতে জামীনের জন্য আবেদন করা হইয়াছে। অদ্য তাহার বিচার হইবে।

বরাবাজার বান্দোয়ান ও পটমদার সুবিখ্যাত কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মামলার ২১শে মার্চ্চ এক দফা শুনানী হইয়াছে। পুলিশ দারোগা প্রভৃতির এজাহার হইয়াছে, আগামী ৮ই এই মোকদ্দমার দিন পড়িয়াছে।

পাড়ুয়ির যে ৪ জনের বিরুদ্ধে ঝালদার "রাজার" আনীত কাঠ চুরির মামলায় মহকুমা হাকিম জামীন না দিয়া তাঁহাদিগকে হাজতে পাঠাইয়াছিলেন দায়রা জজ তাঁহাদিগকে জামীনে খালাস দিয়াছেন।

গত ২৯শে মার্চ্চ শনিবার ঝরিয়ায় শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেনের সভাপতিত্বে ছাত্রসঙ্ঘের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত হুগলী জেলা সম্মিলনীতে সভাপতিরূপে যোগ দিতে যাইবার পূর্ব্বে ছাত্রদের জন্য একটী বাণী লিখিয়া শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেনকে ছাত্রদের সভায় ঐ বাণী পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। জীমূত বাবু ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতির পদে বৃত হইয়া উক্ত বাণী পাঠ করেন এবং আসন্ন সংগ্রামের জন্য ছাত্রদিগকে প্রস্তুত হইতে আহ্বান করেন। ঝরিয়া অঞ্চলের বহু ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল।

ঝালদার মানহানির মামলা মিঃ আজিজের আদালত হইতে হইতে অন্যত্র বদলি করিবার জন্য হাইকোর্টে যে আবেদন করা হইয়াছিল তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে।

জেলা সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সরকার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ায় সম্মিলনীর অধিবেশন স্থগিত রহিল। ৬ই ও ৭ই এপ্রিল অধিবেশন না হইয়া খুব সম্ভব এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহেই হইবে।

"...সরকারী কর্ম্মচারীদের কাজ করিও না"

নাপিত ধোপা ও মজুরদের প্রতি

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ

সয়াজিগঞ্জের কংগ্রেসের নেতা মহাত্মাকে জানান যে স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট ডেপুটি কালেক্টর মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছেন যে গ্রাম্য জলবাহীরা টালাটিদের (পুলিশ তহশীলদার) হুকুমেই তাহাদিগকে জল আনিয়া দিতে বাধ্য,—ইহাতে মহাত্মাজি উত্তর দেন, যে যতদিন পর্য্যন্ত টালাটিগণ সরকারের বর্ত্তমান পদ্ধতির সহায়তা করিবে ততদিন পর্য্যন্ত জলবাহীরা টালাটিদিগকে এমন কি জেলার কলেক্টরকেও জল আনিয়া দিবে না। ধোপা, নাপিত, মজুরগণও সরকারী কর্ম্মচারিগণের কোনও কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইবে না। তবে তাহারা পীড়িত হইলে যথাবিধি সেবা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণ নিজের জল নিজে আনিতে গেলে তাহাতে ও কোনরূপ বাধা দিবে না। এ, পি,

বিবিধ সংবাদ।

গত ২৮শে মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধী সন্ধ্যাকালে বরোচ হইতে অঙ্কলেশ্বরে যাত্রা করেন। মহাত্মাজীর সহর ত্যাগ সকলের দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট করে, কারণ মহাত্মাজীকে নদীতে যাইবার জন্য সহরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। সহরবাসিগণ তাঁহার যাত্রার পথে বহুসংখ্যক বিজয় তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ গুলি পতাকা ও পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিত করিয়াছিল। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু পদব্রজে সমস্ত পথ মহাত্মাজীর অনুগমন করেন। মহাত্মাজী এত বেগে হাটিতেছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে সমান তালে চলিবার জন্য শ্রীযুক্তা নাইডু এবং স্বেচ্ছাসেবকদিগকে দৌড়াইয়া চলিতে হয়। নদীর ধারে একটী বিরাট জনতা মহাত্মাজীর দলবলের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। মহাত্মা গান্ধী এবং সত্যাগ্রহী দল একটি সুসজ্জিত নৌকায় আরোহণ করেন। শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাই গান্ধীও দলের সঙ্গে যান। তিনি তাঁহার স্বামীর পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা নাইডু ফ্রী-প্রেসের প্রতিনিধির নিকট হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলেন—বৃদ্ধ বড়ই জোরে ছুটিতেছেন। বিপুল শঙ্খধ্বনির মধ্যে নৌকা ছাড়ে; গান্ধীজী করযোড়ে সকলকে প্রত্যভিবাদন করিতেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এবং শ্রীমতী কস্তুরীবাই যখন সত্যাগ্রহী-দল পরিবেষ্টিত হইয়া বরোচবাসীদের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন তখন সে দৃশ্য দেবদুর্লভ হইয়াছিল।

মৌলানা আব্বাস তায়েবজী আমেদাবাদ যাত্রা করিয়াছেন।

মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহী দলে যোগদান করিবার জন্য সিন্ধু হইতে ৫ জন যুবক আগমন করেন, মহাত্মাজী তাঁহাদিগকে বলেন, দলে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে আশ্রমে গিয়া শিক্ষা লাভ কর। এই ৫ জনের ১ জন মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার এবং উকীল; অপর একজন স্কুল মাষ্টার, একজন সরকারী চাকুরীয়া এবং অপর দুইজন ব্যবসায়ী।

সুরাটের সাপ্তাহিক পত্র 'গুজরাট' একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ সংস্করণে বলা হয় যে, বোম্বাইয়ের গবর্ণর স্যর ফ্রেডারিক সাইক্স দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। মহাত্মাজী জালালপুরে পৌছিলে যে সমস্যার সৃষ্টি হইবে তৎসম্বন্ধে বড়লাটের সঙ্গে পরামর্শ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

"ইণ্ডিয়ান ডেলি মেল" পত্রের রাজনীতিক সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, গান্ধীজীর অভিযান সম্পর্কে সমস্যার সমাধান জন্য বোম্বাইয়ের লাট ভ্রমণ তালিকা বাতিল করিয়া দিয়া দিল্লী রওনা হইয়াছেন। কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত একটি নিখিল ভারতীয় ব্যাপার, সুতরাং এ সম্বন্ধে বোম্বাই সরকারের নীতি ভারত গবর্ণমেন্ট এবং ভারত সচিবের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি এসম্বন্ধে বড়লাটের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন। সংবাদদাতা আরও বলেন যে, সত্বরই বড় রকমের ব্যাপার কিছু ঘটিতে পারে; গান্ধীজীকে হয়ত জালালপুরের দিকে অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে না

গত ২৬শে মার্চ্চ বারোচে একটি বিরাট ও সুদৃশ্য মণ্ডপে মহাত্মাজীর অভিভাষণ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত বহু নরনারী সমবেত হন। মহাত্মাজী প্রায় পঁচিশ মিনিট কাল ধরিয়া তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার অভিভাষণ উপস্থিত সকলের প্রাণে একটা অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ ও পুলকস্পন্দনের সঞ্চার করিয়াছিল। মহাত্মাজী তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, তাঁহার জনৈক মুসলমান বন্ধুর নিকট হইতে প্রাতঃকালে তিনি একখানি পত্র পাইয়াছেন। ঐ পত্রে তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। তিনি এখানে উক্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে

আর দুইটির উত্তর প্রদান করিবেন। প্রথম প্রশ্ন দ্বারা মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে তিনি শুধুমাত্র হিন্দুদের সাহায্য লইয়া স্বরাজ লাভে সমর্থ হইবেন কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে তিনি স্বপ্নেও এইরূপ আশা করেন নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাফল্য ভগবানের উপর নির্ভর করিতেছে। এই সম্পর্কে মহাত্মাজী ইহাও বলেন আমার এই আন্দোলনে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও তাঁহার প্রেরণা থাকিলে হিন্দু কিম্বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের শক্তির প্রয়োজন হইবে না। আমার উপর যদি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ না থাকে তাহা হইলে আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া যাইবে। হিন্দুরা আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন না করার কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি এতদিন আইন অমান্যে সম্মতি প্রদান করি নাই যেহেতু আমার আত্মপ্রত্যয় ছিল না। এমন কি লাহোরেও আমি বলিয়াছিলাম যে, আইন অমান্যের অনুকূলে আমি কোন যুক্তি দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু এক্ষণে সময় উপস্থিত দেখিয়া আমি নিজেই বিস্মিত হইয়াছি। আমার এক্ষণে আত্মপ্রত্যয় হইয়াছে এবং আমি ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি যে, ভগবান আমাকে যে শক্তি দিয়াছেন আমাকে তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা যদি মহা শুভক্ষণ না হয় তবে শুভদিন আর আসিবে না।"

উপসংহারে মহাত্মাজী করজোড়ে হিন্দু মুসলমানের নিকট সাহায্যের প্রার্থনা জানাইয়া বলেন—"আমি প্রত্যেক পুরুষ, নারী ও শিশুকে চাই। এমন কি আমি ইংরাজের সাহায্য চাই কিন্তু ব্রিটিশ-শাসন চাই না।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে বাঁকুড়া সত্যাগ্রহ কমিটীর এক অধিবেশন হয়। তাঁহার নির্দ্ধারণ অনুসারে ২৮শে মার্চ্চ ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫ জন সত্যাগ্রহীর সহিত বাঁকুড়া হইতে কাঁথি অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা সোনামুখী, পাত্রসায়ের, গড়বেতা এবং মেদিনীপুর হইয়া কাঁথীর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং লবণ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা লবণ প্রস্তুত করিবেন না। যদি মহাত্মাজী পূর্ব্বেই গ্রেপ্তার হন তবে তাঁহার লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন অমান্য করিবেন।

কাঁথীর নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রামবাসী লবণ প্রস্তুত করিবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে চারিদিকে উত্তেজনা দেখা যাইতেছে। সকলেই লবণ তৈয়ারীর উদ্যোগ করিতেছে গ্রামের অনেক দরিদ্রলোক পূর্ব্ব হইতেই লবণ প্রস্তুত করিত। মহাত্মা গান্ধীর কার্য্যে তাহারা সাহসী হইয়াছে।

নাড়াজোল রাজকাছারীতে শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্তের সভাপতিত্বে কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক সভা হয়। সেই সভার প্রস্তাব অনুসারে গ্রামে গ্রামে লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন অমান্য করিবার জন্য জনসাধারণকে বলা হইয়াছে। বাংলা কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সভ্য কাঁথী নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ ব্যানার্জ্জি উক্ত সভাতে জানাইয়াছেন যে তাঁহার অধীনে ৫০০০ ভলাণ্টিয়ার সত্যাগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত আছে।

চাঁদপুরে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগের সভাপতিত্বে জনসাধারণের এক সভা হয়। তাহাতে আইন অমান্য করিবার জন্য ভলাণ্টিয়ার ও চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে। কলিকাতাতে যে আইন অমান্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ তাহাতে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

হাবড়াতে জনসাধারণের এক মহতী সভা হয়। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন এবং ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রথম আইন অমান্য করিবার নিমিত্ত ভলাণ্টিয়ার দলভুক্ত হন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বহু সংখ্যক যুবক ভলাণ্টিয়ার হইয়াছেন।

ঢাকা জিলা কংগ্রেস কমিটি আইন অমান্যের জন্য ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ করিতেছে।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানন্দ প্রসাদ, শশিভূষণ ঘোষ ও ক্ষিতীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি বড় বড় নেতাগণ তানা ও ওরাওঁদের মধ্যে জোর প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। ইহারা সকলেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদানের জন্য প্রস্তুত। আগামী ৭ই এপ্রিল তারিখ তাহাদের এক বিরাট সভায় তাহাদিগকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও কংগ্রেস কার্য্যপদ্ধতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত গত ২০শে তারিখ মেদিনীপুর কর্ম্মী সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিলে তানাদের এক সভায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। আট লক্ষ ওরাওঁর মধ্য হইতে এক লক্ষ লোক এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

চম্পারণে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করিয়া আইন অমান্য করা হইবে। এজন্য চম্পারণ জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট ও অপরাপর সদস্যগণ গ্রামবাসিগণকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও গ্রামে গ্রামে প্রচার কার্য্যে ব্যস্ত আছেন।

বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী আইন অমান্য সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইনি মাড়োয়ারীদের এক বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন, ঐ বৈঠকে মাড়োয়ারিগণ বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিতে প্রতিশ্রুত হন, অনেকে বিদেশী বস্ত্রের জন্য বিলাতে যে অর্ডার দিয়াছেন তাহাও বাতিল করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। ঠাকুর রামানন্দ অস্পৃশ্যদের ও ছাত্রদের দুইটি সভায় বক্তৃতা দান করেন, সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করে। প্রত্যহ স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হইতেছে।

পুস্তিকা বিতরণ

রেঙ্গুন কারাগারে বন্দী দেশভক্ত শ্রীযুক্তযতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্তের মালদহ সম্মেলনীর অভিভাষণ /০ এক আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে এক কপি পাঠান হইবে। বেয়ারিং পোষ্টে পাঠান হইবে না।

ম্যানেজার, দেশবন্ধুপ্রেস পুরুলিয়া।

হুগলী জেলা সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্তের অভিভাষণ

বন্ধুগণ,

আপনারা এই সম্মিলনীর সভাপতিরূপে আমাকে মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করিবার যে অধিকার দিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশক মামুলি বিনয় বাক্যে আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। আমি একেবারে কাজের কথাই আরম্ভ করিব। বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় মুক্তির স্বরূপ ও উপায় নির্দ্ধারণ বিষয়ক চিন্তাধারা এখন একটি বিষয়েই কেন্দ্রস্থ হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী যে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন তাহা কেমন করিয়া জয়যুক্ত করিতে হইবে ইহাই এখন একমাত্র জাতীয় সমস্যা—অন্য কোন বিষয় ভাবিবার বা চিন্তা করিবার এখন আর সময় নাই। যুদ্ধের সৈন্য সংগ্রহ, যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ, যুদ্ধের স্থানীয় স্বরূপ নির্ণয়, যুদ্ধের পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত সহরবাসী গ্রামবাসী শিক্ষিত অশিক্ষিত, যুবক বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর যুদ্ধার্থীর একবার সমবেত হওয়া আবশ্যক বলিয়াই সম্মিলনীর এই অধিবেশনের সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে, নতুবা এই সঙ্কট সময়ে বাষিক নিয়ম রক্ষার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

প্রধান সেনাপতি মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সেনাবাহিনী সহ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন—সংগ্রামে জয় লাভ না হইতে ফিরিবেন না; বিদেশীর শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতকে সম্পূর্ণ মুক্ত না করিয়া নিরস্ত হইবেন না। হয় পূর্ণ স্বরাজ অথবা মৃত্যু—এই পণ করিয়া তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। যুদ্ধ যেরূপ অভিনব, তাহার প্রণালী যেরূপ অভিনব, সেনাপতির সঙ্কল্পও তদ্রূপ অভিনব! এক দিকে প্রভুত্ব গর্ব্বিত সাম্রাজ্যবাদীর অর্থপুষ্ট বিরাট পল্টনের দর্পভরা বিভীষিকা, বিশাল বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, রাজনৈতিক কূট বুদ্ধির অবিচ্ছেদ্য জাল পত্তন এবং সমগ্র জাতির মনুষ্যত্বনাশক বিধিবিধানের বিরাট বহর—আর অন্যদিকটি? এক ক্ষীণকায় বৃদ্ধের মৃত্যুঞ্জয়ী দৃঢ়তা, অটল আত্মবিশ্বাস এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র দেশবাসীর কষ্টসহনে সম্মতি দান। এক পক্ষে মারণ, শোষণ, নিপীড়ন, নির্য্যাতন অন্য পক্ষে সত্য, প্রেম, পবিত্রতা ও সংযম। হিংসা-দ্বেষের বিরুদ্ধে অহিংসার অভিযান এবং শান্তিরক্ষার অজুহাতে উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে সংযমের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। মহাত্মা আশ্বাস দিয়াছেন—সত্যাগ্রহ যুদ্ধে সৈনিকগণ যদি সত্যকে পরিত্যাগ না করে তাহা হইলে পরাজয় অসম্ভব। দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাঁহার আশ্বাস-বাণীতে বিশ্বাস হয় না কি? বিশ্বাস হউক বা না হউক, ইহা সুনিশ্চিত যে এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের উপর সমগ্র জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। জয়লাভে জীবন লাভ, আর পরাজয়ে চির ধ্বংসের পথে গমন। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই যুদ্ধে জয়লাভের বড় একটা আশা হয় না, অবসাদ ও নৈরাশ্য আসিয়া হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে। ধর্ম্ম ভণ্ডামীতে সমাচ্ছন্ন, সমাজ ক্রয় বিক্রয়ের আদর্শে কলুষিত, নীতি বিলাস-লালসায় অভিভূত, এমন কি রাষ্ট্রক্ষেত্রও আত্মকলহে জর্জ্জরিত। কি দেখিয়া মহাত্মাজীর বাক্যে বিশ্বাস আসিবে? বহির্দৃষ্টিতে ভারতের অবস্থা যেমনই মনে হউক না কেন, একটু বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বাহিরের দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা ও অজ্ঞানতার অন্তরালে ভারতীয় সভ্যতার এমন একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে যাহা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এই অন্তর্নিহিত শক্তি সাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেও ভস্মে আচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তাহা এখনও আপন প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই অন্তর্নিহিত শক্তির প্রথম সন্ধান দিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। সন্ন্যাস জীবনে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া সাধারণ কৃষকের সরলতাময় ধর্ম্মজীবনের ভিতর দিয়া গ্রামবাসী গরীব গৃহস্থের অতিথিসেবার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া, ধর্ম্মার্থী তীর্থযাত্রীর সরল ব্যাকুলতার সন্ধান পাইয়া এবং সর্ব্বত্যাগী তরুণ যুবকগণের জনসেবায় আত্মনিয়োগ ক্ষমতা দেখিয়া এই চক্ষুষ্মান মহাপুরুষ সত্য সত্যই বুঝিয়াছিলেন—আপাততঃ এই বিশাল দেশের বিরাট জাতিটা মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিলেও ইহার আত্মস্মরণ শক্তি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, শীঘ্রই নবভাবে জাগ্রত হইয়া বিপুল উৎসাহে জগতের নিকট অভিনব মুক্তির মন্ত্র প্রচার করিবে। জলদগম্ভীর স্বরে প্রচার করিলেন—"ভারত বিশ্ববিজয়ী হইবে—অস্ত্রের বলে নহে, অর্থ বলে নহে, জনশক্তির বলেও নহে; ত্যাগের আদর্শ, বৈরাগ্যের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ ভোগে অবসন্ন মানব জাতির নিকট স্থাপন করিয়া।" বহুকাল সঞ্চিত অবসাদ নৈরাশ্যের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া অদ্বিতীয় পুরুষসিংহ এই বীর যুবক ডাকিয়া বলিলেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!"—"উঠ, জাগ এবং ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া নিজের স্বরূপ অবগত হও।"

তারপরে আশার বাণী শুনিতে পাই মাতৃসাধক অরবিন্দের নিকট। কারাগৃহে বাস কালে যখন দেখিতে পাইলেন চুরি-ডাকাতির অপরাধে যাহারা দণ্ডিত হইয়াছে, সেই অবজ্ঞাত কারাবাসিগণের ব্যবহারেও সংস্কারগত দেবত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাদেরও আচরণের ভিতর নিষ্কাম ত্যাগের মহিমা ফুটিয়া বাহির হইতেছে তখন তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ় ধারণা জন্মিল—এই প্রাচীন দেশের ত্যাগের আদর্শ এখনও অলক্ষিত ভাবে লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে, এই জাতিকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা

ব্যর্থ হইবে না। আবার যখন দেখিতে পাইলেন পার্থিব জীবনটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যে সকল যুবক তাঁহারই সহিত কারাগৃহে এক সঙ্গে বাস করিবার অধিকার পাই-য়াছে, তাহাদের ভিতর তপস্যায় লাভ করা যায় না এমন সব শক্তি স্বভাবগতভাবে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; অশোক নন্দীর নির্ভরতা, উল্লাসকরের অনাবিল আনন্দ এবং কানাই দত্তের মৃত্যুঞ্জয়ী দৃঢ়তা যখন এই মহানুভব মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তখন তিনি বিশ্বাস করিলেন ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে, তমসাবৃত রজনী ভেদ করিয়া অচিরেই আলোকরশ্মি ফুটিয়া বাহির হইবে। এই বিশ্বা-সের বলেই প্রচার করিলেন—"ভারতীয় ভাবের গতি অব্যাহতভাবে চলিয়াছে, কাহারও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অপেক্ষা করিবে না, অবিচলিত বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া কাজ করিলেই ইষ্ট সিদ্ধি হইবে।"

ভারতের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে বৈরাগ্যোজ্জ্বল স্বামীজীর অন্তরে যে সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল, সাধনাপূত অরবিন্দের মনোমধ্যে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মবীর মহাত্মা গান্ধীও কর্ম্মক্ষেত্রে সেই একই সত্য প্রত্যক্ষ করিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় কুলি-কৃষকগণের সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া; খয়রার কৃষকদের অসা-ধারণ সহিষ্ণুতা ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার মনেও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসের এক সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। শত দৈন্য, শত অবসাদ শত নিরুৎসাহের ভিতর তিনি নিজেকে আশাবাদী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তায় অনু-প্রাণিত হইয়া এক অভিনব পন্থায় এই বিরাট জাতির অন্তর্নিহিত সমগ্র শক্তিকে সংহত করিয়া অহিংস অসহ-যোগ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যে বিশ্বাস পূর্ব্বে কতিপয় স্বপ্নদর্শী মাতৃভক্তের শুদ্ধ হৃদয়ে অধিকার স্থাপন করি-য়াছিল তাহা এখন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিয়া সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িল এবং একটা প্রকাণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। দেশবন্ধু সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া ত্যাগের মহিমায় অবিশ্বাসীর মনও আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন, এবং আরও অনেক ভারত সন্তান স্বাধীনতার আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া তনু-ধন-মন সমর্পণ করিয়া সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিলেন যে উপযুক্ত সুযোগ ও প্রেরণা আসিলেই ভারতের জাতীয় শক্তি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ১৯২১ সালে যে প্রেরণা আসিয়াছিল তাহাতে আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই বটে, সহস্র বৎসরের পুঞ্জীভূত দাসত্বের সংস্কার তাহাতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই বটে, কিন্তু উহাতে একটা অমোঘ সত্য সকল ভারতবাসীরই অন্তরে হইয়াছে যে, সাধারণ অবস্থায় জাতিগত ভাবে আমরা যতই আপনাদিগকে শক্তিহীন, দুর্ব্বল বলিয়া মনে করি না কেন, কাজের সময় উপস্থিত হইলে এবং সবলতার বিশ্বাস আসিলে আমাদের দ্বারাই অতি মহৎ কার্য্যও সাধিত হইতে পারে। পঞ্চনদে আকালী শিখগণ তাঁহাদের ধর্ম্মযুদ্ধেও এই একই সত্য প্রমাণিত করিয়াছেন।

জাতীয় শক্তি উদ্বোধনের আবার একটা নূতন যুগ আসিয়াছে। যাহা পূর্ব্বে বীজাকারে বর্ত্তমান ছিল, স্বদেশী যুগে তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, বিপ্লব যুগে তাহা পল্লবিত হইল। অসহযোগের সময় তাহাই শাখা প্রশাখা সমন্বিত বিস্তৃত বৃক্ষে পরিণত হইল এবং বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ যুদ্ধের উৎসাহ ও উদ্যম হইতে নব রস সংগ্রহ করিয়া তাহাই পুষ্প-ফল-সমন্বিত মহীরুহে পরিণত হইতে চলিয়াছে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতেছে। দিকে দিকে এক নব জাগরণের সুস্পষ্ট চিহ্ন পরিলক্ষিত হই-তেছে। আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র হিন্দুস্থানের নরনারী যেন কি এক অভাবনীয় উৎসাহের প্রেরণায় অতীত অবসাদ ও জড়তার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছে। সবরমতীর ঋষির মন্ত্র শক্তিতে, তাঁহার শুদ্ধ হৃদয়ের স্পর্শে, তাঁহার তপস্যায় নূতন সৃষ্টির সূচনা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও কত দিন সংস্কার বশে অবিশ্বাস পোষণ করিবে? আজ হউক, কাল হউক বিশ্বাস করিতেই হইবে—এই শেষ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারত সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে, ইহাই আমি বিশ্বাস করিতে বলিতেছি। বিশ্বাস কর—মুক্তি আসিবেই আসিবে।

যুক্তি দ্বারা, ন্যায় শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা, বাক্য প্রয়োগের চাতুর্য্য দ্বারা বিশ্বাস উৎপন্ন করা সম্ভব কি না জানি না, তবে হৃদয়ের ভাব বিনিময় দ্বারা যে এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ে বিশ্বাস সংক্রমিত হইতে পারে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ভাবেই আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে এবং ক্রমশঃ সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। বিশ্বাসের ভিতর দিয়াই ভাবের প্রেরণা আসে। বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেরণাও শক্তি লাভ করে। এখন যে সকল কারণে সঙ্কোচ, নৈরাশ্য, অবসাদ আসিয়া চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, ভাবের বন্যা আসিলে তাহা কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই। সাম্প্রদায়িক বিরোধ, ভোগের অধিকার, রাষ্ট্রীয় দলাদলি—এগুলি তুচ্ছ কথা! বর্ষাকালে পার্ব্বত্য নদীর বন্যার মত ভাবের বন্যা যখন দেশকে প্লাবিত করিবে তখন ঐ সব জঞ্জালগুলি তৃণের মত ভাসিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে কেহ তাহা লক্ষ্যও করিবে না। ১৯২১ সালে ভাবের প্রেরণা আসিয়াছিল, আবারও আসিতেছে—কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মানুষের চেষ্টা ও মানুষের চিন্তাকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বত্র প্রেরণা আসে। মহাপুরুষের আশ্বাস বাণীতে বিশ্বাস কর,

মুক্তি অবশ্যম্ভাবী কিন্তু কল্পনার ভিতর দিয়াই সে বিশ্বাস করিলে চলিবে না। মহারাষ্ট্রের মোবালা সৈনিকগণ ছত্রপতি শিবাজীর বাক্যে যেরূপ কর্ম্মশীলতার ভিতর দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, গুরু গোবিন্দের বাক্যে শিখবীরগণ যেরূপ আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, তুরস্কের কৃষকগণ কামালপাশার নায়কত্বে যেরূপ দৃঢ়তার ভিতর দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, আমাদেরও তদ্রূপ বাকবিতণ্ডা ও কল্পনার পন্থা পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধীর বাক্যে কর্ম্মের ভিতর দিয়া, দৃঢ়তার ভিতর দিয়া, ত্যাগের ভিতর দিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

অনেকের মনে সন্দেহ জাগে—বিনা অস্ত্রযুদ্ধে কেমন করিয়া স্বাধীনতা লাভ হইবে? কোন দেশ সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়া স্বাধীন হইয়াছে—ইতিহাসে ত এরূপ প্রমাণ নাই। তাহার উত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, একত্রিশ কোটী লোকের বাসভূমি এত বড় একটা দেশ কিরূপে মুষ্টিমেয় ইংরেজের অধীন হইল তাহারও উদাহরণ পূর্ব্বে কোথাও ছিল না। ভারতের অধীনতার ইতিহাসও যেরূপ নূতন, ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধও তদ্রূপ নূতন। অতিশয় দুঃসময়েই বিপরীত বুদ্ধির বশ-বর্ত্তী হইয়া ব্যবসায়ী ইংরেজকে ভারত আদর করিয়া মাথার উপর বসাইয়া দিয়াছে। স্ত্রৈণ পুরুষের স্ত্রী যেরূপ স্বামীর দুর্ব্বলতা বুঝিয়া নানাবিধ মোহকরী উপায় অব-লম্বনে তাহাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া ফেলে, কূটবুদ্ধি ইংরেজও তদ্রূপ বিজাতীয় শিক্ষা, চমকপ্রদ সভ্যতা, মনুষ্যত্বনাশী শাসন-পদ্ধতি প্রভৃতি যাদু বিদ্যার প্রভাবে ভারতবর্ষকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। ভারতেরই জনবল, ভারতেরই অর্থবল, ভারতেরই শ্রমবল নানাবিধ ছল-চাতু-রীর প্রভাবে হস্তগত করিয়া প্রভুত্ব জারি করিতেছে, আবার মিথ্যা আস্ফালন করিয়া বলিতেছে—"অস্ত্রবলেই আমরা ভারত জয় করিয়াছি, অস্ত্রবলেই আমরা তাহা রক্ষা করিব। অভিশপ্ত ভারতের লোক নিজেদের শক্তির কথা ভুলিয়া গিয়া, নিজেদের সম্পদের কথা ভুলিয়া গিয়া, নিজেদের অতীত সভ্যতার কথা ভুলিয়া গিয়া ভূতগ্রস্ত হতজ্ঞান ব্যক্তির মত ভয়ে জড়সড় হইয়া আছে। এই ভীতিসঞ্চার ও আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসই ভারতের অধীন-তার ইতিহাস। সত্যাগ্রহের প্রধান অবলম্বনই নির্ভীকতা ও আত্মবিশ্বাস। সুতরাং সত্যাগ্রহ দ্বারা ভারতের অধীনতা দূর হইবে—ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? যে ঔষধে যে বিষের প্রতিক্রিয়া হয় তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে।

ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকুক বা নাই থাকুক অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহ দ্বারা প্রধানতঃ ভারতবাসী দ্বারা পরিচালিত বর্ত্তমান আমলাতন্ত্রকে যে অচল করা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। গত ৯ বৎসরের মধ্যে যেখানে যেখানে ব্যাপক ভাবেই হউক বা খণ্ড ভাবেই হউক সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা গিয়াছে সেখানেই আমলা তন্ত্রকে প্রভুত্বের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। পঞ্জাবের গুরুদ্বারে, মধ্যপ্রদেশের নাগপুরের জাতীয় পতাকা ব্যাপারে, বাঙ্গলার তারকেশ্বর বা পটুয়াখালিতে এবং গুজরাটের বার্দ্দৌলিতে—সর্ব্বত্রই গণশক্তির দৃঢ়তার নিকট আমলাতন্ত্রকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমার ইউ-নিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স বন্ধ করিয়া তদানীন্তন শাসন-তন্ত্রকে কাঁথিবাসী জনসাধারণ যে কিরূপ বিব্রত করিয়াছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে বন্দাবিলার গ্রামবাসিগণ কিভাবে বিব্রত করিতেছে তাহা বিবৃত করা অনাবশ্যক। একটা গ্রাম বা একটা মহকুমাকে বশে আনিবার জন্য যখন এই প্রভুত্ব-গর্ব্বিত আমলাতন্ত্রের মাথা হেট করিবার প্রয়োজন হয় তখন ব্যাপকভাবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলে তাহার প্রভাব যে আমলাতন্ত্রকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কি হেতু আছে তাহা আমি বুঝি না। যাহারা মোহগ্রস্ত হইয়া শাসনের বোঝা বহন করিতেছে জ্ঞান লাভ করিয়া তাহারাই স্বেচ্ছায় বোঝা ফেলিয়া মুক্ত হইতে কেন পারিবে না তাহাও বুঝিতে পারি না। সুতরাং জাতির ভিতর মুক্ত হইবার সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে বর্ত্তমান-শাসন-তন্ত্রকে ধ্বংস করা খুব কঠিন কথা নহে।

আমলা-তন্ত্রকে ধ্বংস করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন শাসন-তন্ত্র গড়িয়া দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা সত্যাগ্রহ দ্বারা কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাই ভাবিবার বিষয়। যদি কিছুকালের নিমিত্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার অভাবও হয় তাহা হইলেও সেই অবস্থা বর্ত্তমান দাসত্বের অবস্থা হইতে শ্রেয়: কারণ দাসত্বের শান্তি ও মৃত্যুর শান্তির মধ্যে যে কোন পার্থক্য আছে তাহা আমার উপলব্ধি হয় না। তবে আমার বিশ্বাস, ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম পরিচালিত করিবার সময় যে সঙ্ঘশক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে তাহাতেই স্বরাজ শাসনতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইবে, এবং সংগ্রামের সংঘাতের ভিতর দিয়া সমগ্র জাতির স্বরাজ-পরিচালনার অনুকূল চরিত্র গঠিত হইয়া যাইবে। এখন যাহারা জীবন-মরণ পণ করিয়া সত্যাগ্রহ যুদ্ধের সৈন্য-বাহিনী গঠিত করিবে, তাহারাই দেশের শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। এমন কি আমলা-তন্ত্রের যে বিভাগ ধ্বংস হইতে থাকিবে, স্বরাজ-তন্ত্রের সেই বিভাগই সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিবে। আজ যদি গ্রামবাসিগণ সত্যাগ্রহ করিয়া ইংরেজের আদালত-গুলি ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে গ্রামের পঞ্চায়ে-তির বিচারকেই তাহারা স্বেচ্ছায় শিরোধার্য্য করিয়া

হইবে। ধ্বংস-প্রণালীর ভিতরই ভবিষ্যৎসৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে। সত্য, প্রেম ও ন্যায়ের পথে যদি ধ্বংস আসে, তাহা হইলে সৃষ্টির ভিতরও সত্য প্রেম ও ন্যায়ের প্রভাবই বর্ত্তমান থাকিবে। এই হিসাবে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালী গঠন হিসাবে সত্যাগ্রহ সংগ্রামের একটা বিশিষ্টতা আছে। কার্য্য ও কারণের, যুদ্ধ প্রণালীর ও স্বরাজ্য স্থাপনের দার্শনিক সম্বন্ধ বিচার করিলেও ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ফলেই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে পারে এবং প্রকৃত সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। হিংসা দ্বেষের অভিযানের ভিতর কোন না কোন প্রকারে স্বেচ্ছাতন্ত্রের বীজ থাকিবেই থাকিবে। পরিণামের প্রকৃতি পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন যে বিদেশী শাসন-তন্ত্রের ভিতর দিয়া এই দেশে চতুর্ব্বিধ অভিশাপ আসিয়াছে। নিরস্ত্রীকরণের ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক দুর্গতি, নিরবচ্ছিন্ন অর্থ-শোষণের ভিতর দিয়া আর্থিক দুর্গতি, বহির্মুখ শিক্ষা ও সভ্যতার ভিতর দিয়া মানসিক দুর্গতি এবং স্বেচ্ছাতন্ত্রের ভিতর দিয়া রাষ্ট্রিক দুর্গতি ভারতকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে। এই চতুর্ব্বিধ অভিশাপেরই ধ্বংসকারী প্রভাব হইতে ভারতকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, এই চতুর্ব্বিধ অভিশাপকেই একটা উন্নত আদর্শের সাধনাপূত অনুষ্ঠান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিতে হইবে। অহিংসা, সত্য ও চিত্তশুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত সত্যাগ্রহ সংগ্রাম জয়যুক্ত হইলেই তাহা সম্ভব। এই যে লবণের কর বন্ধ করিবার অভিযান আরম্ভ হইয়াছে ইহা জয়যুক্ত হইলে শুধু যে গরীব ভারতবাসীর আর্থিক দুর্গতিই নিরাকৃত হইবে তাহা নহে; ইহাতে যে স্বেচ্ছাতন্ত্রের শাসক সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, যে জনসাধারণের ভিতর নির্ভীকতার সংক্রমণ আবশ্যক হইবে, ইহাতে যে জাতির হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস আবির্ভূত হইবে এবং ইহাতে যে শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ সকলের ভিতর একটা সাম্যের ভাব স্থাপিত হইবে তাহাতে কি রাষ্ট্রিক, কি আধ্যাত্মিক, কি মানসিক সর্ব্ববিধ অভিশাপই সম্পূর্ণ ব্যর্থপ্রভাব হইয়া যাইবে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠা সত্যাগ্রহ সংগ্রামের সাফল্যের উপরই নির্ভর করে। এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হইলে সম সহিষ্ণুতার ভিতর দিয়া সমগ্র জাতির চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে, সুতরাং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা উচ্চ নীচের কলহ আর জাতির প্রকৃতিকে কলুষিত করিতে সক্ষম হইবে না। সত্যাগ্রহ সংগ্রামই ভারতের ভবিষ্যৎ জীবন ও আদর্শ রক্ষার শ্রেষ্ঠ সম্বল।

এই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ অনুসারেই সকলকে চলিতে হইবে। সংগঠন ও আক্রমণ এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

That Progress Proves Popularity
is strikingly exemplified by the present day position of the

ORIENTAL

INDIA'S GREATEST LIFE ASSURANCE COMPANY.

PROGRESS

NEW BUSINESS

1925	Rs. 296 Lakhs
1926	,, 391 ,,
1927	,, 468 ,,
1928	,, 585 ,,

PREMIUM INCOME

1925	Rs. 93 Lakhs
1926	,, 106 ,,
1927	122 ,,
1928	,, 140 ,,

POPULRITY PROVIDES PROGRESSIVE PROFITS

Bonuses Declared on Whole Life Assurance Policies

1921 Rs. 10 { per Rs. 1000 per Annum

1924—Rs. 22½ } per Rs. 1000
1927 ,, 25 } per Annum

THEREFORE

WHEN SELECTING YOUR LIFE ASSURANCE COMPANY FOR A FIRST OR AN ADDITIONAL POLICY

IT WILL PAY YOU

To come to this Popular and Progressive Office.
For full particulars apply to :—
The Branch Secretary, Oriental Assurance Buildings. 2, Clive Row, Calcutta
or
The Sub.Brnch Secretary Oriental Life Office, Exhibition Road, Patna
or The Organiser Oriental Life Office Kachhery Road, Ranchi
or Mr, S. L, Roy, Organiser of Agencies, Rangpur.

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করে কেন?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের কাজে ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ

কর্ম্ম সঙ্গীত— ৫০
আর তুমি?—জীমূতবাহন সেন /০
বিলাতী বর্জ্জন করিব কেন?
(জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী)— /০
ভক্তরাজ তুলসীদাস—
(ক্ষিতীশ বসু)— ৶০
যৌবন ও বিবাহিত জীবন— ৶০
সাধুবাণী— ৶০
মাতৃপূজা — ।৶০
শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন— /১০
নবীনে প্রাচীনে (নিবারণ দাসগুপ্ত) ৶০
যতীন দাসের ছবি— ৫
প্রাপ্তিস্থান—
দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া
ও
ব্রজেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, আদ্রা।

শ্রীশ্রী৺শীতলা মাতার অক্ষয় কবচ

ধারণ করিয়া মায়ের কৃপায় নির্ভয় হউন।

এই কবচ ধারণ করিলে বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না এবং যাহাদের হইয়াছে তাহাদেরও মাতার কৃপায় প্রাণের কোনও ভয় থাকে না। এই কবচ বালক, বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকলেই ধারণ করিতে পারেন। মাতার পূজার খরচ মাত্র কবচ প্রতি ।/৫ সওয়া পাঁচ আনা লওয়া হয়। একত্রে ৬টী লইলে ১টী এবং ১২টী লইলে ২টী কবচ বেশী দেওয়া হয়। পার্শেল খরচ স্বতন্ত্র ।/০ লাগে। ইহাতে ২৮টী পর্য্যন্ত কবচ পাঠান যায়, কবচ ধারণের নিয়ম কবচের সঙ্গে দেওয়া হয়। আমরা এই কবচের সাহায্যেই বসন্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি।

এই কবচ বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সুখ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে ও ইহার অসংখ্য প্রশংসা-পত্র আছে।

কবচ প্রাপ্তির স্থান—
শ্রীশ্রীশীতলামাতার সেবাইত
শ্রীকামাক্ষ্যা চরণ আচার্য্য
শ্রীশ্রী৺শীতলা আশ্রম
পুরুলিয়া, নডীহা

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস:—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—	৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নূতন বীমা	১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয়	২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে	৬২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান	১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।
কর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এন-আই (লণ্ডন)
কলিয়ারী ডিষ্ট্রিক্ট সমূহের চীফ এজেন্ট,
আসনসোল, E. I. Ry.

জমী ভাড়া

জুবিলি কম্পাউণ্ডের সম্মুখে "কাতরাস রাজার বেড়" নামে পরিচিত (অধুনা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ক্রীত) জমী মাসিক ভাড়ায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। জমীর পরিমাণ তিন বিঘা, বড় রাস্তার উপরে সাহেব বাঁধের অতি নিকটে ভদ্রপল্লীর মধ্যে অবস্থিত, চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সহরের মধ্যে এইরূপ সুন্দর জায়গা দুর্লভ। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীহরিবিলাস মুখোপাধ্যায়, বি, এ,
(শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকিলের বাড়ী)
মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

এই গ্রীষ্মে কোথায় খাইবেন?

যদি খাইয়া তৃপ্তি ও থাকিয়া আনন্দ পাইতে চান তবে

হোটেল ওরিয়েণ্ট্যালে আসুন।

স্নানের সুবন্দোবস্ত আছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত S. D. O, শ্রীযুক্ত গোপেশ চন্দ্র অধিকারী, অনারেরী Deputy Magistrate, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত অবসর প্রাপ্ত D. S. P ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সরকার অবসর প্রাপ্ত District Inspector of Schools এই হোটেলে খাইয়া বলিয়াছেন—"পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এই হোটেলের বিশেষত্ব। খাইবার সময় বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।"

প্রতি বেলা— ।০ মাসিক ১২৲
,, ,, ।৶০ ,, ১৫৲

নীলকুঠীডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান?
তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত "কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"
দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার
পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

CALCUTTA ENGINEERING COLLEGE

62, Debendra Ghose Road.
CALCUTTA.

Industrialised India, with her existing and future Railways, Factories, Workshops big and small, Water Works, Power Houses, Mills and Mechanicised Army, is in need of youngmen with expert technical knowledge. CALCUTT ENGINEERING College offers three years' Diploma Courses in Mechanical and Electrical Engineering. For Matrics the session commences in July. Non-matrics will be given four months' preliminary training and will be admitted in March. For prospectus apply to the Secretary, 217 Gopal Lall Tagore Road, Baranagar, Calcutta.

Dated the 23rd Feb. '30

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারান্টি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী
রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম

মুক্তি

(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার ২৪শে চৈত্র ১৩৩৬, ইং ৭ই এপ্রিল ১৯৩০ { ১৪শ সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাচন সার
জ্বরকেশরী
শিশি ১৲
সর্ব্ব প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

দি
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ
মেহবজ্র
রসায়ন
শিশি ১৷৷০

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২) ১১৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসা রোড (ভবানীপুর), ৪), রংপুর (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ি, (৮) রাজসাহী, (৯ ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া, (২৫) ঢাকা নবাবপুর, (২৬) চিটাগাং ইত্যাদি।
এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।
বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটলগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্‌এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুরুঙ্গা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২৷৷০ টাকা, যাণ্মাসিক মূল্য—১৷৷০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা

বিজ্ঞাপন

আগামী ২০শে ও ২১শে এপ্রিল দিবসদ্বয় ধানবাদে মানভূম জেলা সম্মেলনীর বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সম্মেলনীর কার্য্য সফল করিবার জন্ম মানভূম বাসী সকলের উপস্থিতি ও সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক এই জেলার অধিবাসী পূর্ণ বয়স্ক যে কেহ দুই টাকা চাঁদা দিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে পারেন। মানভূম বাসীগণের নিকট বিনীত নিবেদন যেন সকলে উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়া সম্মেলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সাহায্য করিবেন।

শ্রীরমেশ চন্দ্র সরকার
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি
৩য় মানভূম জেলা সম্মেলন

জানিবার কথা

সস্তারদের উৎকৃষ্ট সাবান—

প্রস্তুতই আমাদের বিশেষত্ব। সেই জন্যই আজ দুই বৎসর হইতে এই কারখানায় প্রস্তুত **সু শ্রী, নির্ম্মল, অলকাতল, মোনালিজ** ইত্যাদী সাবানগুলি সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।

অতএব আপনারা ভেজালযুক্ত বাজে সাবান ব্যবহার না করিয়া, আমাদের প্রস্তুত সাবানগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমাদের সুশ্রী টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আপনার শরীরের চর্ম্মরোগ দূর করুন, ও ঘ্রাণে মুগ্ধ, ব্যবহারে তৃপ্ত ও স্নানান্তে পবিত্র হউন। ইহাতে অন্য সাবানের মত চর্ব্বি নাই ও সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক, বিস্তৃত সংবাদের জন্ম পত্র লিখুন।

Youngmen's Scientific & Indnstrial Works
P. O. Tulin. (Manbhum)

স্বত্বাধিকারী—শ্রীস্থিধর গোস্বামী

Bengal Nagpur Railway Co., Ltd.

(Incorporated in England).

NOTICE.

Due to morning Courts at Purulia, D. Up and D. Down Purulia-Chandil Shuttle and 128 Up and 127 Down Purulia-Muri Shuttle trains will run to the following revised timings on and from 14-4-1930.

D. Up			D. Down.			128 Up.			127 Down.		
Purulia	Dep.	15-3[illegible]	Chandil	Dep.	3-38	Purulia	Dep.	14-0	Muri	Dep.	3-3
Tamna	„	15-43	Nimdih	„	3-57	Rudra	„	14 29	Thulin	„	3-26
Kantadih	„	16-2	Biramdih	„	4-22	Chas Road	„	14-42	Jhalda	„	3-55
Urma	„	16 2[illegible]	Barahabhum	„	4-38	Gurhjaipur	„	14-5[illegible]	Begunkodar	„	4-17
Barahabhum	„	16-3[illegible]	Urma	„	4-53	Begankodar	„	15-19	Gurhjaipur	„	4-50
Biramdih	„	16.4[illegible]	Kantadih	„	5-8	Jhalda	„	15-4[illegible]	Chas Road	„	5-7
Nimdih	„	17-3	Tamna	„	5-19	Thulin	„	16 7	Rudra	„	5-21
Chandil	Arr.	17-2[illegible]	Purulia	Arr.	5-30	Muri	Arr.	16.27	Purulia	Arr.	5-49

Further particulars can be had from Station Masters.

C. RIDSDALE
DISTRICT COMMERCIAL OFFICER,
ADRA.

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার।"

সন ১৩৩৬ সাল, ২৪শে চৈত্র সোমবার।

জাতীয় সপ্তাহে জাতির কর্ত্তব্য।

গত ৬ই এপ্রিল হইতে জাতীয় সপ্তাহের আরম্ভ। জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে জাতির পরাধীনতার এবং অমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার যে নগ্নমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল, ব্যথিত মুক্তিকামী দেশবাসী সেই স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য প্রতি বৎসর জাতীয় সপ্তাহ পালন করিয়া আসিতেছে। পরাধীনতার গ্লানি মুছিয়া ফেলিতে, বন্ধনের হাত হইতে উন্মুক্ত হইতে, সুপ্ত মোহগ্রস্ত জাতিকে সচেতন করিতে এবং এই উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতীয় শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অত্যাচার উৎপীড়ন, স্বেচ্ছাচারিতার মূলোচ্ছেদ করিতে জাতি দশবৎসর পূর্ব্বে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে বদ্ধপরিকর হয়। যখন সে দেখিল ব্যাটন বা বেয়োনেটের আঘাতে তাহার শরীর রক্তাক্ত হইতেছে, ফৌজদারী আইনের অপপ্রয়োগে তাহাকে জর্জ্জরিত হইতে হইতেছে, ক্রমাগত শোষণের ফলে অনশনে অর্দ্ধাশনে তাহার দেহ বলহীন হইয়াছে, বিদেশীর হাতে সে কুকুর বিড়ালের ন্যায় হত ও আহত হইতেছে তখন তাহার মানবাত্মা বিদ্রোহী হইল, তাহার অসীম সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তাহার আত্মমর্য্যাদা তাহাকে মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য পাগল করিয়া তুলিল. শাসকের স্পর্দ্ধার উত্তরে সে বলিল ভ্রান্ত! তরবারীর সাহায্যে দেশ জয় করিবার মিথ্যা ধারণা পোষণ করিলেও তেত্রিশ কোটী দেশবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে শাসন করিবার সাধ্য তোমার নাই। তোমার কামান, তোমার গোলা গুলি আমাদের প্রাণ লইতে পারে, তোমার পুলিশ, তোমার হাকিম আমাদিগকে জেলে পুরিতে পারে কিন্তু তবুও তোমার শক্তি নাই যে এই জাতির সমবেত চেষ্টা অগ্রাহ্য করিয়া তুমি তাহাদিগকে পরিচালনা করিবে। সুযোগপন্থী ডাকটাদের দলের সাহায্যের তুমি ভরসা করিতেছ, দেখিবে তাহারা কাজের বেলায় কোথায় চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আজ তাহাদের মা বাপ ভাই বোনদের বিরোধিতা করিতেছে সেই সব দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতদের সাহায্যের যে এক কাণাকড়িও মূল্য নাই। দশবৎসর ধরিয়া ভারত জাতীয় সপ্তাহ পালন করিয়া আমলাতন্ত্রের মুখ্য প্রতিনিধি ডায়ারের ১৩ই এপ্রিলের স্পর্দ্ধার এইরূপে জবাব দিয়া আসিয়াছে। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন সমস্ত দেশকে বিলোড়িত করিয়াছিল।

আর এ বৎসর জাতীয় সপ্তাহের দিনে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব অসহযোগ আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধী পশ্চিম ভারতের সমুদ্রোপকণ্ঠে তাঁহার অভিনব সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সব প্রদেশেই আইন অমান্য আরম্ভ হইল। কলিকাতায় ও বোম্বাইএ গুলি চালাইয়া অহিংস নিরীহ ভারতবাসীকে হত্যা করিয়া এবং দেশের ছোট বড় সহস্র সহস্র কর্ম্মীকে জেলে পুরিয়া আমলাতন্ত্র দেশে বিভীষিকা সৃষ্টি করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহা এই আগুনে ইন্ধন যোগাইয়াছিল, দেশবাসীর মনে নূতন প্রেরণা দিয়াছিল, তাহাদের মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতনের সংকল্পকে আরও দৃঢ়তর করিয়াছিল। চৌরীচৌরাতে রক্তপাত হইতে দেখিয়া সেবারে অহিংসার অবতার মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ স্থগিত করিয়াছিলেন। এবারে তিনি বলিয়াছেন এবার আর সেরূপ করিবেন না, স্বাধীনতা লাভ না করিয়া কিছুতেই তিনি ফিরিবেন না। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বোধিদ্রুমতলে সিদ্ধার্থ এইরূপ সংকল্প লইয়া তপস্যায় বসিয়াছিলেন, রৌদ্র বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই, সকল বাধাই তিনি অনায়াসে অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রত্নাকর রামনাম জপ করিতে করিতে তাঁহার দেহপাত করিয়া অবশেষে ফল লাভ করিয়াছিলেন। মরণপণ করিয়া যিনি তপস্যায় বসিয়াছেন তিনিই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং মহাত্মার সাধনাও ব্যর্থ হইবে না। তিনি বলিয়াছেন—হয় আমি অভীষ্ট লাভ করিব নয় আমার মৃতদেহ জলধিজলে ভাসমান হইবে। স্বাধীনতার যুদ্ধ একবার আরম্ভ হইলে, জয়লাভ না করিয়া তাহার শেষ হয় না। এ আগুন একবার জ্বলিলে তাহা কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় না, আহুতি ও ইন্ধন কোন না কোন স্থান হইতে আসিবেই আসিবে। সুতরাং ভারতের মুক্তি আসিবেই আসিবে, ভারত স্বাধীন হইবেই, তাহা কিছুতেই আটক থাকিবে না। মহাত্মা গান্ধী বা তাঁহার কোন সত্যাগ্রহী সৈন্যকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে দিলে বা ফাঁসীকাঠে ঝুলাইলেও এই সংগ্রামে কোন বাধাই সৃষ্টি করিতে পারিবে না। ঈশদূত যীশুখৃষ্টকে বিচারের প্রহসন করিয়া ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল, তাহাতে কি তাঁহার অভিনব ধর্ম্ম প্রচারের বাধা পড়িয়াছিল? না। কিছুদিন মধ্যেই সমস্ত জগত, এমন কি যাহারা তাঁহার বিচার করিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিল তাহারাও তাঁহার অভিনব ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছিল। সেইরূপে মহাত্মাও এই অভিনব অহিংস সত্য সংগ্রামে জয়ী হইবেন—সত্যের জয়

হইবে—ভারত স্বাধীন হইবে। কিন্তু এই যুদ্ধে শীঘ্র জয়লাভ করিতে হইলে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগাইতে হইবে—স্বার্থপরতা, ঐশ্বর্য্যের মোহ ও বিলাসিতা বিসর্জ্জন করিয়া মহাত্মার পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। মরার মত না মরিয়া সাধকের মত মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন "সমগ্র দেশ স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়, ছোট বড় সকলে সত্যাগ্রহ করিতে প্রস্তুত হও।" ভারত-বাসিগণ যে যেখানেই থাক এই জাতীয় সপ্তাহে সেনাপতির আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদান করিয়া নিজেরা ধন্য হও, দেশকে ধন্য কর।

সরকারের বর্ত্তমান নীতি

১৯১৪ সালের মহাসমরের অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট রুমানীয়ার মূল্যবান তৈলখনি সমূহ নষ্ট করিয়া ফেলে—যদিও রুমানীয়া স্বাধীন রাজ্য, আকারে ক্ষুদ্র বলিয়াই এরূপ সম্ভব হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে জার্ম্মাণেরা ঐ তৈলখনি সমূহ যুদ্ধের সময় ব্যবহার করিতে না পারে। রুমানীয়া একার্য্যে বিশেষ আপত্তি করেন। সেদিনও রুমানীয়া গভর্ণমেণ্ট, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এবিষয় লইয়া ব্রিটিশ আদালতে মোকদ্দমা করিয়াছিল। নিম্ন আদালতে জয়ীও হইয়াছিল, কিন্তু লর্ড সভা রুমানীয়ার বিপক্ষে মত দিয়াছেন। এ দেশেও এই একই প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে। ২রা এপ্রিলের ফ্রি-প্রেসের খবরে ইহা বুঝা যায়। মাদ্রাজে মসলিপট্টমের চারিদিকের গ্রামে যে লবণ জমিয়া থাকে গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে সে সকল নষ্ট করিয়া দিতে গভর্ণমেণ্ট হুকুম দিয়াছেন, উদ্দেশ্য যাহাতে জনসাধারণ সে সকল লবণ লইয়া যাইতে না পারে। যাহা হউক ব্রিটিশ জনসাধারণকে আমরা এ কথাই জানাইতে চাই যে স্বাধীন ভারতের নিকট তাহা-দিগকে ভারতের এই প্রকৃতিদত্ত সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য দায়ী হইতে হইবে। সে কথা যেন তাঁহারা ভুলিয়া না যান।

প্রেরিত পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ডেপুটী কমিশনার বদলী

জনরব এই যে রায়বাহাদুর চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ পুরুলিয়ার ডিপুটি কমিশনার শীঘ্রই বদলী হইবেন কিম্বা ছুটী লইয়া কিছুদিন বিশ্রাম লাভ করিবেন। প্রথমটা যদি হয় তবে সুসংবাদ—দ্বিতীয়টা যদি হয় তবে সেটাও যে মন্দের ভাল তা স্বীকার করিতেই হয়। এই পুরুলিয়ায় তাঁহার পিতা ছিলেন স্কুল ইনেস্পক্টার। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁর সুনামও ছিল। রায় বাহাদুর চারুচন্দ্রের অদৃষ্ট দোষে পিতার কষ্টার্জ্জিত সুনাম ছায়াচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বে চারুচন্দ্রের বদলী হওয়াই মঙ্গলজনক। অন্তভাবে ছুটী লওয়াও সমীচীন।

আমরা হৃদয়হীন নই; সুতরাং তাঁহাকে মনে রাখিব। যেহেতু—

(১) তাঁহারি আমলে পুরুলিয়ার প্রাণ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্তের জেল হইলেও ওজন ছয় সের বাড়িয়াছে।

(২) আজ আমাদের বিভূতি, আচারি প্রভৃতি জেলখানায় ঋণ না করিয়াই ঘি খাইতেছে।

(৩) টপলিস্, শ প্রভৃতি ইংরাজ বাচ্চারা গাল খাইয়া—কোণ ঠেসা হইয়াও যে পন্থা অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন রায়বাহাদুর চারুচন্দ্র অবলীলাক্রমে সেই উপায় দ্বারাই আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি সিমেণ্টে ফাটল্ ধরাইয়াছেন।

(৪) তাঁহারি শাসনকালে ঝালদায় আগুন জ্বলিল। বীর সত্যকিঙ্করের ঘাতক ধরা পড়িল না এবং পুলিশ এদেশে এই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম খুনী খুঁজিয়া পাইল না।

(৫) ডেক সাহেবের সময় দারুণ অসহযোগ আন্দোলনের দিনে যাহার কল্পনা হয় নাই, গোখলে সাহেবের সময়ে ভীষণ হিন্দু মুসলমান সংঘাতের দিনে যাহা সম্ভবপর হয় নাই, শ্রীচারুচন্দ্রের আমলে তাহাই সংঘটিত হইল, দেশের খবরবাহী টেলিগ্রাম বন্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং স্বীকার না করিয়া উপায় নাই রায়বাহাদুর "দশ কর্ম্মান্বিত" ব্যক্তি বটেন।

এই ত পুরুলিয়ার অধীনস্থ ধানবাদেও একজন ডেপুটী কমিশনর [খাঁটী সাহেব এবং I. C. S] রহিয়াছেন তাঁহার শাসনাধীনে এত সব কি ইহার শতাংশও ঘটিয়াছে কি? চারুবাবুর আপিসের কর্ম্মচারীদের মুখেই শুনিয়াছি কে নাকি হাত গুনিয়া কিম্বা কোষ্ঠী দেখিয়া বলিয়া গিয়াছে যে তিনি সত্বর একটা বড় পদ নিশ্চিত পাইবেন। প্রার্থনা করি গনকবাক্য সত্য হউক। সাধারণ ডিপুটী হইতে তিনি বড় সাহেব হইয়াছেন। পারিলে তিনি লাট-সাহেব হউন আপত্তি নাই। কিন্তু একথা নিশ্চয়রূপে সত্য যে তাঁহার বদলীর বা ছুটীর সংবাদ সত্য হইলে লোকে মা কালীর নিকট নগর কৃষ্ণ পাঁটা মানত করিবে।

Bengal-Nagpur Railway Co., Ltd.

(Incorporated in England)

NOTICE

Is hereby given that 33 Mds. of charcoal consigned by Mr. D. C. Ghose to self under Rourkela to Garden Reach Invoice No. 1 of 10/9 and unloaded at Chakardharpur due to having been loaded in excess of carrying capacity of wagon, will be sold by public auction under the provisions of the Indian Railways Act IX of 1890, if not taken delivery of and removed from the railway premises on or before the 25th April 1930, on payment of all charges due thereon.

Terms—Payment in cash.

Coml. Trf. Manager's Office, B. N. Ry. House Calcutta Dated the 25. 3. 30.

E. C. J. Gahan, Commercial Traffic Manager.

মানভূম কংগ্রেস ধনভাণ্ডার

শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন মহাশয়ের মারফতে নিম্ন-লিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

জনৈক মাড়োয়ারী বন্ধু	...	২৲	টাকা মাসিক
ঐ ঐ	...	২৲	ঐ
শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস বিহানী	...	২৲	ঐ
শ্রীমতী রতন দেবী বিহানী	...	২৲	ঐ
শ্রীমান গোপাল বিহানী	...	১৲	ঐ
শ্রীযুক্ত উমা বাউরী	...	৩৲	টাকা
,, শম্ভু বাউরী	...	৩৲	
,, বারা বাউরী	...	৩৲	
,, সুরেন্দ্র দাস	...	১৲	
,, ফতে সিংহ	...	৫৲	
,, রাজেন্দ্র লাল দে	...	৪৲	
,, অনন্ত কুণ্ডু	...	১০৲	
কবিরাজ, হরমোহন মজুমদার		১০৲	
		৪৮৲	টাকা

স্থানীয় সংবাদ

গত ৩রা এপ্রিল ৫টার সময় মানবাজারে কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি সভা হয়। সভায় ২।৩ শত লোক ও স্থানীয় পুলিশ উপস্থিত ছিল। সভায় কিছুক্ষণ দারোগাবাবু বসিয়া থাকিয়া বাহিরে চলিয়া যান এবং এবং সভাপতিকে ডাকিয়া পাঠান। সভাপতি দারোগাকেই ডাকিয়া দিতে বলিলে দারোগা আসিয়া "Stop meeting or I will arrest you" [মিটিং বন্ধ করুন নতুবা আপনাকে গ্রেপ্তার করিব) বলিয়া সভাপতিকে ভীতি প্রদর্শন করে। তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত না করায় সে অনেক ভদ্র লোকের হাত টানাটানি করিতে থাকে কিন্তু সভাপতি সে দিকে গেলে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। পরে বিপুল উৎসাহের সহিত সভার কার্য্য চলিতে থাকে।

পুপুন্কীর বদান্য ভূস্বামী শ্রীযুক্ত দীননাথ মিশ্র, হরিহর মিশ্র ও লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র হাজারীবাগ নিবাসী শ্রীমৎ জগদীশ ব্রহ্মচারীকে টোল প্রতিষ্ঠার জন্য ছয় বিঘা উৎকৃষ্ট ভূমি দান করিয়াছেন।

গত ৩০ সে মার্চ্চ সহিদ দিবসোপলক্ষে বৈকালে স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীদের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত দুঃখহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মণিহারা গ্রামে এক জন সভার অধিবেশন হয়। ঝড় বৃষ্টি সত্ত্বেও মণিহারা ও পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের লোক সভায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ঠাকুর এক বক্তৃতায় আত্মত্যাগী দেশ সেবক-দের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সকলকে তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিতে বলেন। তিনি মহাত্মার অভিনব অভিযানের কথা বুঝা-ইয়া দিয়া এই বিরাট সংগ্রামে সকলকে যোগদান করিতে আহ্বান করেন।

বিবিধ সংবাদ।

সত্যাগ্রহ অভিযান

গত ৫ই এপ্রেল প্রাতে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত বিভিন্ন জিলার ২৫ জন সত্যাগ্রহী লইয়া ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত মহিশ বাথানে লবণ আইন অমান্য করিতে রওনা হইয়া গত ৬ই প্রাতে উক্ত স্থানে পৌছিয়াছেন।

কাঁথীতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন নব জীবন দান করিয়াছে। কাঁথী জাতীয় পার্ককে সত্যাগ্রহ শিবিরে পরিণত করা হইয়াছে। কাঁথী হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী পিছাবনী নামক স্থানে লবণ আইন অটান্য করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নোয়াখালীতে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয়ের নেতৃত্বে নোয়া-খালী রেল ষ্টেশনের উত্তর পূর্ব্বদিকে খালে, যেখানে অনেক লবণ জমিয়া আছে, সেখানে গত রবিবার হইতে আইন ভঙ্গ করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে।

উক্ত জেলার ফেণী মহকুমাতে লবণ আইন ভঙ্গের ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত গত ৩০ মার্চ্চ রাত্রিতে 'রেঙ্গুন কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া গত ৩রা তারিখে কলিকাতায় পৌছিয়া-ছেন। গত ৫ই তারিখে সোদপুর সত্যাগ্রহ শিবির পরিদর্শন করিতে তিনি গিয়াছিলেন এবং বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদের সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়া লইয়াছেন।

পুনায় শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল মছরুওয়ালার ৬ই তারিখে বহু সত্যাগ্রহী লইয়া আইন অমান্য করিবার কথা।

ভিজাগা পট্টম, বেজওয়াদা, করাচী, পাঞ্জাবের নানাস্থানে সত্যাগ্রহের বিরাট আয়োজন হইয়াছে।

আমেদাবাদে আইন অমান্যের আয়োজন প্রবলভাবে চলিতেছে। বিভিন্ন সত্যাগ্রহবাহিনী বিভিন্ন নেতার অধীনে দিকে দিকে যাইতেছে। প্রত্যহ বহু প্যাটেল পুলিশ পদত্যাগ করিতেছে। একমাত্র আমেদাবাদেই এক হাজার সত্যাগ্রহী সংগৃহীত হইবে বলিয়া মনে হয়।

পাটনায় বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এই প্রদেশে ৮০০০০ সত্যাগ্রহী দরকার এবং কোন জিলা কত দিবে তাহা স্থির হয়। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হন। ত্রিহুত বিভাগের সারণ এবং চাম্পারন জিলায় লবণ আইন অমান্য করা হইবে। কারণ এই দুই জিলায়ই অন্যান্য জিলা হইতে সত্যাগ্রহের সংখ্যা বেশী। প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক নেতারা প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিয়াছেন।

গত কল্য লবণ প্রস্তুত করিবার সময় জনৈক ভারতীয় ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারীর সাহায্যে মহাত্মা গান্ধীর পুত্র শ্রীযুক্ত রামদাস গান্ধী ও তাঁহার সঙ্গে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী সমুদ্রোপকূলে গত ৬ই এপ্রিল তারিখে লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন অমান্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমুদ্র উপকূলে মাটী চাপা থাকায় তিনি ও তাঁহার স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকগণ লবণ পান নাই। সমুদ্রের জল লইয়া উত্তাপের সাহায্যে তাঁহারা লবণ তৈয়ার করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ঐ দলের কেহই বন্দী হন নাই, তবে স্বতন্ত্র চইজন পুলিশ ঐ দিক বোম্বাই ও আহমেদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়াছে। শ্রীযুক্ত মণিলাল কোটারীও তাঁহার সঙ্গের কয়েকজন স্বেচ্ছা সেবক সহ পুলিশের হাতে লবণ আইন অমান্য করিতে গিয়া বন্দী হইয়াছেন।

(রেডিও সংবাদ)

পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির পক্ষ হইতে ১৬ জন গরু মহিষের গাড়ী চালককে আদালতে অভিযুক্ত করিয়া ১৲ হইতে ৫৲ টাকা হিসাবে জরিমানা করা হয়। তাহারা ইহাকে নিছক অত্যাচার ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারে নাই। মহাত্মা গান্ধীর জয় ধ্বনি করিতে করিতে তাহারা কারাবরণ করিয়া লইয়াছে।

"স্বাধিকার বোধ" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার অপরাধে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে 'স্বাধীনতার' সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখার্জ্জীর প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আরও একটি রাজদ্রোহের মামলায় তাঁহার এক বৎসর জেল হয়। এই দুই দফা শাস্তি তাঁহার এক সঙ্গে ভোগ করিলেই চলিবে।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় আলিপুর স্পেশাল ট্রিবিউনালের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জি, এস, গ্রাফের অসুখ গুরুতর হইয়া যক্ষ্মারোগে পরিণত হওয়াতে আলীপুরের অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ লোথব্রিজ প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন; কিন্তু ইহার অনুমোদন যথাবথ সময়ে আসিয়া পৌঁছায় নাই বলিয়া গতকল্য এই মামলা উঠিতে পারে নাই। অদ্য ইহার একদফা শুনানী উঠিবে। নিশাকান্ত রায় চৌধুরী ব্যতিত অন্যান্য সকল আসামীকেই আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছিল।

গত ১লা এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় গাড়োয়ান সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ গুলি চালাইয়াছিল—ফলে ৬ জন নিহত এবং শতাধিক লোক ভীষণরূপে আহত হয়।

গত ৫ঠা এপ্রিল সন্ধ্যার পর বোম্বাইএ ভিক্টোরিয়া টারমিনাস রেল ষ্টেশনে জনতা বন্ধ করিবার অজুহাতে বোম্বাই পুলিশ ধর্ম্মঘটকারী রেল কর্ম্মচারীদের উপর গুলি চালাইয়াছিল। ফলে ৬০জন লোক আহত হইয়াছে।

বরিশাল জেল দাঙ্গার মামলা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন এবং অপর ১৩ জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জিলা জজ মিঃ ষ্টর্ক রায়ে উপেন্দ্রনাথ গুহকে খালাস দিয়াছেন কিন্তু অপর সকলের দণ্ড বহাল রাখিয়াছেন। সতীন সেনের ৬ মাসের পরিবর্ত্তে ৩ মাস এবং রবী রায়, বটকৃষ্ণ মিশ্র, ফণী চ্যাটার্জ্জী ইহঁাদের ৪ মাস হইতে কমাইয়া ৩ মাস করা হইয়াছে।

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, এই পর্য্যন্ত ১৭০ জন প্যাটেল এবং ৩ জন তলাটি পদত্যাগ করিয়াছে। তলাটি মাননীয় গ্রাম্য সরকারী কর্ম্মচারী।

কলিকাতা গাড়োয়ানদের সত্যাগ্রহ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ, স্বামী বিশ্বানন্দ প্রমুখ ছয় জন শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মহাত্মার নিকট বিপ্লববাদীর পত্র

(ইয়ং ইণ্ডিয়া হইতে)

"দূরে ভাতে ওই আলোক নিশান
ওই পথে ওই চল্‌রে।
আসিছে গরজি বিপ্লব তুফান
সাজ্ সাজ্ সবে সাজ্ রে।"

মাননীয় সহযোগী বন্ধু গান্ধীজী,

হে অহিংসা মন্ত্রের ঋষি, আপনাকে কি ভাষায় সম্বোধন করিব খুজিয়া পাইতেছি না। অস্ত্রপন্থে আমাদের সহধর্ম্মী না হইলেও আপনি আমাদেরই একজন সহযোগী। হে দরিদ্রের বন্ধু, আপনি বড়লাট লর্ড আরউইনকে যে শেষ চরম পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে হিংসা ও বিপ্লববাদীদের সংহতি-শক্তির অভাব সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা আমরা সানন্দে পাঠ করিলাম। যে ১২ই মার্চ্চ তারিখে আপনি নিরুপদ্রব আইন অমান্যের দ্বারা ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য পবিত্র অভিযান করিতেছেন সেই (স্মরণীয়) ১২ই মার্চ্চ তারিখে হে শান্তির নায়ক, আপনাকে আমরা আমাদের (রক্ত) পতকা সমূহ অবনমিত করিয়া অভিনন্দিত করিতেছি।

আমরা আপনাকে নিসংশয়ে জানাইতেছি যে আজ এই ১২ই মার্চ্চ তারিখে কোটী কোটী বুভুক্ষু জনগণের নিয়তি আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া আমরা নিজেদের গৌরবময় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতেছি এবং আগামী পূর্ণ ৩ বৎসরকাল ধরিয়া আমরা বিপ্লববাদী দল সমূহের শক্তিকে সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আমরা অতঃপর আমাদের সমগ্র শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করিব। হে ভারতের শুভাত্মন্ যদি এই সময়ের মধ্যে আপনার অহিংসার ঈপ্সিত ফল লাভ না হয় তাহা হইলে আবহাওয়া অনুকূল থাকিলে আমরা আগামী ১৯৩৩ সালের ১২ই মার্চ্চ তারিখে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিব।

প্রাচ্যের যে সকল তরুণ বিপ্লববাদী সাম্রাজ্যবাদের যুপকাষ্ঠ হইতে এই জাতির কোটী কোটী দরিদ্র জনগণকে মুক্ত করিবার জন্য হিংসাকেই শেষ উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে আমরা আপনার ইয়ং ইণ্ডিয়ার মারফতে আমাদের এই আবেদন জানাইতেছি। আমরা আশা করি আপনি আমাদের এই আবেদন আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন, কেননা ইহা কেবল যে আপনার আন্দোলনের সাফল্যেরই সহায়তা করিবে তাহা নহে অধিকন্তু আমাদের উভয়ের সমউদ্দেশ্য স্বাধীনতারও সাহায্য করিবে।

যে সকল বিপ্লববাদী হিংসার দ্বারাতেই স্বাধীনতা লাভ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন সেই সকল বিপ্লববাদীকে আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের হিংসাত্মক কার্য্য স্থগিত রাখিয়া কোটী কোটী দরিদ্র নারায়ণের ভাগ্য এক মহান্ আত্মার হস্তে ন্যস্ত করিয়া ইহার ফলাফল যতই মারাত্মক হউক না কেন ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ্চ হইতে ১৯৩৩ সালের ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত পূর্ণ তিন বৎসরের জন্য গান্ধীজিকে আর একবার সুযোগ দিতে অনুরোধ করিতেছি। এই তিন বৎসরকাল আমরা ভারতের অপামর জন সাধারণকে কেবল শিক্ষিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিব, নূতন নূতন কর্ম্মী সংগ্রহ করিয়া আমাদের দল পুষ্ট করিব এবং আমাদের শক্তিকে সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এরূপভাবে আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োজিত করিব যেন সমস্ত গুপ্ত সমিতি এক কেন্দ্রীয় সঙ্ঘরূপে গড়িয়া উঠিয়া প্রকাশ্যভাবে কার্য্য পরিচালনা করে।

অহিংসা সফল না হইলে, আবহাওয়া অনুকূল থাকিলে ১৯৩৩ সালের ১২ই মার্চ্চ আমরা প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করিব। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে আমাদিগকে ভারতের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য এরূপ প্রচেষ্টা করিতে হইবে যেন সরকারী সৈন্যবাহিনীতে পেটের দায়ে নূতন কেহ যেন আর যোগদান না করে।

হে যুবকগণ, তোমরা আমাদের বিপ্লব দলের পবিত্র ধর্ম্মনীতির নামে এই শপথ গ্রহণ কর যে আগামী ৩ বৎসরের মধ্যে তোমরা কোন হিংসাত্মক কার্য্য করিবে না, যদি কোথাও কোন পরিতাপজনক ঘটনা ঘটে তাহা হইলে তোমরা যেন বলিতে পার তোমাদের সমিতি কর্ত্তৃক এই কাজ হয় নাই, কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি নিজের দায়িত্বে করিয়াছে মাত্র। আমাদের আত্মবিসর্জ্জন, আত্মত্যাগ ও আত্মসম্মান দ্বারা আমরা যেন জগৎকে দেখাইতে পারি যে আমরা রক্তপিপাসু বিপ্লবী নহি। সকলে মতদ্বৈধ ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া ভারতমাতাকে গৌরবান্বিত করিলেই নিজেরা অনন্ত গৌরবের অধিকারী হইবে।

ভবদীয়—
সহযোগিবৃন্দ

আর, এল, আর, এর কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণের পক্ষে
তাঁহাদের সেক্রেটারী কর্ণেল বেডী।

হুগলী জেলা সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্তের অভিভাষণ

(অবশিষ্টাংশ)

চরকা ও খদ্দরের প্রসার ও প্রচার, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, মদ্যপান পরিত্যাগ প্রভৃতি জাতিগঠন-মূলক কার্য্যে যেরূপ সেনাপতির আদেশ মান্য করিতে হইবে, তদ্রূপ আইন অমান্য, করবন্ধ প্রভৃতি সংঘর্ষ-মূলক কার্য্যেও মহাত্মাজীর নীতি অনুসরণ করিয়াই চলিতে হইবে। কি সেনাবাহিনী, কি পরিচালকবৃন্দ, কি জনসাধারণ যুদ্ধার্থী সকলেরই এই কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সহজে কার্য্য হাসিল করিবার নিমিত্ত অনেক সময় সাময়িক ভাবে বিপরীত নীতি অবলম্বন করিবার প্রলোভন আসিতে পারে কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করিলে কাহারও যুদ্ধ করিবার অধিকার থাকে না। যুদ্ধের যাঁহারা পরিচালক তাঁহাদিগকে নেতৃত্বের অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং দৃঢ়তা ও কার্য্য-কুশলতার সহিত সৈন্য-বাহিনীকে স্ব স্ব কর্ত্তব্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। সৈন্য-বাহিনীর বিনা বাক্য ব্যয়ে পরিচালকের অদেশ অনুসারে চলিতে হইবে এবং জনসাধারণেরও যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত সৈনিকের ন্যায় পরিচালকগণের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে—এই ত্রি শক্তির সুষ্ঠু পরিচালনার উপরই যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করে। যাহারা অনিবার্য্য কারণেই সৈনিকরূপে সম্মুখে যাইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে না অথচ পশ্চাতে থাকিয়া রসদ সংগ্রহ প্রভৃতি নানা কার্য্যে যুদ্ধের সহায়তা করিবে, তাহাদিগকে যুদ্ধ পরিচালনার উপযুক্ত গৌরবদানে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। আইন অমান্য করিয়া জেলে যাওয়া এবং নিজেদের পারিবারিক স্বচ্ছলতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীকে অন্নদান করা এই উভয় কার্য্যেরই সমান গৌরব বলিয়া আমার মনে হয়। এই যুদ্ধে কৃষক শ্রমিকদেরও যতটা দেশ সেবার সুযোগ আছে, সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত নির্ভীক শিক্ষিত যুবকেরও ততটাই সুযোগ আছে। বরং করবন্ধ যখন ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে তখন গ্রামের শ্রমিক ও কৃষকদিগকেই সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ শক্তির বেশী পরীক্ষা দিতে হইবে। আমলাতন্ত্রের বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণও বিবেকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জীবিকার একমাত্র সংস্থান পরিত্যাগ করিয়া যখন এই যুদ্ধে যোগদান করিবেন তখন তাঁহাদেরও জীবন সমভাবেই গৌরবমণ্ডিত হইবে। এবার যে ভাবের বন্যা আসিতেছে তাহাতে কোন শ্রেণীর ভারতবাসীই নিশ্চিন্ত মনে হিসাবী পথে চলিতে পারিবেন না। হয় বিপক্ষে যোগদান করিয়া দেশদ্রোহিতার কলঙ্ক অর্জ্জন করিতে হইবে, নতুবা দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির অন্ন-জল-বায়ু গ্রহণে দেহপুষ্টির সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। কাহারও মধ্য পথে থাকা চলিবে না।

এই সংগ্রামে দেশের নারী জাতির কর্ত্তব্যও কম নহে। পুরুষ ও নারীর মিলিত শক্তিতেই চিরকাল জাতীয়তার ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, মৃত দেহেও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে, দুর্ব্বলের প্রাণেও বল আসিয়াছে, নিদ্রিত মনুষ্যত্বও জাগ্রত হইয়াছে। নারীশক্তিই সর্ব্ব প্রথমে আসুরিক শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, নারীশক্তিই যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, নারীশক্তিই কারবালার রণক্ষেত্রে নববিবাহিত মুসলমান যুবকের দুর্ব্বলতাকে ধিক্কার

দিয়া ধর্ম্মের জন্য নিশ্চিন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। নারীশক্তিই কার্থেজের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিল, স্পার্টার হৃদয়ে বল দিয়াছিল, ফরাসীর সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগাইয়াছিল; নারী-শক্তিই রাজস্থানের বীরত্ব কাহিনীতে, পঞ্চনদের শিখ অভ্যুদয়ে, আনন্দমঠের সন্তানদলের আত্মোৎসর্গে ভারতের ইতিহাস পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। সেই নারী-শক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও এই বিরাট জাতীয় সংগ্রামে জয়লাভ করা সম্ভব হইবে না। দেশের মাতৃজাতি যে এই যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইবে না তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছে। ইতিমধ্যেই হাজারিবাগে সরস্বতী দেবী এই যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া গ্রামে গ্রামে এক অদ্ভুত জাগরণ ও উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছে। একুশ বৎসরের এই ভদ্রমহিলার অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতা, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তথাকার আরও অনেক মহিলা যুদ্ধে যোগদান করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন। কলিকাতায়, ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানেও মহিলা সেবা বাহিনী গঠিত হইতেছে। এমন কি মহাত্মা গান্ধীর পত্নী এক স্ত্রী-সৈন্যের দল গঠন করিয়া মহাত্মা গান্ধীর পন্থা অনুসরণ করিয়া লবণ প্রস্তুত দ্বারা ইংরাজের আইন অমান্যের অভিযানে যাত্রা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমার মনে হয়, দিন আসিতেছে যখন ভারতের নারীশক্তিই অগ্রগামী হইয়া পুরুষবাহিনী হইতে অধিকতর দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিবেন। সত্যাগ্রহ ত আর পশুবলের যুদ্ধ নহে, ইহা যে প্রকৃত পক্ষে হৃদয়েরই যুদ্ধ; সুতরাং হৃদয়ের পরীক্ষায় যাঁহারা চির সহিষ্ণু, মাতৃত্বের অমৃতরস ক্ষরণে যাঁহাদের হৃদয় নিত্য পবিত্র, সরলতা ও প্রেমের যাঁহারা মূর্ত্ত বিগ্রহ সেই রমণীজাতি হৃদয়ের সংগ্রামে হিসাবী পুরুষ দলকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হইবে এইরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। যে সকল বীর মহিলা সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহারা ত সাক্ষাৎ ভাবেই এই যুদ্ধকে জয়যুক্ত করিতে প্রয়াস করিবেন, কিন্তু যাঁহারা পুত্র কন্যা প্রতিপালন বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকের নিমিত্ত নিজেদের গৃহে থাকিতে বাধ্য হইবেন তাঁহারাও এই যুদ্ধে সহায়তা দান করিতে পারিবেন। অবসর পাইলেই চরকা চালাইয়া তাঁহারা যদি অগ্রগামী সেনাবাহিনীর খদ্দর সরবরাহের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা একটা বিরাট সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়। তাহার পর নিজেদের জীবন-যাত্রা প্রণালী যুদ্ধের-সমপোযোগী করিয়া গঠন করিয়া, তাঁহাদের পিতা, স্বামী, ভ্রাতা বা সন্তানের চিত্তে উৎসাহ দানে বল সঞ্চার করিয়া দিয়া এবং সর্ব্ববিধ বিলাতী বস্ত্র ও বিলাসিতার সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া নিজগৃহে অবস্থান করিয়াও নারীজাতি দেশের বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে মহদুপকার সাধন করিতে পারেন। আমি দেশের জননী ভগিনীদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন অবিলম্বেই এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদান করিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলেন। এই যুদ্ধের পরিণামে যে শুধু রাষ্ট্রীয় মুক্তির হাওয়াই প্রবাহিত হইবে তাহা নহে, সর্ব্ববিধ সামাজিক মুক্তিরও ইহাই অবলম্বন হইবে। যুদ্ধান্তে নারীর হৃদয়ে বল আসিবে, পুরুষের হৃদয়ে উদারতা আসিবে এবং তাহার ফলে নারীর প্রকৃত অধিকার অমান্য করিবার কাহারও প্রবৃত্তি থাকিবে না। তাই বলিতেছি, এস মা, এস ভগিনী, এস বালিকা; যাহার যতটুকু সুযোগ হয় এই মুক্তির সংগ্রামে সহায়তা কর।

ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য জাতি সমূহের ভিতর কাজ করিয়া আমার আরও একটী ধারণা জন্মিয়াছে। এত কাল যে সকল জাতির মধ্যে জাগরণের কোন লক্ষণই দেখা যায় নাই এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন উপলক্ষে সেই সকল জাতির মনে একটা অদ্ভুত উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। হাজারিবাগের সাঁওতাল রাঁচির টানা ভকতের দল, মানভূমের কূর্ম্মি ও ভূমিজ জাতি যে কিরূপ আশ্চর্য্য রকমে সঙ্ঘশক্তি, সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, অহিংসা ও কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় দিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। উহাদের অভ্যুত্থান দেখিয়া মনে হয় বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতে একটা সর্ব্বতোমুখী মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামের পরিণামে যে অশিক্ষিত ও নির্য্যাতিত জাতি সমূহের মধ্যেও প্রকৃতপক্ষে সামাজিক মুক্তি আসিবে সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ রাঁচির টানা সম্প্রদায়ের পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও সংস্কার-বাহিত্যের ভাব দেখিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, এই আন্দোলনের অন্তরালে ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি ছাড়াও একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। দুঃস্থ, দুর্ব্বল, নির্য্যাতিত নিপীড়িত, অজ্ঞ মূর্খ, আর্য্য অনার্য্য, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকলের ভিতরই মুক্তির অনাবিল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। সত্যাগ্রহে যোগ দান করিয়া তাহারাও মুক্ত হইবে এবং তাহাদের মুক্তির সাধক যাহারা তাহারাও ধন্য হইবে। এই সত্যাগ্রহ পন্থায় রাষ্ট্রীয় মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের একটা বিরাট ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে।

কৃষক এবং শ্রমিকগণেরও আর্থিক মুক্তি এই সত্যাগ্রহের ভিতর দিয়াই আসিবে। বিদেশী শাসনের শোষণের নীতির প্রভাবে তাহারা শুধু "চাষের মালিক" হইয়াই আছে, "গ্রামের মালিক" হইতে পারিতেছে না। যে কোন গ্রামে গিয়া কৃষকদের অবস্থা দেখিলেই মনে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জমি চষিয়া শস্য উৎপন্ন করিবার অধিকার মাত্রই তাহাদের আছে, উৎপন্ন শস্য খাদ্যরূপে

ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্য, বল ও জীবন রক্ষা করিবার অধিকার হইতে তাহারা একপ্রকার বঞ্চিত। ঋণে জর্জ্জরিত, অপমানে লাঞ্ছিত, অত্যাচারে প্রপীড়িত কৃষক ও শ্রমিকগণ তাহাদের স্বাভাবিক ধৈর্য্যের সহিত উদাসীন ভাবে ধ্বংসেরই অপেক্ষা করিতেছে। এই ধ্বংসের লীলা অবাধে চলিতে থাকিলে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের বিলাস সম্ভোগে যদি কোন বাধা না জন্মিত তাহা হইলে ভারতের কৃষককুল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া অচিরেই তাহাদের লাঞ্ছিত অস্তিত্ব বিলোপ করিবার সুবিধা পাইত। কিন্তু এই লোক-গুলির হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ব্যতীত বসুন্ধরার উর্ব্বর ক্ষেত্র-গুলিও যে শস্য প্রদান করে না, ইহাদের সাহায্যে পাট, ধান, গম, যব, সরিষা তিল, কার্পাস উৎপন্ন করাইয়া লইতে না পারিলে যে হুকুম চালাইবার নিমিত্ত প্রভুদেরও শরীরের পুষ্টিসাধন ব্যাপারটা নির্ব্বাহ হয় না, ইহাই বিষম বিড়ম্বনার কথা। এই প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্তই ভারতের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। এত দিন তাহারা নৈরাশ্য ও অবসাদে ধ্বংসকেই দুর্ব্বিসহ যাতনাময় জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাহাদের প্রাণেও আশার সঞ্চার হইয়াছে। সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদান করিলে তাহাদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে তাহারা তাহা জানে, তথাপি তাহাদের মনে হইতেছে যে এই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিলে তাহাদেরও মুক্তি আসিবে, সর্ব্ববিধ আর্থিক বন্ধন হইতে তাহারা নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। বাস্তবিক পক্ষে চিন্তা করিলে মনে হয়, দেশে এই সত্যাগ্রহের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইলে অত্যাচার প্রপীড়িত সকল শ্রেণীর নরনারীরই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার একটা চিরন্তন অবলম্বন হইবে। নিরস্ত্র ভারতবাসী যদি সত্যাগ্রহ দ্বারা এত বড় বিরাট ব্রিটিশ শক্তিকে হীনবল করিতে পারে, তাহা হইলে কৃষক ও শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যে কোন সময়ে যে কোন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নিজেদের অধিকার আদায় করিয়া লইতে পারিবে। সুতরাং এই সংগ্রাম যে স্বরাজ্য স্থাপন করিয়া শ্রমিক কৃষকগণের বর্ত্তমান বন্ধনই ছিন্ন করিবে তাহা নহে ভবিষ্যতে সর্ব্ববিধ পীড়ন ও শোষণের হাত হইতে মুক্তিলাভের একটা চিরন্তন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

দেশের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত ভদ্র বলিয়া পরিচিত তাহাদেরও এই সঙ্কট সময়ে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত— এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদান না করিলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে। যাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন করে তাহারা নিজেরা ভোগ না করিয়া চিরকালই যে খাদ্যদ্রব্যের বেশীর ভাগটা ভক্তির আতিশয্যে ভদ্রদের হস্তে সমর্পণ করিবে, যুগ পরিবর্ত্তনে সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ দুরাশা পোষণ করা বৃথা। শ্রমিক ও কৃষকদের সহিত সম্ভ্রমমূলক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছাড়া ভদ্র শ্রেণীর বাঁচিয়া থাকিবারও অধিকার আছে কি না আমার সন্দেহ হয়। এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামে আর যাহা হউক না হউক, শ্রমিক ও কৃষকগণের স্বাধিকার বোধ যে জাগিয়া উঠিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং আভিজাত্যের অভিমানে যে শ্রেণীর লোক ইহাদের সহিত সাহচর্য্য করিয়া মুক্তি সংগ্রামে যোগ দান করিতে কুণ্ঠিত হইবে, তাহাদের ভবিষ্যৎ পরিণাম কি হইবে তাহা ভগবানই জানেন। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর যে বর্ত্তমান সঙ্কটময় অবস্থা হইতেও একটা বেশী বিপদ্-জনক অবস্থা আসিতেছে তাহা কালের হাওয়া বিচার করিলেই বেশ অনুমান হয়। জমীদার মহাজন ও অন্যান্য ধনীদেরও নিজেদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। জনসাধারণের এই সঙ্কট কালে নিজেদের ক্ষণিক স্বার্থ চিন্তায় যাহারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে, যুদ্ধান্তে দেশের লোকও তাহাদের ভারতীয় সমাজের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাবেই থাকিতে বলিবে। পূর্ব্ব প্রতিপত্তি দ্বারা মনুষ্য প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি কিছুতেই রুদ্ধ হইবার নহে। সুতরাং যাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে যোগদান করিতে অক্ষম বলিয়া মনে ভাবিবে তাহাদের অন্ততঃ যথাশক্তি অর্থসাহায্য দানে এই সংগ্রামকে নিজেদের ভবিষ্যৎ স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তও জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এমনই দিন আসিতেছে যে ভয়ে ভয়ে উদাসীন থাকাও বিপদ সঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং সকলেরই নির্ভীক ভাবে অগ্রসর হওয়াই স্বার্থ-সম্মত।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্বন্ধে আর কি বলিব? মহাত্মাজী তাহাদিগকে বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াছেন। আমি আশা করি প্রাপ্তবয়স্ক সকল ছাত্রই এই যুদ্ধে যোগদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। প্রত্যেক স্কুল কলেজকেই এক একটা দুর্গে পরিণত করিতে হইবে। যখনই প্রয়োজন হইবে, সেই দুর্গ হইতে বাহির হইয়া তাহারা অগ্রগামী সৈন্য-বাহিনীর সহিত যোগ দান করিবে। সমস্ত ভবিষ্যৎ আশা ছাড়িয়া দিয়া এখন যুদ্ধার্থই শুধু শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। কতকগুলি সারহীন পুঁথির বাঁধা বুলি, পূর্ব্বপুরুষের গ্লানিকর কতকগুলি মিথ্যা কলঙ্কের কথা, আর আত্মবিশ্বাস না জন্মিতে পারে তজ্জন্য মতলব-করা মনগড়া কতকগুলি কাহিনী মস্তকের ভিতর প্রবেশ করাইয়া মস্তকের ভার বৃদ্ধি করিবার এখন আর অবসর কোথায়? ডাক আসিয়াছে, যুদ্ধের ভেরী নিনাদিত হইয়াছে, ঢাক ঢোলের আওয়াজে দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, ঘরের বাহিরে

হইতেই হইবে, নির্ভীক ভাবে জীবন মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইতেই হইবে। কে আছ বীর, প্রস্তুত হও। ভয় কি ভাই! নির্ভীকতাই স্বরাজ। তোমরা নিজেরা নির্ভীক হইয়া সমস্ত জাতির ভিতর এই সত্যাগ্রহের পথে নির্ভীকতা সঞ্চার করিয়া দেও। তোমরাও বাঁচিবে, সমগ্র জাতিকেও বাঁচাইতে পারিবে। ভয়ই মৃত্যু, আর নির্ভীকতাই জীবন। এই কথা মনে করিয়া স্বাধীন ভারতের ছাত্র হইবার জন্য প্রস্তুত হও। ইহা অপেক্ষা গৌরবের কথা আর কি আছে?

আমার সহকর্ম্মীদের নিকট দুই একটি কথা নিবেদন করিয়াই আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব। আপনারা সকলেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এই সত্যাগ্রহ যুদ্ধকে জয়যুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনাদের মধ্যে কেহই কারাবরণ কেন, মৃত্যুকেও বরণ করিতে কুণ্ঠিত নন। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব সংস্কার বশে সময় সময় কতকগুলি দুর্ব্বলতা আসিয়া মনের ভিতর প্রবেশ করে—তাহা আত্মপরীক্ষা দ্বারা নিরাকৃত করিতে না পারিলে নির্দ্দোষ ভাবে সত্যাগ্রহ যুদ্ধ পরিচালনা করা সহজ নহে। প্রত্যেক কর্ম্মীরই একদিকে যেরূপ দৃঢ়তা আবশ্যক, অন্যদিকে তদ্রূপ পরমত-সহিষ্ণুতাও আবশ্যক। এই পরমত-সহিষ্ণুতার অভাবে বহু সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মীরও চিত্তে বিক্ষেপ আসে এবং তাহার ফলে নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হয়। মান যশের আকাঙ্ক্ষাও আপনারা ত্যাগ করিয়াই আসিয়াছেন কিন্তু সূক্ষ্মভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা কোন সময়েই যেন আপনাদের হৃদয় অধিকার করিতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতেই হইবে। কর্ম্মযোগীর পক্ষে কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা বেশী কঠিন নহে, কিন্তু কর্ম্মে আসক্তিও যে তাহার পরিত্যাগ করিতে হইবে সে কথা অনেক সময় তাহার মনে থাকে না। ইহার ফলে উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া নিজের গড়া কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের উপর তাহার আসক্তি জন্মে। এই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী এই সত্যাগ্রহ পরিচালনায় যে মহান আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, আশা করি আপনারা সকলেই তাহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবেন। আমি অনেকের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবেই এই স্নেহের আব্দার জানাইলাম। আপনারা আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন।

হে আমার অতিপ্রিয় দেশবাসী ভাই ও ভগিনীগণ, আপনাদের নিকট বেশী কথা আমি আর কি বলিব? ভারতের বহু ভাগ্যে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি যে প্রধান সেনাপতিরূপে অভিনব যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে যোগদান করিয়া আপনাদের দেশপ্রেম সার্থক করিয়া তুলুন। আপনাদের প্রত্যেকের ভিতর যে ভগবৎ প্রদত্ত অসীম শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়া তাহা উদ্বোধিত করুন এবং এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বীরত্বের মহিমায় অমৃতত্বের মহিমায় জগতের নিকট দেশ মাতৃকার মুখটি উজ্জ্বল করিয়া তুলুন। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার চেষ্টার ভিতর দিয়া আপনাদের ভগবদর্চ্চনা সার্থক হউক। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

বন্দেমাতরম্

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি যে লোকপ্রিয়তার নিদর্শন তাহা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনবীমা কোম্পানী

ওরিয়েণ্টালের

বর্ত্তমান সমৃদ্ধিতেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়।

ক্রমোন্নতি

নূতন বীমা

১৯২৫	২৯৩ লক্ষ টাকা
১৯২৬	৩৯১ "
১৯২৭	৪৭৮ "
১৯২৮	৫৮৫ "

প্রিমিয়ম হইতে আয়

১৯২৫	৯৩ লক্ষ টাকা
১৯২৬	১০৩ "
১৯২৭	১২২ "
১৯২৮	১৪০ "

লোকপ্রিয়তাই লভ্যাংশের ক্রমবৃদ্ধি সূচনা করে। সমগ্র জীবনবীমা পলিশিতে ঘোষিত বোনাসের হার।

১৯২১	প্রতি হাজার টাকায় বার্ষিক	১০ টাকা
১৯২৪	" "	২২॥০ "
১৯২৭	" "	২৫৲ "

অতএব এই উন্নতিশীল কোম্পানীতে বীমা করিলে আপনার সংস্থানের সুব্যবস্থা হইবে।

কোম্পানীর প্রতিনিধি সর্ব্বত্র আছেন।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কোম্পানীর অফিস আছে:—

হেড অফিস:—ওরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস্, বোম্বাই।

আগ্রা, কলিকাতা, করাচি, মান্দালয়, পুনা, সিঙ্গাপুর, আজমীর, কলম্বো, কাউলালুম্পুর, ম্যাঙ্গালোর, কোয়েটা, স্কুর, আমেদাবাদ, ঢাকা, লাহোর, মোম্বাসা, রেঙ্গুন, ত্রিবান্দ্রম, এলাহাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, রাঁচি, ত্রিচিনপল্লী, বাঙ্গালোর, কান্ডি, মাদ্রাজ, পাটনা, রাওলপিণ্ডি, ভিজাগাপটাম।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন:—

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্
পোষ্ট বক্স নং ২১ কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
৪ সিম্পসন রোড, ঢাকা।

সব, ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
এক্সিবিসন রোড, পাটনা।

অরগানাইজার, ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস,
কাচারি রোড, রাঁচি।

অথবা মিঃ এস. এন. রায়,
অরগানাইজার, রঙ্গপুর।

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভূতি

প্রার্থনা করে কেন?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের কাজে ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ

কর্ম্ম সঙ্গীত—	৶১০
আর তুমি?—জীমূতবাহন সেন	/০
বিলাতী বর্জ্জন করিব কেন? (জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী)—	/০
ভক্তরাজ তুলসীদাস— (ক্ষিতীশ বসু)—	৶০
যৌবন ও বিবাহিত জীবন—	৶০
সাধুবাণী—	৶০
মাতৃপূজা—	।৶০
শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন—	/১০
নবীনে প্রাচীনে (নিবারণ দাসগুপ্ত)	৶০
যতীন দাসের ছবি—	৫

প্রাপ্তিস্থান—

দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া

ও

ব্রজেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, আদ্রা।

এই গ্রীষ্মে কোথায় খাইবেন?

যদি খাইয়া তৃপ্তি ও থাকিয়া আনন্দ পাইতে চান তবে

হোটেল ওরিয়েণ্ট্যালে আসুন।

স্নানের সুবন্দোবস্ত আছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত S. D. O, শ্রীযুক্ত গোপেশ চন্দ্র অধিকারী, অনারেরী Deputy Magistrate, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত অবসর প্রাপ্ত D. S. P. ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সরকার অবসর প্রাপ্ত District Inspector of Schools এই হোটেলে খাইয়া বলিয়াছেন—"পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এই হোটেলের বিশেষত্ব। খাইবার সময় বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।"

প্রতি বেলা—	।০	মাসিক	১২৲
" "	।৶০	"	১৫৲

নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস:—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—	৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নূতন বীমা	১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয়	২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে	৬২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান	১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

ফর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ব, সি, দাস, সি-আর-এ-আই (লণ্ডন)
কালিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট সমূহের চীফ এজেন্ট,
আসনসোল, E. I. Ry.

কর্ম্মখালি।

আমার দর্জ্জী দোকানের জন্য সুযোগ্য (কাটার ও সেলাইয়ে অভিজ্ঞ) দর্জ্জী দরকার। বেতন যোগ্যতানুসারে দেওয়া হইবে।

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দেখা করুন:—

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ।
সন্দেশের দোকান
পুরাতন ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে।

পুস্তিকা বিতরণ

রেঙ্গুন কারাগার হইতে সদ্য মুক্ত দেশভক্ত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের বাসন্দা সম্মেলনীর অভিভাষণ /০ এক আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে এক কপি পাঠান হইবে। বেয়ারিং পোষ্টে পাঠান হইবে না।

ম্যানেজার, দেশবন্ধু প্রেস পুরুলিয়া।

চরকা প্রতিযোগিতা

পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন অনুসারে মানভূম জেলা সম্মিলনীর ধানবাদ অধিবেশন ৬ই ও ৭ই এপ্রিল স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ সম্মেলনীর অধিবেশন ২০শে ও ২১শে এপ্রিল ধার্য্য হইয়াছে এবং ঐ দিবসেই চরকা প্রতিযোগীতা হইবে।

ইচ্ছুক প্রতিযোগিগণ ১৮ই এপ্রিলের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

শ্রীক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত।
সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি
মানভূম জেলা সম্মিলনী
ধানবাদ।

২রা এপ্রিল,
ধানবাদ।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত **"কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"**

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

আর তুমি?

(শ্রীজীমূতবাহন সেন প্রণীত)

দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার মর্ম্মস্পর্শী বিবৃতি। আজই ক্রয় করুন।

মূল্য—এক আনা মাত্র।

বীর সত্যকিঙ্কর

(শ্রীবিমলেন্দু দাশগুপ্ত)

দুঃখীর দরদী, দেশমাতার কৃতি সন্তান সত্যকিঙ্করের জীবনী প্রত্যেক মানভূমবাসীর গৃহে গৃহে গীতার মত আদৃত হওয়া উচিত।

মূল্য—/১০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে মফস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ১লা বৈশাখ ১৩৩৭, ইং ১৪ই এপ্রিল ১৯৩০ | ১৫শ সংখ্যা

ঢাকা
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ
ভারতের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়
হেড অফিস্—ঢাকা

ব্রাঞ্চ—পুরুলিয়া।

গণোরিয়ার একমাত্র মহৌষধ

মেহবজ্র

ইহা সেবনে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইয়া রোগী নবজীবন ও শান্তি লাভ করিবে।

(মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ মাত্র)

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ

জ্বরকেশরী

সর্ব্ববিধ ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃতের রোগ, রক্তহীনতা, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি আরোগ্য করিতে অব্যর্থ।

(প্রতি শিশি ১৲ টাকা মাত্র)

শাখা—ভারতের সর্ব্বত্র।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটা ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবানুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা ক্যেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুসুণ্ডা, মানভুম।

বার্ষিক—মূল্য ২॥০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য—১॥০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—/০ আনা

জানিবার কথা

সস্তাদরে উৎকৃষ্ট সাবান—

প্রস্তুতই আমাদের বিশেষত্ব। সেই জন্যই আজ দুই বৎসর হইতে এই কারখানায় প্রস্তুত সুশ্রী, নির্ম্মল, সমুজ্জ্বল, গোলাবীরাজ ইত্যাদী সাবানগুলি সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।

অতএব আপনারা ভেজালযুক্ত বাজে সাবান ব্যবহার না করিয়া, আমাদের প্রস্তুত সাবানগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমাদের সুশ্রী টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আপনার শরীরের চর্ম্মরোগ দূর করুন, ও ঘ্রাণে মুগ্ধ, ব্যবহারে তৃপ্ত ও স্নানান্তে পবিত্র হউন। ইহাতে অন্য সাবানের মত চর্বি নাই ও সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক, বিস্তৃত সংবাদের জন্য পত্র লিখুন।

Youngmen's Scientific & Indnstrial Works
P. O. Tulin. (Manbhum)

স্বত্বাধিকারী—শ্রীসৃষ্টিধর গোস্বামী

NOTICE NO. 5 OF 1930-1931.

1. Tenders are invited for the execution of undermentioned work under the District Board, Manbhum. (repair)

2. Each work must be separately tendered for. (repair)

3. Tenders should be in form No. 1 to be had on application from the District Engineer's Office.

4. Earnest money in proper amount should be deposited in any local treasury and a copy of the challan submitted with the tender.

5. All tenders must be sent in sealed covers to the undersigned within the 15th instant. No tenders will be received after 4½ P. M. on that date. Tenders will be opened by the Chairman or in his absence by the Vice-Chairman, District Board at 11 A. M. on the 16st instant.

No.	Name of works.	Amount exeluding T W E and contingencies.	Date of completion.
1.	Repairs to Jublee Town Hall building.	Rs. 400/-	
2.	Repairing the Old Veterinary Dispensary building in the Jublee Town Hall building.	Rs. 50/-	
3.	Repairing bullock shed now District Engineer's Godown at Purulia. ...	Rs. 30/-	
4.	Repairs to D. I. of Schools Office building at Purulia.	Rs. 65/-	
5.	Spreading and consolidating metal on Joychandipahar Kashipur road.	Rs. 600/-	
6.	Do Sarbori Murulia road.	Rs. 500/-	

Sd. N. K. Chatterji,
Chairman, District Board
Manbhum.

Sd. S. N. Bose,
District Engineer,
Manbhum.

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার।"

সন ১৩৩৬ সাল, ১লা বৈশাখ সোমবার।

বাঁধন ভাঙ্গতে হবে

ভারতের আকাশে বাতাসে আজ ধ্বনি উঠিয়াছে—বাঁধন ভাঙ্গতে হবে! ভারতের অন্তরাত্মার অস্ফুট আর্ত্তনাদ বহু কালের পুঞ্জীভূত অবসাদের আবরণ ভেদ করিয়া আজ সুস্পষ্ট তীক্ষ্ণ ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে—সে ধ্বনি শাসকের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়া রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে—বাঁধন ভাঙ্গতে হবে!

যে নাগপাশের বন্ধনে ভারতের অন্তরাত্মাকে পিশিয়া মারিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে যে বন্ধনের দাগ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়াও তুমি বলিতেছ—কিসের বাঁধন, কেন ভাঙ্গতে হবে?

অনুভূতির শক্তি কি তোমার একেবারেই লোপ পাইয়াছে—আত্মপ্রতারণা কি মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিয়া এমনি করিয়াই বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষার জয় ঘোষণা করিতেছে?

বন্ধনের গ্লানি কি প্রকৃতই তুমি অনুভব কর না? প্রকৃতই কি তুমি মনে কর—তুমি শান্তিতে আছ, আরামে আছ, বেশ আছ? সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি কি তোমার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে এমনি করিয়াই শুষিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে—দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিয়াছে?

দিকে দিকে বুভুক্ষুর বুকফাটা হাহাকার, আর্ত্তের ক্রন্দন; অকাল মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া; শোষকের ও শাসকের পৈশাচিক জয়োল্লাস, সর্ব্বহারার নির্ব্বাক অভিশাপ এখনও তোমার নিশ্চিন্ত আরামের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই? এখনও তোমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল না—নেশার ঘোর কাটিল না?

দেখিতেছ না কি—কেমন করিয়া বিচারের নামে সত্যের কণ্ঠরোধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে, দেশের অবনত অবস্থার উন্নতিবিধানের প্রচেষ্টাকে বিচার বিধির অপপ্রয়োগ দ্বারা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা হইতেছে? দেশকর্ম্মীকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইবার ঘৃণ্য চক্রান্তও কি তোমার দৃষ্টিবিভ্রম দূর করিতে পারিতেছে না?

উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিতের সংহতির সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে প্রবলের সহিত শাসকের যোগ এবং তাহার ফলস্বরূপ, শাসনকার্য্য পরিচালনে শাসকের স্বেচ্ছাবৃত্ত প্রভুতা এবং শাসন সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থার অপপ্রয়োগ দেখিয়াও কি বুঝিতে পারিতেছ না—কিসের বাঁধন এবং কেনই বা তা ভাঙ্গতে হবে?

এখনও সময় আছে—তোমার কাল্পনিক উচ্চ আসন হইতে নীচে নামিয়া এস; উৎপীড়িত লাঞ্ছিত সর্ব্বহারার সহিত প্রাণের যোগ স্থাপন করিয়া, তাহার দুঃখের ভাগী হইয়া তাহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বল—এ বাঁধন ভাঙ্গতে হবে। বাঁধন ভাঙ্গিবার কাজে তাহার সহিত একযোগে আত্মনিয়োগ কর। তোমার বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, সহায় সম্বল আছে—তোমার বিদ্যা বুদ্ধি তাহার প্রাণের ঐকান্তিকতার সহিত মিলাইয়া দেশের মুক্তি-প্রচেষ্টায় তাহাকে পথ দেখাও, দেশ-জননীর মুখ অচিরেই হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

আর যদি মনে কর—বেশ আছি, সুখে আছি; কূপমণ্ডূকের মত কেবল নিজের সুসজ্জিত গৃহটীর চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেকে এই বলিয়া প্রতারিত করিবার চেষ্টা কর যে, আমার ত কোন দুঃখই নাই; আত্মসম্মান-বোধের কষ্ট বোধ করিয়া বিশ্বাস কর যে, বিদেশীর শাসনে আরামেই ত আছি, তবে কেন আর অনিশ্চিত সুখের আশায় আমার এই বাস্তব সুখের অবসানকে ডাকিয়া আনি, তাহা হইলে মনে রাখিও—দিন এমনি কাটিবে না। তোমার সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি যে আরামটুকুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া জাতির মুক্তি-প্রচেষ্টার পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে, তাহার ফলে প্রচণ্ড আঘাত আসিয়াই এক দিন তোমার এই আত্মপ্রতারণাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিবে।

দেশে মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে—মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত নিরুপদ্রব প্রতিরোধের ফলে দিকে দিকে জনমণ্ডলীর মধ্যে যে শক্তির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহা ব্যাহত বা রুদ্ধ করিবার শক্তি পৃথিবীতে কাহারও নাই। তাই বলিতেছি—বাঁধন ভাঙ্গিতে লাগিয়া যাও বাঁধন দৃঢ় করিতে যাইও না, তাহা করিলে ভাগীরথীর প্রবাহ রোধ করিতে যাইয়া গর্ব্বিত ঐরাবতের যে অবস্থা হইয়াছিল সেই অবস্থা তোমারও হইবে।

নারী সমাজের প্রতি নিবেদন

বর্ত্তমান ভারতে স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সংগ্রাম সুরু হইয়াছে বোধ করি সেই বার্ত্তা আজ ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারও অবিদিত নাই। মহাত্মাজী আইন অমান্য আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি সমগ্র ভারতের কার্য্যক্ষম সমস্ত নরনারীকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁর আহ্বানে ভারতের বিভিন্ন স্থানের সহস্র সহস্র নরনারী সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদানে করিবার জন্য অভিযান

করিয়াছেন। আমাদের পুরুলিয়ার নারী-সমাজেরও এখন আর আলস্য ও ঔদাসীন্যে ছোট সংসার টুকুর ভিতর গণ্ডীবদ্ধ অবস্থায় বসিয়া থাকিবার সময় নয়, মহাত্মাজী নারীদের উপর যে কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়াছেন সেই কার্য্য সফল করিবার জন্য আমাদের প্রত্যেক নারীর যতটুকু শক্তি সামর্থ্য আছে তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে নিয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মহাত্মাজী নারীদের উপর বিদেশী-বর্জ্জন মাদক-বর্জ্জন এবং চরখা ও খদ্দরপ্রচার এই কয়টি কার্য্য ভার সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য বলিয়াছেন-এই উদ্দেশ্যে পুরুলিয়ায় একটী নারী-সত্যাগ্রহ বাহিনী গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, আশা করি পুরুলিয়ার মহিলাসমাজ আজ জাতির এই অপূর্ব্ব জাগৃতির এই অভিনব সংগ্রামের দিনে তুচ্ছ লাভ-ক্ষতি, সুখদুঃখ, ভোগবিলাসের হিসাব না করিয়া এই বাহিনীতে যোগদান করিয়া আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন। যিনি এই বাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

নিবেদিকা—
শ্রীলাবণ্যপ্রভা ঘোষ
শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া।

স্থানীয় সংবাদ

গত ৯ই এপ্রিল রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা করিয়া বেড়ানর অভিযোগে অভিযুক্ত শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত, বীর রাঘব আচারিয়া, শিবশরণলাল বর্মেয়াল, ও সাধু মোহন দাসের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারার মামলার রায় বাহির হইয়াছে। হাকিম তাঁহাদিগকে ২০০০্ টাকার জামীন ও মুচলেকার অন্যথায় এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দেন। বলা বাহুল্য তাঁহারা সহাস্য বদনে একবৎসরের কারাদণ্ডই গ্রহণ করেন।

রায় শুনিবার জন্য ঐ দিন আদালতে বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল। যাহাতে এই বিশাল জনতা নেতৃস্থানীয় দণ্ডিত এই সকল কর্ম্মীকে শ্রদ্ধানিবেদন ও অভ্যর্থনা করিতে না পারে তজ্জন্যই যেন প্রথমে হুকুম দেওয়া হইল না এবং তাঁহাদিগকে জেলে পুনরায় লইয়া গিয়া জনতার উদ্দেশ্য বিফল করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। আদালত ভাঙ্গিয়া গেল তবুও রায় দেওয়া হইল না। প্রখর রৌদ্র এবং অসুবিধা সহ্য করিয়াও জনসমুদ্র বিপুল উৎসাহের সহিত দণ্ডিত কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকে অভিনন্দন দিয়াছিল. জেলের গেট পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়াছিল। বহু মহিলাও এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। "আমরা যেন স্বাধীন ভারতে ফিরিয়া আসি" এই বলিয়া দণ্ডিত নেতারা জনতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ছিলেন।

জীমূত বাবুর বাংলায় ৯ই এপ্রিল তারিখে নডিহায় স্বেচ্ছাসেবক শিবিরের উদ্বোধন হয়, ঝরিয়া, ধানবাদ এলাকার ও অন্যান্য স্বেচ্ছা সেবকগণ এক্ষণে ঐ শিবিরে শিক্ষালাভ করিতেছেন, ঐ দিন মহাসমারোহে শিবিরে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত পতাকা উত্তোলন করেন।

ঐখান হইতে সকলে শোভাযাত্রা করিয়া জুবিলী হল ময়দানে সমবেত হন. সেখানে একটী সাধারণ জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত, জীমূত বাহন সেন, ফণীন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীমতী বাসন্তী দাসগুপ্ত সভায় বক্তৃতা দেন। লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া মহিষাবাথানে যে লবণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার প্রায় আধ পোয়া লবণ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত মহিষাবাথান হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা বিক্রয় করা হয় শতাধিক লোকে এই লবণ ক্রয় করিয়াছিলেন এবং এইরূপে আইন অমান্য করা হয়। পরে সত্যাগ্রহী হইবার জন্য অনেকে বিপুল উৎসাহের সহিত অঙ্গীকার পত্রে সহি করেন।

স্থানীয় সরকারী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি ছাত্র হিন্দুস্থানী সেবাদলের ব্যাজ পরিধান করিয়া ক্লাশে উপস্থিত ছিল, ইহাতে ক্লাসের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিহর বাবু তাহাকে ব্যাজটি খুলিতে আজ্ঞা করে, কিন্তু বালক জাতীয় নিদর্শনের অপমান হইবে বলিয়া জানায় এবং খুলিতে অস্বীকার করে। তৎক্ষণাৎ হরিহর বাবু হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট রিপোর্ট করেন. হেডমাষ্টার মহাশয় আসিয়া ছাত্রকে ব্যাজটিকে ভিতরের পকেটে লুকাইয়া রাখিতে বলেন ইহাতেও বালকটি স্বীকৃত হইতে পারে নাই তখন হেড মাষ্টার তাহাকে ব্যাজ লইয়া থাকিতে হইলে স্কুলের বাহিরে থাকিতে হইবে বলিয়া জানান। ইহাতে বালকটি স্কুলের বাহিরেই চলিয়া আসে। সংবাদ অন্যান্য ক্লাসের ছাত্রদের নিকট পৌঁছিলে অনেক ছাত্র তাহার অনুগমন করে।

ছাত্রদের উপর নাকি হেডমাষ্টার মহাশয় আরও একটি আশ্চর্য্য রকমের হুকুম জারি করিয়াছেন। বোর্ডিংএর ছাত্রেরা যদি সত্যাগ্রহ শিবিরেরদিকে যায় তাহা হইলে তাহাদের ৫্ টাকা করিয়া জরিমানা হইবে।

জীমূতবাবুর বাংলা যথায় সত্যাগ্রহ শিবির স্থাপিত হইয়াছে সেইটি সরকারী স্কুলের পার্শ্বেই স্থিত এবং ছাত্রেরা জীমূতবাবুর বাংলার হাতায় খেলা ধুলা সাধারণতঃ করিয়া থাকে।

উক্ত ঘটনায় ক্ষুব্ধ হইয়া সরকারী স্কুলের ছাত্রেরা বহু ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়া সত্যাগ্রহ শিবিরে একটী শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। শোভাযাত্রায় ছাত্র সংখ্যা ৪০০।৫০০ ছিল, এবং অতি সুনিয়ন্ত্রিত ও সংযত ভাবে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া, শিবিরে গিয়াছিল। শোভাযাত্রাভঙ্গ করিবার পূর্ব্বে তাহারা একটী সভা করে এবং তথায় স্থির করে যে প্রত্যেক ছাত্রই পরদিন হইতে জাতীয় ব্যাজ পরিয়া স্কুলে উপস্থিত থাকিবে।

সেইমতে শনিবার সকালে ৫০।৬০ জন বাদে সমস্ত ছাত্রই ছুটী স্কুলেই ব্যাজ পরিধান করিয়া উপস্থিত হয়। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষগণ কোনরূপ শাস্তি দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন কি না জানা যায় নাই। তবে সকালেই পুলিশের ছোট সাহেব, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার, দারোগা এবং সি আইডির স্পেশাল ব্রাঞ্চের দারোগা শ্রীযুক্ত পাঁচকৌড়ি মিত্র মহাশয় সরকারী স্কুলে উপস্থিত ছিলেন।

শুনা যাইতেছে যে গত শুক্রবার রাত্রি ১১৷৷০ টা ১২টার সময় সহরে ঢোল বাজাইয়া জানান হইয়াছে যে সহরে বিনা লাইসেন্সে শোভাযাত্রা বাহির করা আইনবিরুদ্ধ হইবে এবং কোনও স্থানে ৫ জনের অধিক এক জায়গায় জমা হইলে আইনে দণ্ডনীয় হইবে

এবং দুই মাসের মধ্যে কোনও সভা সমিতি হইতে পারিবে না। হুকুমটির সঠিক বর্ণনা এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

গত ১০ই এপ্রিল মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া মানভূম জেলার সত্যাগ্রহ সমিতি গঠিত হইয়াছে :—(১) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত, সভাপতি, শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ সম্পাদক, শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দত্ত। এই সমিতি মানভূম জেলার সত্যাগ্রহের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিবেন। আর একটা প্রস্তাবে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটী অর্থ সংগ্রহ সমিতি গঠিত হইয়াছে :—(১) শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি,, শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায়—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার —কোষাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী। এই সমিতি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন। সভার প্রারম্ভেই উপস্থিত সকল সদস্য ১০৮ ধারা অনুসারে দণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বীররাঘব আচারিয়া (কংগ্রেস কমিটির সহ সম্পাদক দ্বয়) শ্রীযুক্ত শিবশরণলাল এবং মোহন দাস সাধুর কারাগমন উপলক্ষে তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

পটমদার কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত গুহিরাম মোদক,মড়িয়া খেড়ে দেবু খেড়েও ঘিষ্টা খেড়ের বিরুদ্ধে পুলিশ যে কাঠচুরীর মামলা খাড়া করিয়াছিল গত ৯ই এপ্রিল মহকুমা হাকিম তাহার রায় দিয়াছেন রায়ে তিনি পুলিশের সাক্ষী বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিয়াছেন এবং আসামীদের সাক্ষী মুকুরুডির অন্যতম মালিক শ্রীযুক্ত যতীমণ্ডলকে অবিশ্বাস করিয়া মালিকের বিনাঅনুমতিতে কংগ্রেসের গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য একটী শাল গাছ কাটার অপরাধে আসামীদিগকে দেড়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দণ্ডিত কংগ্রেসকর্ম্মীরা হাসিমুখে কারাদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সমবেত জনতা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়াছিলেন।

ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে জেলার জজ সাহেবআপীল গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে জামীনে খালাস দিয়াছেন।

গত শনিবার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আজিজের আদালতে ঝালদা মানহানী মকদ্দমার শুনানীর দিন ছিল। সম্প্রতি ১০৮ ধারায় এক বৎসরের জন্য দণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্ত, বীররাঘব আচারিয়া প্রভৃতি এই মকদ্দমায় আসামী আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য সহরের বহুলোক আদালতে উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের বালকগণও সেখানে গিয়াছিল।

কিন্তু বৈকালে ৪টার সময় পুলিশ অকারণে কতকগুলি স্কুলের শিশুকে নির্ম্মমভাবে রুল দিয়া প্রহার করিয়াছে। তাহাদিগকে হাঁসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়। বর্ত্তমান স্বাধীনতার আন্দোলনে বিহার উড়িষ্যার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে পুরুলিয়াতেই রক্তপাত হইল। ইনিস্পেক্টর ভূদেব বাবু গালাগালি দিয়া প্রহার আরম্ভ করেন এবং কনেষ্টবলগণকে বালকগণকে আহত করিতে হুকুম দেন। ফলে কয়েকটী বালক, একজন মোক্তার এবং জনকয়েক বিচারার্থি আহত হন।

প্রকাশ—এই সপ্তাহের প্রথম ভাগে জেলার ডেপুটী কমিশনার রায় বাহাদুর সি, সি, মুখার্জ্জি সন্ধ্যার অন্ধকারের আশ্রয় লইয়া মুনসেফডাঙ্গায় তাঁহারই কোন আত্মীয়ের বাড়ীর প্রাঙ্গণে কয়েকটি সুকুমার বালকের কাছে স্বরাজপন্থীগণ কত বড় মিথ্যাচারী, তাহাদের কার্য্যাবলী কত বড় অধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি স্বয়ং কত বড় সত্যাগ্রহী তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। আবার সপ্তাহের শেষভাগে দেখা গেল তিনি স্থানীয়,ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রগণকে "গান্ধীজিকি জয়" বলিতে শুনিয়া গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা কি মনে কর চীৎকার করিলেই স্বাধীনতা লাভ হইবে।" সরলমতি একটী বালক ইহার উত্তর না দিয়, পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "তবে কিসে স্বাধীনতা লাভ হইবে—আপনার মত গোলামী করলে ?"

বিশটা জেলা ঘুরিয়া যিনি জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া নিত্য গর্ব্ব করেন তিনি এই বালকের সামান্য প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মোটরে হর্ণ দিলেন; নিমেষে গাড়ী অদৃশ্য হইল। বালকগণের উল্লাসধ্বনি "স্বাধীন ভারত কী জয়" গগণ বিদীর্ণ করিল।

"গত ১১ই এপ্রিল পুরুলিয়ার উকিল ও মোক্তার সঙ্ঘের সদস্যগণের এক সভার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতি তাঁহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কি ভাবে এই আন্দোলনকে তাঁহারা সাহায্য করিবেন তাহা স্থির করিবার জন্য কয়েকজন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটী অনতিবিলম্বে ইঁহাদের অভিমত সাধারণ সভায় উপস্থিত করিবেন।"

বিবিধ সংবাদ।

কলিকাতায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত লবণ আইন ভঙ্গ করায় পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বাঙ্গালার ছাত্র সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ বহু ছাত্রকে কলেজ স্কোয়ারে আইন অমান্য করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহারা ঐখানে সভা করিয়া বাজেয়াপ্ত কংগ্রেস বিশেষ সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকা পাঠ করিতেছিলেন ও পুলিশ আসিয়া বেপরোয়া লাঠি চালাইয়া বহু ছাত্রকে এবং ভদ্রলোককে নির্ম্মমভাবে আহত করে এবং প্রায় ৪০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁথীতে লবণ আইন ভঙ্গ করার অপরাধে আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী ভীম হ্রদের সত্যাগ্রহকেন্দ্রে গমন করিবেন, স্থির করিয়াছেন; এইখানেই তাঁহার পুত্র রামদাস গান্ধী গ্রেপ্তার হন। তিনি সকালবেলা তথায় গমন করিয়া ঐ স্থানের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে লবণ সংগ্রহ করিবেন। তৎপরে সেখানে একটি জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া সদর আফিস ডাণ্ডিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু নিম্নলিখিত বিবৃতি পত্র প্রচার করিয়াছেন :—

"গান্ধীজী এবং সহস্র সহস্র লোক স্বেচ্ছায় লবণবিধি ভঙ্গ করিয়াছেন। তাহারা প্রথমে গান্ধীজীর উপর হাত তুলিতে সাহস করে নাই; কিন্তু আমাদের সহকর্ম্মীদের মধ্যে শত শত লোককে গ্রেপ্তার করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। এই

বীর সৈনিকদলের সহিত যোগদান করিবার সুযোগ আমরাও শীঘ্রই পাইবে, এইরূপ আশা করিতেছি। বে-আইনী লবণ হইতেছে আমাদের বর্ত্তমান সংগ্রামের প্রতীক। প্রত্যেকেই ইহা তৈয়ারী করুন, বিক্রয় করুন এবং ব্যবহার করুন। যাঁহাদের সাহস আছে তাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সমরানলে ঝাঁপাইয়া পড়ুন। আমাদের নেতৃবৃন্দকে অপসারিত করা হইতেছে সত্য কিন্তু ভারতে ত মানুষের অভাব নাই। দেশ-মাতৃকার যোগ্যসন্তান যে সব নরনারী, তাঁহাদের সম্মুখে স্বাধীনতা লাভের পন্থা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে এবং তাঁহাদিগকে আর পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। যাও তবে স্বাধীনতার লক্ষ্যপথে অভিযান সুরু কর। প্রত্যেক ভারতবাসী নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করেন, ভারতমাতা ইহা চান।'

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড নিম্নলিখিত খেয়াঘাটগুলি প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত করিবেন। ১৯৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসে বেলা ৪ ঘটীকার সময় নিলাম আরম্ভ হইবে। বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে উক্ত অফিসে হাজির হইবেন।

১। মানিকুই ফেরীঘাট

২। সুবর্ণরেখা ফেরীঘাট।

৩। খেড়াবেড়া দামোদর রাস্তার উপর দামোদরের ফেরীঘাট

৪। মানবাজার কুইলাপাল রাস্তার উপর কুমারী ও যমুনা নদীর ফেরীঘাট

৫। মানবাজার বাঁকুড়া রাস্তায় কাঁসাই নদীর ফেরীঘাট

৬। মানবাজার বান্দোয়ান রাস্তায় কুমারী ও তপ্তা নদীর ফেরীঘাট

৭। মানবাজার বরাবাজার রাস্তায় কুমারী নদীর ফেরীঘাট।

৮। হুড়া মানবাজার রাস্তায় কাঁসাই নদীর ফেরীঘাট

৯। ডুমুরসোল ফেরীঘাট

স্বাঃ—শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়
চেয়ারম্যান—মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদিগকে আহ্বান

"ভারতের নারী জাতির প্রতি"—নাম দিয়া মহাত্মা গান্ধী "ইয়ং ইণ্ডিয়া" কাগজের আগামী সংখ্যার জন্ম প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি রমণীদিগকে মদ্যপান নিবারণ ও বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছেন। প্রবন্ধটির মর্ম্ম এই :—

এই শুভ সংগ্রামে যোগদানের জন্য কয়েকজন ভগ্নী অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা আমার কাছে খুব স্বাস্থ্যপূর্ণ লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। ইহাতে আমি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছি যে, লবণ করের বিরুদ্ধে যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নারীদিগের নিকট যতই চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, কেবল ঐ আন্দোলনের মধ্যেই উহাকে নিবদ্ধ রাখিলে কাচের মূল্যে কাঞ্চনকে বিকাইয়া দেওয়া হইবে। তাহারা জনতার হট্টগোলে হারাইয়া যাইবে। যে ত্যাগ ও দুঃখভোগের জন্য তাহারা ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা তাহাদের অদৃষ্টে জুটিবে না। এই অহিংস যুদ্ধে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের দানই অধিক হওয়া উচিত। নারীকে দুর্ব্বল জাতি বলা মানহানিকর, এই আখ্যা দ্বারা পুরুষ নারীদিগের প্রতি অবিচার করিয়াছে। যদি শক্তি বলিতে হিংস্র পাশবিক শক্তি বুঝায়, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে, রমণীদিগের সেই শক্তি কম। শক্তির অর্থ যদি নৈতিক বল হয়, তবে সেই হিসাবে স্ত্রীলোক পুরুষের চেয়ে অনেক অধিক শক্তিশালিনী—এমন কি সেই শক্তির তুলনা হয় না।

নারীর আত্মানুভূতি কি পুরুষের চেয়ে অনেক অধিক নহে? তাহার আত্মত্যাগের বৃত্তি কি অধিক প্রবল নহে? নারীর সহন-শক্তি কি অনেক বেশী নহে? তাহার সাহস কি পুরুষের চেয়ে অধিক নয়? নারীকে বাদ দিলে পুরুষ থাকিতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান অস্তিত্ব অহিংসার মধ্যে কিন্তু ভবিষ্যৎ নারীদের উপর নির্ভর করে। আমি বর্ত্তমানে কয়েক বৎসর যাবৎ এই কথা চিন্তা করিতেছি। আশ্রমের নারীরা যখন দৃঢ়তার সহিত বলিতে থাকেন যে, তাঁহাদিগকেও পুরুষের সহিত সংগ্রামে যোগদান করিতে দিতে হইবে, তখন আমার মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠে যে, কেবলমাত্র লবণ আইন ভঙ্গ করার চেয়েও এই আন্দোলনে মেয়েদের বৃহত্তর কাজ করিবার আছে। বোধ হয় এক্ষণে সেই কাজ আমি আবিষ্কার করিয়াছি। ১৯২১ সনের এক সময় পুরুষগণ কর্ত্তৃক মদের ও বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে ঐ আন্দোলনের মধ্যে হিংসা প্রবেশ করায় উহা ব্যর্থ হয়। যদি বাস্তবিক আন্দোলনে প্রকৃত শক্তির সৃষ্টি করিতে হয়, তবে পিকেটিং আরম্ভ করিতে হইবে। যদি উহা শেষ পর্য্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকে, তবে জনগণকে দ্রুত শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। ইহাতে কখনই যেন জোর জবরদস্তি না করা হয়, কিন্তু নৈতিক উপদেশ দ্বারা শিক্ষাদান করিতে হইবে।

হৃদয়ের দ্বারে নারী ভিন্ন আর কে অধিকতর সাফল্যের সহিত আবেদন করিতে পারে? নেশাজনক দ্রব্য ও ঔষধ এবং বিদেশী বস্ত্র বয়কট অবশ্য আইনের দ্বারাই করিতে হইবে। কিন্তু যতক্ষণ ভিতর হইতে চাপ না দেওয়া যায় এবং জাতির জীবন ধারণের পক্ষে ইহা না হইলে চলে না—যখন এই প্রকার ভাব উহার পশ্চাতে প্রযুক্ত হইবে, তখনই আইন সৃষ্টি হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। মদ এবং মাদক দ্রব্যে যাহারা অভ্যস্ত, তাঁহাদের নৈতিক চরিত্র যে নষ্ট হইয়া যায়, ইহা কেহ অস্বীকার করিবে না। বিদেশী বস্ত্র জাতির অর্থ নৈতিক ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দেয় এবং লক্ষ

লক্ষ লোককে কর্ম্মহীন করিয়া তোলে। ইহার দুঃখ কষ্ট কি তাহা স্ত্রীলোকেরা জানে। যাহাদের স্বামী মাতাল সেই সমস্ত রমণী জানেন সংসার জীবনে মদ্যপান কি সাংঘাতিক অমঙ্গলপ্রসূ—যে সমস্ত গৃহে এককালে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত, সেগুলি কি শোচনীয় অবস্থা ধারণ করে। আমাদের গৃহের লক্ষ লক্ষ নারী জানেন বেকার সমস্যা কি কঠিন। আজকাল চরকা চালাইয়া ১লক্ষের অধিক নারী কাজ করিতেছেন। ভারতের নারীগণ এই দুইটী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহাতে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করুন। জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহারা পুরুষের চেয়ে অধিক দিতে পারেন।

এই পর্য্যন্ত তাঁহারা যে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস অনুভব করেন নাই, তাহা এক্ষণে অর্জ্জন করিতে পারিবেন। বিদেশী বস্ত্র ও মদ্য ব্যবসায়ীদিগের নিকট এবং যাহারা মদ্যপানে অভ্যস্ত, তাহাদের নিকট নারীগণ যদি আবেদন করেন; তবে ব্যবসায়ী ও মদ্যপদিগের হৃদয় না গলিয়া পারিবে না। এই চারি শ্রেণীর প্রতি নারীগণ হিংসাত্মক কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবে—এরূপ সন্দেহও উঠিতে পারে না। এরূপ শান্তিপূর্ণ এবং চাঞ্চল্যপূর্ণ আন্দোলনে গভর্ণমেণ্ট অলস থাকিতে পারিবেন না। স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত এবং পরিচালিত এই আন্দোলনে বিপুল মাধুর্য্য থাকিবে। যতটা দরকার হয়, ততটা সাহায্য অবশ্যই তাঁহারা পুরুষদিগের কাছ হইতে নিতে পারেন কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদিগকে পুরুষের অধীন থাকিতে হইবে। এই আন্দোলনে হাজার হাজার স্ত্রীলোক শিক্ষিতাই হউন, কিম্বা অশিক্ষিতাই হউন, যোগদান করিতে পারেন। উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণ আমার এই আবেদনে নিজদিগকে জনসাধারণের কার্য্যে এবং নৈতিক ও আর্থিকভাবে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে সুযোগ পাইবেন।

বিদেশী বস্ত্র বয়কটের সমস্যাটি যদি তাঁহারা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে খদ্দর ভিন্ন বয়কট সফল হওয়া সম্ভব নহে। কাপড়ের কলওয়ালাগণ নিজেরাই স্বীকার করিবেন যে, ভারতের লোকদিগের জন্ম যত কাপড় আবশ্যক তত কাপড় অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারা প্রস্তুত করিতে পারিবেন না। যদি উপযুক্ত আবহাওয়া থাকে তবে খাদি আমাদের নিজেদের অসংখ্য গ্রামগুলিতে তৈয়ারী হইতে পারে। ভারতের নারীগণ সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করুন এবং প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত সুতা কাটিবার জন্ম ব্যয় করুন। কতটা পরিমাণ খদি উৎপন্ন হইবে, তাহা সুতা কাটার উপরই নির্ভর করিতেছে। গত ১০ দিনের অভিযান পথে এবং অবস্থার কঠোরতার মধ্যে আমি তকলির কার্য্যক্ষমতা পূর্ব্বের চেয়ে অধিকতর বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছি। কর্ম্মশক্তিতে ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য। আমার সঙ্গীগণ অন্য কোন কাজে ব্যাঘাত না করিয়া কেবলমাত্র হেলাফেলা করিয়াই প্রতি ৪বর্গগজ ১২ নম্বরের সুতা কাটিতে পারিয়াছেন। যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে খাদি কম যায় না।

এই দুই সংস্কার আন্দোলনের ফল স্পষ্টতঃই প্রবল। রাজনৈতিক পরিণামও কম হইবে না। মদ ও মাদকদ্রব্য রোধ করার অর্থ হইতেছে গভর্ণমেণ্টের ১৫ কোটী টাকা রাজস্ব লোকসান, বিদেশী বস্ত্র বয়কট করার অর্থ হইতেছে ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের ৬০ কোটী টাকা বাঁচান। লবণ আইন প্রত্যাহারের চেয়েও এই দুইটী আন্দোলন আর্থিক হিসাবে অনেক অধিক লাভজনক হইবে। ইহার নৈতিক সুফল এত হইবে যে, আমি তাহার পরিমাণ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু কোন কোন ভগিনী আপত্তি তুলিতে পারেন যে, মদ ও বিদেশীবস্ত্র পিকেটিংয়ের মধ্যে কোনপ্রকার উত্তেজনা ও সাহসিকতা নাই। তাঁহারা আন্দোলন শেষ করিবার পূর্ব্বেই হয়তো নিজদিগকে কারাগৃহে দেখিতে পাইবেন। তাঁহারা শারীরিকভাবে জখম এবং অপমানিতও হইতে পারেন—এই প্রকার অবমাননা এবং শাস্তি সহ করা তাঁহাদের পক্ষে গৌরবজনক হইবে। যদি এই প্রকার কষ্টভোগ তাঁহাদের ভাগ্যে জোটে, তবে উদ্দেশ্য অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধ হইবে। যদি ভারতের নারীগণ আমার কথায় মনোযোগ করেন এবং আমার আবেদনে সাড়া দেন তবে যেন শীঘ্র তাঁহারা অবতীর্ণ হন।

যদি সমগ্র ভারতবর্ষে অবিলম্বে কাজ আরম্ভ না করা যায় তবে যে যে প্রদেশ প্রস্তুত আছে, সেই সেই প্রদেশই যেন সঙ্ঘবদ্ধ হয়। তখন অন্যান্য প্রদেশও অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে অনুসরণ করিবে।

"দেশকে ভালবাসিলে যদি অপরাধ হয় তবে আমরা অপরাধী।"

(শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্ত, বীর রাঘব আচারিয়া, শিবশরণ লাল যয়শোয়াল এবং মোহনদাস সাধু ১০৮ ধারার মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়াছেন।)

মানভূম জেলার বিভিন্ন স্থানে জ্ঞানতঃ রাজদ্রোহসূচক ভাবপ্রচারের অভিযোগে ফৌজদারী বিচার বিধির ১০৮ ধারায় আমরা ধৃত হইয়াছি। এই দেশের জনসাধারণের শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টাকে ভয়ার্ত্ত শাসক রাজদ্রোহের গণ্ডীর মধ্যে আনিবার যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা দেখিয়া মনের মধ্যে যুগপৎ বিস্ময়ের ও কৌতুকের উদয় হয়। মাদকতা-দোষ নিবারণ শরীর চর্চ্চা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে প্রচারকে রাজদ্রোহের পর্য্যায় ভুক্ত করিতে পারে এরূপ শাসনতন্ত্র পৃথিবীতে আছে বলিয়া আমাদের জানা ছিল না— এবং যদি কোনও শাসনতন্ত্র তাহা করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সে সম্বন্ধে উক্ত শাসনতন্ত্রের অধিকার আমরা অবশ্যই অস্বীকার করি। যদি মদ্যপানের পঙ্কিল প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া রাজদ্রোহ হয় তাহা হইলে রাজদ্রোহী বলিয়া আমাদের শাস্তি দিবার জন্য আমরা সরকারকে আহ্বান করিতেছি। যদি শারীরিক উন্নতি এবং আত্মরক্ষার জন্য লাঠিখেলা শেখানর মধ্যে রাজদ্রোহ থাকে আমরা সগর্ব্বে বলিতেছি—আমাদের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত আমরা রাজদ্রোহ প্রচার করিব। বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার করা এবং খদ্দর প্রচার করার নাম যদি রাজদ্রোহ হয় তাহা হইলে আমরা রাজদ্রোহী

বলিয়া পরিচিত হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করি। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের ভৃত্য হইয়াও যে সকল পুলিশ-কর্ম্মচারী প্রভুত্বের মুখোস পরিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে উপেক্ষা করা, তাহাদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়ানর নাম যদি আইনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় তাহা হইলে প্রকৃত ভারতবাসী মাত্রেরই সেই আইন ভঙ্গ করা উচিত। সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও অবিচারকে তুচ্ছ করা যদি রাজদ্রোহ হয় তাহা হইলে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত আমরা রাজদ্রোহ প্রচার করিব, যদি স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করা এবং স্বাধীনতালাভের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে যদি কোনও অপরাধ থাকে তাহা হইলে অপরাধী হওয়াকে আমরা গৌরবজনক মনে করি।

যাহা হউক স্থানীয় শাসকের জঘন্য চালবাজী বস্তুতঃই বিস্ময়কর। ১৯৩০ সালের ১৫শে ফেব্রুয়ারী আমাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বাহির হয়। আমাদের মধ্যে বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত ও বীররাঘব আচারীয়া পুরুলিয়ার অধিবাসী। সাধারণ নিয়মানুসারে তাহাদের পুরুলিয়ার বাসস্থানে প্রথমে তাহাদের সন্ধান লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জেলার শাসকেরা তাহা না করিয়া সেই দিন সকালেই পুরুলিয়া হইতে ৩০ মাইল দূরে ঝালদার রাজার অত্যাচারের প্রতিবাদ করিবার জন্য আহূত একটী শান্তিপূর্ণ সভায় মোটর লরী বোঝাই করিয়া মিলিটারী পুলিশ এবং ওয়ারেন্ট পাঠাইয়া দেন। ইহার মধ্যে যে কি রহস্য নিহিত আছে তাহার অর্থভেদ করা খুবই সহজ। কাঁসরা নামক এক স্থানে ঐ সভা আহূত হইয়াছিল এবং ঐ কাঁসরা গ্রামেই আমাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ গ্রামটী ঝালদা থানার অন্তর্গত এবং ঝালদা সহরের অতি নিকটেই অবস্থিত। ঝালদা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা বহুকাল হইতে স্থানীয় অর্থশালী জমিদারের নিষ্ঠুর উৎপীড়নে পিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় পুলিশের নিকট হইতে ঐ সকল উৎপীড়িত গ্রামবাসী আজ পর্য্যন্ত কোনও সাহায্য পায় নাই। প্রজার বিপদ আপদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই পুলিশ কর্ম্মচারীরা নিরস্ত হন নাই পরন্তু তাঁহারা প্রতিপদে ঝালদার জমিদারকে নিজেদের পক্ষপুট আশ্রয় দিয়াছেন, ইহার কারণ যে কি তাহাও সহজেই অনুমেয়।

ঝালদায় আজ সত্য সত্যই অরাজকতা দেখা দিয়াছে। তাহা না হইলে কে বিশ্বাস করিবে—ঝালদা সহরের লোক-বহুল রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে পৈশাচিক নরহত্যা অনুষ্ঠিত হইতে পারে অথচ হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যায় না? সত্যকিঙ্কর দত্ত নামক এক তরুণ কংগ্রেস-কর্ম্মী স্থানীয় জমিদারের অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ঝালদার এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ১৯২৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ঝালদার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত রাজপথ যখন জনাকীর্ণ তখন সত্যকিঙ্কর ঐ স্থানে ঘাতকের দ্বারা আহত হইল অথচ স্থানীয় পুলিশ হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না বলিয়া রিপোর্ট দিলেন—আর জেলার শাসনভার যাঁহাদের হাতে তাঁহারা ঐ সুরে সুর মিলাইয়া বলিলেন "তথ্য সত্য"। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময়-বিমূঢ় জনসাধারণ যদি আজ জিজ্ঞাসা করে—ব্রিটিশ-রাজের যে কর্ম্মতৎপরতা ও কার্য্যশক্তির জয়-ঘোষণায় আকাশ-বাতাস মুখরিত, ঝালদায় কি আজ তার অবসান হইল, তবে প্রশ্নটা নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ঝালদায় যখন অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নগ্নমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছিল অক্ষম শাসক যখন প্রজার ধন ও প্রাণ রক্ষার বিধান করিতে পারে নাই তখন ক্ষুব্ধ-হতভাগ্য গ্রামবাসীকে আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করি—গ্রামবাসীরাও আশান্বিত হইয়া উঠে, জেলার যাঁরা শাসক তাঁরা কিন্তু কংগ্রেসের তরফ হইতে অত্যাচারক্লিষ্ট জনসাধারণের নিকট আত্মশক্তি এবং স্বাবলম্বনের বাণী প্রচার করার চেষ্টাকে বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। এই গেল আমাদের গ্রেপ্তারের একটা কারণ। আমাদের গ্রেপ্তারের দ্বিতীয় কারণের সঙ্গে বাগমুণ্ডি থানার দারোগার ইতিহাস কিছু জড়িত আছে। বাগমুণ্ডি থানার দারোগার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই আমাদিগকে চালান দেওয়া হইয়াছে। জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট একটা মোকদ্দমায় ঐ দারোগার সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য বলিয়া সাব্যস্ত করেন এবং ঐ দারোগাকে দণ্ড দিবার জন্য সরকারের উদ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট লিখিয়া পাঠান। সুতরাং আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া এবং তাহারই সুযোগ লইয়া সরকারের নিকট বিশ্বাসভাজন হইবার জন্য ঐ দারোগার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। আর তাই, প্রকাশ্য রাজপথে হত্যার কিনারা করিতে অসামর্থ্যের ভিতর দিয়া যে শাসককুলের অকর্ম্মণ্যতা ও পঙ্গুতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল তাহারাই আজ হঠাৎ অতিরিক্ত মাত্রায় সজীব ও কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিল—এবং উৎপীড়িত ঝালদাবাসীর মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য সামরিক জাঁকজমকের সহিত শান্তিপূর্ণ জনসভার মধ্য হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া সাধারণ পলাতক আসামীর মত আমাদিগকে কারারুদ্ধ করা হইল। এই সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে যে রহস্য নিহিত আছে তাহা আর কাহারও অবিদিত থাকিবে না।

যে কাজ করিবার জন্য আজ আমরা রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত, স্বাধীন দেশে তাহা প্রশংসার্হ বলিয়াই বিবেচিত হয়। আমরা বিশ্বাস করি ভগবান ও বিশ্বমানবের নিকটে আমরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—

বন্দেমাতরম্।

মানভূম জেলাবাসী যুবকগণের প্রতি

মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পন্থায় সত্যাগ্রহ অর্থাৎ সরকারের আইন অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধ করিবার জন্য ভারতের প্রায় সকল স্থানই প্রস্তুত হইতেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে হাজার হাজার লোক সত্যাগ্রহী সৈনিক শ্রেণী-ভুক্ত হইতেছে। বেশী দূর যাইবার প্রয়োজন নাই; এই বিহার প্রদেশেই সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি জেলায় অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে এবং দৈনিক শত শত লোক এই অহিংস সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য সত্যাগ্রহী দলে নাম লিখাইতেছেন। ইঁহাদের তুলনায় আমাদের মানভূম জেলা অনেক পিছাইয়া আছে। এই সংগ্রামের জন্য এই জেলাতে অন্ততঃ দুই হাজার সত্যাগ্রহী সৈনিক সংগ্রহ করিবার আদেশ আসিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহীর সংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই। বহুস্থানের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত এই যুদ্ধে অংশ লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন আর মানভূমের অধিবাসিগণ, বিশেষতঃ যুবকগণ কি এতই হীনবীর্য্য যে তাঁহারা এই ভারত-ব্যাপী স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁহাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন? কখনই না। দুই হাজার ত অল্প, মানভূম ইহার বহুগুণ বেশী সত্যাগ্রহী প্রেরণ করিবে। ভারতের এই যুগসন্ধিক্ষণে যখন একদিকে পরাধীনতার গ্লানি, মনুষ্যত্বের নাশ, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও চিরদারিদ্র্য, আর অপর দিকে স্বাধীনতার বিমল আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব, জ্ঞান, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা, তখন ভারতের যুবকগণ মাতৃভূমির শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়া লইতে যে কখনই কুণ্ঠিত হইবে না ইহা নিঃসন্দেহ। কে এমন যুবক আছে যাহার প্রাণ স্বাধীনতার যুদ্ধের ডাকে উৎসাহে নৃত্য করিয়া না উঠে—যাহার চিত্ত আনন্দের উন্মাদনায় বিভোর না হয়? যদি কেহ থাকে সে যুবক নামের অযোগ্য। হে যুবকগণ শয়নে স্বপনে জাগরণে স্বাধীনতাই তোমাদের একমাত্র চিন্তা—একমাত্র ধ্যান হউক। স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত হও। মায়ের শৃঙ্খল মোচনে অগ্রসর হও। মা যে সতৃষ্ণ নয়নে তোমাদের দিকে চাহিয়া আছেন। ঐ যে দেখিতে পাইতেছ না? স্বাধীনতাদুর্গ অদূরে দেখা যাইতেছে। অনুকূল বাতাস বহিতেছে। আর একটু দ্রুত অগ্রসর হও। অমানিশার গাঢ় অন্ধকার কাটিয়া গিয়া উষার অরুণালোক পূর্ব্ব গগনে সঞ্চারিত হইবে। নিজেকে দুর্ব্বল ভাবিও না—অসহায় ভাবিও না। এখন এসব ভাবিবার সময় নাই। কবির কথা মনে কর "নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্ব্বল, বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল। মাতৃকণ্ঠে যার বাজিছে শৃঙ্খল, দুর্ব্বল সবল সে কি ভাবিবে?" বত্রিশ কোটী লোকের বাসভূমি এই ভারত দুর্ব্বল কিসে—অসহায় কিসে? ভয় কিসের? জেলের, না মৃত্যুর? জেল ত গৌরবের বিষয় হইয়াছে। আর মৃত্যুকে যখন কোন প্রকারেই এড়াইতে পারিবে না, একদিন যখন মরিতেই হইবে তখন দেশের মুক্তির জন্য মৃত্যুকে বরণ করাই একমাত্র শ্রেয়ঃ—ইহাই পুরুষত্ব। এই স্বাধীনতার যুদ্ধে হয় স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু। মৃত্যু হইলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে। স্বাধীনতা বা স্বর্গ উভয়ই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য। সকলে একযোগে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। ভারতের পূর্ব্বাকাশ অচিরে স্বাধীনতার সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। আমরা এই স্বাধীনতার অহিংসযুদ্ধে স্বেচ্ছায় সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ও নির্য্যাতন বরণ করিয়া লইতে যাইতেছি। নির্য্যাতন আসিলে, আমরা যেন ক্রোধ বা হিংসাকে কোনও প্রকারে প্রশ্রয় না দিই। সত্যের পথ হইতে যেন ভ্রষ্ট না হই। সহস্র নিপীড়নেও ধীর স্থির প্রশান্ত চিত্তে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই এই যুদ্ধের বিশেষত্ব—এই যুদ্ধের অভিনবত্ব। সমগ্র জগৎ এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিবার জন্য উৎসুক নয়নে ভারতের দিকে চাহিয়া আছে। তোমরা দেখিও—ভারত তাহার যেন মুখ রক্ষা করিতে পারে।

কাল বিলম্ব না করিয়া সকলে সত্যাগ্রহী সৈনিকদলভুক্ত হও ও সৈনিকদের নিয়মানুসারে সেনাপতি মহাত্মা গান্ধীর আদেশ মত সত্যাগ্রহ যুদ্ধে যোগ দান কর। অচিরে স্বাধীনতা তোমাদের করায়ত্ত হইবে।

যাঁহারা সত্যাগ্রহী হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে সত্যাগ্রহীর প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। স্থানীয় কংগ্রেস অফিসে প্রাতে ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত এবং বৈকালে ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহী শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। যাঁহারা দূরবর্ত্তী স্থানে থাকেন তাঁহারা সম্পূর্ণ ঠিকানা দিয়া অঙ্গীকারপত্র পূরণ করিয়া পাঠাইয়া সত্যাগ্রহী হইতে পারেন। বন্দেমাতরম্।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ
সেক্রেটারী, মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটী।
পুরুলিয়া।

৬ই এপ্রিল ১৯৩০ সাল।

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

১৩৩৭ সনের সুন্দর কেলেণ্ডার পত্র লিখিলেই পাঠাই। নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া সত্বর লিখুন। বিলম্বে হতাশ হইবেন।

করিম এণ্ড কোং—ঢাকা।

ইস্তাহার

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৯৩০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ২৩৫২ এল্. এস্, জি, নম্বর ইস্তাহার দ্বারা বিহার এবং উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর "১৯১৯ সালের বিহার ও উড়িষ্যা ভেজাল নিবারণী আইন" সকল খাদ্য সম্বন্ধে মানভূম জেলার সদর মহকুমায় জারী করিয়াছেন। সুতরাং সমুদয় দোকানদারগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে যেন কেহ ভেজাল খাদ্যাদি বিক্রয় না করেন, তাহা হইলে উক্ত আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন। গবর্ণমেণ্ট এই আইন পরিচালনোদ্দেশে মানভূম ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডকে "স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্বাক্ষর—

শ্রীজীমূতবাহন সেন।

তারিখ—পুরুলিয়া, ৮ই মার্চ্চ ১৯৩০। ভাইস্-চেয়ারম্যান, মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড।

বিজ্ঞাপন

আগামী ২০শে ও ২১শে এপ্রিল দুইদিবসব্যাপী ধানবাদে মানভূম জেলা সম্মেলনীর বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সম্মেলনীর কার্য্য সফল করিবার জন্য মানভূম বাসী সকলের উপস্থিতি ও সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক। এই জেলার অধিবাসী পূর্ণ বয়স্ক যে কেহ দুই টাকা চাঁদা দিয়া অভ্যার্থনা সমিতির সভ্য হইতে পারেন। মানভূম বাসীগণের নিকট বিনীত নিবেদন যেন সকলে উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়া সম্মেলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সাহায্য করিবেন।

শ্রীরমেশ চন্দ্র সরকার
সম্পাদক, অভ্যার্থনা সমিতি
৩য় মানভূম জেলা সম্মেলন

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি যে লোকপ্রিয়তার নিদর্শন তাহা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনবীমা কোম্পানী

ওরিয়েণ্টালের

বর্ত্তমান সমৃদ্ধিতেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়।

ক্রমোন্নতি

নূতন বীমা

১৯২৫	২৯৬ লক্ষ টাকা
১৯২৬	৩৯১ "
১৯২৭	৪৩৮ "
১৯২৮	৫৮৫ "

প্রিমিয়ম হইতে আয়

১৯২৫	৯৩ লক্ষ টাকা
১৯২৬	১০৬ "
১৯২৭	১২২ "
১৯২৮	১৪০ "

লোকপ্রিয়তাই লভ্যাংশের ক্রমবৃদ্ধি সূচনা করে। সমগ্র জীবনবীমা পলিশিতে ঘোষিত বোনাসের হার।

১৯২১	প্রতি হাজার টাকায় বার্ষিক	১০ টাকা
১৯২৪	" "	২২॥০ "
১৯২৭	" "	২৫৲ "

অতএব এই উন্নতিশীল কোম্পানীতে বীমা করিলে আপনার সংস্থানের সুব্যবস্থা হইবে।

কোম্পানীর প্রতিনিধি সর্ব্বত্র আছেন।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কোম্পানীর অফিস আছে:—

হেড অফিস:—ওরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস্, বোম্বাই।

আগ্রা, কলিকাতা, করাচি, মান্দালয়, পুনা, সিঙ্গাপুর, আজমীর, কলম্বো, কাউলালুম্পুর, ম্যাঙ্গালোর, কোয়েটা, স্থক্কুর, আমেদাবাদ, ঢাকা, লাহোর, মোম্বাসা, রেঙ্গুন, ত্রিবাঙ্কুর, এলাহাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, রাঁচি, ত্রিচিনপল্লী, ব্যাঙ্গালোর, কাণ্ডি, মান্দ্রাজ, পাটনা, রাওলপিণ্ডি, ভিজাগাপটম।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন:—

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্
পোষ্ট বক্স নং ২১ কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
৪ সিম্পসন রোড, ঢাকা।

সব্ ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
একজিবিসন রোড, পাটনা।

অরগানাইজার, ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস,
কাচারি রোড, রাঁচি।

অথবা মিঃ এস. এল. রায়,
অরগানাইজার, রঙ্গপুর।

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করে কেন?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের কাজে ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ

কর্ম্ম সঙ্গীত—	৵১০
আর তুমি?—জীমূতবাহন সেন	/০
বিলাতী বর্জ্জন করিব কেন? (জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী)—	/০
ভক্তরাজ তুলসীদাস— (ক্ষিতীশ বসু)—	৶০
যৌবন ও বিবাহিত জীবন—	৶০
সাধুবাণী—	৶০
মাতৃপূজা—	।৶০
শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন—	/১০
নবীনে প্রাচীনে (নিবারণ দাসগুপ্ত)	৶০
যতীন দাসের ছবি—	৫

প্রাপ্তিস্থান—

দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া
ও
ব্রজেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, আদ্রা।

এই গ্রীষ্মে কোথায় খাইবেন?

যদি খাইয়া তৃপ্তি ও থাকিয়া আনন্দ পাইতে চান তবে

হোটেল ওরিয়েণ্ট্যালে আসুন।

স্নানের সুবন্দোবস্ত আছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত S. D. O, শ্রীযুক্ত গোপেশ চন্দ্র অধিকারী, অনারেরী Deputy Magistrate, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত অবসর প্রাপ্ত D. S. P. ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সরকার অবসর প্রাপ্ত District Inspector of Schools এই হোটেলে খাইয়া বলিয়াছেন—"পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এই হোটেলের বিশেষত্ব। খাইবার সময় বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।"

প্রতি বেলা—	।০	মাসিক	১২৲
" "	।৶০	"	১৫৲

নীলকুঠীডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

কর্ম্মখালি।

আমার দর্জ্জী দোকানের জন্য সুযোগ্য (কাটার ও সেলাইয়ে অভিজ্ঞ) দর্জ্জী দরকার। বেতন যোগ্যতানুসারে দেওয়া হইবে।

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দেখা করুন:—

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ।
সন্দেশের দোকান
পুরাতন ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখ।

পুস্তিকা বিতরণ

রেঙ্গুন কারাগার হইতে সদ্য মুক্ত দেশভক্ত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের ঝালদা সম্মেলনীর অভিভাষণ /০ এক আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে এক কপি পাঠান হইবে। বেয়ারিং পোষ্টে পাঠান হইবে না।

ম্যানেজার, দেশবন্ধু প্রেস পুরুলিয়া।

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস:—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—	৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নূতন বীমা	১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয়	২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে	৬২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সঞ্চান	১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

কর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এ-আই (লণ্ডন)
কলিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট সমূহের চীফ এজেণ্ট,
আসনসোল, E. I. Ry.

চরকা প্রতিযোগিতা

পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন অনুসারে মানভূম জেলা সম্মিলনীর ধানবাদ অধিবেশন ৬ই ও ৭ই এপ্রিল স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ সম্মেলনীর অধিবেশন ২০শে ও ২১শে এপ্রিল ধার্য্য হইয়াছে এবং ঐ দিবসেই চরকা প্রতিযোগীতা হইবে।

ইচ্ছুক প্রতিযোগিগণ ১৮ই এপ্রিলের মধ্যে অভ্যার্থনা সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

২রা এপ্রিল,
ধানবাদ।

শ্রীক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত।
সভাপতি, অভ্যার্থনা সমিতি
মানভূম জেলা সম্মিলনী
ধানবাদ।

অপূর্ব্ব সুযোগ !

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত "কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

আর তুমি ?

(শ্রীজীমূতবাহন সেন প্রণীত)

দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার মর্ম্মস্পর্শী বিবৃতি। আজই ক্রয় করুন।

মূল্য—এক আনা মাত্র।

বীর সত্যকিঙ্কর

(শ্রীবিমলেন্দু দাশগুপ্ত)

দুঃখীর দরদী, দেশমাতার কৃতি সন্তান সত্যকিঙ্করের জীবনী প্রত্যেক মানভূমবাসীর গৃহে গৃহে গীতার মত আদৃত হওয়া উচিত।

মূল্য—/১০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !! সুবর্ণ সুযোগ !!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে মফস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার
৮ই বৈশাখ ১৩৩৭, ইং ২১শে এপ্রিল ১৯৩০ { ১৬শ সংখ্যা

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়

হেড অফিস ঢাকা

ব্রাঞ্চ—পুরুলিয়া।

গণোরিয়ার একমাত্র মহৌষধ

মেহবজ্র

ইহা সেবনে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইয়া রোগী নবজীবন ও শান্তি লাভ করিবে।

(মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ মাত্র)

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ

জ্বরকেশরী

সর্ব্ববিধ ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃতের রোগ, রক্তহীনতা, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি আরোগ্য করিতে অব্যর্থ।

(প্রতি শিশি ২, টাকা মাত্র)

শাখা—ভারতের সর্ব্বত্র।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেন্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২॥০ টাকা, যাণ্মাসিক মূল্য—১॥০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—/০ আনা

জানবার কথা

সস্তানদের উৎকৃষ্ট সাবান—

প্রস্তুতই আমাদের বিশেষত্ব। সেই জন্যই আজ দুই বৎসর হইতে এই কারখানায় প্রস্তুত সু-শ্রী, নির্ম্মল, অনুষ্ঠকুন্তল, গোলাপীরাজ ইত্যাদী সাবানগুলি সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।

অতএব আপনারা ভেজালযুক্ত বাজে সাবান ব্যবহার না করিয়া, আমাদের প্রস্তুত সাবানগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমাদের সু-শ্রী টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আপনার শরীরের চর্ম্মরোগ দূর করুন, ও ঘ্রাণে মুগ্ধ, ব্যবহারে তৃপ্ত ও স্নানান্তে পবিত্র হউন। ইহাতে অন্য সাবানের মত চর্ব্বি নাই ও সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক, বিস্তৃত সংবাদের জন্য পত্র লিখুন।

Youngmen's Scientific & Indnstrial Works

P. O. Tulin. (Manbhum)

স্বত্বাধিকারী—শ্রীসৃষ্টিধর গোস্বামী

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড নিম্নলিখিত খেয়াঘাটগুলি প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত করিবেন। ১৯৩০ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসে বেলা ৪ ঘটিকার সময় নিলাম আরম্ভ হইবে। বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে উক্ত অফিসে হাজির হইবেন।

১। মানিকুই ফেরীঘাট
২। সুবর্ণরেখা ফেরীঘাট।
৩। ঘেড়াবেড়া দামোদর রাস্তার উপর দামোদরের ফেরীঘাট
৪। মানবাজার কুইলাপাল রাস্তার উপর কুমারী ও যমুনা নদীর ফেরীঘাট
৫। মানবাজার বাঁকুড়া রাস্তার কাঁসাই নদীর ফেরীঘাট
৬। মানবাজার বান্দোয়ান রাস্তার কুমারী ও তগু্যা নদীর ফেরীঘাট
৭। মানবাজার বরাবাজার রাস্তায় কুমারী নদীর ফেরীঘাট।
৮। হুড়া মানবাজার রাস্তার কাঁসাই নদীর ফেরীঘাট
৯। ডুমুরগোল ফেরীঘাট

স্বাঃ—শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়
চেয়ারম্যান—মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড

ইস্তাহার

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৯৩০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ২৩৫২ এল্. এস্. জি. নম্বর ইস্তাহার দ্বারা বিহার এবং উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর "১৯১৯ সালের বিহার ও উড়িষ্যা ভেজাল নিবারণী আইন" সকল খাদ্য সম্বন্ধে মানভূম জেলার সদর মহকুমায় জারী করিয়াছেন। সুতরাং সমুদয় দোকানদারগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে যেন কেহ ভেজাল খাদ্যাদি বিক্রয় না করেন, তাহা হইলে উক্ত আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন। গবর্ণমেণ্ট এই আইন পরিচালনোদ্দেশে মানভূম ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডকে "স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্বাক্ষর—

তারিখ—পুরুলিয়া
৮ই মার্চ্চ ১৯৩০

শ্রীজীমূতবাহন সেন
ভাইস্-চেয়ারম্যান
মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড।

আর তুমি ?

(শ্রীজীমূতবাহন সেন প্রণীত)

দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার মর্ম্মস্পর্শী বিবৃতি। আজই ক্রয় করুন।

মূল্য—এক আনা মাত্র।

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার।"

সন ১৩৩৭ সাল, ৮ই বৈশাখ সোমবার।

ভাঙ্গা ও গড়া

আজ দিকে দিকে ভাঙ্গনের গান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—দেশের জাগ্রত আত্মসম্মানবোধ আজ যেন সব কিছু ভাঙ্গিবার জন্যই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই জাগৃতির মুহূর্ত্তে জাতির অগ্রগতির পথে যাহা কিছু অন্তরায় বলিয়া মনে হইতেছে সে সবের প্রতিই জাতির বিরূপভাব নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোথাও সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়া এই বাধা ভাঙ্গিবার চেষ্টা, আবার কোথাও পথ না পাইয়া ব্যর্থের নিস্ফল তর্জ্জন-গর্জ্জনের মধ্য দিয়া এই ভাঙ্গিবার নেশার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে—অচিরেই বিরাট রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেশের বুকে ইহা তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিবে।

পুত্র পিতামাতার স্নেহের বন্ধন, ছাত্র শিক্ষকের শাসনের বন্ধন, যুবক সংসারের দায়িত্বের বন্ধন, স্থানে স্থানে জনমণ্ডলী আইন ও শৃঙ্খলার বন্ধন ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া বিজ্ঞ হিসাবী মাথা নাড়িয়া বলিতেছেন—এ সব কি ভাল? জাতি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে, সে ভাল কথা। কিন্তু তাই বলিয়া ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষে সব কিছু ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবার এই উন্মত্ত চেষ্টার সহায়তা করা কিছুতেই উচিত নয়। আজ না হয় সাময়িক সাফল্যের জন্য তুমি তোমার পথের এই তথাকথিত বাধাগুলিকে নির্ম্মম ভাবে পদদলিত করিয়া চলিলে কিন্তু দেশ যখন স্বাধীন হইবে—ভাঙ্গিবার প্রয়োজন যখন আর থাকিবে না, গড়িবার দায়িত্ব যখন তোমার লইতে হইবে তখন এই সকল ভাঙ্গা, জোড়া দিবে কেমন করিয়া? যে মনোভাব এই ভাঙ্গার ভিতর দিয়া তুমি সৃষ্টি করিতেছ তাহা যে পরে আর কোনও প্রকার রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক বন্ধন স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হইবে না। পিতামাতার নিজ পুত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিবার যে স্বাভাবিক অধিকার, শিক্ষকের ছাত্রদের চরিত্র গঠনের জন্য তাহাকে শাসনে রাখিবার যে সামাজিক অধিকার, দেশের ব্যাপক মঙ্গলের জন্য আইনের মর্য্যাদা রক্ষার শাসকের যে রাষ্ট্রীয় অধিকার—বাদ বিচার না করিয়া ভালমন্দ না বাছিয়া এই সবের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ জাগাইবার তুমি চেষ্টা করিতেছ। পরে যখন দিন আসিবে, দেখিবে কত বড় অন্যায় তুমি করিয়াছ—যে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার বীজ তুমি আজ সমাজদেহে নিহিত করিতেছ, তাহার কুফল দেখিয়া সে দিন তুমিই চমকাইয়া উঠিবে—দেশে তখন আর নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকিবে না।

বিজ্ঞতার এই অতি-হিসাবী সতর্কতার উপদেশে এখন কান দিবার প্রয়োজন নাই। ভাঙ্গিতে আজ আমাদের হইবেই, তাহা ছাড়া আর উপায় নাই। জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে পরাধীনতার যে বিষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কুফল দূর করিতে হইলে জীর্ণ-সংস্কারে চলিবে না—ভিত্তি সমেত উপাড়িয়া ফেলিয়া নব ভিত্তির উপরে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং মন্দের সঙ্গে অনেক ভালও হয়ত নির্ম্মম ভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে কিন্তু উপায় নাই। বিদেশী শাসনতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করিবার যে মনোভাব দেশে আজ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে, ঐ শাসনতন্ত্রের আইন-কানুন অমান্য করিবার চেষ্টার ভিতর দিয়া সেই ভাবকে আরও ব্যাপক, আরও প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে—যেন অচিরেই দেশের প্রবুদ্ধ দেশাত্মবোধ এই বিজাতীয় শাসন-ব্যবস্থার অস্তিত্ব প্রতি ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভাবেই অস্বীকার করিতে পারে। ভাঙ্গনের নেশার ভিতর দিয়াই সেই ভাব আসিবে।

সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা প্রবেশের যে আশঙ্কার কথা বলা হইতেছে তাহার মূলে সত্য কিছুই নাই। আজ যদি দেশের মুক্তি-প্রচেষ্টায় যোগ দিবার উদ্দেশ্যে পুত্র পিতামাতার বাধা, ছাত্র শিক্ষকের বাধা, যুবক সংসারের বাধা না মানিয়া বাহির হইয়া পড়ে তাহাতে প্রকৃত সমাজবন্ধন—যে বন্ধন ব্যক্তিগত ভাবে মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভে সহায়তাই করে—তাহা শিথিল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যে বন্ধন মানুষকে দেশের মুক্তি-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে বাধা দেয়, সেই বন্ধন পরাধীনতার ফলস্বরূপ সমাজ-দেহকে বেড়িয়া সমাজের শ্বাসরোধের ব্যবস্থাই করিয়াছে—সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই সমাজের মঙ্গল। বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা অমান্য করিবার আয়োজনের মধ্যে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার বিভীষিকা দেখিয়া যাঁহারা চমকিয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের মানসিক জড়ত্ব লইয়া তাঁহারাই থাকুন। তাঁহাদের জড়ত্বকে বিজ্ঞতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার মূর্খতা যেন কাহারও না হয়। যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জাতির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, জাতির নিশ্চেষ্টতা ও ভয়বিহ্বলতাই যে ব্যবস্থার একমাত্র ভিত্তি, ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষে সেই ব্যবস্থার প্রত্যেকটা অঙ্গকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে পারিলেই যে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় চেতনা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হইবে তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। সেই কথা স্মরণ করিয়াই নূতন জাতীয় জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

এখন ভাঙ্গিবার সময়—নির্ম্মম ভাবেই এখন আমাকে ভাঙ্গিতে হইবে। স্নেহ, মায়া ও মোহের বন্ধন না ভাঙ্গিতে পারিলে ভবিষ্যৎ কল্যাণের আগমনীর সূচনা হইবে না। ভাঙ্গনের ভিতর দিয়াই গঠনের বোধন আরম্ভ করিতে হইবে।

পরলোকে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন

সুপ্রসিদ্ধ দেশ-সেবক মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন গত শুক্রবার রাত্রিতে কারমাইকেল হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। দেশের কাজে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মৌলবী সাহেব বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দেশসেবা করিয়াছিলেন এবং দেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ আমলাতন্ত্রের হাতে কয়েকবার নিগৃহীত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হিন্দু মুসলমানের বিবাদ মীমাংসার জন্য তিনি গো-হত্যার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন—এই জন্য তিনি একশ্রেণীর মুসলমানের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। তাহাদের বিরুদ্ধভাব মৌলবী সাহেবকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে নাই। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মৌলবী সাহেব পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রম ছিলেন। জাতির মহা-রাচন সংগ্রামের দিনে মৌলবী সাহেবকে হারাইয়া আমরা সত্যই ব্যথিত হইয়াছি। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী

'একটি বিচার' এই শিরোনামা দিয়া মহাত্মা গান্ধী ১৭ই এপ্রিলের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিয়াছেন—"গুজরাটের জন-আন্দোলন আশাতিরিক্ত সুন্দর হইয়াছে। বোম্বাই এবং বোম্বাইয়ের সহরগুলীও ন্যূন নহে। বাঙ্গলা জীবনী শক্তিতে স্পন্দিত হইতেছে। ফলাফলে ভীতিশূন্য হইয়া অহিংসাকে বর্দ্ধন করিবার শক্তি বাঙ্গলার আছে। ছাত্রসভায় পুলিশের বেপরোয়া মারপিটের জবাবে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যাহা করিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গলার ছাত্রদের আন্দোলনের সম্ভাব্যতার কাছে ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি প্রভৃতির কারাদণ্ড বিশিষ্টতাশূন্য হইয়া পড়ে। এই লেখা পড়িয়া কলিকাতার পুলিশ কমিশনার কি মনে করিবেন আমি তাহা জানি। তিনি বলিবেন—"আপনি আমার বাঙ্গলাকে চিনেন না।" বাঙ্গলা দেশকে আমি তাঁহার অপেক্ষা ভালভাবেই চিনি। তাঁহার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টেরই সৃষ্টি। গবর্ণমেণ্ট যদি বাঙ্গালাকে উত্ত্যক্ত করিতে বিরত থাকেন এবং ভারতবর্ষকে অভীষ্ট লাভের পথে বাধা না দেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশ শান্তিময় প্রদেশই থাকিবে।

আমি আশা করি বাঙ্গলা দেশের কল্পনাশক্তি তাহাকে আকাঙ্ক্ষা করিবে এবং বাঙ্গলা বুঝিতে পারিবে যে অহিংসার দ্বারাই অভীষ্ট লাভ সম্ভব। অহিংসা দেবীর পায়ে সমস্ত দুঃখ কষ্ট উৎসর্গ করিতে হইবে।"

তৎপরে মহাত্মাজী বলেন—"জনসাধারণ যে ব্যাপকভাবে অহিংস হইতে পারে, গত ৮ দিনেই তাহা পর্য্যাপ্তভাবে বুঝা গিয়াছে। সংগ্রামের শেষ আঘাত যদি আমরা সহ্য করিতে চাই, তাহা হইলে অশ্বারোহীদলের সম্মুখে কিংবা লাঠির আঘাতের সম্মুখে আমাদিগকে দাঁড়াইতে শিক্ষা করিতে হইবে। ঘোড়ার ক্ষুরের দ্বারা নিজদিগকে মর্দ্দিত হইতে দিতে হইবে, লাঠির আঘাতে নিজেদের দেহকে ক্ষতবিক্ষত হইতে দিতে হইবে। তখন পুনরুর্দ্ধলব্ধ জেনারেল ডায়ার দেখিবে যে, আমরা বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া গুলী লইতে প্রস্তুত আছি। লবণবিধি ভঙ্গের সংগ্রামের জন্য পুরুষ কেহ যখন অবশিষ্ট থাকিবে না, নারীগণের যদি সাহস থাকে, তাঁহারা সংগ্রামে আগুয়ান হইবেন। কিন্তু পুরুষগণ যে, এই সংগ্রামে নিজেদের শক্তির পরিচয় ভালভাবেই দিবেন এই বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

"মনুষ্যত্ব পিশিয়া মারিবার কল— আমলাতন্ত্রের এই আদালত"

(শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১০৮ ধারার মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত বর্ণনা-পত্র দাখিল করিয়াছিলেন।)

প্রথমতঃ, আমি দেখাইতে চাই যে ওয়ারেণ্টের বলে আমি ধৃত হই তাহাতে আমার নাম ও ঠিকানা ঠিক মত লিখিত হয় নাই। আরও কৌতুকের বিষয় এই যে, আমাকে প্রকৃত নাম ও ঠিকানা বলিবার সুবিধা পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেট আইন কানুনের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে জেলে পুরিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

আমার প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতার অংশ বলিয়া পুলিশ যে রিপোর্ট সঙ্কলন করিয়াছে তাহাতে বিশেষ বাহাদুরি আছে, সন্দেহ নাই। তবে বান্দোয়ানের দারোগা বাবুকে যতদূর জানি তাহাতে ঐ রিপোর্ট সঙ্কলন-কার্য্য তাঁহার দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। আমি দেখিতেছি, তাহাতে পাকা হাতের ওস্তাদি (সম্ভবতঃ কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের ওস্তাদি) আছে।

রিপোর্টের কর্ত্তা যিনিই হউন, দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে তাঁহার মনে নিম্নোক্ত চিন্তাস্রোত বহিতেছিল :—

"ইংরাজেরা এ দেশে শাসন করিতে আসেন নাই, শোষণ করিতে আসিয়াছেন।"

"এই শোষণ কার্য্য ১৭০ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে।"

"ইংরাজেরা বিবিধ অত্যাচারের কার্য্য করিতেছেন।"

"আমাদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্য দাঁড়াইতে হইবে। আমরা সংঘবদ্ধ হইলে সরকারের দর্প চূর্ণ হইবে।—ইত্যাদি"

"ভাই সকল, জান—আমরা এখনই স্বাধীনতা চাই। তোমরা না জাগিলে তোমাদের অবস্থা আরও খারাপ হইবে। তোমাদের এখনও ছেঁড়া কাপড় আছে। কিছুদিন পরে তোমাদের স্ত্রীলোকদের পর্য্যন্ত একখানি ছেঁড়া কাপড় থাকিবে না। ইংরাজেরা তোমাদের টাকায় হাওয়া গাড়ী চাপিয়া স্ফুর্ত্তি করিতেছে। কিন্তু তোমাদের এমন দুরবস্থা হইল কেন? ইংরাজেরা ১৭০ বৎসর ধরিয়া তোমাদের শুষিয়া লইতেছে। অহঙ্কারী ইংরাজ জাতির বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া দিতে না পারিলে তোমাদের অবস্থার কোন উন্নতি হইবে না।—ইত্যাদি"

"দুঃখের কথা যে এই বাঁদরের জাতি আমাদের শাসন করিতেছে। একথা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আমাদের খাদ্য ও শিক্ষার জন্য এই জাতির উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহারা আমাদিগকে বর্ণজ্ঞানহীন করিয়া রাখিয়াছে।"

ডুমুরডিহি ডাকাতী মামলার ঘুনা খেড়িয়ার সহিত আমাকে জড়িত করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহার মূলেও অনেক চিত্তাকর্ষক তথ্য আছে।

খেড়িয়ারা আজ সত্যসত্যই দস্যু ও ডাকাইতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদিগকে অপরাধী জাতি আখ্যা দিয়া এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে দস্যু ও তস্কর বলিয়া বলিয়া তাহাদের মনের গতি পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে খেড়িয়ারা আজ সৎপথে থাকিয়া জীবিকার্জ্জনের উপায় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ইংরাজ কর্ত্তৃক মানভূম অধিকার কালে বরাহভূমে খেড়িয়া এবং সাঁওতালেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধা প্রদান করিয়াছিল এবং সেই পাপের জন্য তাহাদের আজ এই শাস্তি। অধুনা-লুপ্ত রবার্টওয়াটসন কোম্পানির দ্বারা ইংরাজ সরকার মানভূমে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। রবার্টওয়াটসন কোম্পানীর সহিতও খেড়িয়া এবং সাঁওতালরা বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল।

সাঁওতাল ও খেড়িয়ারা বলবান জাতি, তাহারা অর্থবল শূন্য হইয়া পড়িলে আসাম, ইষ্টার্ণ আর্কিপেলেগো এবং পশ্চিম ভারতের চা, নীল ও রবার ক্ষেত্রে অল্প মূল্যে, কুলি পাওয়া যাইবে—এই সব কারণের জন্য খেড়িয়া এবং সাঁওতালদের আজ ঐ দুরবস্থা করা হইয়াছে।

সেইজন্য মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে আমি খেড়িয়া, সাঁওতাল ও ভূমিজ জাতির উন্নতি সাধনের চেষ্টা করি। তাহাদিগকে মানুষের মত জীবন যাপন করিতে শিক্ষা দিই—চারিপার্শ্বস্থিত লোকেরা তাহাদের নূতন জীবন যাত্রা দেখিয়া যাহাতে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয় এবং সৎপথে থাকিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহাদিগকে সুযোগ দেয়, আমি তাহার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে—আজ শতকরা ৯৫জন খেড়িয়া নিজেদের জীবনের গতি সৎপথে ফিরাইয়াছে। কিন্তু জেলার সরকারী কর্ম্মচারীদের ইহা মনঃপুত হইল না; তাই আমাকে জেলে পুরিবার অতিমাত্র ব্যগ্রতায় এই সকল প্রক্ষিপ্ত বক্তৃতার সঙ্কলন করা হইয়াছে এবং ছোটপড়াসা ও ডুমুরডিহি গ্রামে কংগ্রেস আফিসের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য আমার সহকর্মী গুহিরাম কর মোদকের বিরুদ্ধে চুরির অপবাদ দিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মনুষ্যত্বকে পিশিয়া মারিবার জন্য আমলাতন্ত্রের কল—এই আদালতের সৃষ্টি হইয়াছে—এখানে আত্মপক্ষ সমর্থন করা বৃথা। ঈশ্বর এবং মানুষের চক্ষে আমি নির্দ্দোষ। আমার দেশজননীর সেবা করিতে পাইয়াছি বলিয়া আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আর হাকিমের নিকট আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, আমি আমার সমস্ত জীবন সাধুপথে অতিবাহিত করিয়াছি। ভাল আচরণের জন্য আমার নিকট জামিন চাওয়া তাঁহার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। ইহার অধিক আমার আর কিছু বক্তব্য নাই। হাকিম সাহেব, আপনি যাঁহাদের গোলামী করেন—তাঁহারা আমার সম্বন্ধে আপনাকে যেরূপ বিধান করিতে বলেন, আপনি তাহাই করিতে পারেন।

বন্দেমাতরম্।

অতিরিক্ত সংবাদ

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্ব্বাচিত বোম্বাই আইন সভার সদস্য শ্রীযুক্ত মুন্সি সদস্য পদ ত্যাগ করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন।

দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাটের সবরেজিষ্ট্রার মৌলবী আবদুল পকী সেখানকার এক বিরাট জনসভায় বলেন—"আমি নিজে আমার দেশের লোকের প্রস্তুত লবণ বিক্রয় করিয়াছি। সরকারের কাছে উহা বে-আইনী। আমার কণ্ঠে সরকারী চাকরীরূপ রজ্জু লাগান আছে। যদি ঐ অপরাধে আমার এই বন্ধন মুক্ত হয় তবে ভালই।"

বাংলার ছাত্র সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র, আইন কলেজ সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীপদ মজুমদার, নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ দাশগুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র কলিকাতা চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ জে, এম, দাস গুপ্ত প্রমুখ কংগ্রেস কর্ম্মীরা হাইকোর্টের বিচারে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। নিম্ন আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

স্থানীয় সংবাদ

ঝালোয়ান-পটমদার সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রেবতী কান্ত চট্টোপাধ্যায় রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা করিয়া বেড়ানর অভিযোগে ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১০৮ ধারা অনুসারে ২০০০৲ টাকার জামীন এবং মুচলেকায় আবদ্ধ হইবার জন্য আদিষ্ট হন। তিনি জামীন মুচলিকা না দিয়া এক বৎসরের জন্য কারাবরণ করিয়া লইয়াছেন। গত ১৪ই এপ্রিল তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া হয়। ঐ দিন ইরাত্রির গাড়ীতে তাঁহাকে হাতকড়ি পরাইয়া হাজারিবাগ জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

প্রকাশ পটমদা থানার গোপালপুর গ্রামের অনেক ভদ্রলোককে দারোগা ডাকাইয়া শাসাইয়াছে কারণ তাঁহার কয়েকজন আত্মীয় কংগ্রেসের কাজ করেন। দারোগা এই অপরাধে তাঁহার বন্দুকের লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া হইবে বলিয়াছিল এবং অনুরূপ চাপও দিয়াছিল।

জেলা স্কুলে জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ছাত্রগণ যে দৃঢ়তা দেখিয়াছিল তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। হেড মাষ্টার সাহেব ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তার ভাব দেখিয়া বিচলিত হইয়া স্কুলের চার্জ্জ পুলিশের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। গত বুধবার সকালবেলায় তাঁহার কীর্ত্তি কলাপ চরমে উঠিয়াছিল। ঐ দিন সকাল বেলায় জেলার স্কুল সমূহের বড় দারোগা বাবু মনসারাম হাজারার সাহায্যে ছুইটি বালক শ্রীমান জগবন্ধু মৌলিক ও শ্রীমান শিবাপদ গাঙ্গুলীকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করেন। মনসারাম হাজরা নাকি তাঁহার পুত্র এবং দৌহিত্রকে লইয়া স্কুলে যাইতেছিল তখন তাহারা উহাদের আটক করিতে চায়। পুলিশ শ্রীমান জগবন্ধু ও শিবাপদকে গ্রেপ্তার করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সবডিভিসনাল অফিসারের আদালতে উপস্থিত করে এবং তিন ঘণ্টার মধ্যেই তাহাদের বিচার আরম্ভ হয়। বিচার পর দিন শেষ হয় এবং তাহাদের ৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানা—অনাদায়ে এক সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। আদালত হইতে চেষ্টা করা হইয়াছিল যাহাতে উক্ত বালকদ্বয়ের পিতা, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৌলিক ডাক্তার এবং শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব কুমার গাঙ্গুলী উকিল মহাশয়গণ উহাদের মুক্তির জন্য কৃপাভিক্ষা করেন। তাঁহারা ইহাতে অস্বীকার করেন, এমন কি জরিমানার টাকা দিয়া পুত্রদের মুখ কালিমালিপ্ত করেন নাই। এক্ষেত্রে উহাদের কার্য্যে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে আদালতকে জ্ঞাপন করিয়া উপযুক্ত পিতার পরিচয় দিয়াছেন।

আদালতে বিরাট জনতা উপস্থিত ছিল এবং বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে হাসিমুখে শ্রীমান জগবন্ধু ও শিবাপদ কারাবরণ করিল।

প্রকাশ যে শ্রীমান জগবন্ধু ও শিবাপদকে (Cell) সেলে রাখিয়াছে এবং তাহাদের নিজের বিছানা ও পরিধানের বস্ত্র যাহা পাঠান হইয়াছিল তাহা জেল কর্তৃপক্ষ ফিরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহাতে ছাত্রদেরই জিত হইয়াছে, স্কুলটি ৭ দিনের জন্য বন্ধ দেওয়া হইয়াছে এবং ছাত্রগণের অভিভাবকগণ ঐ দিবসই এক সাধারণ সভা আহূত করিয়া একটি নূতন হাই স্কুল Easter-এর ছুটির পর হইতে আরম্ভ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গেল যে, অনুরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ডেঃ কমিশনার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর দণ্ডিত বালক দ্বয়কে "এ" কিম্বা "বি" শ্রেণীভুক্ত কয়েদী করিতে রাজী হন নাই, ইহাদিগকে "নির্জ্জন সেলে" সাধারণ কয়েদীর খাদ্য দিয়াই রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ডেঃ কমিশনারকে জানান হইয়াছিল যে, জগবন্ধুর শরীর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই বিশেষরূপ অসুস্থ ছিল তাহাতেও সাহেবের হৃদয় গলে নাই। পরন্তু তিনি নাকি ভয় দেখাইয়াছেন যে, ইহার পর হইতে উক্ত প্রকার অপরাধের জন্য ২বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের এবং প্রয়োজন হইলে গোরা সৈন্য আনাইয়া নডিহা পল্লীকে (উক্ত বালকদ্বয়ের বাসস্থান) সমুচিত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইবে।

গত ১৮ই এপ্রিল পুরুলিয়ায় ৬ জন সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবক মহিষবাথান হইতে আনীত লবণ বিক্রয় করিতে বাহির হইয়াছিলেন। সহরের প্রধান রাস্তায় প্রকাশ্য বহু লোক লবণ ক্রয় করিয়াছেন।

মহাত্মার গ্রেপ্তার হইলে উকিলগণ আদালত যাওয়া বন্ধ করিবেন এই কথা কোন উপায়ে জেলার ডেপুটি কমিশনার সাহেবের কাণে উঠিয়াছিল। তিনি সন্ধান লইয়া জানিয়াছেন যে মানবাজের অন্ততঃ ৫০ জন উকিল এখানে আসিতে প্রস্তুত আছেন। সেদিন প্রকাশ্য আদালতে ডেপুটী কমিশনার সাহেব উকিলগণকে পরামর্শ দিয়াছেন—তাঁহারা আদালত ছাড়িয়া দিয়া যেন বোকামী না করেন। মানবাজ হইতে যে ৫০ জন বেকারী উকিল আসিবেন তাহারা শিকড় গাড়িয়া বসিলে আর উঠিবেন না—সুতরাং পুরুলিয়ার উকিলদের ভাত চিরকালের জন্য উঠিয়া যাইবে। কাহার নিকট হইতে, সকল উকিল ওকালতি ছাড়িবেন এ খবর তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন আমরা জানিনা। আমরা সন্ধান লইয়া জানিলাম সকলে ওকালতী ছাড়িবেন না অন্ততঃ ২।১ জন যে কিছুতেই ছাড়িবেন না ইহা নিশ্চয় সূত্রে অবগত হইলাম। সুতরাং ডেপুটী কমিশনার সাহেবের চিন্তার কোনই কারণ নাই।

৫/১ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের এম্. এল্. সাহা কোম্পানীর সুপ্রসিদ্ধ দোকান এবং উক্ত কোম্পানীর ৭সি লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের শাখা, একটী প্রাইভেট লিমিটেড্ কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। এই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এখন হইতে এম্. এল্. সাহা লিমিটেড নামে অভিহিত হইবে। সঙ্গীতের যন্ত্রাদি, ফোটো এবং সাইকেল প্রভৃতির ব্যবসায়ে এই কার্য যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে ভবিষ্যতে তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে—এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

মহাত্মার গ্রেপ্তার হইলে হরতাল

সর্ব্বসাধারণকে অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হইলে ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল হইবে স্থির হইয়াছে। যে স্থানে যে দিন তাঁহার গ্রেপ্তারের সংবাদ পৌঁছিবে সে স্থানে সেই দিনই হরতাল পালন করিতে হইবে। ইতি ৪ঠা বৈশাখ ১৩৩৭ সাল

শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ
সেক্রেটারী, মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটী
পুরুলিয়া

আগামী ৭ই বৈশাখ মানবাজারে মানভূম জেলা সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হইবে, উহার কার্য্যতালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

৭ই বৈশাখ—১৩৩৭, ২০শে এপ্রেল ১৯৩০। দিবা ৩ ঘটিকায় কার্য্যারম্ভ।

১। জাতীয় সঙ্গীত। ২। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। ৩। সভাপতি নির্ব্বাচন। ৪। সভাপতির অভিভাষণ ৫। জাতীয় সঙ্গীত। ৬। যুবকগণের ব্যায়াম প্রদর্শন। সন্ধ্যার পর কার্য্যকরী সমিতির সভা।

৮ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রেল প্রাতে ৭—৩০ ঘটিকায় কার্য্যারম্ভ। ১। জাতীয় সঙ্গীত। ২। সম্পাদকের প্রাপ্ত পত্র ও সংবাদাদি পাঠ। ৩। কার্য্যকরী সমিতির নির্দ্ধারিত বিষয়গুলির প্রস্তাব ও সমর্থন। ৪। উপস্থিত নেতাগণের বক্তৃতা। ৫। সভাপতির শেষ অভিভাষণ ৬। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির শেষ অভিভাষণ। ৭। সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। জাতীয় সঙ্গীত।

শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায় পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারদের সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন :—

(১) অতঃপর মিউনিসিপ্যালিটীর বাজারে কোন বিলাতী জিনিষ বিশেষতঃ বিলাতী কাপড় ও সিগারেট বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না। কাহাকেও বিক্রয় করিতে দেখিলে তাহাকে বাজার হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

(২) এই মিউনিসিপ্যালিটির যে সকল প্রতিনিধি সদর হাসপাতাল কমিটীর সভ্য আছেন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন লক্ষ্য রাখেন হাসপাতালে কোনরূপ বৃটীশ জাত ঔষধ ও যন্ত্রাদি ব্যবহৃত না হয় এবং স্বদেশজাত ঔষধাদি আদৃত হয়। শ্রীযুক্ত শশধর বাবু জেলাবোর্ডের অধীন হাসপাতাল গুলিতে যাহাতে বিদেশী ঔষধাদি ব্যবহৃত না হয় এবং স্বদেশজাত দ্রব্যাদি যতদূর সম্ভব ব্যবহৃত হয় তজ্জন্য জেলাবোর্ডেও এক প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবানুসারে পুরুলিয়ার উকিল মোক্তারগণ এক সভায় মহাত্মার প্রবর্ত্তিত এই অভিনব আন্দোলনে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং আন্দোলনের সাফল্যের জন্য উকিল মোক্তারগণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য এক সমিতি গঠন করেন।

পুরুলিয়ার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছি।

পুরুলিয়ায় প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে কালিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া রাত্রিতে শোভাযাত্রা বাহির হয়। এ বৎসর পুলিশের হুকুমানুসারে পুলিশের অনুমতি না লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১লা বৈশাখ ও ২রা বৈশাখ রাত্রিতে দুই দল সংকীর্ত্তন করিয়া বাহির হইয়াছিল কিন্তু পুলিশ উহাদিগকে বাধা দিয়াছিল। অতঃপর কেহ পুলিশের কাছে লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করে নাই এবং শোভাযাত্রাও বাহির হয় নাই।

গত ৬ই এপ্রিল মনিহারা গ্রামে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের উদ্যোগে জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে প্রাতে শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়া শোভাযাত্রাকারীরা সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ঠাকুর জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও জাতীয় সপ্তাহ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন; বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর অভিনব সংগ্রামের আলোচনা করেন। সভাস্থলে ২০ জন লোক কংগ্রেসের সদস্য হন এবং সকলে বিলাতী বস্ত্র ও বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিতে প্রতিশ্রুত হন।

সভায় ২০ জন সদস্য লইয়া একটি শাখা কংগ্রেস কমিটী গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ঠাকুর সভাপতি, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সহঃ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

গত ১৬ই এপ্রিল বুধবার তারিখে ঝরিয়া রাজ হাই স্কুলের ছাত্রবৃন্দ দেশের শ্রদ্ধাস্পদ নেতৃবর্গের কারাগমনোপলক্ষে হরতাল করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। ছাত্রগণ উক্ত দিবস স্কুলে না যাইয়া বাজারে বিলাতী বস্ত্রবর্জ্জন প্রচার করিয়া বেড়ায় তাহারা বাজারের ব্যবসায়ীদিগকে ১৭ই তারিখে হরতাল প্রতিপালন করিতে অনুরোধ করে। ছাত্রদের উৎসাহিত করিবার জন্য ১৭ই তাং ঝরিয়া বাজারের ব্যবসায়ীগণ উক্ত তারিখে সম্পূর্ণ হরতাল করেন। ঐ দিবস ৫টার সময় "তিলক ভবন" হইতে এক বিরাট শোভাযাত্রা সহরের সমস্ত বড় বড় রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া তিলক ভবনে ফিরিয়া আসিলে তথায় শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল গুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে এক সভা হয়। ফেয়াইট কোল কোম্পানীর এজেন্ট মহাশয় উক্ত সভায় প্রস্তাব করেন যে, তিনি পাঁচ দিনের জন্য খদ্দর ভাণ্ডারে টাকা প্রতি চারি আনা কমিশন দিবেন। অতঃপর কতিপয় ভদ্র মহোদয় বক্তৃতা দিলে পর ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

মানবাজারে নব গঠিত কংগ্রেস কমিটিতে নিম্নলিখিত কংগ্রেস সদস্যগণ কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—ডাঃ উপেন্দ্রনাথ রক্ষিত সভাপতি; শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র সেন—জয়েন্ট সেক্রেটারীদ্বয়। মানবাজারে সত্যাগ্রহী সংগ্রহের কাজ ভাল ভাবেই চলিতেছে—এই অল্প সময়ের মধ্যেই ১৮ জন যুবক সত্যাগ্রহীর অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

পুরুলিয়া সহরের সত্যাগ্রহী যুবকগণের মধ্যে ২০ জন ২ দলে বিভক্ত হইয়া প্রচারার্থ গ্রামে বাহির হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

সভাপতি শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরু ও মেয়র যতীন্দ্র মোহনের কারাবরণ উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র সভাসমিতি ও হরতাল হইয়াছিল।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী স্থির করিয়াছেন যদি মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হন তাহা হইলে যেন ভারতবর্ষে হরতাল প্রতি পালিত হয়।

মহাত্মাজীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর উপর সবরমতী আশ্রমের ভার অর্পিত আছে। তিনি আশ্রমে গ্রেপ্তার হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ রটিয়াছে। এক্ষণে জানা গেল উহা মিথ্যা।

নিখিল ভারত হিন্দুসভার জেনারেল সেক্রেটারী পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লালকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ব্যবস্থাপক সভায় ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুক্ত রামদয়াল সিংহ এবং শ্রীযুক্ত রামনন্দন সিংহের প্রতি যথাক্রমে ১॥০ বৎসর এবং ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরিশ তেওয়ারীর প্রতি ৬ মাসের কারাদণ্ড হইয়াছে। পণ্ডিত ইন্দ্রমণ শাস্ত্রীর প্রতি ৬ মাসের কারাদণ্ড হইয়াছে।

পুলিশের আদেশ ভঙ্গ করিয়া নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতা প্রদানের জন্য ১৮৮ ধারা অনুসারে প্রাতে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুহরায়কে কলিকাতাতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রকাশম এবং শ্রীযুক্ত নাগেশ্বর রাওয়ের লবণ বিধি ভঙ্গের অপরাধে ৫শত টাকা করিয়া জরিমানা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁহারা জরিমানা দিতে অস্বীকৃত হইলে তাঁহাদের মোটর গাড়ী ক্রোক করা হয়। মোটর দুইখানা এখন পুলিশের হাতে।

নারকেলডাঙ্গার রাণী ১শত টাকা মূল্যে এক পুরিয়া বে-আইনী লবণ ক্রয় করেন। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী চারুশীলা দেবী সত্যাগ্রহীদলে যোগদান করিয়াছেন।

ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু লবণ আইন অমান্য করার অপরাধে ৬মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত হইয়াছেন সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে তাঁহাকে রেল ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং এলাহাবাদ হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত নাইনী জেলে তাঁহার বিচার হইয়াছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করিয়া যান মহাত্মা জহর লালের পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন। তদনুসারে মতিলালজী সভাপতি হইয়াছেন।

কলিকাতার মেয়র সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত রাজদ্রোহ ও অন্যান্য অপরাধে কলিকাতার চিফ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বালেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী আচার্য্য হরিহর দাস ও তাঁহার সহকর্ম্মী ৬ জন লবণ প্রস্তুত করার অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আচার্য্যের ৬ মাস এবং তাঁহার সঙ্গীদের ৩ মাস হইতে এক মাসের কারাবাসের হুকুম হইয়াছে। এক ঘন্টার মধ্যে তাঁহাদের বিচার শেষ হয়। তাঁহারা আদালতের বিচারে যোগদান করেন নাই এমন কি নিজেদের নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের অনেকের নাম জানিতে বেগ পাইতে হইয়াছিল।

উৎকলের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু চৌধুরী ও পুর্ণচন্দ্র বসু—১৪৪ ধারার হুকুম অমান্য করায় অভিযুক্ত হন। কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট এক ঘন্টার মধ্যে বিচার শেষ করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা দিতে বলেন। তাঁহারা জরিমানা না দিয়া এক সপ্তাহের কারাবরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল চন্দ্রের দুই বৎসর কারাদণ্ড ও ৩০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানা না দেওয়ায় দণ্ডাদেশ ৬ মাস বৃদ্ধি হইয়াছে।

গত কল্য রাত্রি ৯টার সময় সরস্বতী তলার জনসভায় শ্রীযুক্ত মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় তাহার বক্তৃতা শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিবার অল্পক্ষণ পরেই গ্রেপ্তার হন। পুলিশ তাঁহাকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি কাঁথিবাসীদিগকে জন্মভূমির প্রতি নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে অনুরোধ করিয়া যান।

গত কল্য সরস্বতী তলায় সভার কার্য্য শেষ হইলে শ্রীযুক্ত বিমলামোহন গাঙ্গুলী শ্রোতৃমণ্ডলীকে লবণ ক্রয় করিতে অনুরোধ করেন। একজন পুলিশের লোক অগ্রসর হইয়া লবণ ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। কিন্তু উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবকগণ লবণের উপর ঝুঁকিয়া পড়ায় পুলিশ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। অতঃপর লবণ কিনিবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায় এবং ৫ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত লবণ বিক্রীত হইয়া যায়, সভায় একসের পরিমিত লবণ ৭৸৵১৫ আনায় বিক্রয় হইয়াছে।

রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময় প্রমথ বাবু ও ডাঃ ঘোষকে স্থানান্তরিত করা হয়, প্রমথ বাবু ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র জনপ্রিয় নেতা; তাঁহাদিগকে দিবাভাগে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়া লইয়া গেলে লোকের ভীড় হইতে পারে এই আশঙ্কায় সরকার এই ব্যবস্থা করিয়াছিল, কিন্তু সরকারের এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। কাঁথীবাসীরা ঐ সময় প্রমথ বাবু ও ডাঃ ঘোষকে লইয়া যাইবার সময় শঙ্খধ্বনি ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

গত কল্য পুলিশ অমূল্য সিংহকে পিছাবনীতে গ্রেপ্তার করিয়া এক বৎসর জেল ও ৩০০৲ টাকা জরিমানা করে, অদ্য তাহার খাদ্যের দোকানের সমস্ত আসবাব পত্র ও মাল ইত্যাদি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করিয়া থানায় লইয়া যায়।

শ্রীযুক্ত মিহির লাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ প্রধান মহাশয়ের দেড় বৎসর করিয়া কারাদণ্ড ও ৩০০৲ টাকার জরিমানার অনাদায়ে আরও তিন মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, পিছাবনী পুলিশ চাঁনীতে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে কয়েক মিনিটের মধ্যে এই প্রহসনের অভিনয় শেষ হইয়াছে।

কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল নেহেরু এবং কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তের কারাদণ্ডে কলিকাতা সহরে পূর্ণহরতাল হইয়া গিয়াছে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী এবং আইন অমান্য পরিষদ অসময়ে হরতালের সিদ্ধান্ত করায় এই সংবাদ তেমন ভাবে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু উহা সত্ত্বেও কলিকাতায় পূর্ণ হরতাল হইয়াছে; রাস্তাঘাটের যান বাহন বড় একটা দেখাই যায় নাই। দোকান পাটও সমস্তই বন্ধ ছিল। অন্যান্য বারের হরতালের সময় মুসলমানদের অধিকাংশ দোকান খোলা থাকিত। কিন্তু এবার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের মুসলমানদের জুতার দোকানগুলি এমন কি মুসলমানদের বিড়ির দোকানগুলি পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত কলিকাতায় এমন সর্ব্বাঙ্গীন হরতাল দৃষ্টি গোচর হয় নাই।

যানবাহনের মধ্যে বাস, মোটর, ট্যাক্সি ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা প্রভৃতি এক প্রকার সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। মাত্র ট্রাম কোম্পানীর ২।১টী ট্রাম মধ্যে মধ্যে রাস্তার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। এই সব গাড়ীতে কদাচিৎ ১।৪জন আরোহী দেখা গিয়াছিল। অনেক স্থলেই স্কুল কলেজের ছেলেরা রাস্তায় বাহির হইয়া জোড় হস্তে যানবাহনের চালকগণকে গাড়ী না চালাইতে এবং আরোহী থাকিলে তাঁহাদিগকে নামিয়া যাইতে অনুরোধ করে। আরোহীগণ বাক্‌-নিষ্পত্তি না করিয়া ছাত্রগণের অনুরোধ রক্ষা করেন এবং চালকগণ গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যায়।

হরতাল উপলক্ষে স্থানে স্থানে একটু গোলমাল হইয়াছে। প্রাতে ৮টার সময় জগুবাবুর বাজারের সামনে জনতা দুইখানা ট্রামগাড়ী আটকাইয়া উহাতে পেট্রোল সংযোগে আগুন ধরাইয়া দেয়। উহার ফলে গাড়ী দুইখানার অনেক অংশ পুড়িয়া যায়। পরে পুলিশ যাইয়া সেখানে শান্তি স্থাপন করে। এইস্থানে দুইখানা সাঁজোয়া গাড়ী উপস্থিত হয় এবং পুলিশ জনতার উপর মারপিট চালায়।

এই সময় পুলিশ এলগিন রোডের মোড়ে জনতার উপর গুলী চালায়। উহার ফলে ৩ জন লোক আহত হইয়াছে।

প্রাতে ৯টার সময় হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে বহু লোক সমবেত হইয়া শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং চালাইতেছিল। এমন সময় পুলিশ তথায় যাইয়া জনতার উপর বেপরোয়াভাবে লাঠি চালাইতে থাকে। উহার ফলে অনেক লোক আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছে।

কলিকাতার সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ অনুপস্থিত ছিল। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষও পুলিশ এবং সার্জ্জেণ্টদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও হরতাল হইয়াছিল। সেখানে কয়েকটী ছাত্রী পিকেটিং করিয়াছিলেন। পুলিশ ও সার্জ্জেণ্টগণ বাধা দিলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকিতে তাঁহারা সরিয়া যাইবেন না।

সহর ও সহরতলীর সমস্ত বাজারগুলি বন্ধ ছিল। হরতালের সংবাদ না জানাতে কতিপয় তরী-তরকারী বিক্রেতা মানিকতলা বাজারে আসিয়া হরতালের সংবাদ শুনা মাত্র জিনিষ পত্র লইয়া চলিয়া যায়। কয়েকজন লোক তাহাদের নিকট কিছু জিনিষ কিনিতে চাহিলেও তাহারা কোন জিনিষ বিক্রয় করে নাই।

উত্তর কলিকাতায় সমস্ত দোকান পাট ও যান বাহন বন্ধ ছিল। ট্যাক্সি ও বাসওয়ালাগণ পূর্ব্ব দিনই পরামর্শ করিয়াছিল যে, তাহারা হরতাল করিবে। ফলে ঐ অঞ্চলে কোন গাড়ী বাহির হয় নাই।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একজন মুসলমান ট্যাক্সিওয়ালা একজন শ্বেতাঙ্গকে অন্যত্র লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু স্থানীয় যুবকগণ চালককে গাড়ী না চালাইতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করে। ফলে চালক ইউরোপীয় ভদ্রলোকটীকে নামাইয়া দিয়া নিজ বাড়ীতে গাড়ী লইয়া চলিয়া যায়।

চিৎপুরে একজন দপ্তরী নিজের দোকান খোলা রাখিয়াছিল। স্থানীয় যুবকগণ তাহাকে বলে যে, যদি সে দোকান বন্ধ না করে তবে তাহারা দোকানের সামনে সত্যাগ্রহ করিবে। ফলে উক্ত দপ্তরী দোকান বন্ধ করিয়া দেয়। শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, হাতিবাগান প্রভৃতি অঞ্চল জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল।

বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সহরের সর্ব্বত্র পুলিশ লোকের উপর মারধর চালাইয়াছে। কত যে নিরপরাধ পথিক পুলিশের হাতে প্রহৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে বাবু জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি এডভোকেট মহাশয় আদালতে যাইতেছিলেন তাঁহাকে পুলিশ প্রহার করিয়াছে; প্রহারের চোটে তিনি ভূতলশায়ী হইলেও পুলিশ প্রহারে বিরত হয় নাই কোন কোন স্থানে পুলিশ দোকানে প্রবেশ করিয়া লোকের উপর মারধর করিয়াছে। সমগ্র সহরে একটা অরাজকতার তাণ্ডব চলিয়াছিল।

কলিকাতায় শেয়ার মার্কেটে কোনও কাজ হয় নাই। উহা একেবারে জনশূন্য ছিল।

নিম্ন শ্রেণীর কতকগুলি ছোকরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে জড় হইয়া লোকদিগকে ট্রাম গাড়ী হইতে নামাইতে থাকে। কতকগুলি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক এই খবর জানিতে পারিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং ছোকরাদিগকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলে। কিন্তু ইহা ছাড়াও মাণিকতলা ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে কতকলোক জড় হয় এবং ট্রামগাড়ীতে বাধা জন্মাইতে থাকে ইহার পর খুব কম লোক ট্রামে আরোহণ করে। একটী মোটর লরী বোঝাই কনেষ্টবল এবং সার্জ্জেণ্ট উপস্থিত হইয়া লাঠির আঘাতে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালাইতে থাকে।

ইহার কিছুকাল পরে কলেজ স্কোয়ারে বহুলোক সমবেত হয়। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ সেখানেও উপস্থিত হইয়া সকলকে চলিয়া যাইতে বলে। সার্জ্জেণ্টরা এখানেও জনতাকে আক্রমণ করে এবং দুইখানা সাঁজোয়া গাড়ী আসিয়া রাস্তা দিয়া টহল দিয়া ফিরিতে থাকে।

বড় বাজারে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়; সেখানে কোন রূপ গোলযোগ ঘটে নাই।

ভবানীপুরে কতকগুলি লোক ট্রাম গাড়ীর উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। প্রকাশ, সকালবেলা ট্রাম গাড়ীগুলি ডিপো হইতে বাহির হইবার সময় কয়েকজন শিখ ট্যাক্সিচালক ট্রাম চালকের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে গাড়ী চালাইতে নিষেধ করে। ট্রাম চালকেরা নাকি ইহাতে অস্বিকৃত হয়। বেলা আট ঘটিকার সময় একখানা ট্রামগাড়ী এস্প্লানেডের দিক হইতে জগু বাবুর বাজারের মোড়ে পৌছিলে কয়েকজন শিখ, কয়েকজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে ট্রামগাড়ীতে উঠে এবং ট্রাম চালকদিগকে টানিয়া নামাইতে চেষ্টা করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জনতা ভাঙ্গিয়া দেয়। ইটপাটকেলে ৪খানা ট্রামগাড়ীর ক্ষতি হয়।

জনতা হাজরা রোডে একখানা ট্রামগাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে। দমকলের চেষ্টা স্বত্বেও ট্রামখানা নষ্ট হয়। ঠিক এই সময় পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিঃ বার্টলেকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং বহু সংখ্যক পুলিশ লইয়া জনতাকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিতে চেষ্টা করেন। একটি গলির মুখে গোলমালের সময় পুলিশ গুলি চালায়। ইহাতে জনতা অপসারিত হয়।

কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই জনতা আবার নিকটে একটি স্থানে জড় হইতে থাকে; এখানেও পুলিশ গুলী চালায়। তাহাতে কয়েকজন লোক জখম হয়। আহত ব্যক্তিদিগকে প্রথমে চিত্তরঞ্জন হাঁসপাতালে, পরে তথা হইতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

পুলিশ ইহার পর ১৫ জন লোককে গ্রেপ্তার করে।

WANTED. Candidates desiring to serve in Government. Railway and Canal Departments. Full particulars and Railway Fare Certificate on 2 annas stamps; apply under registered cover to.

IMPERIAL TELEGRAPH COLLEGE.

Nai Sarak, Delhi.

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী গুড্‌ফ্রাইডের বন্ধের অব্যবহিত পরেই পুরুলিয়া সহরে আর একটা ইংরাজী হাই স্কুল স্থাপিত হইবে, তাহার পরিচালনার ভার পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী ও সহরবাসিগণ গ্রহণ করিবেন। ১৭।৪।৩০

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়,
শ্রীশশধর গাঙ্গুলী,
শ্রীজগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

That Progress Proves Popularity
is strikingly exemplified by the present day position of the

ORIENTAL

INDIA'S GREATEST LIFE ASSURANCE COMPANY.

PROGRESS

NEW BUSINESS		PREMIUM INCOME	
1925	Rs. 296 Lakhs	1925	Rs. 93 Lakhs
1926	„ 391 „	1926	„ 106 „
1927	„ 468 „	1927	„ 122 „
1928	„ 585 „	1928	„ 140 „

POPULRITY PROVIDES PROGRESSIVE PROFITS

Bonuses Declared on Whole Life Assurance Policies

1921 Rs. 10 { per Rs. 1000 per Annum | 1924—Rs. 22½ 1927 „ 25 } per Rs. 1000 per Annum

THEREFORE

WHEN SELECTING YOUR LIFE ASSURANCE COMPANY FOR A FIRST OR AN ADDITIONAL POLICY

IT WILL PAY YOU

To come to this Popular and Progressive Office.

For full particulars apply to :—

The Branch Secretary, Oriental Assurance Buildings. 2, Clive Row, Calcutta

or

The Sub-Brnch Secretary Oriental Life Office, Exhibition Road, Patna

or The Organiser Oriental Life Office Kachhery Road, Ranchi

or Mr. S. L. Roy, Organiser of Agencies, Rangpur.

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভুতি প্রার্থনা করে কেন ?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের কাজে ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ

কর্ম্ম সঙ্গীত— ৫০
আর তুমি ?—জীমূতবাহন সেন /০
বিলাতী বর্জ্জন করিব কেন ?
(জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী)— /০
ভক্তরাজ তুলসীদাস—
(ক্ষিতীশ বসু)— ৶০
যৌবন ও বিবাহিত জীবন— ৶০
সাধুবাণী— ৶০
মাতৃপূজা— ।৶০
শ্রী শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন— /১০
নবীনে প্রাচীনে (নিবারণ দাসগুপ্ত) ৶০
যতীন দাসের ছবি— ৫

প্রাপ্তিস্থান—

দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া
ও
ব্রজেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, আদ্রা।

এই গ্রীষ্মে কোথায় খাইবেন ?

যদি খাইয়া তৃপ্তি ও থাকিয়া আনন্দ পাইতে চান তবে

হোটেল ওরিয়েণ্ট্যালে আসুন।

স্নানের সুবন্দোবস্ত আছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত S. D. O. শ্রীযুক্ত গোপেশ চন্দ্র অধিকারী, অনারেরী Deputy Magistrate, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত অবসর প্রাপ্ত D. S. P ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সরকার অবসর প্রাপ্ত District Inspector of Schools এই হোটেলে খাইয়া বলিয়াছেন—"পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এই হোটেলের বিশেষত্ব। খাইবার সময় বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।"

প্রতি বেলা— ।০ মাসিক ১২৲
„ „ ।৶০ „ ১৫৲

নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস :—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নূতন বীমা ১,০০,৩৪,৫০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয় ২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে ৬২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান ১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

কর্ম্ম এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন :

বি, সি, দাস, সি-আর-এস-আই (লণ্ডন)
কলিয়ারী ডিষ্ট্রিক্ট সমূহের চীফ এজেন্ট,
আসানসোল, E. I. Ry.

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যায় যে ১৯৩০।১৭ই জানুয়ারী তারিখে রেজেষ্ট্রীকৃত দলীল দ্বারা জেলা মানভূম সবরেজেষ্ট্রী চৌকী ধানবাদ থানা বাগমারা কালেক্টরী তৌজী ১২নং তৌজীভুক্ত নওয়াগড় তৃতীয় কিশমতের সমুদায় মৌজার নিম্ন ও উপরস্থ স্বত্ব কলিকাতা ৩নং সিনাগগ ষ্ট্রীট নিবাসী মেশার্স চন্দনমল ইন্দ্রকুমারকে ৯৯ বৎসরের জন্য লিজ বন্দোবস্ত প্রদান করিয়াছি এবং তাহাদিগকে দখলও দিয়াছি। ইহা ইতঃপূর্ব্বে ঢোল সহরত দ্বারা ঘোষণা করা হইয়াছে। অধিকন্তু আমার প্রাপ্য বকেয়া রয়েল্‌টী খাজানা প্রভৃতি টাকায় আমার সম্পূর্ণ হক্ ও অধিকার কেবলমাত্র উক্ত মেশার্স চন্দনমল ইন্দ্রকুমার ফারমকে বিক্রয় করিয়াছি। এক্ষণে উক্ত মৌজা সকলের নিম্নস্বত্ব এর বন্দোবস্ত গ্রহীতাগণকে ও উপরস্বত্বের প্রজা প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকলকে পুনরায় জানান যায় যে ১৯৩০।১লা ফেব্রুয়ারী হইতে উক্ত মেশার্স চন্দনমল ইন্দ্রকুমার ব্যতীত অপর কেহ হাল বকয়া খাজানা রয়েলটী প্রভৃতি আদায় করিবার অথবা কোন উপর বা নিম্ন স্বত্ব বন্দোবস্তের অধিকারী নহে। এমতে উক্ত মেশার্স চন্দনমল ইন্দ্রকুমার ব্যতীত অপর কাহাকেও কেহ কোন খাজানা বা রয়েলটীর হাল বকেয়া টাকা আদায় দিবে না অথবা উক্ত ফারম ব্যতীত অপর কাহারও নিকট কোন স্বত্ব বন্দোবস্ত লইবে না। কেহ কোন খাজানা বা রয়েলটী অপরকে দিয়া থাকিলে বা ভবিষ্যতে দিলে অথবা কোন বন্দোবস্ত অপরের নিকট লইয়া থাকিলে বা ভবিষ্যতে লইলে তাহাতে আমি অথবা উক্ত মেশার্স চন্দনমল ইন্দ্রকুমার বাধ্য হইব না বা হইবে না। এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র বাতিল বা না-মঞ্জুর হইবে এবং উক্ত প্রকারে প্রদত্ত কোন টাকার কেহ মুশমা পাইবে না। আমার পুত্র শ্রীমান মনমোহন সিংহ এর উপর যে আমার ক্ষমতা পত্র দেওয়া ছিল তাহাও রদ বা বাতিল করা হইল। ইতি সন ১৯৩০।১১ই মার্চ্চ।

রাজকুমার ঠাকুর শ্রীরণবাহাদুর সিংহ।

অপূর্ব্ব সুযোগ !

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান,

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত "কালীপদ দাস কর্ম্মকারের" দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার মতত্ব। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

Bengal-Nagpur Railway Co., Ltd

(Incorporated in England.)

NOTICE

Is hereby given that 86 pcs. of bullies part of consignment booked under Invoice No. 1 of 26-8-29 Ex. Himgir to Jamuria consigned by Pandit Bros., to Manager Pritaria Colliery Siding unloaded from E. I. R. wagon No. 50300 due to overload and now lying undelivered at Chakradharpur, will be sold by public aucti..n under the provisions of the Indian Railwways Act IX of 1890 if not removed from the Railway premises on or before 15th May, 1930, on payment of all charges due thereon.

Terms—Payment in cash.

Commal. Traffic Manager's Office,
B. N. Ry. House
Calcutta, 14-4-1930

E. C. J. GAHAN,
COMMERCIAL TRAFFIC
Manager.

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !! সুবর্ণ সুযোগ !!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে মফস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd No. P. 185

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

(জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ১৫ই বৈশাখ ১৩৩৭, ইং ২৮শে এপ্রিল ১৯৩০ | ১৭শ সংখ্যা

ঢাকা
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ
ভারতের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়
হেড অফিস—ঢাকা

ব্রাঞ্চ—পুরুলিয়া।

গণোরিয়ার একমাত্র মহৌষধ

মেহবজ্র

ইহা সেবনে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত
জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইয়া
রোগী নবজীবন ও শান্তি
লাভ করিবে।
(মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ মাত্র),

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ

জ্বরকেশরী

সর্ব্ববিধ ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও
যকৃতের রোগ, রক্তহীনতা, শোথ,
অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি আরোগ্য
করিতে অব্যর্থ।
(প্রতি শিশি ১৲ টাকা মাত্র)

শাখা—ভারতের সর্ব্বত্র।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি

ফেব্রোটোন

ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ ও একটী ফলপ্রদ সালসা,

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌এর এ, বি, সি, ডি, "ফেব্রোটোন" প্লীহা যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর, প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করে। এতদ্ব্যতীত ইহা একটী ফলপ্রদ সালসা। ইহা ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া মানব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা কঠিন ব্যাধির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেহে নবপ্রাণ, নবশক্তি, ও লাবণ্য দান করে, মূল্য প্রতি শিশি বার আনা মাত্র। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কমিশন এজেণ্ট আবশ্যক। দরখাস্ত করুন।

দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কুসুণ্ডা, মানভূম।

বার্ষিক—মূল্য ২॥০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য—১॥০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—/০ আনা

জানিবার কথা

সস্তাদরে উৎকৃষ্ট সাবান—

প্রস্তুতই আমাদের বিশেষত্ব। সেই জন্যই আজ দুই বৎসর হইতে এই কারখানায় প্রস্তুত সুশ্রী, নির্ম্মল, অম্লাজ্জ্বল, প্রোবীন্নাজ্জ ইত্যাদী সাবানগুলি সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।

অতএব আপনারা ভেজালযুক্ত বাজে সাবান ব্যবহার না করিয়া, আমাদের প্রস্তুত সাবানগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমাদের সুশ্রী টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আপনার শরীরের চর্ম্মরোগ দূর করুন, ও ঘ্রাণে মুগ্ধ, ব্যবহারে তৃপ্ত ও স্নানান্তে পবিত্র হউন। ইহাতে অন্য সাবানের মত চর্ব্বি নাই ও সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক, বিস্তৃত সংবাদের জন্য পত্র লিখুন।

Youngmen's Scientific & Indnstrial Works.

P. O. Tulin. (Manbhum)

স্বত্বাধিকারী—শ্রীষষ্ঠিধর গোস্বামী

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যায় যে ১৯৩০।১৭ই জানুয়ারী তারিখে রেজেষ্ট্রীকৃত দলীল দ্বারা জেলা মানভূম সবরেজেষ্ট্রী চৌকী ধানবাদ থানা বাগমারা কালেক্টরী তৌজী ১৬নং তৌজীভুক্ত নওয়াগড় তৃতীয় কিস্মতের সমুদায় মৌজার নিম্ন ও উপরস্থ স্বত্ব কলিকাতা ৩নং সিনাগগ্ ষ্ট্রীট নিবাসী মেশার্স চন্দনমল ইন্দ্রকুমারকে ৯৯ বৎসরের জন্য লিজ বন্দোবস্ত প্রদান করিয়াছি এবং তাহাদিগকে দখলও দিয়াছি। ইহা ইতঃপূর্ব্বে ঢোল সহরত দ্বারা ঘোষণা করা হইয়াছে। অধিকন্তু আমার প্রাপ্য বকেয়া রয়েলটী খাজানা প্রভৃতি টাকার আমার সম্পূর্ণ হক্ ও অধিকার কেবলমাত্র উক্ত মেশার্স চন্দনমল ইন্দ্রকুমার ফারমকে বিক্রয় করিয়াছি। এক্ষণে উক্ত মৌজা সকলের নিম্নস্বত্ব এর বন্দোবস্ত গ্রহীতাগণকে ও উপরস্বত্বের প্রজা প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকলকে পুনরায় জানান যায় যে ১৯৩০।১লা ফেব্রুয়ারী হইতে উক্ত মেশার্স চন্দনমল ইন্দ্রকুমার ব্যতীত অপর কেহ হাল বকেয়া খাজানা রয়েলটী প্রভৃতি আদায় করিবার অথবা কোন উপর বা নিম্ন স্বত্ব বন্দোবস্তের অধিকারী নহে। এমতে উক্ত মেশার্স চন্দনমল ইন্দ্রকুমার ব্যতীত অপর কাহাকেও কেহ কোন খাজানা বা রয়েলটীর হাল বকেয়া টাকা আদায় দিবে না অথবা উক্ত ফারম ব্যতীত অপর কাহারও নিকট কোন স্বত্ব বন্দোবস্ত লইবে না। কেহ কোন খাজানা বা রয়েলটী অপরকে দিয়া থাকিলে বা ভবিষ্যতে দিলে অথবা কোন বন্দোবস্ত অপরের নিকট লইয়া থাকিলে বা ভবিষ্যতে লইলে তাহাতে আমি অথবা উক্ত মেশার্স চন্দনমল ইন্দ্রকুমার বাধ্য হইব না বা হইবে না। এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র বাতিল বা না-মঞ্জুর হইবে এবং উক্ত প্রকারে প্রদত্ত কোন টাকায় কেহ মুশমা পাইবে না। আমার পুত্র শ্রীমান মনমোহন সিংহ এর উপর যে আমার ক্ষমতা পত্র দেওয়া ছিল তাহাও রদ বা বাতিল করা হইল। ইতি সন ১৩৩৬।১১ই মার্চ্চ।

রাজকুমার ঠাকুর শ্রীরণবাহাদুর সিংহ।

ইস্তাহার

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৯৩০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ২৩৫২ এল্, এস, জি, নম্বর ইস্তাহার দ্বারা বিহার এবং উড়িষ্যা গভর্ণমেন্ট বাহাদুর "১৯১৯ সালের বিহার ও উড়িষ্যা ভেজাল নিবারণী আইন" সকল খাদ্য সম্বন্ধে মানভূম জেলার সদর মহকুমায় জারী করিয়াছেন। সুতরাং সমুদয় দোকানদারগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে যেন কেহ ভেজাল খাদ্যাদি বিক্রয় না করেন, তাহা হইলে উক্ত আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন। গবর্ণমেন্ট এই আইন পরিচালনোদ্দেশে মানভূম ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডকে "স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্বাক্ষর—

তারিখ—পুরুলিয়া
৮ই মার্চ্চ ১৯৩০ } শ্রীজীমূতবাহন সেন
ভাইস্-চেয়ারম্যান
মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড।

আর তুমি ?

(শ্রীজীমূতবাহন সেন প্রণীত)

দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার মর্ম্মস্পর্শী বিবৃতি। আজই ক্রয় করুন।

মূল্য—এক আনা মাত্র।

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

"স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার।"

সন১৩৩৭ সাল, ১৫ই বৈশাখ সোমবার।

পরাধীনতার পুরস্কার

জাতি যখন মৃত্যুপণ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য আইন অমান্য করিয়া সরকারের সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে ঠিক সেই সময় সরকার দেশের লোকের এই দৃঢ় সঙ্কল্প নষ্ট করিবার জন্য তাহার নিজের হাতে গড়া সাম্রাজ্য রক্ষার প্রধান অস্ত্র তাহারই আইন অমান্য করিতে সুরু করিয়াছে। দেশবাসী লুণের আইন ভাঙ্গিয়া, রাজদ্রোহ আইন অমান্য করিয়া, পুলিশের শোভাযাত্রা ভাঙ্গিবার আইন অগ্রাহ্য করিয়া যে সংগ্রামের উদ্বোধন করিয়াছিল, যে আইনী ভাবে গুলি চালাইয়া, যে পরোক্ষ লাঠি চালাইয়া, বিচারের অভিনয় করিয়া দেশপূজ্য জননায়কগণকে জেলে পুরিয়া শাসক পরোক্ষে তাহাতে আহুতি দিয়াছে। জাতি ভয় জয় করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়াছিল শাসক জাতিটাকে ভয়ে বিহ্বল করিতে গিয়া তাহায় সাহায্য করিল। এইরূপে উভয় দিক দিয়াই ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে এই ভাঙ্গণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

আমলা তন্ত্রের আইন ভঙ্গ করিয়া দেশে বিভীষিকার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জননায়কগণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা আজ আপামর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমলাতন্ত্র দেশবন্ধুর ত্যক্ত আসনে উপবিষ্ট—তাঁহারই ন্যায় সর্ব্বজনপূজ্য জননায়ক সুভাষচন্দ্র যতীন্দ্রমোহনের উপর লাঠি চালাইয়া নিজেদের বিরাট শক্তির পরিচয় দিতে চাহিয়াছিল—লোককে বুঝাইতে চাহিয়াছিল—'তোমাদের যাহারা মাথার মণি, যাহাদিগকে তোমরা স্বেচ্ছায় রাজার আসনে বসাইয়াছ,দেবতার ন্যায় যাহাদিগকে তোমরা পূজা কর, আমাদের কাছে তাহাদের মূল্য কতটুকু ? আমাদের কাছে তাহারা কত নগণ্য ? চোরদস্যুর ন্যায় আমরা তাহাদিগকে জেলে পুরিতে পারি, আর কুকুর বিড়ালের মত আমরা তাহাদিগকে আহত করিতে পারি। আমরা অমৃতসরে লোক দিগকে শিক্ষাদিবার জন্য বিরাট জনতার উপর মেশিনগান চালাইয়াছিলাম—লাহোরে লাঠি চালাইয়া লজপৎ রায়কে হত্যা করাইয়াছিলাম, পাটনায় রাজেন্দ্র প্রসাদ, আবদুল বারীর পিঠের উপর বেত চালাইয়াছিলাম, দেশের সর্ব্বত্র এই স্বেচ্ছাসেবকগণের মাথা নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়াছি, শ্রমিকদের উপর ও গাড়োয়ানদের উপর গুলি চালাইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে তোমাদিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য আবার গুলি চালাইব; আমাদের কাছে ছোট বড় নাই, হিন্দুমুসলমান নাই, উচ্চ নীচ নাই। আমাদের অপর্য্যাপ্ত শক্তি, ষড়যন্ত্র কৌশল। টাকার লোভে ভুলাইয়া তোমার ভাইকে তোমার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছি—তোমার মায়ের পেটের ছেলেই তোমার উপর লাঠি চালাইতেছে, তোমাদিগকে জেলে পুরিতেছে, আমাদের গোলামী করিতেছে। তোমরা গোলামের জাতি শুধু গোলামী কর, স্বাধীন হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর। ঐরূপ কিছু করিলে আমরা অকাতরে আমাদের সকল শক্তি তোমাদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিব।

বাস্তবিক গোলামের দেশের দেশসেবার পুরস্কার শাসকের হাতে অপমান, উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন। ঐ অত্যাচার নির্য্যাতনের মধ্যদিয়াই শাসকের নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, তাহার মুখোস খুলিয়া পড়ে। দেশবাসী তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারে যে তাহারা কত অসহায় তখন তাহার প্রাণ বাঁধন খুলিয়া মুক্ত হইবার জন্য কাঁদিয়া উঠে। দেশবাসী যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ জননায়কগণকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কারারক্ষে আহত হইতে দেখিল কারাপ্রাচীরের বাহিরে বৃহত্তর কারাক্ষেত্রে রাজেন্দ্র প্রসাদ আবদুল বারী প্রভৃতি শত সহস্র অহিংস সত্যাগ্রহী সৈনিককে প্রহৃত হইতে দেখিল—নিরীহ প্রাণ স্বেচ্ছাসেবকগণের রক্ত ধারা দ্বারা আতপদগ্ধ ধরা বক্ষকে রঞ্জিত ও সিক্ত করিতে দেখিল, সে তখন শিহরিয়া উঠিল, তাহার মধ্যে যে শেষ বিশ্বাস ছিল তাহাও নিঃশেষ হইল। সেও তখন অর্থের মায়া কাটাইয়া, হিসাব নিকাশ ভুলিয়া গিয়া বিদ্রোহী হইল। শাসকের স্বেচ্ছাচারিতাই এইরূপে আমাদিগকে স্বাধীনতার পথে অধিকদূর অগ্রসর করিয়া দিবে আমাদের ভাইএর দেহ রক্তাক্ত দেখিয়াই আমাদের সংকল্প দৃঢ়তর হইবে। জননায়কগণের প্রহারে জর্জ্জরিত দেহ এই মঙ্গলেরই সূচনা করিতেছে। ইহাই আমাদের পরাধীনতার পুরস্কার—আমাদের স্বাধীনতার মূল্য। তাঁহাদের পবিত্র দেহ হইতে যে রক্তধারা নিঃসৃত হইতেছে তাহা আমাদের প্রাণে নূতন প্রেরণা দিতেছে—আমাদিগকে নিজের রক্ত দিয়া প্রাণ দিয়া দেশসেবা করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছে—রক্ত দেখিলে ভয় পাইতে নিষেধ করিতেছে, বলিতেছে—

যেথে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে ?

স্বাধীন দেশ ও পরাধীন দেশ—

জার্ম্মানী, ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের স্কুল পাঠ্যপুস্তকের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন ওয়াটার্লু যুদ্ধের ইতিহাস ঐ তিন দেশের পুস্তকে তিন রকম ভাবে

লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডে পড়ান হয় ওয়েলিংটনের অসাধারণ শৌর্য্যই ওয়াটারলু যুদ্ধ জয়ের একমাত্র কারণ; এবং জার্ম্মানীতে পড়ান হয় ব্লুচার এবং তাহার প্রুশিয়-বাহিনী না থাকিলে ফরাসীর নিকট ইংরেজের দর্প চিরকালের জন্য চূর্ণ হইয়া যাইত। আবার ফরাসী দেশের ছাত্রেরা ইহাই পড়িয়া থাকে যে নেপোলিয়ানের দিগ্বিজয়ী শক্তির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড এবং জার্ম্মানী একটা অপ্রত্যাশিত দৈব ঘটনার জন্য নিতান্ত ফাঁকি দিয়াই টিকিয়া গিয়াছিল। স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতিরা এই ভাবে মানুষ তৈরি করে। আর পরাধীন দেশের ছেলেদের অমানুষ করে গড়ে তুলিবার জন্য নির্লজ্জ মিথ্যার আশ্রয় লইয়া তাহাদিগকে শেখান হয় তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষরা অন্ধকূপ হত্যা করেছিল, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষরা কাপুরুষ ছিল হীন ছিল। জাতীয় পতাকা বিলাতের ছেলেদের স্কাউট মুভমেণ্টের একটা অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ আর ভারতবর্ষে জাতীয় পতাকার প্রতীক ব্যাজ পরিলে ছেলেদের স্কুল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

বিলাতের প্রত্যেক রাজনৈতিক উৎসবে "Rule Britania" "God save the king" প্রভৃতি গীত হয় আর আমাদের দেশের ছেলেরা রাস্তায় 'বন্দেমাতরম' বলিয়া চিৎকার করিলে ডেপুটী কমিশনার মোটর থামাইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করেন।

বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে ঐশ্বর্য্য গর্ব্বিত সাম্রাজ্য-লোলুপ ইংলণ্ড ও জার্ম্মানী যখন পরস্পরের গলা কাটাকাটি করিয়া হিংস্র পশুর মত চূড়ান্ত বর্ব্বরতার পরিচয় দিতেছিল তখন ইংলণ্ডের শিক্ষকেরা নরহত্যাব্রতে স্বজাতীয় সৈনিকদের উৎসাহিত করিবার জন্য স্কুলের ছেলেদের দ্বারা নানা প্রকার চিঠি লেখাইতেন। ঐ সব চিঠিতে লেখান হইত "তোমাদের হাত হইতে দেশ বিজয় লাভ করিবে—"তোমাদের জন্য' আজ আমরা তরুণ শিশুর দল গর্ব্ব অনুভব করিতেছি ইত্যাদি।

অথচ আমাদেরই মত অসহায় চীনের স্কুল ও কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীরা চীনে জাপানীর প্রভুত্বের প্রতিবাদ স্বরূপ একটা নিরস্ত্র মিছিল বাহির করিয়াছিল বলিয়া ১৯২৭ সালে হাঙ্কিন সহরে ১৪৭টা বালক ও বালিকাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।

স্বার্থান্ধ বিদেশী দ্বারা পরিচালিত পরাধীন দেশের শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে "তুই জন্মেছিল দাস থাকবি দাস।" কিন্তু আজ পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন জাতি চঞ্চল ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। তারা বাঁধন ভাঙ্গছে, ফাঁকি বাজী আর জুলুম বাজী দিয়ে কেউ তাদের মনের গতি রোধ করতে পারবে না।

বীর সজ্জা—

মানভূমের ডেপুটী কমিশনার রায় বাহাদুর চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবার বীনাপাণির অর্চ্চনা ছাড়িয়া দিয়া সৈনিকের সাজ পরিয়াছেন। দেশের চারিদিকে আজ রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। রাজপুত ইতিহাসের পুণ্য-শ্লোক বীরবালক বাদল ও গোরার আদর্শ অনুসরণ করিয়া মাতৃক্রোড়স্থ শিশু পর্য্যন্ত স্বরাজ পতাকা হস্তে লবণ আইন ভঙ্গ করিতে ছুটিয়াছে। পুলিশের লাঠি তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না—তাহারা সত্য সত্যই তাহাদের বুকের রক্ত দিয়া মিরজাফর ও উমির্চাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে চারু বাবুর বীর সজ্জা দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম। চারু বাবু কিছু দিন পূর্ব্বে মিলিটারী ফৌজ আনাইয়া পুরুলিয়াকে শায়েস্তা করিবার ভরসা দিয়াছিলেন। এবার তিনি প্রকাশ্য আদালতে অবাধ্য শিশু-হননের ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। ভগবান তাঁহার পদ বৃদ্ধি করুন।

ঝালদা সংবাদ

ঝালদার নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালার দ্বিতীয় পণ্ডিত স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবার বিদ্যালয়ের শিশু ছাত্রদের উপর দিয়াই বীরত্ব প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন—সংক্রমণটা জেলার হেড কোয়ার্টার হইতেই গিয়া পৌঁছিয়াছে কি না কে বলিতে পারে? ছেলেরা দলবদ্ধ হইয়া ঝালদার রাস্তায় "বন্দেমাতরম্" প্রভৃতি ধ্বনি করিয়া বেড়ায় দেখিয়া তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। তিনি হেড্ পণ্ডিত মহাশয়ের বিনা অনুমতিতেই সেদিন পাঠশালায় তিন শ্রেণীর ছাত্রদের উক্ত অপরাধে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিয়াছেন। প্রথমে নিজ শ্রেণীর ছাত্রদের ঠেঙ্গাইয়া তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। সেখানে তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত থাকিলেও তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই উক্ত শ্রেণীর ছাত্রদের প্রহার করিতে আরম্ভ করেন। পরে হেড্পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাশে প্রবেশ করিয়া হেড্পণ্ডিত মহাশয়কে কিছু না বলিয়াই ছাত্রদের পিঠে বেত চালাইতে আরম্ভ করেন। হেড্ পণ্ডিত অথবা তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় কেহই কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে ভরসা পান নাই, কারণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "রাজার" অনুগ্রহ ভাজন। পণ্ডিত মহাশয়গণ কোনরূপ প্রতিকার করিলেন না দেখিয়া ছাত্ররা সকলেই সেদিন স্কুল শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্কুল হইতে বাহির হইয়া আসে এবং মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ব্বরতার প্রতিবাদ স্বরূপ সেদিন বিকালে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত দলবদ্ধ হইয়া "বন্দেমাতরম্", "অত্যাচারী নিপাত যাও" প্রভৃতি ধ্বনিতে দিঙমণ্ডল মুখরিত করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করে। ছাত্রদের অভিভাবকগণ উক্ত পণ্ডিতের এইরূপ বর্ব্বরতার প্রতিবাদ করিয়া স্কুল সব্ইনিস্পেক্টরের নিকট এক দর খাস্ত প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই পণ্ডিতকে উক্ত পাঠশালা হইতে বিদায় না করিলে তাঁহারা না কি ঐ পাঠশালায় তাঁহাদের ছেলেদের আর পাঠাইবেন না।

শ্রীযুক্ত গোকুল সেন ঝালদা যুবসঙ্ঘের একজন অতি উৎসাহী কর্ম্মী। সত্যকিঙ্কর যখন প্রথম তাহার আখড়া খোলে তখন হইতেই তিনি সত্যকিঙ্করের সহকর্ম্মী ছিলেন। সত্যকিঙ্করের মৃত্যুর পর যখন সত্যহাট বসাইবার প্রস্তাব হয় তখন তিনি এই হাট প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য উদ্যোক্তাগণের সহিত প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। কথাটা "রাজা"র কাণে পৌঁছায়। প্রথম হাট বসিবার ২।৪ দিন পূর্ব্বে "টিকায়েৎ" সাহেব গোকুল বাবুকে ডাকাইয়া অনুরোধ করেন—তুমি সত্যহাটে যাইও না। তিনি উত্তর করেন—আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমাকে যাইতেই হইবে। শুনিয়া "রাজ"-তনয় অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলেন—ভারি তো পানের দোকান করিয়া খাস, দেখা যাবে তোর কত মুরাদ! ইহার কিছুদিন পরেই গোকুল বাবুর নামে পাঁচ আইনের মোকদ্দমা আনীত হয়। তিনি না কি তাঁহার পিতার দোকানের সামনে কতকগুলি পানের বোঁটা ফেলিয়াছিলেন—এই তাঁহার অপরাধ। মোকদ্দমা ঝালদার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত করিবার আবেদন অগ্রাহ্য হয়। গত শুক্রবার ঝালদার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রের আদালতে বিচার শেষ হয়। বিচারে তাঁহার দশটাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে ৪ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। গোকুলবাবু অর্থ দণ্ড না দিয়া জেলে যাওয়াই স্থির করেন, কারণ তিনি মনে করেন—এই বিচার প্রহসনের উপযুক্ত জবাব জেলে যাইয়াই দিতে হইবে। তিনি যে হঠাৎ এইরূপে জেলে যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইবেন, একথাটা কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই তাই তাঁহার সম্বন্ধে হাকিম ও ঝালদা মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া যান। নানারূপ চেষ্টা করা হয়, যাহাতে তিনি জেলে না যাইয়া অর্থ দণ্ড দিয়াই খালাস পান কিন্তু তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই। কারাবরণ করিয়াই তিনি এই অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ঝালদার অন্য যে সকল ব্যবসায়ী অন্যায়রূপে—কেবল সত্যহাটে যাইবার অপরাধেই, এইরূপে দণ্ডিত হইবেন, তাঁহারা গোকুল বাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণে কারাবরণ করিয়া ঝালদার অনারারী হাকিমের বিচার প্রহসনের যবনিকা পাতে সহায়তা করিবেন। আবেদন নিবেদনে কিছু ফল হইবে না, তাহা সকলেই বুঝিয়াছেন—এখন সকলে সংহত ভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেই হয়।

রচনা-প্রতিযোগিতা

বিষয়—জাতীয় পতাকা

মানভূমের যে কোনও বিদ্যালয়ের ছাত্র এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবে। রচনা সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক। যাহাদের রচনা উপযুক্ত বিবেচিত হইবে তাহাদের মধ্যে গুণানুসারে প্রথম তিন জনকে যথাক্রমে ৫৲, ৩৲ ও ২৲ টাকা মূল্যের পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইবে। রচনা ১০ই মে তারিখের পূর্ব্বে "মুক্তি" সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

"মুক্তি" সম্পাদক

২৮।৪।৩০ মুক্তি অফিস, পুরুলিয়া

স্থানীয় সংবাদ

গত ১৮ই এপ্রেল সিলি যুবকসঙ্ঘের উদ্যোগে কলাতী গ্রামে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে একটা বিরাট সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় লবণ আইন অমান্য করিবার জন্য এবং বিলাতী বস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের পিকেটিং করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হইয়াছে।

বরাবাজার থানার অন্তর্গত ডুমুরডি গ্রামের হৃদয় খেড়িয়ার পুত্র সোহ্ন ও মহ্ন খেড়িয়া ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া তিন মাসের অধিক কাল হাজতে আবদ্ধ ছিল। গত ২৮শে এপ্রিল দায়রা জজের আদালতে তাহাদের বিচার শেষ হইয়াছে। জুরীগণ একযোগে তাহাদের নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিলে দায়রা জজ সোহ্ন ও মহ্নকে অব্যাহতি দিয়াছেন কিন্তু জুরীগণের রায়ে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের খোরাকী বিল মঞ্জুর করেন নাই। জুরীগণের সহিত একমত না হইতে পারিলে জজ সাধারণতঃ হাইকোর্টের অভিমত প্রার্থনা করেন কিন্তু এ স্থলে তাহা না করিয়া এবং আসামীদের অব্যাহতি দিয়াও জজ জুরীগণের সহিত এরূপ আচরণ করিলেন কেন, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। সোহ্ন ও মহ্ন খেড়িয়া শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কংগ্রেসের কাজ করিত। রেবতী বাবুর বিরুদ্ধে ১০৮ ধারার মোকদ্দমায় বাঁদোয়ানের দারোগা যে রিপোর্ট দিয়াছিল তাহাতে সোহ্ন খেড়িয়ার নামের উল্লেখ আছে। সরকার পক্ষে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় উকিল এই মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন।

পত্র প্রেরকের প্রতি

পুরুলিয়া মুনসেফডাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে আমাদের নিকট একখানা পত্র লিখিয়াছেন। মুনসেফডাঙ্গায় কোনও আত্মীয়ের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া স্থানীয় ডেঃ কমিশনার বক্তৃতা দিয়াছিলেন বলিয়া "মুক্তি"তে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল—এই পত্রখানা নাকি তাহারই প্রতিবাদ। পত্রখানা পড়িয়া আমরা আদৌ বুঝিতে পারিলাম না—ইহা উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ না সমর্থন। সুতরাং ইহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না—"মুক্তি"তে আজকাল বড়ই স্থানাভাব।

—মুক্তি সম্পাদক

পুরুলিয়া জিলা স্কুলের পিকেটিং সংক্রান্ত ব্যাপারে দণ্ডিত শ্রীমান শিবাপদ গাঙ্গুলী ও শ্রীমান জগবন্ধু মৌলিক গত বুধবার প্রাতে এখানকার জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সরকার মহাশয় পুরুলিয়ার জেলা স্কুল ও ভিক্টোরিয়া স্কুলের শিক্ষকদের নিকট একখানা পত্র (ইংরাজিতে) লিখিয়াছেন; নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশিত হইল।

পুরুলিয়া ২২ এপ্রেল ১৯৩০

প্রিয় মহাশয়,

অদ্য প্রাতে ডেপুটি কমিশনার মুখার্জ্জি সাহেবের আদালতে আমি কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত হইলে মুখার্জ্জি সাহেবের নিকট শুনিলাম, আদালতে আগমনকালে তিনি রাস্তায় স্কুলের ছাত্রদের ভীড় দেখিতে পান। তাঁহাকে দেখিয়া কোন কোন বালক "বন্দেমাতরম্" এবং কোন কোন বালক "গোলাম আ [illegible] হুমী কা জয়" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে: এই ঘটনার বর্ণনা [illegible] লে মুখার্জ্জি সাহেব বলেন যে, "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির জন্য তিনি কোন প্রকার [illegible] করেন নাই কিন্তু শেষোক্ত চিৎকারের জন্য তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এমন কি তিনি বালকদিগের প্রতি রিভলবার ছুড়িবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তি [illegible] আরও জানাইয়াছেন যে, স্কুলের ছাত্রেরা পুনর্ব্বার ঐরূপ চিৎকার করিলে তিনি তাহাদিগকে গুলি করিবেন। স্কুলের ছেলেদের মঙ্গল কামনায় মুখার্জ্জি সাহেবের উক্তি আপনাকে জানান আমি উচিত বিবেচনা করিতেছি। আশা করি আপনারা এ বিষয়ে অবহিত হইবেন। অতি তুচ্ছ কারণে মুখার্জ্জি সাহেবের হাতে ছোট ছোট ছেলেদের অমূল্য জীবন নষ্ট হওয়া বা [illegible] নীয় নহে।

ভবদীয়—

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার

গত ২২শে ও ২৩শে এপ্রেল পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অ [illegible] করিয়া স্থানীয় সত্যাগ্রহীগণ পুরুলিয়াতে শোভাযা [illegible] বাহির করিয়া এবং মহিষাবাথানে প্রস্তুত লবণ বিক্রয় করিয়া আইনভঙ্গ করেন।

পুরুলিয়ার কোনও উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ব্রিটিশ স [illegible] কি করিয়া রক্ষা পাইতে পারে এই ভাবনায় নাকি বড়ই [illegible] হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন [illegible] দেশের সকল অসহযোগীগুলিকে জেলে পুরিয়া ও অন্য প্রকা [illegible] শায়েস্তা করিয়া গভর্ণমেন্ট খুবই ভাল কাজ করিয়াছেন কিন্তু সক [illegible] গোলমালের মূল গান্ধীর সম্বন্ধে এখনও সেইরূপ ব্যবস্থা হইল না কেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি মনে কা [illegible] ন, বদমায়েসদের এই সাঙ্গাটাকে আণ্ডামানে পাঠাইলেই [illegible] ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। ভারত-সরকার তাহাদের এই বন্ধুটির পরামর্শ লইয়া কাজ না করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমূহ ক্ষতি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ভীষণ গ্রীষ্মে উক্ত মহাপুরুষেরও মস্তিষ্কে [illegible] ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

সত্যাগ্রহ শিবিরের জন্য দান

শ্রীযুক্ত হরিপদ দাঁ—চাউল, ডাল ও অন্যান্য জিনিষে প্রায় ৩৫্ টাকার জিনিষ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—চাউল ৪মন। শ্রীযুক্ত হেম হালদার—১টি বোলা। মার শ্রীবাণী ভূষণ মুখোপাধ্যায় হাট হইতে ভিক্ষালব্ধ জিনিষ—আলু /৭ সের, বেগুন /২॥০ সের, পাতা—২০০, থালা—২০০, হাঁড়ি ৩টি, বাটি ১টি, দড়ি ১গাছি, বিলাতী বেগুন /২ সের, তেঁতুল ৫, তালা—২টি। শ্রীযুক্ত মান্নালাল দিকীত—২টি লণ্ঠন, শ্রীযুক্ত সরযুপ্রসাদ লাল—২টি এ্যালুমিনিয়াম গ্লাস। অনৈক বন্ধু—ঐ গ্লাস ২টি। অনৈক বন্ধু—৪টি পেতলের গ্লাস। শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বক্সী—২টী তালা, ২৫টি খাম। ৺ সূর্য্যনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের দোকান হইতে ১টী লোহার কড়াই। শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার হালদার ২টী ছোট গামলা (এনামেলের)।

শ্রীজীমূতবাহন সেন

ঐ শ্রীবাণীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ২৪-৪-৩০

বিবিধ সংবাদ

বাংলার সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ:—গবর্ণমেন্ট দুঃখের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, ১৮।১৯শে তারিখ শুক্রবার রাত্রে প্রায় একশত জন আক্রমণকারী চট্টগ্রামে রেলওয়ে ও পুলিশের অস্ত্রাগার আক্রমণ করে।

এই বিষয়ে এখনও বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই। তবে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে একজন সার্জ্জেন্ট মেজর, ১জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ৪জন ভারতবাসীকে আক্রমণকারীগণ গুলি করিয়া নিহত করিয়াছে।

এই পর্য্যন্ত যত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে রেলের সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীগণ নিরাপদ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। উহাদিগকে এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে জেটীতে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে।

পুলিশ এবং স্থানীয় অক্সিলিয়ারী ফোর্স আক্রমণকারীগণকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে। লেফ্টন্যান্ট কর্ণেল ডালাস স্মিথের নেতৃত্বে ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্স সৈন্য বাহিনীর একটী দলকে চট্টগ্রামে পাঠান হইয়াছে। পুলিশ ইনস্পেক্টার জেনারেলও সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে গিয়াছেন।

টেলিগ্রাফে সংবাদ আদান প্রদানের পথও বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানে উহা পুনঃস্থাপিত হইতেছে।

১৮ই এপ্রিল রাত্রে একখানা রেলগাড়ীও লাইনচ্যুত করা হইয়াছিল। ফলে রেল লাইন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে এক গাড়ী হইতে অন্য গাড়ীতে লোক লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গাড়ীর লাইনচ্যুতি একটা সমসাময়ীক ঘটনা মাত্র না আক্রমণকারিগণের ষড়যন্ত্রের ফলে তাহা জানা যায় নাই।

চট্টগ্রামের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত দাঙ্গা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন:—

গত ১৮ই রাত্রি ১০টার সময় দাঙ্গা আরম্ভ হয়; তাহার পূর্ব্বে কোনরূপভাবে সতর্ক করা হয় নাই। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; "অকসিলিয়ারী ফোর্স" ও পুলিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইয়াছে। অকসিলিয়ারী ফোর্সের নিকট ২০টি রাইফেল ও ১০৩টি লুইস গান ছিল। পুলিশের অস্ত্রশস্ত্র ভাঙ্গিয়া পোড়াইয়া দিয়াছে। ৬০টির অধিক এখন আর ব্যবহার করা চলে না। আক্রমণকারীদের সঙ্গে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র ও বহু রিভলভার ছিল। আক্রমণকারিদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন—তাহাদের সংখ্যা এক শত হইবে, অনুমান করা—সকলেই চারিদিকে পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া আছে। সশস্ত্র পুলিশ তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

নিম্নলিখিত স্থানে লবণ আইন ভঙ্গ হইতেছে:—

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কটক, বালেশ্বর, কাঁথি, তমলুক, ভোলা, মহিষবাথান, ছাপরা, মধুবনী, চম্পারণ, মুজফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, পাটনা প্রভৃতি।

কলিকাতা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, চাঁদপুর, নাটোর, পাবনা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, ভাগলপুর, বর্দ্ধমান, বালুরঘাট, কৃষ্ণনগর, বোম্বাই, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, নেত্রকোণা, নীলফামারী, চন্দননগর, মাদ্রাজ, রাওলপিণ্ডি, লোহগঞ্জ, নোয়াখালী, পাটনা; মাণিকগঞ্জ, মেহেরপুর, দিনাজপুর, চাঁদপুর, বহরমপুর, দুবরাজপুর, এলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বিলাতী বস্ত্র ও সিগারেটের বিরুদ্ধে প্রব

আন্দোলন চলিতেছে এবং মদের দোকানে পিকেটিং চলিতেছে। অনেক স্থলে মহিলারা বর্জ্জননীতি সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে পিকেটিং করিতেছেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জননী ও ভগিনী এলাহাবাদে এই আন্দোলন চালাইতেছেন।

পুলিশ নানাস্থানে মারধর ও অনুরূপ অত্যাচার করিয়াছে। পাটনায় অধ্যাপক আবদুল বারীকে চামড়ার চাবুক (হান্টার) দিয়া পুলিশ প্রহার করিয়াছে, জননায়ক রাজেন্দ্র প্রসাদের উপর লাঠি চলিয়াছে। নীলা, মহিষবাথান, কাঁথী প্রভৃতি স্থানে সত্যাগ্রহীদের শিবির ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—লবণ তৈয়ারীর সরঞ্জাম লইয়া গিয়াছে। কলিকাতার পুলিশ আইন ভঙ্গকারী শোভাযাত্রীগণকে, পার্কের সভায় মিলিত জনতাকে নির্ম্মমতা বর্ব্বরের ন্যায় প্রহার করিয়াছে। হাবড়ায় পুলিশের প্রহারের ফলে বহু স্বেচ্ছাসেবককে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছে। পুলিশের এইরূপ অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদের জন্য নানাস্থানে হরতাল হইয়াছিল।

বাংলার রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, যুবকম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শ্রমিক সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীকে পুলিশ রাজসাহীতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহারা হাজতে আছেন। বরিশালের "বরিশাল হিতৈষী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন, উকিল শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লাল মোহন সেন ও দীনবন্ধু সাহা, সত্যাগ্রহ কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য্য প্রমুখকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ফেণী, নোয়াখালী, ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি স্থানে বহু কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কলিকাতার লিবার্টি ও এডভান্স পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়ের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা আনা হইয়াছে। সদ্য প্রচারিত অর্ডিন্যান্স অনুসারে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ, ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ বহু লোককে বিনা বিচারে জেলে পাঠান হইয়াছে।

মেদনীপুরের উকিল শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ দাস ও নারাজোলের রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসুকে আইন অমান্য করিয়া বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক সহ পুলিশের হাতে বন্দী হইয়াছেন। চুঁচুড়া, বজবজ, করাচী, মাদ্রাজ, সিউড়ী প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ধরপাকড় চলিতেছে।

ধানবাদ জেলা সম্মিলনী

২০।২১শে এপ্রেল তারিখে ধানবাদে মানভূম জেলা সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। ২০শে এপ্রেল স্বেচ্ছাসেবক এবং ডেলিগেটগণ ও মহিলাগণ একটি বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলে পর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়কে সভাপতি মনোনয়ন করা হয়। তাহারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন সেন গুপ্ত মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় যে বক্তৃতা দেন নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতি আজ যে এক অভূতপূর্ব্ব সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে সেই সংগ্রাম জয়যুক্ত হইবেই। দমননীতি ইহাকে বন্ধ করিতে পারিবে না—বরং দমন কার্য্য যত বেশী চলিবে—জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল—জাতি ততই বেশ উৎসাহে এই সংগ্রাম চলিতেছে। হাজারীবাগে বেশী উৎসাহে এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে। হাজারীবাগে সরকারের দণ্ডনীতির ফলে আজ অন্তঃপুরচারিকারা পর্য্যন্ত এই সংগ্রামে যোগদান করিয়াছেন। শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া সরস্বতী দেবী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে জাতিকে মুক্তির বাণী শুনাইয়া বেড়াইতেছেন। সামান্য কয়েক দিনের পরিশ্রমে তিনি ৬৫টী কংগ্রেস আফিস স্থাপন করিয়াছেন। দলননীতি ব্রিটিশ সরকারের পুরাতন অস্ত্র। ঐ অস্ত্র দিয়া এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামকে ধ্বংস করা যাইবে না। এই সত্যাগ্রহ সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন জিনিষ। প্রহ্লাদ ও ক্রুশবিদ্ধ যিশু ব্যক্তিগত সংগ্রামের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু একটা দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ একটী সমগ্র জাতির সত্যাগ্রহ জগতে এই প্রথম সূচিত হইল। দেশের চতুর্দ্দিকে আজ অত্যাচারের প্রচণ্ডলীলা চলিয়াছে। আর এই সকল অত্যাচার দেশীয় পুলিশের দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে। এই সকল পুলিশ কর্ম্মচারীর নিন্দাবাদ করিয়া তাহাদিগকে অযথা কটুক্তি করিয়া আমাদের কোন লাভ হইবে না। তাহাদিগকে আমাদের বুঝাইতে হইবে—দেশের ও জাতির প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য কি? আত্ম ত্যাগের দ্বারা সর্ব্ববিধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাসি মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া আমাকে তাহাদের চিত্তজয় করিব। তাহাদের প্রান্তবুদ্ধি দেশের ও জাতির সেবার নিয়োজিত করিবার জন্য সমস্ত লাঞ্ছনা সমস্ত নিগ্রহ আমরা বুক পাতিয়া লইব। আজিকার দিনে চুপ করিয়া নিরপেক্ষ বসিয়া থাকা চলিবেনা। হয় দেশবাসীর সঙ্গে যোগ দিতে হইবে—আর তাহা না হইলে সরকারের অভীষ্ট সাধনের পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য দেশবাসীর বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইবে। পেটের জ্বালার দোহাই দিয়া আজ যাহারা দূরে সরিয়া আছেন তাঁহারা জানিয়া রাখুন অরবিন্দ বা গান্ধি কাহাকেও জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য ভাবিতে হয় নাই। চাকুরীর অন্নে প্রতিপালিত দেশের শতকরা ৫জন যদি আজ চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তাহা হইলে দেশের বাকি ৯৫জন সানন্দে তাহাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিবে।

লবণ কর বাবত সরকার বৎসরে ৪।৫ কোটী মাত্র পাইয়া থাকেন। ৪।৫ কোটী টাকা সরকারের কাছে নগণ্য। কিন্তু এই লবণ আইন ভাঙ্গার পিছনে পিছনে দেশে যে নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিতেছে তাহা দুর্দ্দমনীয় ও বিপুল। আপনারা জানেন পুরুলিয়া জিলা স্কুলের ছেলেরা জাতীয় পতাকা আঙ্কিত ব্যাজ পরার বিরুদ্ধে হেডমাষ্টার মহাশয়ের হুকুমের কি উত্তর দিয়াছে। এখানে যদি লবণ প্রস্তুতের সুযোগ ও সুবিধা থাকিত তাহা হইলে এখানে সহস্র সহস্র লোক আজ আইন ভঙ্গ করিত। গুজরাটে ৮০০০০ লোক ঐ আইন ভাঙ্গিয়াছে। রাজেন্দ্র প্রসাদ আমাকে বলিয়াছেন অচিরেই বিহারের সমস্ত জেল ভর্ত্তি হইয়া যাইবে। জেলে স্থানাভাব ঘটিবে। সেই জন্য সরকার আর সত্যাগ্রহীদের জেলে পুরিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয় নাই। আজ সত্যাগ্রহীদের বাড়ীতে আগুন লাগান হইতেছে—তাহাদিগকে প্রহারে জর্জ্জরিত করা হইতেছে এবং অন্যান্য বহু প্রকারে নিগৃহিত করা হইতেছে। কিন্তু মৃত্যুর

সামনে দাঁড়াইয়া আজ আমাদিগকে লড়াই করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন "হয় সমুদ্রের জলে আমার মৃত দেহ ভাসিয়া যাইবে—আর তাহা না হইলে আমি বিজয় লাভ করিবই করিব। আর যাঁহারা সত্যাগ্রহ সংগ্রামে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যোগদান করিতে পারিবেন না তাহারা পশ্চাতে থাকিয়া সাধ্যমত দেশ-হিতকর কার্য্য করুন। বিলাতী বস্ত্র ও মাদকদ্রব্যবর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য যাহাতে সফল হয় তাহার জন্য আন্দোলন করুন —এবং প্রচার কার্য্য চালান।" অদ্যকার এই সংগ্রামে ভারতের নারী শক্তিকে জাগ্রত হইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদিগকে যে পথে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাঁহারা সেই পথে অগ্রসর হউন

সভাপতির অভিভাষণের পর জেলা কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে মহিলাগণের প্রস্তুত লবণ সভায় বিক্রয় করা হয়। লবণ ক্রয় করিবার জন্য সভায় কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। দুইজন মহিলা ঐদিন কনফারেন্সে অনুমান ২০০৲ টাকা মূল্যের নয়গাছি সোনার চুরি সত্যাগ্রহ সংগ্রামের জন্য দান করিয়াছেন।

কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে দুইটী চরকা প্রতিযোগিতা হয়। প্রথমটী নিখিল ভারতবর্ষ চরকা প্রতিযোগিতা এবং দ্বিতীয়টী মানভূম চরকা প্রতিযোগিতা। ১ম প্রতিযোগিতায় মুঙ্গেরের শ্রীযুক্ত ছটুলাল গুপ্ত এবং ২য় প্রতিযোগীতায় পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমের শ্রীমান অমল চন্দ্র ঘোষ শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমের শ্রীমান কালীপদ রায় ২য় স্থান অধিকার করেন। ২য় প্রতিযোগিতার ফলাফল এখনো স্থির হয় নাই, পরে প্রকাশিত হইবে। তৎপরে সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি পেশ করা হয়—প্রথম তিনটী প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় নিজেই উপস্থাপিত করিয়া ছিলেন।

১। স্বদেশীযুগের একনিষ্ঠ দেশকর্ম্মী মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তজ্জন্য এই সম্মিলনী আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

২। বাঙ্গলার বীর যুবক যতীন্দ্র নাথ দাস ও ব্রহ্মদেশের উজ্জ্বল তিলক ভিক্ষু বিজয় জাতীয় আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কারাগার মধ্যে অনশনে তিলে তিলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই আত্মত্যাগে এই সম্মিলনী গৌরব বোধ করিতেছে।

৩। গ্রাম সংগঠন কার্য্যে বিরুদ্ধ পক্ষীয় আততায়ীর হস্তে নিহত ঝালদার কংগ্রেসকর্ম্মী ঝালদার যুবসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুবক ৮ সত্যকিঙ্কর দত্তের মৃত্যুতে এই সম্মিলনী শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং সরকার তাহার হত্যাকারির অনুসন্ধান করিয়া দণ্ডবিধানের কোনরূপ ব্যবস্থা না করায় এই সম্মিলনী সরকারের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতেছে

৪। দেশের বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ যজ্ঞের প্রথম আহুতি সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল জাতীয় মহাসভার সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য দেশকর্ম্মীর দেশ সেবার পুরস্কারস্বরূপ কারাদণ্ডে এই সম্মিলনী তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছে। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সরকার, সমর্থক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ নিয়োগী।

৫। মানভূম জেলার কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বীর রাঘব আচারিয়া শ্রীযুক্ত শিবশরণলাল জশোয়াল, শ্রীযুক্ত মোহন দাস বাবাজী ও শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায় দেশ সেবার অপরাধে এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় তাহাদিগকে ও ছাত্র শ্রীমান জগবন্ধু মৌলিক ও শ্রীমান শিবাপদ গাঙ্গুলী জেলাস্কুলের হেড মাষ্টারের অস্বাভাবিক ও অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে জেলাস্কুলের ছাত্রগণের আত্মসম্মান রক্ষা কার্য্যে আত্মনিয়োগের ফলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে এই সম্মিলনী অভিনন্দিত করিতেছে। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সমর্থক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ।

৬। সরকারের বর্ত্তমান নীতির ফলে পটমদা থানার কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত গুহিরাম কর মোদক শ্রীযুক্ত মড়িয়া খেড়িয়া শ্রীযুক্ত দেবু খেড়িয়া শ্রীযুক্ত থিট্টা খেড়িয়াকে ও এই জিলার অন্যান্য যে সকল কংগ্রেসকর্ম্মী নানারূপে নির্য্যাতিত হইতেছেন এই সম্মিলনী তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছে। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ সমর্থক শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চৌধুরী।

৭। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে জয় যুক্ত করিবার জন্য সরকারের আইন অমান্য করিতে এই সম্মিলনী বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষ সকলকে সাগ্রহে আহ্বান করিতেছে। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাহন সেন সমর্থক শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল গুপ্ত।

৮। দেশের বস্ত্র শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠান কল্পে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন ও চরকা এবং খদ্দরের প্রচলন করিবার জন্য এই সম্মিলনী সকলকে অনুরোধ করিতেছে এবং আবশ্যক বোধে পিকেটিং করিবার জন্য জিলা কংগ্রেস কমিটিকে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছে। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত সমর্থক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চন্দ্র শ্রীযুক্তা বাসন্তী দাস গুপ্তা শ্রীযুক্ত শিশির কুমার রাহা।

৯। জাতীয় জীবনী শক্তির লোপকারী মদ্যপানের নিবারণের উদ্দেশ্যে মদের দোকানে ও ভাটিতে পিকেটিং করিবার জন্য ও তৎসঙ্গে সিগারেট বর্জ্জনের জন্য এই সম্মিলনী জেলা কংগ্রেস কমিটীকে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছে। এই বিষয়ে মাতৃজাতির উপর মহাত্মা গান্ধী যে কর্ত্তব্য ভার নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই সম্মিলনী স্মরণ করাইয়া দিতেছে। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চৌধুরী সমর্থক শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর মুখোপাধ্যায় ঝুটওকাদির নন্দ কিশোর সিংহ।

১০। ঝালিদা পরগণার জমিদার রায় বাহাদুর উদ্ধব চন্দ্র সিংহ তাঁহার প্রজাবর্গের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়া আসিতেছে তাহা নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত তত্রত্য প্রজাবর্গকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের আত্মশক্তির উদ্বোধন করিবার জন্য যে সমস্ত কর্ম্মী স্বর্গীয় বীর সত্যকিঙ্করের পন্থায় আত্মনিয়োগ করিয়া নির্য্যাতিত হইতেছেন এই সম্মিলনী তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছে। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র।

মুন্সিগঞ্জে ভিক্ষু উত্তমের অভিভাষণের কিয়দংশ

আমি আজ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে' এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, সকল দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সাথে মিশেছি। আজন্ম নিজেদের দেশে বসে' পরাধীন দেশের অত্যাচার, উৎপীড়ন,

দৈন্যের দিকটা যত দেখতে পেয়েছেন; এর লজ্জার দিকটা লাঞ্ছনার দিকটা তত তেমন ক'রে চোখে ঠেকবার সুযোগ আপনাদের হয়নি। যে দেশেই গেছি, সেখানেই পাশাপাশি দেখেছি, স্বাধীন কোনো বিদেশী জাতের মানুষের প্রতি ব্যবহার আর আমার প্রতি ব্যবহার। জাপান ত এশিয়ারই জাত, আমারই মত মঙ্গোল জাতির রক্ত তাদের ধমনীতে কিন্তু ফ্রান্সের, কি ইটালীর, কি জার্ম্মানীর হোটেলে' কি ট্রামে, কি বাসে কি ব্যবহারের তারতম্য একজন জাপানীর সাথে আর আমার সাথে—এমনকি হোটেলের একটা চাকর চাকরাণী কি ঝাড়ুদারের কাছে পর্য্যন্ত তা' দেখলে অপমানে আপনাদের বুক ফেটে যেত। বিদেশী জাত, কোন্ দেশের মানুষ, বলে' না দিলে চেনে না। যখন শুনল এ জাপানী—শ্রদ্ধা-মাখান কৌতুহলের দৃষ্টিতে কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে মুখের দিকে তাকাতে লাগ্‌ল। আর যেমন শুনল, ব্রিটিশ ভারতের মানুষ, এমন একটা চাউনি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে' গেল, মনে হ'ল, বাইরে গিয়েই পিকদানীতে থুথু ফেলবে। এর থেকে সাধারণ ব্যবহার যা হবে, তা অনুমান করে'ই নিতে পারেন—তা ছাড়া অধিকারের তারতম্য যে যে দেশে আছে তা' ত আছেই। আমেরিকাতে ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত আমায় জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা, সব দেশের জাতীয় পতাকার ছবি দেখেছি, কই, তোমাদের ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা বলে' কিছু দেখিনি। নিউইয়র্কের একটা হোটেলে একদিন ছোট একটি ছেলে সব জাতের জাতীয় পতাকার ছবি নিয়ে এসে বায়না ধরে' জিজ্ঞাসা করলে, কোনটা তোমাদের জাতীয় পতাকা দেখিয়ে দাও না! লজ্জায় ঘৃণায় মাথা নীচু করে' আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হ'ল, ইউনিয়ান জ্যাকের ছবি। সে বললে, এ'ত ইংরেজের পতাকা! তখন বলতে হ'ল, আমাদের ত কোনো পতাকা নেই, আমরা যে পরাধীন। হয়ত সে কিছুই বুঝল না, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে যে অবজ্ঞার ছায়াটি সেই খোকার মুখে ভেসে উঠল দেখে আমার বুক ফেটে কান্না পেতে লাগল। হলদে কাপড় পরা এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখতে সেই খোকাটী আগে দিনে তিনবার চারবার করে' আমার ঘরে আসত, ফুল পাতা চকোলেট নিত, কত গল্প করত। কিন্তু সেইদিন থেকে আর যে ক'টি দিন আমি সেই হোটেলে ছিলুম একবারও সে আর আমার ঘরে আসে নি। সে কয়দিন খোকাটির আসবার সময় যখনই বয়ে যেত, অপমানে ঘৃণায় আমার বুকখানা জ্বলে যেতে। আপনারা বিদেশে গিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে নানাভাবে, যদি পরাধীন দেশে জন্মাবার এ অপমানের লাঞ্ছনার কষাঘাত খেতেন, বোধহয়, আপনাদের তরুণ প্রাণের অনাবিল শান্তি ঘুচে যেত, আপনাদের দিনের খেলা, রাতের ঘুম ছুটে যেত, আরামের শয্যা আপনাদের কন্টকে ভরে' উঠত॥

এ ছাড়া, এমন কোনো স্বাধীনদেশে যাইনি যেখানকার মানুষরা আমায় না জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা, বলতে পার, ৩৫ কোটি লোকের দেশ তোমাদের—কেমন করে' এতকাল ধরে' একটা বিদেশী জাতীর পায়ের তলায় পড়ে' থাকে? এ প্রশ্নের জবাব নেই, অপমান আছে, আর সেই অপমানটুকু উদরস্থ করে'ই বিদেশে আমাদের ভারতবাসীদের মাথাটি অবনত করে' চোরের মত পথ চলতে হয়। এই অবস্থার সাথে তুলনা করুন ত যে সব ইউরোপীয়দের আপনারা এদেশে দেখতে পান তাদের চলাফেরার ধরণ ধারণ।

নিজেদের দেশে বসে' নিজেদের দুঃখদৈন্যে চোখ এমন অভ্যস্থ হয়ে আসে, যে সে দৈন্য যে কতবড় নিদারুণ দৈন্য তা বড় একটা কল্পনায় আসে না। যাক, এ ইতিহাস আউড়ে, কোনো লাভ নেই, এ'ত আপনাদের সবার জানা কথা, পুরোণো কথা, একঘেয়ে কথা।

কি করবার আছে, তা আপনারা জানেন, আপনাদের তা নতুন করে' বলবার প্রয়োজনও নেই সুযোগ বড় বেশী নেই। কেবল একটা কথা বলি, কিসে কি হবে, এই বিচারটা আপনারা ছেড়ে দিন। এতকালের পরাধীনতার পর, মানুষমারবার সকল রকম অস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজের কবল থেকে আপনাদের মুক্তি কি করে' আসলে, হিসেব করে' আঁক কষে, তা আপনাদের বুঝিয়ে দেবে, এমন মানুষ জন্মে নি। সে মানুষের অপেক্ষায় থাকলে চিরদিন আপনাদের জপের মালা নিয়ে বসে থাকতে হবে। কোনো-মানুষেরই মুখের পানে চেয়ে বসে' থাকবেন না। আমি শুনেছি, এদেশের এবং বিদেশের সব জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান দেখে দেখে আর তার কথা শুনে শুনে আপনাদের একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, কোন একটা সঙ্ঘ বা তার কেন্দ্র সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু আহরণ করে' এনে আপনাদের হাতে তুলে দিবে, আর তাই নিয়ে আপনারা আপনাদের দেশকে স্বাধীন করতে লেগে যাবেন। কোনো পরাধীন দেশে এমন করে' কোনো একটা বড় সঙ্ঘ গ'ড়ে উঠতে পারে না যা একটা দেশকে স্বাধীন করতে পারে। পরাধীন দেশে স্বাধীনতা আনবার যে সব সঙ্ঘ তারা মানুষ গড়ে' ছেড়ে দিতে পারে, আর পারে সেই মানুষগুলোর মাথায় কতকগুলি বুদ্ধি জুটীয়ে দিতে। তারপর এই মানুষগুলোকে ছুটে বের হতে' হবে দিকে দিকে—যে যেখানে পারে সেখানে বসে' তার বুদ্ধি ও শক্তি মত যা কিছু প্রয়োজন তা আহরণ করতে। তারপর এই সকলের সঞ্চয় এক করে' যে ভাণ্ডার গড়ে' উঠবে, দেশের স্বাধীনতা আনবার তাইত উপাদান। সান ওয়েন (ডাঃ সান ইয়াট সেন) চীনের স্বাধীনতা এনে ছিলেন আপনারা জানেন। কিন্তু স্বাধীনতার সাধনার উপাদান তাঁর কোথা থেকে জুটেছিল জানেন কি? এই যে দেখছেন, আপনাদের দেশে চীনেরা মুটেগিরি করে' ছুতোরের কাজ

করে' মুচির কাজ করে' পয়সা করে, এরা তাঁকে পয়সা জুগিয়েছিল! সমস্ত দুনিয়া জুড়ে বর্ম্মায়, সিঙ্গাপুরে কালিফোর্ণিয়ায়, মেক্সিকোতে, ব্রেজিলে, আর্জেন্টাইনে চীনেরা ক্ষেতে কৃষি ক'রে, ব্যবসায় করে, মুটে ছুতোর আর মুচির কাজ ক'রে পয়সা জমিয়ে তাদের জাতীয় দলের কেন্দ্রে পাঠাত, এই নিয়ে সান ওয়েনের স্বাধীনতার সাধনা উদ্‌যাপিত হয়েছিল—আর সব উপকরণ কোথায় তিনি পেয়েছিলেন, তা আমি জানিনে তবে একটু জানি যে, অর্থ হ'লে কোন উপকরণের অভাব হয় না। সেই অর্থ সেই সব চীনেরা তেলাপোকা সাপ ব্যাং খেয়ে তাঁকে জুগিয়েছিল। তারা জানত, স্বাধীনতালাভ সান ওয়েনের একার পিতৃমাতৃদায় নয়। আমি শুনেছি; আপনাদের পথপ্রদর্শকরা নিজেদের দৈন্য দুর্দ্দশার জন্য আপনাদের সব পথের সম্বল জোটাতে পারেনি বলে' আপনাদের আত্ম-অবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে বিদেশীর চররা "দাদা কোম্পানী" বলে, একটা কথা সৃষ্টি করে' আরও নানা-রকম ঘৃণ্য প্রচার চালিয়ে একনিষ্ঠ পুরাতন কর্ম্মীদের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে এদেশের সমস্ত জাতীয় প্রচেষ্টাকে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। এ সবের অর্থ কি? দেশ কি 'দাদা'দের ঘরের সম্পত্তি? তার স্বাধীনতালাভের দায়িত্ব কি কেবল তাঁদেরই? বিদেশীর এই চালে পড়বেন না। অনিশ্চিতের আশঙ্কা কাটিয়ে উঠুন, আরামের শয্যাকে টেনে ছুড়ে ফেলে দিন। দিকে দিকে ছুটে বের হন। ঘরের কোণে বসে' দেশের স্বাধীনতার সাধনা চলবে না।

মনের এই পঙ্গুত্ব কাটিয়ে উঠুন দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুন। দেশের অপমানে যদি বুকে জ্বালা ধরে' থাকে তবে দুনিয়ার প্রান্ত থেকে প্রান্তে ছুটে বেড়িয়ে যা কিছু পান, আহরণ করে' নিয়ে আসুন—স্বাধীনতা দেবতার পূজার উপকরণ কিছু সংগ্রহ করতে না পারেন, এই চেষ্টায় নিজের জীবন ঢেলে দিয়ে জীবনকে সার্থক করুন। কুকুরের মতন পরের দাস হয়ে জন্মেছেন, মানুষের মত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার সৌভাগ্য লাভ করুন—সুফি অম্বাপ্রসাদের মত, সর্দ্দার অজিত সিংহের মত, হেরম্বলাল গুপ্তের মত, সুরেন করের মত। এমনি একজন অম্বাপ্রসাদ, একজন অজিত সিং, একজন হেরম্ব গুপ্ত, একজন সুরেন কর চাইনা। এমনি ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে, লাখে লাখে লোক মরুক—তাদের শবের উপর দিয়ে স্বাধীনতার পন্থা রচিত হবে। পঁয়ত্রিশ কোটীর স্বাধীনতার জন্য দু এক লাখের মৃত্যু কি? পিতা বলবেন, কোথা যাবি বাছা? তাঁকে বলুন, জন্মদাতা বলে' আপনাকে প্রণাম। কিন্তু জন্মের সঙ্গে যে পরাধীনতার অসম্মানকে আমায় গছিয়ে দিয়েছেন, আর তাকে দূর করবার শিক্ষা বা সেই অসম্মানের অপমান বোধ করবার দীক্ষাও দেননি, কাজেই আপনার এ আদর অনুরোধ আজ আমার কাছে অসহ্য, ঘর আজ আমার পর, স্বাধীনতার সাধনাই আজ আমার কাছে একমাত্র সত্য, আমি সেই সাধনার লক্ষ্যেই আজ ঘর ছেড়ে, দেশ থেকে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত হয়ে বেরিয়েছি। —"স্বাধীনতা" হইতে।

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি যে লোকপ্রিয়তার নিদর্শন তাহা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনবীমা কোম্পানী

ওরিয়েণ্টালের

বর্ত্তমান সমৃদ্ধিতেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়।

ক্রমোন্নতি

নূতন বীমা

১৯২৫	২৯৬ লক্ষ টাকা
১৯২৬	৩৯১ "
১৯২৭	৪৬৮ "
১৯২৮	৫৮৫ "

প্রিমিয়ম হইতে আয়

১৯২৫	৯৩ লক্ষ টাকা
১৯২৬	১০৬ "
১৯২৭	১২২ "
১৯২৮	১৪০ "

লোকপ্রিয়তাই লভ্যাংশের ক্রমবৃদ্ধি সূচনা করে। সমগ্র জীবনবীমা পলিশিতে ঘোষিত বোনাসের হার।

১৯২১	প্রতি হাজার টাকায় বার্ষিক	১০ টাকা
১৯২৪	" "	২২॥০ "
১৯২৭	" "	২৫ "

অতএব এই উন্নতিশীল কোম্পানীতে বীমা করিলে আপনার সংস্থানের সুব্যবস্থা হইবে।

কোম্পানীর প্রতিনিধি সর্ব্বত্র আছেন।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কোম্পানীর অফিস আছে:—

হেড অফিস:—ওরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস, বোম্বাই।

আগ্রা, কলিকাতা, করাচি, মান্দালয়, পুনা, সিঙ্গাপুর, আজমীর, কলম্বো, কাউলালুম্পুর, ম্যাঙ্গালোর, কোয়েটা, সুক্কুর, আমেদাবাদ, ঢাকা, লাহোর, মোম্বাসা, রেঙ্গুন, ত্রিবান্দ্রম, এলাহাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, রাঁচি, ত্রিচিনপল্লী, বাঙ্গালোর, ক্যাণ্ডি, মান্দ্রাজ, পাটনা, রাওলপিণ্ডি, ভিজাগপাটম।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন:—

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস
পোষ্ট বক্স নং ২১ কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
৪ সিম্পসন রোড, ঢাকা।

সব্‌ ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী
ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
একজিবিসন রোড, পাটনা।

অরগানাইজার, ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস,
কাচারি রোড, রাঁচি।

অথবা মিঃ এস, এন, রায়,
অরগানাইজার, রঙ্গপুর।

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করে কেন?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের কাজে ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ

কর্ম্ম সঙ্গীত— ৵০
আর তুমি?—জীমূতবাহন সেন /০
বিলাতী বর্জ্জন করিব কেন?
(জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী)— /০
ভক্তরাজ তুলসীদাস—
(ক্ষিতীশ বসু)— ৶০
যৌবন ও বিবাহিত জীবন— ৶০
সাধুবাণী— ৶০
মাতৃপূজা— ৷৶০
শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন— ৴১০
নবীনে প্রাচীনে (নিবারণ দাসগুপ্ত) ৶০
যতীন দাসের ছবি— ৫

প্রাপ্তিস্থান—
দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া
ও
ব্রজেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, আদ্রা।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গত গুড্‌ফ্রাইডের বন্ধের অব্যবহিত পরেই পুরুলিয়া সহরে আর একটী ইংরাজী হাই স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহার পরিচালনার ভার পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী ও সহরবাসিগণ গ্রহণ করিবেন। ১৭।৪।৩০

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়,
শ্রীশশধর গাঙ্গুলী,
শ্রীজগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

WANTED. Candidates desiring to serv in Government, Railway and Canal Departments. Full particulars and Railway Fare Certificate on 2 annas stamps; apply uuder registered cover to.

IMPERIAL TELEGRAPH COLLEGE.
Nai Sarak, Delhi.

ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস:—৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
স্থাপিত ১৯০৬

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিচার যোগ্য।

মোট জীবন বীমার পরিমাণ—	৫,০০,০০,০০০ কোটী টাকার উপর
১৯২৮ সালে নূতন বীমা	১,০০,৩৪,৪০০ টাকা
১৯২৮ সালে প্রিমিয়ম হইতে আয়	২৫,৫০,৪৭০ টাকা
মোট দাবী প্রদত্ত হইয়াছে	৬২,০০,০০০ টাকার উপর
মোট স্থিত ও সংস্থান	১,৩৫,০০,০০০ টাকার উপর

প্রত্যেক বৎসরই কোম্পানীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

... এবং এবং এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বি, সি, দাস, সি-আর-এন-আই (লণ্ডন)
কলিয়ারী ডিষ্ট্রিক্ট সমূহের চীফ এজেন্ট,
আসানসোল, E. I. Ry.

বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিব কেন?

জন সাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে চাহিদা হওয়ায় উপরোক্ত পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ পুনরায় পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। এবারও বিশেষ কারণে অল্প সংখ্যক পুস্তিকা ছাপা হইয়াছে। পুস্তিকার মূল্য পূর্ব্ববৎ /০ এক আনা হইয়াছে।

লবণের হাণ্ডবিল

লবণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হাণ্ডবিল আকারে বাহির হইয়াছে। ছাপা খরচ সঙ্কুলানের জন্য ১৲ টাকায় ২৫০ শো হিসাবে পাওয়া যায়।

পাঠাইবার খরচ ও মূল্য পাঠাইলে হাণ্ডবিল পাঠান হইয়া থাকে।

বিনীত—
শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ ভদ্র
দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতি
২০।এ, গোপী বসু লেন
বহুবাজার, কলিকাতা।

মহাত্মার গ্রেপ্তার হইলে হরতাল

সর্ব্বসাধারণকে অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হইলে ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল হইবে স্থির হইয়াছে। যে স্থানে যে দিন তাঁহার গ্রেপ্তারের সংবাদ পৌঁছিবে সে স্থানে সেই দিনই হরতাল পালন করিতে হইবে। ইতি ৪ঠা বৈশাখ ১৩৩৭ সাল

শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ
সেক্রেটারী, মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটী
পুরুলিয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ!

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান,

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত "কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠনও উৎকৃষ্ট

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হইল উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কালীন এক আনার ষ্ট্যাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইয়া থাকি।

নিবেদক—শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

এই গ্রীষ্মে কোথায় খাইবেন?

যদি খাইয়া তৃপ্তি ও থাকিয়া আনন্দ পাইতে চান তবে

হোটেল ওরিয়েণ্ট্যালে আসুন।

স্নানের সুবন্দোবস্ত আছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত S. D. O. শ্রীযুক্ত গোপেশ চন্দ্র অধিকারী, অনারেরী Deputy Magistrate, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত অবসর প্রাপ্ত D. S. P ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সরকার অবসর প্রাপ্ত District Inspector of Schools এই হোটেলে খাইয়া বলিয়াছেন—"পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এই হোটেলের বিশেষত্ব। খাইবার সময় বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।"

প্রতি বেলা—	।০	মাসিক	১২৲
" "	।৵০	"	১৫৲

নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নির্ম্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় এবং ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে মফস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের কণ্ঠ রোধ করিবার অভিপ্রায়ে বড় লাট এক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া ১৯১০ সালের প্রেস আইন পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত আইনের বলে সরকার যে কোন প্রেসকে ৫০০ হইতে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জামিন স্বরূপ জমা দিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং কোনরূপ রাজদ্রোহ বা এই প্রকারের উক্তির জন্য উক্ত জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন। এবং একবার বাজেয়াপ্ত হইবার পর ১০০০৲ টাকা হইতে ১০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জমা চাহিতে পারিবেন। এবং এই টাকা বাজেয়াপ্ত হইলে ইহার পর প্রেস বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

এই আইন জারি হওয়া মাত্র কলিকাতার এডভান্স, লিবার্টি, বঙ্গবাণী, আনন্দবাজার, হিন্দু স্থান প্রভৃতি ও অন্যান্য স্থানের অনেক প্রেসকেই সরকার জামিনের টাকা জমা দিতে আদেশ দিয়াছেন। এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ-কল্পে কলিকাতায় দেশীয় সংবাদপত্রগণ ও সংবাদ পত্রের মালিকগণ গত ১লা মে তারিখে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভায় এইরূপ মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে:—

(১) দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের যে টুকু সামান্য স্বাধীনতা ছিল তাহা এই প্রেস অর্ডিন্যান্স দ্বারা প্রত্যাহার করা হইতেছে। তজ্জন্য ঐ সভা তীব্রভাবে উক্ত আইনের নিন্দা করিতেছে।

(২) যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রেস অর্ডিন্যান্সকে সমর্থন করিয়াছে তাহাদিগকে বর্জ্জন (বয়কট) করিবার জন্য এই সভা সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিতেছে এবং কলিকাতার কতকগুলি সংবাদ পত্র এই অর্ডিন্যান্স সমর্থন করিয়াছে ইহা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইয়া দিয়া দেশীয় বিজ্ঞাপন দাতাগণকে আহ্বান করিতেছেন তাঁহারা এই সকল সংবাদপত্রে যে সকল বিজ্ঞাপন দিতেছেন তাহা যেন প্রত্যাহার করেন এবং আর কোনরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া এই সকল সংবাদ পত্রকে যেন কোনরূপে সাহায্য না করেন।

(৩) যে সমস্ত সংবাদ পত্র টাকা জমা না দিয়া সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ করিয়াছেন এই সভা তাঁহাদিগের কার্য্য অনুমোদন করিতেছে।

(৪) যে পর্য্যন্ত না এই আইনের প্রত্যাহার করা না হয় অথবা ভারতের সমস্ত সংবাদ পত্রের সভা (যাহা অদ্য হইতে এক পক্ষের মধ্যে এলাহাবাদে বসিবে) অন্যরূপ নির্দ্দেশ না দেন তাবৎ বাঙ্গলাদেশের সমস্ত দেশীয় সংবাদ-পত্রগণকে তাঁহাদের প্রকাশ বন্ধ রাখিবার জন্য এই সভা আহ্বান করিতেছে।

(৫) এলাহাবাদে উক্ত মর্ম্মে সভা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ব্রেলভী যে মত প্রকাশ করিয়াছেন এই সভা তাহা সমর্থন করিতেছে। এই সমস্ত প্রস্তাব ফলদায়ক করিবার উদ্দেশ্যে এই সভা সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছে যে যে সমস্ত সংবাদপত্র অবিলম্বে তাহাদের প্রকাশ বন্ধ না করিবে—তাহাদিগকে যেন বর্জ্জন (বয়কট) করা হয়।

এই সংখ্যা মুক্তির বিজ্ঞাপন অংশ ছাপা হইবার পর উপরোক্ত সভার অবধারিত প্রস্তাবের বিষয় অবগত হইয়া আমরাও উক্ত প্রস্তাব অনুসারে এই অসম্পূর্ণ সংখ্যা মুক্তিতেই আমাদের গ্রাহকগণ, বিজ্ঞাপন দাতাগণ ও অনুগ্রাহকগণের নিকট আমাদের মুক্তির প্রকাশ অতঃপর বন্ধ করিবার নিবেদন জানাইয়া বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম। ইহার পর সংখ্যা হইতে মুক্তির প্রকাশ আপাততঃ বন্ধ রহিল। আশা করি সহৃদয় গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও অনুগ্রাহকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত কার্য্যের জন্য আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন এবং যেন জাতীয় আত্মসম্মানের সহিত অবিলম্বে আবার তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারি তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন এবং এই আন্দোলনে কায়মনে যোগদান করিয়া ইহার সমুচিত উত্তর প্রদান করিবেন।

বন্দেমাতরম্।

জন সাধারণের নিকট নিবেদন।

যে পর্য্যন্ত স্বরাজ না হয়, এবং সত্য ও অহিংসার দ্বারা পশুবল ধ্বংস না হয় সেই পর্য্যন্ত আমি আমার দেশবন্ধু প্রেস বন্ধ রাখিলাম।

শ্রীলাবণ্য প্রভা ঘোষ,

দেশবন্ধু প্রেসের সত্ত্বাধিকারিণী।

৩—৫—৩০।

NOTICE

In conformity with rules 25, 27 and 32 of the District Board Electoral Rules, the table below showing for each electoral circle the name of the Returning Officer, the date fixed for general election for the members of the Manbhum District Board, the date for the nomination of candidates, the date for the scrutiny of nomination paper and hours between which vote of electors in case of contest will be recorded is published for general information.

Number and name of electoral circle.	Designation of Returning officer appointed under Rule 25.	Date fixed under rule 28.			Hours for polling fixed under rule 33.
		For general election.	For nomination of candidates.	For scrutiny of nomination papers.	
1	1	3	4	5	7
I. Purulia	Subdivisional Officer Sadar	21st. June 1930	22nd. June 1930	10th. June 1930	10 A. M. to 5 P. M.
II. Jhalda	do	"	"	"	do
III. Chandil-Bagmundi	do	"	"	"	do
IV. Barabhum	do	"	"	"	do
V. Manbazar	do	"	"	"	do
VI. Gaurangdi-Raghunathpur Kashipur)	do	"	"	"	do
VII. Para-Chas	do	"	"	"	do
VIII. Gobindpur	Subdivisional Officer and Addl. Deputy Commissioner, Dhanbad.	"	"	"	do
IX. Jharia	do	"	"	"	do
X. Topchanchi	do	"	"	"	do
XI. Nirsa	do	"	"	"	do
XII. Tundi	do	"	"	"	do

Purulia
The 27th February 1930.

Sd. C C. Mukherji.
Deputy Commissioner, Manbhum.

NOTICE.

General Election—Manbhum District Board.

21ST. JUNE 1930.

Hours of Polling :—10 A. M. to 5 P. M.

Under rule 34 of the District Board Electoral Rule the following table is published showing the Electoral Circles in the Sadar Sub-Division with the Police Stations comprised in each and the Polling Station selected.

Electoral circles	Number of members to be elected.	Police stations comprised in the electoral circle.	Polling station.	REMARKS.
I. Purulia	3	1. Purulia 2. Arsa,	Purulia P. S.	
		3. Balarampur	Balarampur P. S,	
		4. Hura 5. Puncha	Hura P. S.	
II. Jhalda	1	1. Jhalda	Jhalda P. S.	
		2. Jaipur	Jaipur P. S.	
III. I Chandil—Bagmundi.	2	1. Baghmundi	Baghmundi P. S.	
		2. Chandil 3. Ichagarh	Chandil P. S.	
IV. Barabhum.	2	1 Barabhhum 2. Patamda 3. Bandwan	Barabazar P. S.	
V. Manbazar.	1	1. Manbazar.	Manbazar P. S.	
VI. Gaurangdi Raghunathpur (Kashipur)	2	1. Kashipur	Kashipur. P. S.	
		2. Raghunathpur 3. Santuri 4. Nituria.	Raghunathpur P. S.	
VII. Para Chas	2	1. Para	Para P. S,	
		2. Chas	Chas P. S.	
		3. Chandankiari	Chandankiari P. S.	

C. N. DE.
Returning Officer.

জানিবার কথা

সস্তাদরে উৎকৃষ্ট সাবান—

প্রস্তুতই আমাদের বিশেষত্ব। সেই জন্যই আজ দুই বৎসর হইতে এই কারখানায় প্রস্তুত সুশ্রী, নির্ম্মল, অল্লাজবল, প্রোবীরাজ ইত্যাদী সাবানগুলি সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।

অতএব আপনারা ভেজালযুক্ত ধাজে সাবান ব্যবহার না করিয়া, আমাদের প্রস্তুত সাবানগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমাদের সুশ্রী টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আপনার শরীরের চর্ম্মরোগ দূর করুন, ও ঘ্রাণে মুগ্ধ, ব্যবহারে তৃপ্ত ও স্নানান্তে পবিত্র হউন। ইহাতে অন্য সাবানের মত চর্ব্বি নাই ও সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক, বিস্তৃত সংবাদের জন্য পত্র লিখুন।

Youngmen's Scientific & Indnstrial Works
P. O. Tulin. (Manbhum)
স্বত্বাধিকারী—শ্রীসৃষ্টিধর গোস্বামী

বাড়ী বিক্রয়।

ধানবাদ হীরাপুরস্থ ভদ্রপল্লীতে সনর্তি কাঠা প্রতি ১৲ টাকা খাজনার তিন কাঠা ভূমির উপর তিন কুঠরী পাকা বাড়ী সহ দুই কুঠরী খাপড়ার বাড়ী বিক্রয় হইবে। বিশেষ বিবরণের জন্য ধানবাদের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

লবণের হ্যাণ্ডবিল

লবণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হ্যাণ্ডবিল আকারে বাহির হইয়াছে। ছাপা খরচ সঙ্কুলানের জন্য ১৲ টাকায় ২৫০ শো হিসাবে পাওয়া যায়।

পাঠাইবার খরচ ও মূল্য পাঠাইলে হ্যাণ্ডবিল পাঠান হইয়া থাকে।

বিনীত—
শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ ভদ্র
দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতি
২০।এ, গোপী বসু লেন
বহুবাজার, কলিকাতা।

That Progress Proves Popularity

is strikingly exemplified by the present day position of the

ORIENTAL

INDIA'S GREATEST LIFE ASSURANCE COMPANY.

PROGRESS

NEW BUSINESS		PREMIUM INCOME	
1925	Rs. 296 Lakhs	1925	Rs. 93 Lakhs
1926	„ 391 „	1926	„ 106 „
1927	„ 468 „	1927	122 „
1928	„ 585 „	1928	„ 140 „

POPULRITY PROVIDES PROGRESSIVE PROFITS

Bonuses Declared on Whole Life Assurance Policies

1921 Rs. 10 { per Rs. 1000 per Annum | 1924—Rs. 22½ 1927 „ 25 } per Rs. 1000 per Annum

THEREFORE

WHEN SELECTING YOUR LIFE ASSURANCE COMPANY FOR A FIRST OR AN ADDITIONAL POLICY

IT WILL PAY YOU

To come to this Popular and Progressive Office,
For full particulars apply to :—
The Branch Secretary, Oriental Assurance Buildings. 2, Clive Row, Calcutta
or
The Sub-Brnch Secretary Oriental Life Office, Exhibition Road, Patna
or The Organiser Oriental Life Office Kachhery Road, Ranchi
or Mr. S. L. Roy, Organiser of Agencies, Rangpur.

দেশবন্ধু প্রেস

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করে কেন?

কারণ—

ইহার সহিত কাহারও ব্যক্তিগত লাভালাভের সম্পর্ক নাই।

ইহার অর্জ্জিত

সমস্ত অর্থই দেশের কাজে ব্যয়িত হয়।

এখানে সমস্ত প্রকারের হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী কাজ সুলভে ও নিরূপিত সময়ে দেওয়া হয়।

কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ

কর্ম্মসঙ্গীত—	৶০
আর তুমি?—জীমূতবাহন সেন	/০
ভক্তরাজ তুলসীদাস— (ক্ষিতীশ বসু)—	৶০
যৌবন ও বিবাহিত জীবন—	৶০
সাধুবাণী—	৶০
মাতৃপূজা —	।৶০
শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন—	/১০
নবীনে প্রাচীনে (নিবারণ দাসগুপ্ত)	৶০
যতীন দাসের ছবি—	৫

প্রাপ্তিস্থান—
দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া
ও
ব্রজেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, আদ্রা।

ম্যালেরিয়া কালাজ্বর ইত্যাদি রোগভোগের পর

রক্তাল্পতায় —

হিমোবিন সিরাপ

—উৎকৃষ্ট রক্তবর্দ্ধক—

স্ত্রীলোকের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ও প্রসবের পর ইহা অবশ্য সেবনীয়। দুর্ব্বলদেহ এবং ভগ্নস্বাস্থ্য সকলেই কিছুকাল নিয়মিত হিমোবিন সিরাপ সেবনে পরম উপকার পাইবেন।

বড় ডাক্তারখানা মাত্রেই পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত

কয়েকটী আশ্চর্য্য মহৌষধ

এখনি পরীক্ষা করুন।

১। যক্ষা (phthisis) এক বটী কায় আরোগ্য। মূল্য ১বটী ৫৲ টাকা।

২। হাঁপানি (Asthma) ২মাত্রা সেবনে আরোগ্য। মূল্য ২মাত্রা ৫৲ টাকা।

৩। রক্ত পিত্ত (মুখে রক্ত ওঠা বা বমন। ১বটিকায় আরোগ্য মূল্য ১ বড়ি ৫৲ টাকা।

৪। প্রমেহ বা কঠিন ধাতু দৌর্ব্বল্য। ৩ মাত্রা সেবনে আরোগ্য। মূল্য ৩ মাত্রা ৩৲ টাকা।

৫। একশিরা অন্ডবৃদ্ধি। ধাতব আংটী ধারণে আরোগ্য। মূল্য ১টী আংটী ১॥০ টাকা।

৬। রক্তঅর্শ। ঐ ঐ প্রতি আংটী ১।০।

৫।৬ নং গ্রাহক রোগীর নাম ও গোত্র লিখিবেন। গোত্র না থাকিলে নাম দিবেন। রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট না দিলে উত্তর দেওয়া হয় না।

মাশুলাদি প্রত্যেকের পৃথক।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।
অবসর প্রাপ্ত জেলার
লোটাড়া। পোঃ পুরা।
জেলা মানভূম।
1-5-30. B. N. Ry.

WANTED. Candidates desiring to serv in Government Railway and Canal Departments. Full particulars and Railway fare Certificate on 2 annas stamps; apply uuder registered cover to.

IMPERIAL TELEGRAPH COLLEGE.
Nai Sarak, Delhi.

অপূর্ব্ব সুযোগ!

গিনি-হাউস

পুরুলিয়া, আনন্দ বাজার (সন্দেশ গলি)। ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড।

যদি খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার চান?

তবে মানভূমবাসীর সুপরিচিত **"কালীপদ দাস কর্ম্মকারের"**

দোকানে আসুন।

বাজার অপেক্ষা মজুরী সুলভ এবং গঠন ও উৎকৃষ্ট

নূতন নূতন ডিজাইনের সকলপ্রকার অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ১৩৩৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বনিয়ম বাতিল করিয়া, নূতন নিয়ম করা হই[ল।] উক্ত সময় হইতে আমরা দোকানের নিশ্মিত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে রসিদ সহ ফেরৎ দিলে "পানমরা" বাদ না দি[য়া] কেবলমাত্র (মজুরী বাদে) বাজার দরে সোনার মূল্য দিয়া খরিদ করিব, ইহাই আমার সততা। অলঙ্কার বিক্রয়কা[লে] এক আনার ষ্টাম্পে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। সিকি মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠা[ইয়া] থাকি।

নিবেদক—**শ্রীকালীপদ দাস কর্ম্মকার**

পুরুলিয়া, আনন্দবাজার (সন্দেশ গলি)।

এই প্রান্তে কোথায় খাইবেন?

যদি খাইয়া তৃপ্তি ও থাকিয়া আনন্দ পাইতে চান তবে

হোটেল ওরিয়েণ্ট্যালে আসুন।

স্নানের সুবন্দোবস্ত আছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত S. D. O. শ্রীযুক্ত গোপেশ চন্দ্র অধিকারী, অনারেরী Deputy Magistrate, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত অবসর প্র[াপ্ত] D. S. P ও শ্রীযুক্ত দেশচন্দ্র সরকার অবসর প্র[াপ্ত] District Inspector of Schools এই হোটেলে খা[ইয়া] বলিয়াছেন—"পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এই হোটে[লের] বিশেষত্ব। খাইবার সময় বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।"

প্রতি বেলা—	।০	মাসিক	১২৲
,, ,,	।৴০	,,	১৫৲

নীলকুঠীডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া—নামপাড়া ব্রাঞ্চ—রাঁচি, মেনরোড

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সন ১৩৩৬ সালের ১লা মাঘ হইতে পূর্ব্ব নিয়ম বাতিল করা হইল।

আমাদের দোকানের নিশ্মিত অলঙ্কার বিক্রয় কালীন প্রত্যেক গ্রাহককে রীতিমত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় [ও] ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া বাজার দরে সম্পূর্ণ সোনার মূল্য ফেরৎ দিয়া থা[কি।] প্রত্যেক অলঙ্কারের উপর আমাদের নামাঙ্কিত R.P. ষ্টাম্প দেওয়া থাকে। অর্ডার সহ সিকি মূল্য পাঠাইলে [মফঃ]স্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী

রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত